



আবু দাউদ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

سین الزیاد

আবু দাউদ শরীফ
(প্রথম খণ্ড)

আবু দাউদ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

মাওলানা নূর মোহাম্মদ

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

সহকারী সম্পাদনা

মুহাম্মদ মুসা



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবু দাউদ শরীফ (প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৭০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৮৫

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৪৫/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪২

ISBN : 984-06-1092-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ ১৪১৩

রজব ১৪২৭

আগস্ট ২০০৬

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৮৫.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (1st. Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8128068

August 2006

E-mail: info@islamicfoundation-bd.org

Website: www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 185.00 ; US Dollar : 5.00

সূচীপত্র

ইল্মে হাদীছ : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

হাদীছের পরিচয়	বাইশ
ইল্মে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা	তেইশ
হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ	সাতাশ
হাদীছের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ	উনত্রিশ
সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে	উনত্রিশ
হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার	ত্রিশ
লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন	বত্রিশ
উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা	পঁয়ত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়	ছত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ)	ছত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর অনুসৃত মায়হাব	সাঁইত্রিশ
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী	আটত্রিশ
সুনানে আবু দাউদ (রহ)	আটত্রিশ
মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র	চল্লিশ
দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট	ছেচল্লিশ
সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ	ছেচল্লিশ
সুনানে আবু দাউদের ভাষ্য গ্রন্থাবলী	সাতচল্লিশ

কিতাবুত তাহারাতি

(পবিত্রতা)

অনুচ্ছেদ

১. পেশাব-পায়খানার সময় নির্জনে গমন সম্পর্কে	পৃষ্ঠা ১
২. পেশাব করবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে	২
৩. পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয়	২
৪. কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ	৩
৫. কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানার অনুমতি সম্পর্কে	৬

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৬. পেশাব-পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে	৭
৭. পেশাব-পায়খানার সময় কথাবার্তা বলা মাকরুহ	৮
৮. পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে	৮
৯. অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির সম্পর্কে	৯
১০. মহান আল্লাহর নাম খোদিত আংটিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে	১০
১১. পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে	১০
১২. দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে	১২
১৩. রাতে পায়ে পেশাব করে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে	১৩
১৪. যে যে স্থানে পেশাব করা নিষেধ	১৩
১৫. গোসলখানার মধ্যে পেশাব করা সম্পর্কে	১৪
১৬. গর্তে পেশাব করা নিষেধ	১৫
১৭. পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দুআ	১৫
১৮. ইস্তিনজা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরুহ	১৬
১৯. পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা	১৭
২০. যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষেধ	১৯
২১. পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কে	২১
২২. পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে	২২
২৩. পানি দিয়ে শৌচ করা	২২
২৪. ইস্তিনজার পর মাটিতে হাত ঘষা	২৩
২৫. মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে	২৩
২৬. মেস্‌ওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে	২৫
২৭. অন্যের মেস্‌ওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে	২৬
২৮. মেস্‌ওয়াক ধৌত করা সম্পর্কে	২৭
২৯. মেস্‌ওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ	২৭
৩০. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে	২৯
৩১. উযু করার ইওয়া সম্পর্কে	৩১
৩২. কোন ব্যক্তির উযু থাকা অবস্থায় নতুনভাবে উযু করা সম্পর্কে	৩২
৩৩. যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়	৩২
৩৪. বুদাআ কুপের পানি সম্পর্কে	৩৪
৩৫. পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে	৩৬
৩৬. বন্ধ পানিতে পেশাব করা সম্পর্কে	৩৬

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৩৭. কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা সম্পর্কে	৩৭
৩৮. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে	৩৮
৩৯. জ্বীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি সম্পর্কে	৪০
৪০. জ্বীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উষু করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে	৪১
৪১. সাগরের পানি দ্বারা উষু করা সম্পর্কে	৪২
৪২. নাবীয দ্বারা উষু করা সম্পর্কে	৪৩
৪৩. মলমূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা যায় কি?	৪৪
৪৪. উযুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট	৪৭
৪৫. উযুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে	৪৯
৪৬. উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে	৪৯
৪৭. তামার পাত্রে উষু করা সম্পর্কে	৫০
৪৮. উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে	৫১
৪৯. হাত ধৌত করার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করানো সম্পর্কে	৫২
৫০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর বর্ণনা	৫৩
৫১. উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধৌত করার বর্ণনা	৬৮
৫২. উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে	৬৮
৫৩. উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা	৭০
৫৪. গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য	৭০
৫৫. নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে	৭০
৫৬. দাড়ি খেলাল করা	৭৪
৫৭. পাগড়ীর উপর মাসেহ করা	৭৪
৫৮. উযুর সময় পা ধৌত করা সম্পর্কে	৭৫
৫৯. মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে	৭৫
৬০. মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা	৮০
৬১. জাওরাবায়েনের উপর মাসেহ করা	৮২
৬২. অনুচ্ছেদ	৮৩
৬৩. মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে	৮৩
৬৪. উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে	৮৬
৬৫. উযুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে	৮৭
৬৬. একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় সম্পর্কে	৮৮
৬৭. উযুর মধ্যে কোন অংগ ধৌত করা থেকে বাদ পড়লে	৮৯

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৬৮. উয়ু নষ্টের সন্দেহ সম্পর্কে	৯০
৬৯. (স্ত্রীকে) চুষনের পর উয়ু করা সম্পর্কে	৯১
৭০. পুরুষাংগ স্পর্শ করার পর উয়ু সম্পর্কে	৯৩
৭১. এ ব্যাপারে রোখহত (অব্যাহতি) সম্পর্কে	৯৩
৭২. উটের গোশূত খাওয়ার পর উয়ু করা সম্পর্কে	৯৪
৭৩. কাঁচা গোশূত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উয়ু করা সম্পর্কে	৯৫
৭৪. মৃত প্রাণী স্পর্শ করে উয়ু না করা সম্পর্কে	৯৬

২য় পারা

৭৫. আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উয়ু না করা সম্পর্কে	৯৬
৭৬. এ ব্যাপারে (রাব্বা করা খাবার গ্রহণের পর উয়ুর বিষয়ে) কঠোরতা সম্পর্কে	৯৯
৭৭. দুধ পানের পর উয়ু করা সম্পর্কে	১০০
৭৮. দুধ পানের পর কুল্লি না করা সম্পর্কে	১০০
৭৯. রক্ত বের হলে উয়ু করা সম্পর্কে	১০১
৮০. ঘুমানোর পর উয়ু করা সম্পর্কে	১০২
৮১. ময়লা (নাপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে	১০৫
৮২. নামাযের মধ্যে উয়ু ছুটে গেলে	১০৫
৮৩. ময়ী (বীর্যরস) সম্পর্কে	১০৬
৮৩. ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে	১০৯
৮৪. স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না হলে	১১০
৮৫. স্ত্রী সংগমের পর গোসলের পূর্বে পুনরায় সংগম করা সম্পর্কে	১১২
৮৬. একবার স্ত্রী সংগমের পর পুনরায় স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উয়ু করা	১১২
৮৭. স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে	১১৩
৮৮. সঙ্গমের পর অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে	১১৩
৮৯. সহবাসের ফলে অপবিত্র হওয়ার পর উয়ু করা সম্পর্কে	১১৪
৯০. সহবাসজনিত অপবিত্রতার পর বিলম্বে গোসল করা সম্পর্কে	১১৫
৯১. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে	১১৭
৯২. সঙ্গমের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মোসাফাহা করা সম্পর্কে	১১৮
৯৩. সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ	১১৮
৯৪. ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় নামাযে ইমামতি করলে	১১৯
৯৫. স্বপ্নদোষ হলে তার বিধান	১২১

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৯৬. মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হয়	১২২
৯৭. যে পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করা সম্ভব	১২৩
৯৮. অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে	১২৪
৯৯. গোসলের পর উষু করা সম্পর্কে	১২৯
১০০. স্ত্রীলোকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে	১৩০
১০১. খেতমী মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা	১৩২
১০২. স্ত্রী ও পুরুষের বীৰ্য স্থলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা	১৩৩
১০৩. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস সম্পর্কে	১৩৩
১০৪. ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে	১৩৫
১০৫. ঋতুকালীন নামাযের কায্য করার প্রয়োজন নেই	১৩৬
১০৬. ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সংগম করা সম্পর্কে	১৩৭
১০৭. কোন ব্যক্তির ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে মিলন	১৩৮
১০৮. রক্ত প্রদরের রোগিণীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে- এমন স্ত্রীলোক হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে- তার দলীল	১৪১
১০৯. রক্ত প্রদরের রোগিণীর হায়েযের সময় শুরু হলে নামায ত্যাগ করবে	১৪৬
১১০. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ	১৫৩
১১২. দুই ওয়াস্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার গোসল করা সম্পর্কে	১৫৭
১১৩. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন সম্পর্কে	১৫৯
১১৪. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করবে	১৬১
১১৫. দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে	১৬২
১১৬. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের কয়েকদিন পরপর গোসল করা সম্পর্কে	১৬৩
১১৭. প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে	১৬৩
১১৮. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের উষু নষ্টের পর উষু করা সম্পর্কে	১৬৪
১১৯. রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং- এর রক্ত দেখা	১৬৫
১২০. ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে সংগম সম্পর্কে	১৬৬
১২১. নিফাসের সময় সম্পর্কে	১৬৬
১২২. হায়েযের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে	১৬৭
১২৩. তায়াম্মুম সম্পর্কে	১৭১

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

১২৪. মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা	১৭৮
১২৫. নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে	১৮১
১২৬. নাপাক অবস্থায় ঠান্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা	১৮৩
১২৭. বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মুম করতে পারে	১৮৪
১২৮. তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে	১৮৬
১২৯. জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে	১৮৭
১৩০. জুমুআর দিন গোসল না করা সম্পর্কে	১৯৩

৩য় পারা

১৩১. ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা	১৯৫
১৩২. মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবে	১৯৬
১৩৩. সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্রসহ নামায আদায় করা	২০০
১৩৪. মহিলাদের শরীরের সংগে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায আদায় না করা	২০০
১৩৫. মহিলাদের দেহের সাথে সংযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসংগে	২০১
১৩৬. কাপড়ে বীর্ঘ লেগে গেলে	২০২
১৩৭. শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে	২০৩
১৩৮. মাটিতে পেশাব লাগলে	২০৬
১৩৯. শুষ্ক জমীনের পবিত্রতা	২০৭
১৪০. শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে	২০৮
১৪১. জুতা বা মোজায় নাপাক লেগে গেলে	২০৯
১৪২. নাপাক বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আদায়কৃত নামায পুন আদায় করা	২১০
১৪৩. থুথু বা শ্লেষ্মা কাপড়ে লাগলে	২১১

কিতাবুস সালাত

(নামায)

২১৩

১. নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা	২১৫
২. নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে	২১৬
৩. নবী করীম (স) কর্তৃক নামায আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে তা আদায় করতেন?	২২৩
৪. যুহরের নামাযের ওয়াক্ত	২২৪

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৫. আসরের নামাযের ওয়াক্ত	২২৬
৬. মধ্যবর্তী নামায (সালাতুল উসত),	২২৮
৭. যে ব্যক্তি (সূর্যাস্তের পূর্বে) এক রাকাত নামায পড়তে পারবে— সে যেন পূরা নামায পেয়ে গেল	২২৯
৮. সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে বিলম্ব করা সম্পর্কে	২৩০
৯. আসরের নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে	২৩১
১০. মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত	২৩২
১১. এশার নামাযের ওয়াক্ত	২৩৩
১২. ফজরের নামাযের ওয়াক্ত	২৩৫
১৩. নামাযসমূহের হিফায়ত সম্পর্কে	২৩৬
১৪. ইমাম নামাযে বিলম্ব করলে	২৩৯
১৫. নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভুলে গেলে কি করতে হবে।	২৪২
১৬. মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে	২৫০
১৭. পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে	২৫৪
১৮. মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে	২৫৫
১৯. মসজিদের কংকর সম্পর্কে	২৫৫
২০. মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে	২৫৬
২১. মহিলাদের পুরুষদের হতে পৃথক পথে মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে	২৫৭
২২. মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ	২৫৮
২৩. মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে	২৫৯
২৪. মসজিদে বসে থাকার ফযীলত	২৬০
২৫. মসজিদের মধ্যে হারানো প্রান্তির ঘোষণা দেয়া মাকরুহ	২৬২
২৬. মসজিদে থুথু ফেলা মাকরুহ	২৬২
২৭. মুশ্রিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে	২৬৭
২৮. যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ	২৬৯
২৯. উটের আস্তাবলে নামায পড়া নিষেধ	২৭০
৩০. বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে	২৭১
৩১. আযানের সূচনা	২৭৩
৩২. আযানের নিয়ম সম্পর্কে	২৭৪

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৩৩. ইকামতের বর্ণনা	২৮৭
৩৪. একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া	২৮৯
৩৫. মুআযযিনই ইকামত দিবে	২৯০
৩৬. উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সন্নাত	২৯০
৩৭. নামাযের সময় নির্ধারণে মুআযযিনের দায়িত্ব	২৯১
৩৮. মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে	২৯২
৩৯. মুআযযিনের আযানের সময় ঘূর্ণন সম্পর্কে	২৯৩
৪০. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে	২৯৪
৪১. মুআযযিনের আযানের জবাবে যা বলতে হবে	২৯৪
৪২. ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে	২৯৭
৪৩. আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে	২৯৭
৪৪. মাগরিবের আযানের সময়ে দু'আ	২৯৮

৪র্থ পারা

৪৫. আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে	২৯৯
৪৬. ওয়াস্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া	২৯৯
৪৭. অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া	৩০১
৪৮. আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে	৩০১
৪৯. ইমামের জন্য মুআযযিনের অপেক্ষা করা	৩০২
৫০. আযানের পর পুনরায় আহবান করা	৩০২
৫১. নামাযের ইকামত হওয়ার পরও ইমামের আসার অপেক্ষায় বসে থাকা	৩০২
৫২. জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে	৩০৬
৫৩. জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত	৩০৯
৫৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত	৩১০
৫৫. অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত	৩১৩
৫৬. উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন	৩১৪
৫৭. জামাআতে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে আসার পর জামাআত না গেলে	৩১৫
৫৮. মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে	৩১৬
৫৯. মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে	৩১৭
৬০. তুরায় নামাযের জন্য যাওয়া	৩১৯
৬১. একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা	৩২০

৬২. ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে	৩২১
৬৩. জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে কি?	৩২৩
৬৪. ইমামতির ফযীলত সম্পর্কে	৩২৩
৬৫. ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না	৩২৪
৬৬. ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে	৩২৪
৬৭. মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে	৩২৯
৬৮. মুক্তাদীদের নারায়ীতে ইমামতি করা নিষেধ	৩৩১
৬৯. সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে	৩৩১
৭০. অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে	৩৩২
৭১. সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে	৩৩২
৭২. ইমামের মুক্তাদীর তুলনায় উঁচু স্থানে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৩৩
৭৩. কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় তার ইমামতি সম্পর্কে	৩৩৪
৭৪. বসে ইমামতি করা সম্পর্কে	৩৩৫
৭৪. দুই ব্যক্তি একত্রে নামায আদায়ের সময় কিরূপে দাঁড়াবে?	৩৩৯
৭৫. যখন মুক্তাদীর সংখ্যা তিনজন হবে তখন তারা কিরূপে দাঁড়াবে?	৩৪০
৭৬. সালাম ফিরানোর পর ইমামের (মুক্তাদীদের দিকে) ঘুরে বসা	৩৪১
৭৭. ইমামের স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া	৩৪২
৭৮. নামাযের শেষ রাকাতে মাথা উঠানোর পর ইমামের উয়ু নষ্ট হলে	৩৪৩
৭৯. নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা	৩৪৩
৮০. মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে	৩৪৪
৮১. ইমামের পূর্বে রুকু-সিজ্জদায় যাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী	৩৪৫
৮২. ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে	৩৪৬
৮৩. কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামায পড়া জায়েয	৩৪৬
৮৪. কাঁধে কাপড় গিরা দিয়ে কোন ব্যক্তির নামায আদায় সম্পর্কে	৩৪৮
৮৫. এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করা- যার একাংশ অন্যের উপর থাকে	৩৪৮

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

৮৬. একটি জামা পরিধান করে নামায আদায় করা	৩৪৯
৮৭. পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয়	৩৫০
৮৮. নামাযের মধ্যে কাপড় বুলিয়ে রাখা	৩৫১
৮৯. ছোট বস্ত্র কোমরে বেঁধে নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৫২
৯০. মহিলারা কয়টি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে	৩৫৩
৯১. মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৫৪
৯২. নামাযের সময় লম্বা কাপড় পরিধান সম্পর্কে	৩৫৫
৯৩. মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া	৩৫৬
৯৪. খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পুরুষের নামায পড়া সম্পর্কে	৩৫৬
৯৫. জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া	৩৫৭
৯৬. মুসল্লী জুতা খুলে তা কোথায় রাখবে	৩৬০
৯৭. ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া	৩৬১
৯৮. চাটাইয়ের উপর নামায পড়া	৩৬১
৯৯. কাপড়ের উপর সিজদা করা	৩৬২
১০০. কাতার সোজা করা	৩৬৩
১০১. খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা	৩৬৮
১০২. ইমামের নিকটতম স্থানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং তার থেকে দূরে থাকা অপছন্দনীয়	৩৬৮
১০৩. কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাঁড়ানোর স্থান	৩৬৯
১০৪. মহিলাদের কাতার এবং তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে না	৩৭০
১০৫. কাতারের সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান	৩৭১
১০৬. যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে	৩৭১
১০৭. (ইমামকে রুকুতে দেখে) কাতারে না পৌঁছেই রুকুতে যাওয়া	৩৭২
১০৮. নামাযের সময় কিরূপ সূতরা বা আড় ব্যবহার করবে	৩৭৩
১০৯. সূতরা দেওয়ার মত লাঠি না পেলে মাটিতে রেখা টানা	৩৭৪
১১০. জন্তুযান সামনে রেখে নামায পড়া	৩৭৬
১১১. নামায পড়ার সময় সূতরা কোন্ জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে	৩৭৬
১১২. বাক্যলাপে রত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নামায পড়া	৩৭৭
১১৩. সূত্রার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো	৩৭৭
১১৪. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া	৩৭৮

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

১১৫. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ	৩৮০
১১৬. যে জিনিসের কারণে নামায নষ্ট হয়	৩৮১
১১৭. ইমামের সূতরা মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট	৩৮৪
১১৮. মহিলারা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা	৩৮৪
১১৯. নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না	৩৮৭
১২০. নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না	৩৮৮
১২১. কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না	৩৮৯
১২২. রাফউল ইয়াদাইন (নামাযের মধ্যে উভয় হাত উঠানো)	৩৯১
১২৩. নামায শুরু করার বর্ণনা	৩৯৫
১২৪. দুই রাকাত শেষে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদাইন) সম্পর্কে	৪০৪
১২৫. রুকূর সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা	৪০৭
১২৬. নামাযের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা	৪০৯
১২৭. যে দুআ পড়ে নামায আরম্ভ করবে	৪১১
১২৮. যারা বলেন, সুবহানাকা আল্লাহুমা বলে নামায শুরু করবে	৪২০
১২৯. নামাযের প্রারম্ভে চুপ থাকার বর্ণনা	৪২১
১৩০. উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলার বিবরণ	৪২৪
১৩১. উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার বর্ণনা	৪২৬
১৩২. কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা	৪২৮
১৩৩. নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে	৪২৯
১৩৪. নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে	৪২৯
১৩৫. যুহরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	৪৩২
১৩৬. শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে	৪৩৫
১৩৭. যুহর ও আসর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ	৪৩৬
১৩৮. মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ	৪৩৮
১৩৯. মাগরিবের নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে	৪৩৯
১৪০. যে ব্যক্তি একই সূরা উভয় রাকাতে পাঠ করে	৪৪০
১৪১. ফজরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	৪৪১
১৪২. কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে	৪৪১
১৪৩. যে নামাযের মধ্যে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা হয়- তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে	৪৪৬

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

১৪৪. যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে মুকতাদীদের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে	৪৪৮
১৪৫. নিরক্ষর ও অনারব লোকদের কিরাআতের পরিমাণ	৪৫০
১৪৬. নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে	৪৫২
১৪৭. সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা	৪৫৪
১৪৮. প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম	৪৫৬
১৪৯. দুই সিজদার মাঝখানে বসা	৪৫৭
১৫০. রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে	৪৫৮
১৫১. দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ	৪৬০
১৫২. ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে সিজদা থেকে মাথা তুলবে	৪৬১
১৫৩. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতির পরিমাণ	৪৬১
১৫৪. যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না	৪৬৩
১৫৫. মহানবী (স)-এর বাণীঃ যার ফরয নামাযে ত্রুটি থাকবে তা তার নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে	৪৬৯

ইল্মে হাদীছ : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত-ধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল-কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন- তাই হচ্ছে হাদীছের মূল উৎস। ওহী-র শাব্দিক অর্থ- ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা (উমদাতুল-কারী, ১ম খন্ড, পৃ.১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান- যা প্রত্যক্ষ ওহী (وحى متلو)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর; রাসূলুল্লাহ (স) তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান- যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষা এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحى غير متلو)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীছ'। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী করীম (স) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। তিনি এর তার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে

দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদেদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য মহানবী (স) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন— তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (স)—এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী”—
(সূরা নাজম : ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন— তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম”— (সূরা আল-হাক্বাহঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন— নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না”— (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন”— (নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)। “জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস”— (আবু দাউদ, ইবন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ (স)—এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক”— (সূরা হাশর : ৭)।

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (রহ) লিখেছেন, “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে ইলমে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (রহ) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম—আহ্‌কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীছের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীছ (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন—এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে

যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে- তাই হাদীছ। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী (স) আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ কাওলী হাদীছ, ফেলী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাচনিক) হাদীছ বলে।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (স)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি পরিষ্কৃত হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে।

তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (স)-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায়। অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে।

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ (سنة)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (স) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন-নবী (স)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে। ফিক্হ-এর পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে ফরয় ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাহ সালাত। হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীছ ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীছ ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীছের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকুফ' হাদীছ।

ইলমে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্য

লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিছ : যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খাযন : সাহাবীদের মধ্যে আবু বাকর ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খাযন বলা হয়। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)-কে এবং ফিক্হ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহ)-কে একত্রে শায়খাযন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (حاكم) বলে।

রিজাল : হাদীছের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীছ) আছে।

সনদ : হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফু : যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু (مرفوع) হাদীছ বলে।

মাওকুফ : যে হাদীছের বর্ণনা-সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ (موقوف) হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতু : যে হাদীছের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে-তাকে মাকতু (مقطوع) হাদীছ বলে।

তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعلیق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনে নাই- সে হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহু রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াকুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ : যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন- সে হাদীছকে মুদরাজ (مدرج - প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (إدراج) বলে। ইদরাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দৃশ্যীয় নয়।

মুত্তাসিল : যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীছ বলে।

মুনকাতি : যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে- তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে 'ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বলে।

মুতাবি ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি (متابع) বলে- যদি উভয়

হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাতত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাতত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীছ বলে।

মারুফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মারুফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবতগুণ সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত— তাকে সহীহ (صحيح) হাদীছ বলে।

হাসান : যে হাদীছের কোন রাবীর যাবতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান (حسن) হাদীছ বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীছের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (স)–এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু : যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (স)–এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযু (موضوع) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে মাতরুক (متروك) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (مبهم) হাদীছ বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে

স্ববরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বা আখবারুল্লাহ আহাদ (اخبار الله الاحاد) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকারঃ-

মাশহূর : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীছ বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গারীব : যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব (غريب) হাদীছ বলে।

হাদীছে কুদসী : এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (স) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (حديث الله) বা হাদীছে রব্বানী (حديث رباني)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ : যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন- তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীছ বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা, বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্ত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাব্ত (ضبط) বলে।

ছিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাব্ত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبات) বলে।

হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি : যে হাদীছ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও শিষ্টাচার, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ

বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি(الجامع) বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীছ একত্র করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান (سنن) বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যেসব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسنَد) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হয়। ইমাম আহমাদ (রহ)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম : যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়- সেইসব হাদীছ যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرک) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিন্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিন্তা (صاحاح سنة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (রহ)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতেকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ সিন্তার অপর চারটি গ্রন্থ- আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীছের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদিছ দেহলবী (রহ)-ও তাঁর 'হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি: মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানুদ-দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজা এবং শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে शामिल করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মায়হাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রাযযাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (রহ)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুদ-দু'আফা, ইব্নুল-আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব আল-বাগদাদী ও আবু নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (রহ) বলেনঃ আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীছ স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীছ আমি বাদও দিয়েছি।

এইরূপে ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে সেগুলি সবই যঈফ। সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব

রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিহ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তা, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানুদ-দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের সমপর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবুখুযায়মা- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৩১১ হিঃ)

২. সহীহ ইবন হিব্বান- আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান (৩৫৪ হিঃ)

৩. আল-মুস্তাদরাক- হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ)

৪. আল-মুখতার- দিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা- ইয়াকুব ইবন ইসহাক (৩১১ হিঃ)

৬. আল-মুনতাকা- ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিঃ) এবং ইবন হায়ম যাহিরীর (৪৫৬ হিঃ)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিহগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদে ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাকাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লাখের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাক আলাহ্‌হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে- হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের একাধিক সনদ সূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীছটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে- তাদবীন, পৃ-৫৪)। আর আমাদের মুহাদ্দিহগণ যে হাদীছের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন।

হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইসলামের

আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন:

“আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন— যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি”— (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯০)।

মহানবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বলেনঃ “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে”— (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সন্মোদন করে বলেছেনঃ “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে”— (মুসতাদরাক হাকিম, ১খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন, “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো”— (মুসনাদে আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও”— (বুখারী)।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) বলেনঃ “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়”— (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (স)—এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (স)—এর হাদীছ সংরক্ষিত হয়ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল। (২) রাসূলুল্লাহ (স)—এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীছ মুখস্থ করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শব্দই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (স) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ (স)—এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ (স)—এর হাদীছ মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত”— (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও

হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) যে নির্দেশই দিতেন— সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী (স)—এর নিকট হাদীছ শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন— আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট—সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত”— (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (স)—এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্যা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন—হাদীছ শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হাদীছ মহানবী (স)—এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে— বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে— কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ “আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে”— (মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (স) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)—এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই স্বরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।” তিনি বলেন, “আমার হাদীছ কঠিন করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার”— (দারিমী)। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (স)—এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “রাসূলুল্লাহ (স) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।” একথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা ত্যাগ করলাম, অতপর তা রাসূলুল্লাহ (স)—কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেনঃ “তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না”— (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল

‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন— যা আমি নবী (স)–এর নিকট শুনেছি”– (উলুমুল হাদীছ, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বলেনঃ “তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।” অতপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন– (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ্ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (স) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন– (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। হাসান ইব্ন মুনারিহ্ (রহ) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পান্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল– (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)–এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামিশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেনঃ আমি এসব হাদীছ মহানবী (স)–এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩ খ, ৫৭৩)। রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)–কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)–ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল– (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)–এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেনঃ এটা ইব্ন মাসউদ (রা)–এর স্বহস্তে লিখিত– (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১ খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (স) হিজরত করে মদীনায পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হদায়বিয়ার প্রাপ্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের বে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (স)–এর সময় থেকেই হাদীছ লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন

এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন- তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায্যাব, উরওয়া ইবনুয-যুবার, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবন সীরীন, নাফি, ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহু, মাসরুক, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (স)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব'ই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব'ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশ্কে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাভুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (রহ) ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছে: জামে সুফয়ান ছাওরী, জামে ইবনুল মুবারাক, জামে ইমাম আওয়াঈ, জামে ইবন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ইসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন মাজা (রহ)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ সিন্তা) সংকলিত হয়। এ যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ (রহ) তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি

কুতনী, সহীহ ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আল-মুহান্না, মাসাবীহুস- সুনাহ, নাইলুল- আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ:) থেকেই হাদীছ চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শারায়ুদ্দীন আবু তাওয়াযা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রভৃতি অসংখ্য হাদীছ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (স)-এর হাদীছ ভান্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়

ইমাম আবু দাউদ (রহ)

তাঁর নাম সুলায়মান ইবনুল আশ্‌আহ ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন আমর ইবন ইমরান, ডাকনাম আবু দাউদ। তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ ইমরান বানু আযদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিয়ফীন প্রান্তরে শহীদ হন। 'আযদ' আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহ্তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) সিজিস্তানে ২০২/৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইবন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবী, আব্দাযা সামআনী এবং আব্দাযা সুবকী (রহ)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে সানজারীও বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নীশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবন আসলাম (রহ) (মৃত্যু- ২৪২/৮৫৬)-এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় যাওয়ার পূর্বে খুরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কুফা সফর করে তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হাদীছের আরও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক ইত্যাদি জনপদ ভ্রমণ করেন। তিনি হাদীছের অবেষণে এত অধিক হাদীছবিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তাবরীযী বলেনঃ "তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা অগণিত"। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)-এর অনেক শায়খের নিকটও হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন- আবু আমর আয-যাবীর, মুসলিম ইবন ইবরাহীম, আল-কানাবী, আবদুল্লাহ ইবন রাজা, আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী, আহমাদ ইবন ইউনুস, আবু জাফর আন-নুফায়লী, আবু তাওবা আল-হালাবী, সুলায়মান ইবন হারব, উছমান ইবন আবু শায়বা, ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন প্রমুখ।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) একদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর উস্তাদ, অপরদিকে ইমাম আহমাদ (রহ)-এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ) নিজেও ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে উতায়বা-এর হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর যশ–খ্যাতি দেশ–বিদেশের হাদীছ অব্বেষণকারীগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁর দরসের মজলিসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো।

ইমাম তিরমিযী (রহ) এবং ইমাম নাসাই (রহ) হাদীছে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেনঃ তাঁর পুত্র আবু বাকর, আবু আওয়ানা, আবু বিশর আদ–দুলাভী, আলী ইবনুল হাসান ইবনুল–আব্দ, আবু উসামা, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক, আবু সাঈদ ইবনুল–আরাবী, আবু আলী আল–লুলুয়ী, আবু বাকর ইবন দাসাহ, আবু সালিম মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আল–জানুফী, আবু আমর আহমাদ ইবন আলী, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া আস–সুলী, আবু বাকর আন–নায্জাদ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াকুব (রহ) প্রমুখ। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও যাদিহ। দুনিয়ার শান–শওকতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ইবন দাসাহ বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীছগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে এরূপ কিছু রাখা হয় না।”

হাফিজ মুসা ইবন হারুন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ “ইমাম আবু দাউদ (রহ) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।”

মোল্লা আলী আল–কারী (রহ) বলেনঃ “তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহতীন্দ্রতা, পবিত্রতা ও ইবাদাত– বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।”

ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীছ এবং ফিকহ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবন তাগরীবিরদী (রহ) বলেনঃ “তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, সমালোচক, এর সুস্মৃতিসুস্ম ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাতীন্দ্র ব্যক্তি।”

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস–সাগানী হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেনঃ “হযরত দাউদ (আ)– এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে দেয়া হয়েছিল তেমনি ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর জন্য হাদীছকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।”

আল্লামা ইয়াফিঈ (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ “হাদীছ এবং ফিকহ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (রহ) ইমাম ছিলেন।”

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল–হাকিম বলেনঃ “ইমাম আবু দাউদ (রহ) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম ছিলেন।”

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর অনুসৃত মাযহাব

আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের

ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, কারো কারো মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এ মত পোষণ করেন। কারো মতে তিনি হানাফী মাতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক শীরাযী (রহ) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে হাযলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ)-ও আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ)-এর বরাতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে হাযলী বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা (সুনানে আবু দাউদ) সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাযলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছের মোকাবিলায় এমন হাদীছের উপর প্রধান্য দান করেছেন- যা থেকে ইমাম আহমাদ (রহ)-এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমুআর দিন ২৭৫/৮৮১ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানে প্রসিদ্ধ হাদীছ শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ)-এর পাশে দাফন করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম আবু দাউদ (রহ) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলোঃ (১) সুনানে আবু দাউদ, (২) মারাসীল, (৩) আর-রাদ্দু আলাল-কাদারিয়া, (৪) আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ, (৫) মা তাফাররাদা বিহী আহলুল-আমসার, (৬) ফাদাইলুল-আনসার, (৭) মুসনাদে মালিক ইবন আনাস (রহ), (৮) আল-মাসাইল, (৯) মারিফাতুল-আওকাত, (১০) কিতাবু বাদইল-ওয়াহ্মি ইত্যাদি।

সুনানে আবু দাউদ (রহ)

ইমাম সাহেব কখন এ গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন কোথাও তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ ইবন হাযল (রহ)-এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি গ্রন্থখানার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহমাদ (রহ) ২৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থের সংকলন সম্পন্ন করেন।

‘সুনান’ গ্রন্থ হাদীছ সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিছগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহকাম এবং উপদেশমূলক হাদীছ সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যিকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে নবী করীম (স)-এর জীবনের অপরাপর দিক

যেমন, তাঁর উযু, গোসল, নামায এবং হজ্জ-এর পদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকে মুহাদ্দিছগণ আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীছ গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) ছিলেন এরূপ হাদীছ গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে এমন সব হাদীছ সংকলিত হয়েছে যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসংগে ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তি বর্তমান রয়েছে। ‘সুনান’ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের আলেম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করে আসছেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি তা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, “যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ-এর কিতাবখানি রয়েছে তার এ দুটির সাথে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।”

আব্বামা আস-সাজী (রহ) বলেন, “আব্বাহর কিতাব আল-কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি আর ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর হাদীছ সংকলনখানি ইসলামের ফরমান স্বরূপ।”

আব্বামা খাতাবী (রহ) বলেন, “দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাসভঙ্গীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম-এর তুলনায় তাতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।”

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কি পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিজ মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ (মৃ. ৩১১ হি:) বলেন, “ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনাতে তা তাদের নিকট (কুরআন মজীদার মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।”

এই গ্রন্থের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিজ আবু জাফর ইবন জুবাইর আল-গারনাভী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, “ফিক্হ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানে আবু দাউদ-এর যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিন্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই।”

ইমাম গাযালী (রহ)-ও এ গ্রন্থের আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, “আহ্কামের হাদীছসমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।”

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ দেহলবী (রহ) বিস্তৃততার

দিক থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফের স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী ও মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবু দাউদের স্থান প্রথম।

মিফতাহুস-সাআদার গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানে আবু দাউদের স্থান নির্দেশ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪,৮০০ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীছও রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন, সুনানে আবু দাউদ-এর নয়টি হাদীছকে আল্লামা ইবনুল-জাওযী (রহ) মাওযু (জাল) বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়।

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মক্কাবাসীগণের একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর সুনান গ্রন্থের বিভিন্ন দিকের উল্লেখপূর্বক তাদের নিকট একটি অতি মূল্যবান চিঠি লেখেন। এই পত্রের সাহায্যে তাঁর সুনান গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা নিম্নে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বাংলা অনুবাদ পেশ করছিঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আপনাদের প্রতি সালাম। আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তাঁর বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর নামের উল্লেখ হলেই তাঁর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে এমন ক্ষমা করুন যাতে কোন অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না, আর যার পরে কোন শাস্তির ভয়ও থাকবে না। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে “আস-সুনান” গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করি- এগুলো কি আমার জানা মতে অনুচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদীছ?

দু’টি সহীহ হাদীছের মধ্যে যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই হাকিম তাদের হাদীছ গ্রহণ^১

আমি আপনাদের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ে অবগত হয়েছি। জেনে রাখুন! এ সবই সহীহ হাদীছ। তবে যদি কোন হাদীছ দু’টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়, তার একটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী হয় এবং অপর হাদীছের রাবী হিফয-এর দিক থেকে অগ্রগামী হন তবে আমি কখনও দ্বিতীয়

১. পত্রের অনুচ্ছেদগুলো ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নয়, বরং আল্লামা মুহাম্মাদ আস-সাওয়াগ কর্তৃক সংযোজিত। পত্রের মুদ্রিত কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

হাদীছটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। তবে আমার গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা ১০টির অধিক নেই।

অনুচ্ছেদসমূহে হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ

আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি অথবা দু'টির বেশী হাদীছ উল্লেখ করিনি, যদিও অনুচ্ছেদে অনেক সহীহ হাদীছ থাকে। কেননা এতে হাদীছের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

হাদীছের একাধিক বার উল্লেখ

আমি কোন অনুচ্ছেদে যদি একই হাদীছ দুই অথবা তিনটি সনদে উল্লেখ করে থাকি তবে তাতে কিছু অধিক কথা থাকার কারণেই তা করেছি।

হাদীছ সংক্ষিপ্তকরণ

আমি কখনও কখনও দীর্ঘ হাদীছ সংক্ষিপ্ত করেছি। কারণ পূর্ণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলে কোন কোন শ্রোতা তা বুঝবে না এবং হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় মাসআলা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

মুরসাল হাদীছ এবং তা থেকে দলীল গ্রহণ

পূর্বসূরী আলেমগণ যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ) এবং ইমাম আওযাঈ (রহ) মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এরপর ইমাম শাফিঈ (রহ) এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না বলে মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ) প্রমুখ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুসরণ করেন। তবে কোন বিষয়ে মুরসাল হাদীছ ছাড়া মুসনাদ হাদীছ পাওয়া না গেলে মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে তা মুত্তাসিল-এর অনুরূপ হবে না।

পরিত্যক্ত রাবীর হাদীছ

আমার সংকলিত 'আস-সুনান' গ্রন্থে এমন ব্যক্তির বর্ণিত কোন হাদীছ নেই যাকে হাদীছ বিশারদগণ বর্জন (মাতরূক) করেছেন।

মুনকার হাদীছের উল্লেখ

এই গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ বর্ণিত হলে আমি তাকে 'মুনকার' বলে মন্তব্য করেছি। তবে অনুচ্ছেদের মধ্যে সেটি ছাড়া অনুরূপ হাদীছ আর নেই।

ইবনুল-মুবারক, ওয়াকী, মুসলিম ও হাম্মাদ-এর গ্রন্থসমূহের সাথে তুলনা

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহ ইবনুল-মুবারক (রহ) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ওয়াকী (মৃ. ১৯৭/৮১৩)-এর কিতাবে নেই। তবে অল্প কিছু এর ব্যতিক্রম। তাঁদের গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছই মুরসাল। 'কিতাবুস-সুনান'-এ এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ)-এর মুওয়াত্তা-র মধ্যে উত্তম পর্যায়ে। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (মৃ. ১৬৭/৭৮০) এবং আবদুর-রায্যাক (মৃ. ২১১/৮২৭)-এর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু উত্তম হাদীছও আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর মালিক ইব্ন আনাস, হাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং আবদুর-রায্যাক-এর মুসান্নাফ গ্রন্থসমূহে যে সকল অধ্যায় রয়েছে আমার ধারণামতে 'আস-সুনান' গ্রন্থে সেগুলো থেকে এক-তৃতীয়াংশ অধিক অধ্যায় রয়েছে।

সকল সুনাত সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে

আমার নিকট সংগৃহীত হাদীছসমূহ থেকে আমি এ সুনান গ্রন্থ সুসজ্জিত করেছি। তোমার নিকট কেউ নবী করীম (স)-এর এমন কোন হাদীছের উল্লেখ করলে যা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিনি তুমি তা বাতিল বলে জানবে- যদি না এ হাদীছটি আমার এই গ্রন্থের অন্য কোন সনদে থাকে। কেননা আমি এতে সকল সনদের উল্লেখ করিনি। কারণ তাতে পাঠকের উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

আমার জানামতে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাসান ইব্ন খাল্লাল (মৃ. ২৪২/ ৮৫৬) নয় শত হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। আর তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল-মুবারকের মতে নবী করীম (স)-এর হাদীছের সংখ্যা নয় শতের মত। তখন তাঁকে বলা হয় যে, এক ইমাম আবু ইউসুফের (মৃ. ১৮২/৭৯৮) মতে হাদীছের সংখ্যা এক হাজার একশত। তখন ইবনুল-মুবারক বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এখান থেকে ওখান খেনে কিছু কিছু যঈফ হাদীছও গ্রহণ করে থাকেন।

কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ

আমার এ গ্রন্থের কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে আমি তার উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে সনদের দুর্বলতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি তা গ্রহণযোগ্য

যে হাদীছ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা গ্রহণযোগ্য। আর এরূপ একটি হাদীছ অপর হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত। অবশ্য এ গ্রন্থখানা আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সংকলন করলে আমি এর প্রশংসায় অনেক কথা বলতাম।

সুনানের ব্যাপকতা

নবী করীম (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা তুমি এ গ্রন্থে পাবে না। তবে এমন কিছু কথা বা কালাম এর ব্যতিক্রম হতে পারে যা কোন হাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আর এরূপ কমই হয়ে থাকে।

সুনান-এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পর আমি আর এমন কোন কিতাবের কথা জানি না, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাवश्यक। এই কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর কোন ব্যক্তি যদি আর কোন জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থখানা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তবে তখনই সে এর গুরুত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

এই কিতাবের হাদীছসমূহ ফিকহ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) কর্তৃক অনুসৃত মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তিই— এই হাদীছসমূহ।

সাহাবীগণের মতামত

আমার নিকট এ বিষয়টি পছন্দনীয় যে, আমার এ গ্রন্থে উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের সাথে লোকেরা নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের মতামতও লিপিবদ্ধ করবেন।

সুফিয়ান (রহ)-এর জামে

অনুরূপভাবে লোকেরা সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ)-এর জামে গ্রন্থের মত কিতাবও লিপিবদ্ধ করবে। কেননা সংকলিত জামে গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত।

সুনান গ্রন্থের হাদীছসমূহ মাশহূর; গারীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়

কিতাবুস-সুনান-এ আমি যেসব হাদীছ সন্নিবেশ করেছি তার অধিকাংশই মাশহূর স্তরের। যে সকল ব্যক্তি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন তাদের সকলেই এভাবে হাদীছের যাচাই-বাছাই করতে সক্ষম হন না। তবে এটা গৌরবজনক বিষয় যে, সুনানের হাদীছগুলো মাশহূর। আর গরীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়— তার বর্ণনাকারী যদিও ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (মৃ ১৯৮/৮১৩) এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বে (ছিকাহ) আলেমগণও হয়ে থাকেন।

কোন ব্যক্তি যদি গরীব হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাবে যিনি সেই হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। হাদীছ যদি গরীব এবং শায হয় তবে

কেউ তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকলেও তা দলীলযোগ্য নয়। মাশহুর, মুত্তাসিল এবং সহীহ হাদীছ এমন যে, কোন ব্যক্তিই তা প্রত্যাখান করার দুঃসাহস করে না।

ইব্রাহীম নাখঈ (মৃ ৯৬/৭১৪) বলেছেন, হাদীছ বিশারদগণ গরীব হাদীছ অপছন্দ করে থাকেন।

ইয়যীদ ইবন হাবীব (মৃ ১২৮/৭৪৫/৭৪৬) বলেন, তুমি যখন কোন হাদীছ শুনবে তখন তার ভিত্তি এমনভাবে অনুসন্ধান করবে যেমন তুমি হারানো জিনিসের খোজ করে থাক। আর যদি সন্ধান পেয়ে যাও তবে উত্তম, নচেৎ তা প্রত্যাখান কর।

সহীহ হাদীছ না পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে মুরসাল এবং মুদাল্লাস হাদীছ স্থান লাভ করেছে

আমার এ সুনান গ্রন্থখানায় এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা মুত্তাসিল নয়, তা মুরসাল এবং মুদাল্লাস। এরূপ হাদীছ সম্পর্কে সাধারণ হাদীছবিদগণের অভিমত এই যে, সহীহ হাদীছ পাওয়া না গেলে এ সকল হাদীছ মুত্তাসিল-এর অর্থবহ। এরূপ সনদের কিছু দৃষ্টান্তঃ

হযরত আল-হাসান (মৃ ১১০/৭২৮) হযরত জাবির (মৃ ৭৮/৬৯৭) (র) থেকে। হযরত আল-হাসান হযরত আবু হুরায়রা (রা) (মৃ ৫৯/৬৭৯) থেকে। হযরত আল-হাকাম ইবন উতায়বা (১১৫/৭২৩) হযরত মিকসাম (রহ) (মৃ ১০১/৭১৯) থেকে।

হাকাম (রহ) মিকসাম (রহ) থেকে মাত্র চারটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেছেন।

আবু ইসহাক (মৃ ১২৬/৭৪৪) বর্ণনা করেন আল-হারিছ (মৃ ৬৫/৬৮৪) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) (মৃ ৪০/৬৬১) থেকে। আবু ইসহাক (রহ) মাত্র চারটি হাদীছ আল-হারিছ (রহ) থেকে শুনেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি। আস-সুনান গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা কম। আর সম্ভবতঃ আল-হারিছ আল-আওয়ার থেকে আস-সুনান গ্রন্থে একটির বেশী হাদীছ বর্ণিত নেই। আমি শেষ দিকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

কখনও কখনও হাদীছের মধ্যে এমন ইংগিত থাকে যা থেকে হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীছের মধ্যে উপস্থিত বিশুদ্ধতার এই মাপকাঠি যখন আমার নিকট অস্পষ্ট থাকে এবং আমি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হই তখন আমি হাদীছটি স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেই। আর কখনও কখনও আমি তা লিপিবদ্ধ করি, বর্ণনা করি এবং নীরব ভূমিকা পালন করি না। আবার কখনও কখনও এরূপ বর্ণনা থেকে আমি নীরব থাকি। কারণ হাদীছের এসব দোষ-ত্রুটির প্রকাশ সাধারণ লোকদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা তাদের জ্ঞান এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম।

সুনান-এর জুয-এর সংখ্যা

এই সুনান-এর অধ্যায়ের সংখ্যা মারাসীল সহ আঠারটি। আর এর মধ্যে মারাসীল একটি।

মুরসাল হাদীছসমূহের ছকুম

নবী করীম (স)-এর যে সকল হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন যা সহীহ নয়। আর তা মুত্তাসিল বলে গণ্য এবং সহীহ।

হাদীছের সংখ্যা

আমার এই কিতাবে হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৪,৮০০। মুরসাল হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৬০০।

সুনান গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠি

যদি কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থের হাদীছসমূহ এবং হাদীছের মূল পাঠের অন্য হাদীছের সাথে তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে যে, কখনও হাদীছ একটি সনদে বর্ণিত যা সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত এবং হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন সব হাদীছের অনুসন্ধান করতাম যার মূল পাঠ ব্যাপক অর্থবহ। এই হাদীছ বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে তা সংকলন করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের একটি সনদ মুত্তাসিল দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করলে তা মুত্তাসিল প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়টি হাদীছ শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি হাদীছের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হলে এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইব্ন জুরাইজ (মৃ ১৫০/৭৬৭) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

"أُخْبِرْتُ عَنِ الزَّهْرِيِّ" অর্থাৎ "যুহরী (রহ)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।" আর আল্লামা বুবসানী (মৃ ২০৪/৮১৯) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ

অর্থাৎ "ইব্ন জুরাইজ (রহ) যুহরী (রহ)-র সূত্রে বর্ণনা করেন।"

এ সনদ যিনি শুনবেন তাকে তিনি একটি মুত্তাসিল সনদ বলে ধারণা করবেন। আর এ ধারণা অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এই সনদটি বর্জন করেছি। কেননা হাদীছের মূল (সনদ) মুত্তাসিল নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। বরং এটি একটি ত্রুটিযুক্ত হাদীছ। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা অনেক।

যে ব্যক্তি হাদীছের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবেঃ আমি একটি সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবিলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ পেশ করবে।

এ গ্রন্থ আহকাম সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

আমি 'আস-সুনান' গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীছ গ্রহণ করিনি।

যুহুদ (কৃষ্ণ সাধনা) এবং আমলের ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীছ আমি এতে সন্নিবেশ করিনি। অতএব এই ৪,৩০০ হাদীছের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত। তা ছাড়া যুহুদ, ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে, আমি সেগুলো এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি।

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আর আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক (চিঠিখানি এখানে সমাপ্ত)

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর এ বিশাল গ্রন্থের হাদীছসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীছ কোন ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তা এই যে—

১। **اِنَّمَا لِلْاَعْمَالِ النَّيَاتُ** “সকল কাজ নিয়াত অনুযায়ী হয়।”

২। **مِنْ حُسْنِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ** “ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে— যা কিছু অর্থহীন তা বর্জন করা।”

৩। **لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ** “কোন মু’মিন ব্যক্তি প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য এমন বস্তু পছন্দ না করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।”

(৪) **الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ** “হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে কিছু সন্দেহজনক বস্তু আছে—।”

সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ

অনেক হাদীছ বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১। আবু আলী মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আমর আল-লু’লু’ঈ (রহ) (মৃ ৩৪১/৯৫২)। ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে তাঁর পান্ডুলিপি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটি অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই যে, তিনি ২৭৫ হজরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)—এর নিকট থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (রহ) শেষ বারের মত তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই বছরের ১৬ই শাওয়াল ইত্তিকাল করেন।

২। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবন আবদুর-রাযযাক ইবন দাসাহ্ (মৃ ৩৪৫/৯৫৬)। লু’লু’ঈ এবং ইবন দাসার পান্ডুলিপিদ্বয়ের মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু হাদীছের সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ) যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন পাণ্ডুলিপিতে বেশী এবং কোনটিতে কম দেখা যায়।

৩। হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ইব্ন মুসা ইব্ন সাঈদ আর-রামলী (মৃ ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্ন দাসার নুসখার অনুরূপ।

৪। হাফিয আবু সাঈদ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ইবনুল-আরাবী (মৃ ৩৪০/৯৫২)। এই নুসখার হাদীছের সংখ্যা অন্যান্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ নেই।

সুনানে আবু দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দিছগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা গ্রন্থের এবং ভাষ্যকারগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো :

১। মুআলিমুস-সুনানঃ রচয়িতা আবু সূলায়মান আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল-খাতাবী (মৃ ৩৮৮/৯৯৮)। এই ভাষ্যখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম।

২। উজ্জালাতুল-আলিম মিন কিতাবিল-মুআলিমঃ রচয়িতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহমুদ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (মৃ ৭৬৯/১৩৬৭/১৩৬৮)। এটি মু'আলিমুস-সুনান-এর সর্থক্ষিপ্ত সংকলন।

৩। মিরকাতুস-সুউদ : রচয়িতা জালালুদ্দীন সুফুতী (মৃ ৯১১/১৫০৫)।

৪। দারাজাতু মিরকাতিস-সুউদঃ আল্লামা দিমনাতী। এটি মিরকাতু'স-সুউদ-এর সর্থক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ রচয়িতা শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইব্ন আলী ইবনুল-মুলাক্কান (মৃ ৮০৪/১৪০১)।

৬। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃ ৮৪৬/১৪৪৩)।

৭। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনুল-হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ ৮৪৪/১৪৪০)।

৮। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ কুতবুদ্দীন আবু বাকর ইব্ন আহমাদ ইব্ন দাঈল (মৃ ৭৫২/১৩৫১)।

৯। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আবু যুরআ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহমাদ ইব্ন আবদির রহীম আল-ইরাকী (মৃ ৮২৬/১৪২২)। এতে মূল গ্রন্থের 'সাজুদুস-সাহবি' অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাই (মৃ ৭৬২/১৩৬১)। তিনি ভিন্ন ভাষ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

১১। তাহযীবুস-সুনানঃ ইবনুল-কাইয়িম আল-জাওযিয়া (মৃ ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বাধ্য হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার।

১২। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবন আহমাদ আল-আইনী (মৃ ৮৫৫/১৪৫১)।

১৩। আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরুদঃ শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী (মৃ ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

১৪। ফাতহুল-ওয়াদুদঃ আল্লামা আবুল-হাসান আস-সিন্দী (মৃ ১১৩৯/১৭২৬)। ভারতীয় আলমগণের মধ্যে তিনিই এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার।

১৫। গায়াতুল-মাকসূদঃ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (মৃ ১৩২৯/১৯১১)। এটি সুনানে আবু দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি ৩২ খন্ডে সমাপ্ত, কিন্তু শুধু প্রথম খন্ডটিই প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খন্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বক্শ খান পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট খন্ডগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬। আওনুল-মাবুদঃ আল্লামা শামসুল-হক আযীমাবাদী (রহ)। গায়াতুল-মাকসূদ সুনান আবু দাউদের বিশদ ও বৃহদাকার অথচ আংশিক প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ। আর 'আওনুল-মাবুদ' হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

১৭। আল-হাদয়ুল-মাহমূদঃ শায়খ ওয়াহীদুয়-যামান লাখনাবী (১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে 'সুনানের' উর্দু অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীছের ব্যাখ্যা সংযোজন করেন।

১৮। আনওয়ারুল-মাহমূদঃ শায়খ আবুল-আতীক আবদুল-হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীব আবাদী।

১৯। আত-তালীকুল-মাহমূদঃ শায়খ ফাখরুল-হাসান গাংগুহী (মৃ ১৩১৫/১৮৯৭)।

২০। টীকা গ্রন্থঃ কাযী মুহাদ্দিছ হুসাইন ইবন মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী।

২১। টীকা গ্রন্থঃ আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল-হাই আল-হাসানী।

২২। বায়লুল-মাজহূদ ফী হাদিহি আবী দাউদঃ শায়খ খালীল আহমাদ সাহারনপুরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭)। এটি একটি সুবৃহৎ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ। বৈরুত থেকে গ্রন্থখানি ২০ খন্ডে এবং ভারত থেকে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে ‘সুনানু আবু দাউদ’। এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্‌মে হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুদিত হয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

‘সুনানু আবু দাউদ’ সিহাহ্ সিভাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ’আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), কুতাইবা ইবন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্‌ সিভাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী (র)।

ইমাম আবু দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ ‘মুসলিম’-এর ভূমিকায় বলেন, আবু দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবু দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।”

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯০ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুনান অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

পবিত্রতা

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ

১. অধ্যায়ঃ পবিত্রতা

১. بَابُ التَّخْلِى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব পায়খানার সময় নির্জনে গমন সম্পর্কে

১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ -

১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা..... হযরত মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় গমন করতেন, তখন বহুদূর যেতেন - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ -

২। মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ..... হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় ইরাদা করতেন, তখন তিনি এতদূরে গমন করতেন যে, তাঁকে কেউ দেখতে পেত না- (ইবন মাজা)।

২. بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُوا لِبَوْلِهِ

২. অনুচ্ছেদঃ পেশাব করবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে

৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ أَنَا أَبُو التِّيَّاحِ حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يَحْدِثُ عَنْ أَبِي مُوسَى فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَاتَى دَمْنًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَتَرَدَّدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا -

৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল... আবু তাইয়াহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন শায়েখ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) যখন বসরায় গমন করেন, তখন তাঁর নিকট আবু মুসা (রা)-র সূত্রে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) আবু মুসা (রা)-র নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একখানা পত্র লেখেন। জবাবে হযরত আবু মুসা (রা) লেখেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করবার ইরাদা করেন। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের পাদদেশের নরম ঢালু জায়গায় গমন করে পেশাব করলেন। পরে তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবার ইরাদা করে, তখন পেশাবের জন্য সে যেন নীচু নরম স্থান নিরূপণ করে। (কারণ নরম মাটিতে বা উঁচু থেকে নীচুতে ঢালু জায়গায় পেশাব করলে তা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে না। অনুরূপ ভাবে পেশাবখানা নির্মাণ করতে হয়)।

৩. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

৩. অনুচ্ছেদঃ পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয়

৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقَالَ وَهَيْبٌ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ -

৪। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ করতেন, হাম্মাদের বর্ণনানুযায়ী তখন তিনি (স) বলতেনঃ “ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আবদুল ওয়ারেছের বর্ণনামতে তিনি (স) বলতেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট খবীছ স্ত্রী ও পুরুষ শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি”-(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّدُوسِيِّ قَالَ أَنَا وَكَثِيرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقَالَ وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ -

৫। আল-হাসান ইব্ন আমর... উক্ত হাদীছ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত শোবা হতে বর্ণিতঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (স) ‘আউযু বিল্লাহ’ বলতেন এবং আবদুল আযীয হতে উহায়ব বর্ণনা করেছেন যে, (পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন -(এ)।

৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ -

৬। আমর ইব্ন মারযুক... হযরত যয়েদ ইব্ন আরকাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয় এই সকল পায়খানার স্থানে সাধারণতঃ শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইরাদা করে তখন সে যেন বলেঃ “আমি আল্লাহ্র নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের খারাবী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”-(ইব্ন মাজা)।

৭. بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقَبَلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

৮. অনুচ্ছেদঃ কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ

৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى
الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ
أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ -

৭। মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ..... হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেনঃ তাঁকে এরূপ বলা হয়েছে^১ যে, নিশ্চয় তোমাদের নবী (স) তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এমনকি পায়খানার রীতিনীতি সম্পর্কেও। তদন্তরে তিনি বলেনঃ হাঁ, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিব্লামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (স) আরো বলেছেনঃ আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইস্তিন্জা না করি এবং আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (ঢিলা-কুলুখের) কমে ইস্তিন্জা (পবিত্রতা অর্জন) না করে অথবা কেউ যেন গোবর (বা কোন নাপাক বস্তু) বা হাঁড় দিয়ে ইস্তিন্জা না করে- (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَاذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
لُغَائِطًا فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَنْجِي بِهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ
أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرُّوثِ وَالرِّمَّةِ -

৮। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি দীনের বিষয়সমূহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে- সে যেন কিব্লাকে সম্মুখে বা পিছনে রেখে না বসে এবং ডান হাতের দ্বারা যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। তা ছাড়া তিনি (স) আমাদেরকে তিনটি প্রস্তরের (ঢিলার) সাহায্যে (ইস্তিন্জা) করার নির্দেশ দিতেন এবং সর্ব প্রকার নাপাক বস্তু ও জরাজীর্ণ হাঁড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করতেন- (মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১। মহানবী (স) এবং তাঁর দীনের উপর অপবাদ আরোপের প্রয়াসে মদীনার ইহুদীরা হযরত সালমান (রা)-কে উত্তরুপ প্রশ্ন করেছিল। - (অনুবাদক)

৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا - فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَّاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَحْرِفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ -

৯। মুসাদ্দাদ.... হযরত আবু আইউব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা পায়খানায় আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে। অতঃপর আমরা যখন শামে (সিরিয়া) উপনীত হই তখন আমরা সেখানকার পেশাব-পায়খানার ঘর ও গোসলখানাসমূহ কিবলামুখী করে তৈরী দেখতে পাই। সে কারণে আমরা উক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করার সময় একটু মোড় দিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম^১ - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ -

১০। মুসা ইবন ইসমাইল.... হযরত মাকাল ইবন আবী মাকাল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উভয় কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন^২ - (ইবন মাজা)।

১। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) উপরোক্ত হাদীছ মদীনাবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণনা করেন। যেহেতু মদীনাবাসীদের কিবলা হল দক্ষিণ দিকে, সেজন্যে পেশাব-পায়খানার সময় তাদের পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে। অনুরূপভাবে যাদের কিবলা পশ্চিম দিকে, তারা উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে। - (অনুবাদক)

২। উভয় কিবলা বলতে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম অস্থায়ী কিবলা ছিল, তাই এর প্রতিও সম্মান প্রদর্শনার্থে রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। - (অনুবাদক)

১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَسَّ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ -

১১। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া— মারওয়ান আল-আস্ফার হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি হযরত ইবন উমার (রা)-কে কিবলার দিকে মুখ করে তাঁর উট বসাতে দেখেছি। অতঃপর তিনি উটের দিকে মুখ করে পেশাব করলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: হে আবু আবদুর রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয় নি কি? তিনি বলেন: হাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অতঃপর যখন তোমার এবং কিবলার মধ্যে আড় স্বরূপ কিছু থাকে, এমতাবস্থায় কোন অন্যায় হবে না।^২

৫. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

৫. অনুচ্ছেদ: কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানার অনুমতি সম্পর্কে

১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ -

১২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুইটি কাঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করছেন -(বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

২। ইমাম আবু হানাফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নাজায়েয। -(অনুবাদক)

১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ تَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ بَعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا -

১৩। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার... হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিব্বার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইত্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিব্বার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি^১ - (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৬. بَابُ كَيْفَ التَّكْشُفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

৬. অনুচ্ছেদঃ পেশাব-পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে

১৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ -

১৪। যুহাইর ইবন হারব... হযরত ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব-পায়খানার ইরাদা করতেন, তখন তিনি জমীনের নিকটবর্তী^১ না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না - (তিরমিযী)।

১। উল্লেখিত হাদীছ দুইটি ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্বে বর্ণিত হাদীছগুলো কাওলী (বাচনিক) আর এই দুইটি ফেলী বা ব্যবহারিক। দেখার মধ্যে ভ্রম থাকতে পারে, কিন্তু নিষেধ বাণীতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বচন ও ব্যবহারের বৈপরিত্যে বচনের অগ্রাধিকার হয়ে থাকে। - (অনুবাদক)

৭. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

৭. অনুচ্ছেদঃ পেশাব-পায়খানার সময় কথাবার্তা বলা মাকরুহ

১০- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمَقْتُ عَلَى ذَلِكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ -

১৫। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার... হিলাল ইবন ইয়াদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার নিকট হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ পেশাব-পায়খানার সময় যেন একই সংগে দুই ব্যক্তি বের না হয়, এবং এক সংগে সতর উন্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে। কেননা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এইরূপ নির্লজ্জ কর্মের উপর বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট। - (ইবন মাজা)।

৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

৮. অনুচ্ছেদঃ পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে

১৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ثَنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ -

১। জমীনের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলঃ পেশাব-পায়খানার নিম্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়ার পর সেখানে বসার সময় জমীনের নিকটবর্তী হলে, সে সময় তিনি (স) পরিধেয় উন্মোচন করতেন। কেননা সতর ঢাকা ফরজ এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা খোলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। - (অনুবাদক)

১৬। উছমান ও আবু বাকর.... হযরত ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু নবী করীম (স) ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন নাই। ইমাম আব দাউদ (রহ) বলেন হযরত ইবন উমার (রা) ও অন্যান্যদের নিকট হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে তায়াম্মুম করার পর উক্ত ব্যক্তির সালামের জবাব দেন – (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُثَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرُ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ -

১৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না...আল-মুহাজির ইবন কুনফুয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় পৌছলেন যখন তিনি (স) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী করীম (স) উযু না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করে বলেনঃ আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৯. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ

৯. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির সম্পর্কে

১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِي الْفَافَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

১৮। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা.... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকতেন- (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১. بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءُ

১০. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর নাম খোদিত আংটিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে
 ১৯০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَنْفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
 الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ
 خَاتَمَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأِنَّمَا يَعْرِفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ
 بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا
 مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا هَمَّامٌ -

১৯। নাসর ইব্ন আলী.... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
 আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমনকালে তাঁর হাতের আংটি খুলে যেতেন-(তিরমিযী,
 ইব্ন মাজা, নাসাঈ)। ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ
 হাদীছের সনদের পর্যায়ক্রম (বর্ণনাধারা) এইরূপঃ হযরত ইব্ন জুরাইজ, যিয়াদ ইব্ন সা'দ
 হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী
 করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করেন, অতঃপর তিনি
 (স) তা ফেলে দেন (অর্থাৎ ব্যবহার ছেড়ে দেন)। উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী হাম্মামের বর্ণনায়
 সন্দেহ রয়েছে। কেননা এই হাদীছ তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেন নাই।

১১. بَابُ الْأَسْتَبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

১১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে

২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَادٌ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ
 مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ
 لَا يَسْتَتِرُهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبٍ
 فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَيْهِ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ
 عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا - قَالَ هَنَادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَتِرُهُ -

২০। যুহাইর ইব্ন হারব.... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী
 করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে বললেনঃ নিশ্চয়ই

এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অতঃপর তিনি (স) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেনঃ এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে এবং (দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বলেন) এই ব্যক্তিকে পরনিন্দা করে বেড়ানো হেতু আযাব দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে তা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন করলেন এবং বললেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের আযাব কম হবে— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

হযরত হান্নাদের বর্ণনা মতে يستنزه - এর স্থলে يستتر শব্দটি হবে।^১

২১- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَسْتَنِرُهُ -

২১। উছমান ইবন আবী শায়বা... হযরত ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত জারীরের মতানুযায়ী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পর্দা করত না এবং হযরত আবু মুআবিয়ার বর্ণনানুযায়ী يستتر শব্দের পরিবর্তে يستنزه শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

২২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ أَتَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَبَهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَفَنَاهُمْ فَعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَلَدَ أَحَدَهُمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدَ أَحَدِهِمْ -

১. يستنزه অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা এবং يستتر অর্থ পর্দা করা। হাদীছের অর্থ হবে পেশাবের সময় পর্দা না করার কারণে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। - (অনুবাদক)

২২। মুসাদ্দাদ—হযরত আবদুর রহমান ইব্ন হাসানা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমি এবং আমার ইব্নুল-আস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। নবী করীম (স) একটি ঢালসহ বের হলেন, অতঃপর তিনি ঢালটি আড়াল করে (অন্যদের হতে পর্দার উদ্দেশ্যে) পেশাব করলেন। আমরা পরস্পর বললাম, তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি মহিলাদের ন্যায় পেশাব করছেন। নবী করীম (স) তাদের এহেন বক্তব্য শুনে পেয়ে বলেনঃ তোমরা কি জ্ঞান না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির অবস্থা কি হয়েছিল? তাদের কারো পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব লেগে গেলে তারা সে অংশ কেটে ফেলত। অতঃপর এই ব্যক্তি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করায় তাকে কবরে শান্তি প্রদান করা হয়েছে—(নাসাঈ, ইব্নমাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মানসূর (রহ) আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আবু মুসা (রা) হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী جلداحدم অর্থাৎ তাদের কারও চামড়ায় পেশাব লেগেছিল। তা কাটার সময় উক্ত ব্যক্তি নিষেধ করেছিল। হযরত আসিম, আবু ওয়াইল হতে, তিনি আবু মুসা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ جسداحدم অর্থাৎ কারও শরীরে পেশাব লাগলে।

১২. بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

১২. অনুচ্ছেদঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে

২৩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا تَنَا شُعْبَةُ ح وَتَنَا مُسَدَّدٌ تَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خَفَتَيْهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبَتْ أَتْبَاعُهُ فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ -

১। বনী ইসরাঈলদের শরীআত অনুযায়ী কাপড়ের কোন অংশে পেশাব-পায়খানা লাগলে তা কেটে ফেলার বিধান ছিল। এমনকি শরীরের কোন অংশে পেশাব-পায়খানা লাগলে উক্ত স্থানের চামড়া কেটে ফেলতে হত। উক্ত ব্যক্তি তাদেরকে শরীআতের এইরূপ নির্দেশ মেনে চলতে নিষেধ করায় মৃত্যুর পর তাকে কবরে শান্তি প্রদান করা হয়। মহানবী (স)-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, শরীআতের প্রতিটি বিধি-ব্যবস্থা অবশ্যই পালনীয়। এখানে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের পূর্ব যুগে পুরুষেরা পেশাব-পায়খানা করার সময় কোনরূপ পর্দা করত না। নবী করীম (স)-কে সর্বপ্রথম এরূপ পর্দা করে পেশাব করতে দেখায় তারা বিস্মিত হন এবং বলেনঃ 'ইনি মহিলাদের মত বসে পেশাব করছেন। কেননা তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পুরুষেরা স্বভাবতই দাঁড়িয়ে বা খোলা জায়গায় অনাবৃত অবস্থায় পেশাব করত। - (অনুবাদক)

২৩। হাফস ইব্ন উমার... হযরত হযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মুসাদ্দাদ হতে বর্ণিত আছে যে, হযায়ফা (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (স) পেশাব করবেন বুঝতে পেরে আমি দূরে সরে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে (পানি আনার জন্য) নিকটে আহবান করলেন- এমনকি আমি তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়িলাম।^১

১৩. **بَابُ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ**

১৩. অনুচ্ছেদঃ রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে

২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَكِيمَةَ بِنْتِ أُمِّمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

২৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্‌সা... হাকীমা বিন্তে উমায়মাহু থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল, তা তিনি তাঁর খাটের নীচে রাখতেন এবং রাত্রিকালে তাতে পেশাব করতেন- (নাসাঈ)।

১৪. **بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا**

১৪. অনুচ্ছেদঃ যে যে স্থানে পেশাব করা নিষেধ

২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظَلَمَهُمْ.

২৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ.... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা এমন দুইটি কাজ হতে বিরত থাক যা অভিশপ্ত।

১. উপরোক্ত হাদীছে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অথচ দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যাস ছিল বসে পেশাব করা এবং এটাই সুন্নাত। কিন্তু উক্ত দিনে বিশেষ কারণে (যেমন তাঁর পায়ে ব্যথা থাকার কারণে তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন এবং স্থান পুতিগন্ধময় থাকায় কাপড় নাপাক হওয়ার আশংকায়) তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। কারণ তা বসার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই অভিশপ্ত কাজ দুইটি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব-পায়খানা করে— (মুসলিম)।

২৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنْ سَعِيدَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَمِيرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ -

২৬। ইসহাক ইব্ন সুওয়াইদ— মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি অভিসম্পাতযোগ্য কাজ থেকে দূরে থাকঃ পানিতে থুথু ফেলা, যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা— (ইব্ন মাজা)।

১০. بَابُ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

১৫. অনুচ্ছেদঃ গোসলখানার মধ্যে পেশাব করা সম্পর্কে

২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ -

২৭। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে, অতঃপর সে স্থানে গোসল করে। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেছেন, অতঃপর সেখানে উযু করে। কেননা অধিকাংশ অসওয়াসা (সন্দেহ) এটা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে— (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনমাজা)।

১। সাধারণতঃ গাছের নীচে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ নয়। উপরোক্ত হাদীছে যে নিষেধাজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় তা কেবল সেই সমস্ত বৃক্ষের ছায়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে মানুষ চলাফেরার সময় বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের কষ্ট হয়— যেমন পথে, ঘাটে ও বিশ্রামের উপযোগী ছায়াযুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। — (অনুবাদক)

২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الْحُمَيْرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مَغْتَسَلِهِ -

২৮। আহমাদ ইব্ন ইউনুস... হুমায়দ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবদুর রহমানের পুত্র। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি, যিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ চুল আঁচড়াতে এবং গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন^১ - (নাসাঈ)।

১৬. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجَحْرِ
১৬. অনুচ্ছেদঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ

২৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجَحْرِ - قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجَحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنَّ -

২৯। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার... আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, লোকেরা হযরত কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, গর্তে পেশাব করা নিষেধ কেন? রাবী বলেনঃ এরূপ প্রবাদ আছে যে- জিনেরা (সাধারণতঃ) গর্তে বসবাস করে থাকে^২ - (নাসাঈ)।

১৭. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
১৭. অনুচ্ছেদঃ পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দু'আ

১. উপরোক্ত হাদীছে যে নিষেধাজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়, তা হারাম নয় বরং মাকরুহ। এখানে গর্ব ও অহংকার হতে নিবৃত্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ চুল আঁচড়ান হতে বিরত থাকার থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। - (অনুবাদক)

২. এতদ্ব্যতীত অনেক সময় গর্তের মধ্যে সাপ, বিছু, ইঁদুর, বিধাত্ত পোকা-মাকড় ইত্যাদি বসবাস করে থাকে। সেখানে পেশাব করলে কষ্টদায়ক জন্তু মানুষের ক্ষতি করতে পারে; অপর পক্ষে দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- (অনুবাদক)

৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانُكَ -

৩০। আমার ইবন মুহাম্মাদ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে 'গুফরানাকা' বলতেন। (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) - (তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাই, আহমাদ)।

১৮. بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الْأَسْتَبْرَاءِ

১৮. অনুচ্ছেদঃ ইস্তিনজা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরুহ

৩১- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا أَبَانُ ثَنَا يَحْيَى
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ
وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبُ نَفْسًا وَاحِدًا -

৩১। মুসলিম ইবন ইবরাহীম.... ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পেশাবের সময় তোমাদের কেউ যেন ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে কুলুখ ব্যবহার না করে এবং পানি পান করার সময় একদমে যেন পানি পান না করে - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাই)।

৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سَلِيمَانَ الْمُصَيِّصِيُّ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ نَا أَبُو
أَيُّوبَ يَعْنِي الْأَفْرَاقِيَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبُدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ

১। উপরোক্ত হাদীছে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে তার কারণ এই যে, যেহেতু ডান হাত দ্বারা মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, এজন্য পেশাব-পায়খানারূপ ঘৃণার বস্তু হতে ডান হাত পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ। এই নিষেধ অর্থ মাকরুহ। অপরপক্ষে এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে হঠাৎ দম আটকিয়ে যেতে পারে বা পাকস্থলী ভারী হয়ে অনেক ক্ষতির আশংকা দেখা দিতে পারে। এইজন্য তিনবার তিন শ্বাসে ধীরে ধীরে পানি পান করা যুক্তি সংগত ও সুন্নাত। - (অনুবাদক)

وَهَبَ الْخُرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثْتَنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِبَطْنِهِ وَشِرَائِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ
شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ -

৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন আদম— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয় সহধর্মিণী হযরত হাফ্ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানি পান ও বস্ত্র পরিধানের সময় স্বীয় ডান হাত ব্যবহার করতেন, এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন (অর্থাৎ তিনি ভাল কাজের জন্য ডান হাত এবং নিকৃষ্ট কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন)।

۳۳- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِبَطْنِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلْقِهِ وَمَا
كَانَ مِنْ أَدْنَى -

৩৩। আবু তাওবা আর-রবী ইব্ন নাফে— আসুওয়াদ (রহ) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত এবং তাঁর বাম হাত শৌচকর্ম ও এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

۳۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بُزَيْعٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَعْنَاهُ -

৩৪। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম— আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

۱۹. بَابُ الْأَسْتِئْذَارِ فِي الْخَلَاءِ

১৯. অনুচ্ছেদঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

৩৫- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ
 الْحُصَيْنِ الْحَبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اِكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ وَمَنْ
 اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ
 فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى
 الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيرًا مِنْ رَمَلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ - قَالَ
 أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنُ الْحَمِيرِيُّ قَالَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ
 بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৫। ইবরাহীম ইবন মুসা... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম
 হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায়
 ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ করে না, এতে কোন
 ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যে এরূপ
 করে, সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই। খাদ্য গ্রহণের
 পর যে ব্যক্তি খিলাল দ্বারা দীত হতে খাদ্যের ভুক্ত অংশ বের করে; সে যেন তা ফেলে দেয়
 এবং জিহবার স্পর্শে যা বের হয়, তা যেন খেয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ
 করে এবং যে এরূপ করে না তাতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করে, সে যেন
 পর্দা করে। যদি পর্দা করার মত কোন বস্তু সে না পায়, তবে সে যেন অন্ততঃ বালুর স্তুপ করে
 তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। কেননা শয়তান বনী আদমের গুণ্ডাঙ্গ (পর্দার স্থান অর্থাৎ পেশাব-
 পায়খানার স্থান) নিয়ে খেলা করে।^১ যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ
 করে না তাতে কোন দোষ নেই- (ইবন মাজা)।

১। পেশাব পায়খানার সময় এমন স্থানে বসা একান্ত কর্তব্য; যাতে লজ্জাস্থান অন্য কেউ দেখতে না পারে।
 হাদীছের মধ্যে 'শয়তান খেলা করে' এই পর্যায়ে যে বক্তব্য এসেছে তার অর্থ এই যে: পেশাব-পায়খানার সময়
 পর্দাহীন অবস্থায় বসলে শয়তান অন্যদেরকে তার লজ্জাস্থানের প্রতি নজর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং বাতাস
 প্রবাহিত করে তার শরীর ও কাপড়-চোপড়ে ময়লা লাগাবার চেষ্টা করে, এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতি করার জন্যও
 তৎপর থাকে। তাই পর্দার সাথে পেশাব পায়খানা করা উত্তম। - (অনুবাদক)

২. بَابُ مَا يُنْهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِهِ

২০. অনুচ্ছেদঃ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষেধ

৩৬- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ أَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمَصْرِيُّ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقَتَبَانِيِّ قَالَ إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُؤْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى اسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ فَسَرْنَا مَعَهُ مِنْ كَوْمٍ شَرِيكِ إِلَى عُلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عُلْقَمَاءَ إِلَى كَوْمٍ شَرِيكِ يُرِيدُ عُلْقَامَ فَقَالَ رُؤْفِعُ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْخُذُ نَضْوًا أَخِيهِ عَلَى أَنْ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخِرِ الْقَدْحُ ثُمَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُؤْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَوَةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَأَ أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ-

৩৬। ইয়াযীদ ইবন খালিদ—শাইবান আল—কিতাবানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই শাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রা) রুয়াইফে ইবন ছাবিতকে আসফালে আরবের (মিসরে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম) আমীর নিযুক্ত করেন। শাইবান বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে ‘কুমে ওরাইক’ (স্থানের নাম) হতে আলকামা (স্থানের নাম) অথবা আলকামা হতে কুমে ওরাইকের দিকে সফর করছিলাম। তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল আলকামা।^১ রুয়াইফে (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমাদের (আর্থিক) অবস্থা এমন (শোচনীয়) ছিল যে, একজন তার ধর্মীয় ভাই হতে দুর্বল উট (যেহেতু মুসলমানদের নিকট বলিষ্ঠ উট সে সময় ছিল না) এই শর্তে গ্রহণ করত যে, জিহাদে যে গনীমতে র মাল পাওয়া যাবে তার অর্ধাংশ উট গ্রহণকারীর (যোদ্ধার) এবং বাকী অর্ধাংশ উটের মালিকের প্রাপ্য। (ইসলামের প্রথম দিকে গনীমতের মালের পরিমাণও এত কম ছিল যে) একজনের ভাগে যদি তরবারির খাপ ও তীরের পালক পড়ত, তবে অপরের অংশে পড়ত পালকবিহীন তীর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ

১. আলকামা—মিসরে অবস্থিত একটি বিশেষ স্থানের নাম। আলকাম ও আলকামা এক নয়, বরং বিভিন্ন স্থানের নাম। —(অনুবাদক)

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেনঃ হে রুন্সাইফে! সম্ভবতঃ তুমি আমার পরে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকবে। অতএব তুমি লোকদেরকে এই খবর দিবেঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দেয়, গলায় তাবিজ লাগায়,^২ অথবা চতুর্দ ছত্বুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করে নিশ্চয়ই (আমি) মুহাম্মাদ (স) তার উপর অসন্তুষ্ট - (নাসাঈ)।

৩৭- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُقْصَلٌ عَنْ عِيَّاشٍ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَ مَرَّابِطٍ بِحِصْنِ بَابِ الْيُونَنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حِصْنُ الْيُونَنِ بِالْفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يُكْنَى أَبَا حُذَيْفَةَ -

৩৭। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ— আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرِ -

৩৮। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— জাবের ইবন-আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হাড় ও গোবরের দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন—(মুসলিম)।

৩৯- حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحَمِصِيُّ نَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَدِمَ وَقَدْ جَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ أَمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا قَالَ فَتَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ -

৩৯। হায়ওত ইবন শুরায়হ— আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (স)! আপনি আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করুন। কেননা মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকা নিহীত রেখেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

২১. بَابُ الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ

২১. অনুচ্ছেদঃ পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কে

৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ قُرْطُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ -

৪০। সাঈদ ইবন মানসূর— হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট—(নাসাঈ, আহমাদ, দারু কুতনী)।

৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَيْلِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأِسْطِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ -

৪১। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ—হযরত খুযায়মা ইবন ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, ইস্তিনজার সময় কয়টি পাথর (কুলুখ) ব্যবহার করা উচিত? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ তিনটি প্রস্তর, যার মধ্যে কেবল একটি থাকবে না—(ইবন মাজা)।

২২. بَابُ الْأَسْتَبْرَاءِ

২২. অনুচ্ছেদ: পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে

৬২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقَرِّيُّ قَالَا نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوَّامُ ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوَّامُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ يَكُونُ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ يَا هَذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَوَضَّأَ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بَلَّتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً -

৪২। কুতায়বা ইবন সাঈদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাব করলেন। তখন হযরত উমার (রা) পানির লোটা বা বদনা নিয়ে তাঁর পশ্চাতে দন্ডায়মান হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে উমার! এটা কি? জবাবে হযরত উমার (রা) বলেন, এটা আপনার উয়ুর পানি। তখন নবী করীম (স) বলেন: পেশাব করার পর পরই আমাকে উয়ু করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আমি যদি এরূপ করি, তবে এটা আমার উম্মাতের জন্য অবশ্য করণীয় হিসেবে সাব্যস্ত হবে—(ইবন মাজা)।

২৩. بَابُ فِي الْأَسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

২৩. পানি দিয়ে শৌচ করা

৬৩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْنَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْنَى الْحَذَاءِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِضْأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ -

৪৩। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়া— হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে একটি গোলাম (ছোট ছেলে) ছিল। গোলামের নিকট একটি উয়ুর পানির পাত্র ছিল এবং সে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল। সে পাত্রটি একটি কুল গাছের নিকটে রাখল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পেশাব—পায়খানাতে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।

৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ فِيهِ رِجَالٌ يَحْبُونَ أَنْ يَتَّهَرُوا قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ -

৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেনঃ এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছে— “সেখানে এমন লোক আছে— যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে।” রাবী বলেনঃ তাঁরা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন। সে কারণে তাঁদের শানে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়— (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২৬. بَابُ الرَّجُلِ يَدُهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

২৪. অনুচ্ছেদঃ ইস্তিনজার পর মাটিতে হাত ঘষা

৬০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيكَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُخَرَّمِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رُكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ أَوْ خَرَفْتَوْضًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ -

৪৫। ইবরাহীম ইবন খালিদ— আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তাঁর জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইস্তিনজা করে মাটিতে হাত মলতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যদ্বারা তিনি উষু করতেন।

২৭. بَابُ السَّوَاكِ

২৫. অনুচ্ছেদঃ মেসওয়াক করা সম্পর্কে

৬৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

৪৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে (রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর) পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মেসৃওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম—(নাসাঈ, মুসলিম, ইবন মাজা, বুখারী)।

৬৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السَّوَاكِ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكَلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ -

৪৭। ইবরাহীম ইবন মুসা— য়ায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি— যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসৃওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। হযরত আবু সালামা (রহ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত য়ায়েদ (রা)—কে মসজিদে এমতাবস্থায় বসতে দেখেছি যে, মেসৃওয়াক ছিল তাঁর কানের ঐ স্থানে, যেখানে সাধারণতঃ লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন— মেসৃওয়াক করে নিতেন—(তিরমিযী, আহমাদ)।

৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ أَسْمَاءُ

بَنَتْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً فَكَانَ لَا يَدْعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -

৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ— আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া বলেন, আমি হযরত উমার (রা)—র নাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত ইব্ন উমার (রা) উযু থাকা বা না থাকা অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের সময় কেন উযু করেন? জবাবে তিনি একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দেন— হযরত আস্মা বিন্তে যায়েদ ইব্নে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবু আমির তাঁর (আস্মার) নিকট বলেছেনঃ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।^১ নবী করীম (স)—এর উপর তা কষ্টদায়ক হলে তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় উযু থাকা অবস্থায় শুধু মেসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়।^২ অতঃপর হযরত ইব্ন উমার (রা)—এর প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার ক্ষমতা ছিল বিধায় তিনি কোন নামাযের সময় উযু পরিত্যাগ করতেন না।

২৬. بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

২৬. অনুচ্ছেদঃ মেসওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে

৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْنَهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ سَلِيمَانُ قَالَ نَخَلْتُ

১। একবার উযু করে তা দ্বারা কয়েক ওয়াস্তের নামায আদায় করা জায়েজ। এমতাবস্থায় উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। অপবিত্রতা বা বিনা উযুতে নামায পড়া জায়েজ নাই—(অনুবাদক)

২। হানাফী মাযহাব অনুসারে উযু করার সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত। নামাযের পূর্বে যদি কেউ মেসওয়াক করে এবং দীত হতে রক্ত নির্গত হয়, তবে সরাসরি নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য। নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার বিধান শাফিঈ মাযহাবে রয়েছে। —(অনুবাদক)

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السَّوَاكَ عَلَى طَرَفِ
لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِيَّاهُ يَعْزِي يَتَهَوَّعُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيثًا
طَوِيلًا وَلَكِنِّي اخْتَصَرْتُهُ -

৪৯। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান— আবু বুরদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে (যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য যানবাহন হিসাবে) উট চাইলাম। এ সময় আমি তাঁকে জিহবার উপর মেসওয়াক করতে দেখি। সুলায়মানের বর্ণনা মতেঃ আমি (আবু বুরদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে এমন সময় হাযির হই, যখন তিনি মেসওয়াক করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর মেসওয়াক জিহবার এক পাশে রেখে আহ! আহ!! বলছিলেন, অর্থাৎ যেন বমির ভাব করছিলেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

২৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسَوَاكٍ غَيْرِهِ

২৭. অনুচ্ছেদঃ অন্যের মেসওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে

৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنْ وَيَعْتِدُّ رَجُلَانِ
أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَيُفْضِلُ السَّوَاكَ أَنْ كَبِرَ
أَعْطَى السَّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا -

৫০। মুহাম্মাদ ইবন ইসা— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেসওয়াক করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট এমন দুইজন লোক ছিল— যাদের একজন অন্যজন হতে (বয়সে বা সম্মানে) বড় ছিল। এ সময় তাঁর নিকট মেসওয়াকের ফযীলাত সম্পর্কে আল্লাহ ওহী নাযিল করেন, বড় জনকে মেসওয়াক প্রদান করুন।

৫১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ
الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بَأَيَّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ - قَالَتْ بِالسَّوَاكِ -

১। সম্ভবতঃ বড়জনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বা তিনি নবী করীম (স) —এর ডান পাশে অবস্থান করায় এই গৌরবের অধিকারী হন। — (অনুবাদক)

৫১। ইবরাহীম ইব্ন মুসা— আল-মিকদাদ ইব্ন শুরায়হ্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে প্রবেশ করে সর্ব প্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বলেন, মেসওয়াক দিয়ে দৌত মাঝা।

২৮. بَابُ غُسْلِ السَّوَاكِ

২৮. অনুচ্ছেদঃ মেসওয়াক ধৌত করা সম্পর্কে

৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ نَا كَثِيرٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السَّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ -

৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেসওয়াক করার পর তাঁর মেসওয়াক আমাকে ধৌত করতে দিতেন। অতঃপর আমি উক্ত মেসওয়াক দ্বারা (বরকত হাছিলের জন্য) নিজে মেসওয়াক করতাম। পরে আমি তা ধৌত করে (সংরক্ষণের জন্য) তাঁর নিকট প্রদান করতাম।

২৯. بَابُ السَّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

২৯. অনুচ্ছেদঃ মেসওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ

৫৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ نَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكَ وَالْأَسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبُرْجَمِ وَتَنْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةُ -

৫৩। ইয়াহুইয়া ইব্ন মুঈন— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দশটি কাজ স্বভাবজাত।^১ ১। গৌফ ছোট করা, ২। দাড়ি লম্বা করা, ৩। মেসওয়াক করা, ৪। নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করান, ৫। নখ কাটা, ৬। উযু-গোসলের সময় আংগুলের গিরা ও জোড়সমূহ ধৌত করা, ৭। বগলের পশম পরিষ্কার করা, ৮। নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, ৯। পানির দ্বারা ইস্তিনজা করা। রাবী যাকারিয়া বলেন, হযরত মুসআব বলেছেন, আমি দশম নম্বরটি ভুলে গিয়েছি; তবে সম্ভবতঃ তা হল- কুলকুচা করা।

৫৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُضْمَضَةِ وَالْأَسْتِنْشَاقِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَعْقَاءَ اللَّحْيَةِ زَادَ وَالْخَتَانُ قَالَ وَالْأَنْتَضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ انْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَعْقَاءَ اللَّحْيَةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمَجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَعْقَاءَ اللَّحْيَةِ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْقَاءَ اللَّحْيَةِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ أَعْقَاءَ اللَّحْيَةِ وَالْخَتَانِ -

৫৪। মুসা ইবন ইসমাঈল- আমাদের ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফিতরাতের মধ্যে কুলকুচা করা ও নাকে পানি প্রবেশ করানো (শামিল)। অতঃপর রাবী হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, ‘দাড়ি লম্বা করা’ (اعقأء اللحية) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয় নাই এবং ‘খাতনা করা’ (الختان) শব্দটি এখানে আছে। পানি দ্বারা ইস্তিনজা করার পরিবর্তে

১। ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- স্বভাবজাত, পূর্ববর্তী আখিয়ায়ে কিরামের যে সমস্ত সুনাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য শরীআতের অন্যতম বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে সেগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই ফিতরাত বা মানুষের স্বভাবজাত কাজ বলে পরিচিত। - (অনুবাদক)

الانتضاح অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা করার পর লজ্জাস্থানের উপর সামান্য পানি ছিটানো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—(ইবন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অনুরূপ হাদীছ হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তবে উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে পাঁচটি ফিতরাতই মাথার মধ্যে পরিলক্ষিত এবং তার মধ্যে একটি হল— الفرق বা মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত করা বা সিঁথি কাটা এবং হাদীছে اعفاء اللحية (দাড়ি রাখা) শব্দের উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, হযরত হাম্মাদ-তাল্ক ইবন হাবীব, মুজাহিদ ও বাক্ব ইবন আবদুল্লাহ আল-মুযানী হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানেও اعفاء اللحية শব্দের উল্লেখ নাই। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু মরিয়ম, আবু সালামা হতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন— উক্ত হাদীছে اعفاء اللحية শব্দের উল্লেখ আছে। হযরত ইব্রাহীম নাখ্ঈ হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে এবং তাঁর বর্ণনায় اعفاء اللحية ও الختان অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করা ও খাতনা করার কথা উল্লেখ আছে।

৩. بَابُ السَّوَاكِ لَمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

৩০. অনুচ্ছেদঃ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মেসওয়াক করা সম্পর্কে

৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْتَوِصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ -

৫৫। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর— হযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে ঘুম হতে জাগরনের পর মেসওয়াক দ্বারা নিজের পবিত্র মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করতেন—(বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৫৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ نَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَضِّعُ لَهُ وَضُوئَهُ وَسَوَاكَهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ -

৫৬। মুসা ইবন ইসমাইল— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ব্যবহারের জন্য উযুর পানি ও মেসওয়াক রাখা হত। অতঃপর রাতে ঘুম হতে উঠার পর তিনি প্রথমে পেশাব-পায়খানা করতেন, পরে মেসওয়াক করতেন।

৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَامٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ -

৫৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর-- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দিবা-রাত্রে ঘুম হতে উঠার পর উযু করার পূর্বে মেসওয়াক করতেন।

৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ لَيْلَةٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهْوَرَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاتَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَيْقِظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقِظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكُ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..... حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ

৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা-- আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রজনী আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অতিবাহিত করি। তিনি ঘুম হতে উঠে পানির নিকট এসে মেসওয়াক নিয়ে দাতন করলেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ “নিশ্চয় আকাশ ও জমীনের সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির পরিক্রমা-পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।” তিনি উক্ত সূরাটি প্রায় শেষ করেন অথবা সমাপ্তই করেন। অতঃপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। পরে তিনি বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতঃপর তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে অনুরূপ কাজ করে পুনরায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তৃতীয়বারও তিনি

ঘুম হতে জাগরিত হয়ে একই কাজ করেন। তিনি প্রত্যেক বারই ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর (শেষবার) তিনি বেতেরের নামায আদায় করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেছেন, ইব্ন ফুদায়েল হসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) মেসওয়াক এবং উযু করা কালে—.....
 انْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 উক্ত সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন—(বুখারী, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৩১. بَابُ قَرُصِ الْوُضُوءِ

৩১. অনুচ্ছেদঃ উযু ফরয হওয়া সম্পর্কে

৫৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَوةٍ بِغَيْرِ طَهْوٍ-

৫৯। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম— আবুল মালীহ্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা অসদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ ছদকাহ করলে কবুল করেন না এবং বিনা উযুতে নামায আদায় করলে তাও কবুল করেন না—(নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)।

৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ ذِكْرُهُ صَلَوةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

৬০। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মহান আল্লাহ রাবুল আলামীন তোমাদের এমন কোন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার উযু নষ্ট হবার পর যে পর্যন্ত সে পুনরায় উযু না করে—(বুখারী, মুসলিম)।

১। غُلُول- শব্দের অর্থঃ গনীমতের মাল বস্তুনের পূর্বে চুরি করাকে গুলুল বলা হয়। তবে এখানে গুলুল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলঃ অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় সম্পদ।

২- বিনা উযুতে নামায আদায় করলে কোন লাভ নেই, বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ যদি বিনা উযুতে নামায পড়ে— তবে সে মহাপাপী হবে এবং বিনা তওবায় এরূপ গুনাহ হতে পরিত্রাণ পাবে না—(অনুবাদক)।

৬১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ-

৬১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নামাযের চাবি হল পবিত্রতা (অর্থাৎ উযু বা গোসল), এর তাকবীর পার্থিব যাবতীয় কাজকে হারাম করে এবং সালাম (অর্থাৎ সালাম ফিরানো) যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মকে হালাল করে দেয়-(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৩২. بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

৩২. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির উযু থাকা অবস্থায় নতুনভাবে উযু করা সম্পর্কে

৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ ح وَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَتَقَنُّ عَنْ غُطَيْفِ الْهَذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ-

৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া--- আবু শুভায়ফ আল-হযালী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর যখন যুহরের নামাযের আযান হল- তিনি উযু করে নামায আদায় করলেন। আসর নামাযের আযানের পরেও তিনি উযু করলেন। এতদ্বশনে আমি তাঁকে (ইব্ন উমার) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি পবিত্র (উযু অবস্থায়) থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উযু করে, তার জন্য (আমল নামায)- দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়-(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৩৩. بَابُ مَا يَنْجَسُ الْمَاءَ

৩৩. অনুচ্ছেদঃ যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْتَوِيهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ-

৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, পানিতে চতুস্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য পূণঃ পূণঃ আগমন করে এবং তা যথেষ্ট ব্যবহার করে। সে পানির হকুম কি? তিনি বলেনঃ যখন উক্ত পানি দুই কুন্না (মটকা) পরিমাণ বেশী হবে, তা অপবিত্র হবে না—(তিরমিযী, নাসাই, ইবন মাজা)।

৬৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بَنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ-

৬৪। মুসা ইবন ইসমাইল— উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাঠের পানির (পবিত্রতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল।—পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১। কুন্না শব্দের অর্থ হল— মটকা। এতে কি পরিমাণ পানি ধরে তা হাদীছে উল্লেখ নাই। মটকা ছোট হলে তাতে কম পানি ধরবে এবং বড় হলে বেশী পানি ধরবে। বেশী পানি অপবিত্র হয় না। অতএব পানি বিত্র হওয়ার জন্য দুই বা এক কুন্না পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নহে। বরং পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি এরূপ মনে করে যে, এই কুপ বা পুকুরের পানির পরিমাণ অধিক এবং ব্যবহারে ঘূণা হয় না; তবে তা বেশী হিসাবে পরিগণিত হবে। হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতানুযায়ী কোন কূপের পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সর্বনিম্ন যদি ১০ হাত হয়, তবে তার পানি বেশী পানির হকুমের মধ্যে পরিগণিত হবে। —(অনুবাদক)

৬৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجِسُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَقَفَّ عَنْ عَاصِمٍ -

৬৫। মুসা ইবন ইসমাঈল— উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না, তাকে (কিছুই) অপবিত্র করতে পারে না।

৩৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْرٍ بِضَاعَةً

৩৪. অনুচ্ছেদঃ বুদাআ কূপের পানি সম্পর্কে

৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنَوَّضُ مِنْ بَيْرٍ بِضَاعَةً وَهِيَ بَيْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكَلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ -

৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দ্বারা উষু করতে পারি? কূপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পানি— তাকে কোন বস্তুই অপবিত্র করতে পারে না^১—(নাসাঈ তিরমিযী)।

১। বুদাআ কূপের পানির পরিমাণ অনেক বেশী ছিল এবং সে জন্যে বেশী পানির মধ্যে অল্প পরিমাণ নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি দূষিত হয় না। যেমন কোন বড় গুকুরের পানি। অপরপক্ষে সম্ভবতঃ বুদাআ কূপটি এমন স্থানে ছিল, যেখানে বাইরে থেকে পানির গমনাগমন ছিল। যেমন, নদীর পানি। এর তলদেশ পাতালের পানির সাথে সংযুক্ত ছিল বলে যাবতীয় ময়লা অপসারিত হয়ে যেত।—(অনুবাদক)

৬৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يَسْتَقِي لَكَ مِنْ بَيْرٍ بُضَاعَةً وَهِيَ بَيْرٌ يَلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكَلَابِ وَالْمَحَانِضُ وَعَذَرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْمَ بَيْرٍ بُضَاعَةً عَنْ عُمُقْهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَاذْأَنْقَصْ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بَيْرٍ بُضَاعَةً بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَاذْأَ عَرَضَهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَادْخُلْنِي إِلَيْهِ هَلْ غَيْرِيَّاتُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا - وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيَّرَ اللَّوْنِ -

৬৭। আহমাদ ইবন আবু শুআইব— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি: একদা তাঁকে এইরূপ বলা হয় যে, আপনার জন্য বুদাআ কূপের পানি আনা হবে। এমন কূপ যেখানে কুকুরের গোশত, স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া এবং মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন: পানির পবিত্রতাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না—(নাসাঈ, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি কুতাইবা ইবন সাঈদকে বলতে শুনেছি: আমি বুদাআ কূপের নিকট অবস্থানকারীকে এর গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন, এই কূপের পানি যখন বেশী হয়, তখন তাতে নাভির নিম্ন পরিমাণ পানি থাকে। তখন আমি (কাতাদা) জিজ্ঞাসা করলাম, যখন পানি কম হয়, (তখন এর পরিমাণ কি থাকে)? তিনি জবাবে বলেন, হাঁটু পর্যন্ত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আমার চাদর দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করি। আমি আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে অতঃপর তা মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ হয় হাত পরিমাণ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, বুদাআ কূপটি যে বাগানে অবস্থিত, তাতে প্রবেশের দ্বার

যে ব্যক্তি খুলে দিয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কূপটির পূর্ব রূপের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? জবাবে সে বলল- না, এবং আমি উক্ত কূপের পানির রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখেছি। (এটা প্রায় আড়াই শত বৎসর পরের ঘটনা। এতদিন কূপটি অব্যবহৃত থাকায় এর অবস্থা খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়।)- (অনুবাদক)

৩৫. بَابُ الْمَاءِ لَا يَجْنَبُ

৩৫. অনুচ্ছেদঃ পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে

৬৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَنْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ -

৬৮। মুসাদ্দাদ— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করছিলেন। এমনভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে উযু অথবা গোসল করার জন্য আগমন করলেন। তখন তিনি (পত্নী) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না (পাত্রে অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে বলা হয়েছে)- (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৩৬. بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّأَكِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা সম্পর্কে

৬৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ تَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ -

৬৯। আহমাদ ইবন ইউনুস— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে; অতঃপর উক্ত পানি দ্বারা গোসল করে-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُونَ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ -

৭০। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং সেখানে যেন অপবিত্রতার (নাপাকীর) গোসলও না করে।—(ইবনমাজা)।

২৭. بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْكَلْبِ

৩৭. অনুচ্ছেদঃ কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা সম্পর্কে

৭১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَهُورٌ أَنَاءُ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَهْنٌ بِالتُّرَابِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ -

৭১। আহমাদ ইবন ইউনুস— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর যদি তোমাদের কারও পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

৭২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَزَادَ وَإِذَا وَلَغَ الْهَرُّ غُسْلَ مَرَّةٍ -

১- বন্ধ পানির পরিমাণ যদি একাত্তাই কম হয়, তবে তাতে পেশাব করা ও নাপাকীর গোসল করা যায় না। অপর পক্ষে পানির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে সেখানে নাপাকীর গোসল বা পেশাব করলে উক্ত পানি নাপাক হবে না। তবুও বন্ধ পানিতে পেশাব না করাই উত্তম।—(অনুবাদক)

৭২। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ হাদীছ (আরো) বর্ণিত হয়েছে। তবে তা মারফু হাদীছ নয় এবং উক্ত হাদীছে আরো আছেঃ যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার ধৌত করতে হবে—(ঐ)।

৭৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا آبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِغَةَ بِالتُّرَابِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنْبِهٍ وَأَبُو السَّدِّيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ -

৭৩। মুসা ইবন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধৌত কর। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে—(ঐ)।

৭৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مَطْرِفٍ عَنْ ابْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَحْخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفَرُوهُ بِالتُّرَابِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مَغْفَلٍ -

৭৪। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ— ইবন মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ মানুষের কি হয়েছে যে, তারা কুকুর হত্যা করতে আগ্রহী নয়। পরে তিনি শিকারী কুকুর এবং মেষ পালের পাহারাদার কুকুর (পালনের) অনুমতি প্রদান করেন। তিনি আরো বলেনঃ যখন কুকুর কোন পাত্র লেহন করে, তখন তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর—(মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৩৮. ۳۸. بَابُ سُورَةِ الْهَرَةِ

৩৮. অনুচ্ছেদঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে

৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَّيْتُ لَهُ وَضُوءَهُ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْأَنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ -

৭৫। আবদুল্লাহ্— কাব্শা বিন্তে কাব ইব্ন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কাতাদা (রা)–র পুত্রবধু ছিলেন। একদা হযরত আবু কাতাদা (গৃহে) আগমন করলে আমি (কাব্শা) তাঁকে উয়র পানি দিলাম। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। (বিড়ালের পানি পান করার সুবিধার্থে) হযরত আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। হযরত কাব্শা (রা) বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আমার ভাতৃস্পুত্রী! তুমি কি আশ্চর্য বোধ করছ? জবাবে আমি (কাব্শা) বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের সংশ্বে আশ্রিত প্রাণী–(নাসাইঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيَسَةَ إِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلْتُ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ - وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -

৭৬। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা— দাউদ ইব্ন সালেহ্ ইব্ন দীনার আত–তাম্মার হতে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁর মনিব তাঁকে হযরত আয়েশা (রা)–র নিকট ‘হারিসাহ্’^১সহ ১০ হারিসাহ্ গোশত; ফলমূলের বিচি এবং আটার সমন্বয়ে তৈরী একটি উপাদেয় খাদ্য। তৎকালীন আরব সমাজে তা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। –(অনুবাদক)

প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছে দেখতে পাই যে, তিনি নামাযে রত আছেন। তিনি আমাকে (হারিসার পাত্রটি) রাখার জন্য ইশারা করলেন। ইত্যবসরে সেখানে একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেলে। হযরত আয়েশা (রা) নামায শেষে বিড়ালটি যে স্থান হতে খেয়েছিল সেখান হতেই খেলেন এবং বলেন— নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বিড়াল অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযু করতে দেখেছি—(দারু কুতনী, তাহাবী)।

৩৭. بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি সম্পর্কে

৭৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُبَّانٌ -

৭৭। মুসাদ্দাদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম—(নাসাই, মুসলিম, বুখারী)।

৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ ابْنِ خَرَبُودٍ عَنْ أُمِّ صَبِيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَلَفَتْ يَدَيَّ وَيَدُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ -

৭৮। আবদুল্লাহ— উম্মু সুবাইয়া (খাওলা বিন্তে কায়স) আল-জুহানীয়া (রা) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, একই পাত্র হতে উযু করার সময় আমার হাত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাত পরস্পর লেগে যেত—(ইবন মাজা)।

৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ فِي
زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا -

৭৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ও মুসাদ্দাদ— ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরা (একই পাত্রে পানি দ্বারা) একত্রে উষু করতেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, সকলে একই পাত্রে পানি দ্বারা উষু করতেন— (নাসাই, ইব্ন মাজা, বুখারী)।

৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيَّائِ وَأَحَدٍ يُدْلِي فِيهِ أَيْدِينَا -

৮০। মুসাদ্দাদ— হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা পুরুষ ও মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় একই পাত্রে পানি দ্বারা একত্রে উষু করতাম এবং এই সময় কখনও কখনও আমাদের একের হাত অন্যের হাতের সাথে লেগে যেত— (এ)।

৪. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

৪০. অনুচ্ছেদ: স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উষু করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحَبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا -

১. পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণত: আরবের পুরুষ ও মহিলারা একই পাত্রে পানি দ্বারা একই সময় একত্রে উষু করত। অথবা পুরুষ ও মহিলার অর্থ হল: প্রতিটি স্বামী-স্ত্রী একত্রে পাত্রে পানি দ্বারা উষু করত। একই পাত্রে পানি দ্বারা একই সময় একত্রে স্বামী-স্ত্রীর উষু-গোসল করা শরীআতে জায়েজ। - (অনুবাদক)

২. এটা পর্দার আয়াত নাখিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। একই পাত্রে পানি দ্বারা একত্রে উষু করা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত স্ত্রী-পুরুষদের জন্য বৈধ- যাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন তাই-বোন, ছেলে-মাতা ইত্যাদি। তবে এদের জন্য একই পাত্রে পানি দ্বারা একই পথে গোসল করা শরীআত সম্মত নয়। একের গোসলের পর অন্যে গোসল করলে কোন দোষ নেই। - (অনুবাদক)

৮১। আহমাদ ইবন ইউনুস— হুমায়দ আল-হিমযারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করি, যিনি চার বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছিলেন— যেভাবে হয়রত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলের খেদমতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে পুরুষদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং একই ভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন—(নাসাঈ)।

রাবী মুসাদ্দাদ এর সাথে যোগ করেছেনঃ স্ত্রী—পুরুষের একত্রে একই পাত্র হতে হাত দ্বারা পানি উঠাননিষেধ।

৪২- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ-

৮২। ইবন বাশ্শার— হাকাম হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন—(ইবন মাজা)।

৪১. بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

৪১. অনুচ্ছেদঃ সাগরের পানি দ্বারা উযু করা সম্পর্কে

৪৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ أَلِ ابْنِ الْأَزْزَقِ قَالَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ وَالْخَلِّ مِيتَتُهُ-

৮৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পানের) সামান্য (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা

তা দ্বারা উষু করি তবে আমরা পিপাসিত থাকব। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা উষু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) খাওয়া হালাল—(নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

৬২. بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

৪২. অনুচ্ছেদঃ নাবীয দ্বারা উষু করা সম্পর্কে

৪৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي فَرَّازَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةُ الْجِنِّ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ -

৮৪। হানাদ— আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিনদের নিকট আগমনের রাতে বলেছিলেনঃ তোমার পাত্রের মধ্যে কি আছে? জবাবে তিনি বলেন, নাবীয। এতদশ্রবণে তিনি বলেনঃ খেজুর পবিত্র এবং পানি পাক— (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৪৭- حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ أَحَدٍ -

৮৫। মুসা ইবন ইসমাইল— আলকামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)—কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘লাইলাতুল জিন’ (জিনদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)—এর

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)—এর মতে, সাগরের মৃত মাছই কেবল ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)—এর মতানুযায়ী সাগরের যাবতীয় প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েয। —(অনুবাদক)

২. সাধারণতঃ খেজুর, আংগুর, মধু ইত্যাদি দ্বারা নাবীয তৈরী করা হয়। এটা শরবত সদৃশ। খেজুর ভিজান পানিকে খেজুরের নাবীয বলা হয়। তদুপ আংগুর ভিজান পানিকে আংগুরের নাবীয বলা হয়। এটা তৎকালীন ‘আরবের একটি উপাদেয় পানীয় ছিল। —(অনুবাদক)

গমনের রাত বা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিনদের আগমনের রাত)-এ আপনাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কে ছিলেন? জবাবে তিনি বলেনঃ তাঁর সাথে আমাদের কেউই ছিলেন না-(মুসলিম)।

৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّيْلِ وَالنَّبِيذِ وَقَالَ إِنَّ التَّيْمَمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ -

৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার— ইব্ন জুরায়েজ হতে আতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আতা দুধ ও নাবীয দ্বারা উযু করাকে মাকরুহ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, এর চেয়ে তায়াম্মুম করা আমার নিকট অধিক উত্তম।

৪৭- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لَا -

৮৭। ইব্ন বাশ্শার— আবু খালদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি অপবিত্র এবং যার নিকট পানি নেই; কিন্তু নাবীয আছে। এমতাবস্থায় তিনি কি নাবীয দ্বারা গোসল করতে পারেন? জবাবে তিনি বলেন, না।

৪৮. بَابُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

৪৩. অনুচ্ছেদঃ মলমূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা যায় কি?

৪৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمُهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمَ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ الْخَلَاءُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَ الصَّلَاةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ

وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا
قَالَ زُهَيْرٌ -

৮৮। আহমাদ ইব্ন ইউনুস--- আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হজ্জ
অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাঁর সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের নামাযের
জামাতে ইমামতি করতেন। এমতাবস্থায় এক দিন ফজরের নামাযের ইকামত দেয়ার পর তিনি
বললেন, তোমাদের কেউ সামনে আগমন কর (নামাযের ইমামতির জন্য)। এই বলে তিনি
পায়খানায় গমনকালে বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে
শুনেছিঃ নামায শুরুর প্রাককালে তোমাদের কারও যদি পায়খানার বেগ হয়, তবে সে যেন
প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৪৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالُوا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ
عِيسَى فِي حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِئَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي - فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ
الْأَخْبَثَانِ -

৮৯। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ--- আবু হাযরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন
মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন ঈসা তাঁর বর্ণনায় মুহাম্মাদের পর আবু বাক্র (রা)-র পুত্র
শব্দটি অতিরিক্ত যোজন করেছেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই “কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ-এর
প্রাত্যহিক” এই বাক্যটির উপর একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ একদা আমরা হযরত আয়েশা
(রা)-র নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় সেখানে খানা হাযির করা হল। তখন হযরত কাসিম নামায
আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হলে আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে এবং মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে কেউ যেন নামায আদায় না করে^১—(মুসলিম)।

৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَرٍ الْمُؤَدِّ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَوْمٌ رَجُلٌ قَوْمًا
فَيَخْصُ نَفْسَهُ بِالِدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ
أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقْنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ -

৯০। মুহাম্মাদ ইবন ইসা— ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিনটি কাজ্জ্জ কারও জন্য বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমামতি করে এবং সে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করে। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে নিশ্চয়ই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (২) কেউ যেন পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ না করে। যদি কেউ এরূপ করে, তবে যেন সে বিনানুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করার মত অপরাধ করল। (৩) মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে তা ভাগ না করার পূর্ব পর্যন্ত কেউ যেন নামায না পড়ে—(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَرٍ الْمُؤَدِّ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَصَلِّيَ
وَهُوَ حَقْنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَوْمُنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَوْمَ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ
فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ -

১- খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে নামাযে রত হলে নামাযের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। অপরপক্ষে পেটে অত্যধিক ক্ষুধা থাকা অবস্থায় খানা সামনে রেখে নামায পড়লে মনের শান্তির চেয়ে অশান্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় আগে খাদ্য গ্রহণ করে শান্তির সাথে নামায আদায় করা উত্তম। অবশ্য আহার করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে অবশ্যই আগে নামাযই আদায় করতে হবে। তদুপ মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে নামায আদায় করলে একাগ্রতা নষ্ট হয়। এরূপ বিচলিত অবস্থায় নামায পড়া মাকরুহ। —(অনুবাদক)

৯১। মাহমুদ ইব্ন খালিদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে— তার জন্য এটা উচিত নয় যে, মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে (তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত) নামায আদায় করে। অতঃপর তিনি নিম্নরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে— তার জন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা হালাল নয় এবং দু'আর মধ্যে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্য দু'আ করাও বৈধ নয়। যদি কেউ এরূপ করে— তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল— (তিরমিযী)।

৬৬. بَابُ مَا يُجْزَى مِنَ الْمَاءِ فِي الرُّضْوَةِ

৪৪. অনুচ্ছেদঃ উরুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট

৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ .

৯২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উয়ু করতেন— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

৭৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

৯৩। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উয়ু করতেন— (ইব্ন মাজা)।

১০ কুফাবাসীদের হিসাব অনুযায়ী ২৭০ তোলায় এক ছা'আ (হজল) হয়ে থাকে এবং ইরাকীদের হিসাব অনুযায়ী এক ছা'আ পরিমাণ হল— ২৫২ তোলা ২ রতি ২ জাও। বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী সাধারণতঃ এক ছা'আ—এর পরিমাণ হল— ২০০ তোলা। ইমাম আবু হানীফা (রহ)—এর মতে এক ছা'আ—এর এক-চতুর্থাংশে এক মুদ হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশী হিসাব অনুযায়ী ৭০ তোলায় এক মুদ। মোটামুটি হিসাবে প্রায় এক সেরে এক মুদ এবং চার সেরে এক ছা'আ ধরা যেতে পারে। —(অনুবাদক)

৯৬- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ جَدَّتِي وَهَى أُمِّ عَمَّارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدَرْتُ ثَلَاثِي الْمُدِّ -

৯৪। ইব্ন বাশ্শার--- হাবীব আল-আনসারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্বাস ইব্ন তামীমকে আমার দাদী উম্মে আম্মারা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র উপস্থিত করা হয়। এতে পানির পরিমাণ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ মুদ। তিনি তা দ্বারা উযু করলেন-(নাসাঈ)।

৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسْعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ قَالَ عَنْ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِكَ - قَالَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي جَبْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৫। মুহাম্মাদ ইব্নুস সাব্বাহ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পাত্রের (পানি) দ্বারা উযু করতেন- তাতে দুই রতল পরিমাণ পানি ধরত এবং তিনি এক ছাঁআ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন। অন্য বর্ণনায় আছে: নবী করীম (স) এক মাকুক (বা এক মগ) পানি দ্বারা উযু করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় রطلین (দুই রতল) শব্দের উল্লেখ নেই-(নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)-কে বলতে শুনেছি: পাঁচ রতলে এক ছাঁআ হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, এটা প্রখ্যাত ইমাম ইব্ন আবু

যেব-এর মতানুযায়ী ছা'আ এবং এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছা'আ-এর অনুরূপ।

৪৫. بَابُ الْأَسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ

৪৫. অনুচ্ছেদ: উযুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে

৯৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا - قَالَ يَا بَنِيَّ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَنُونَ فِي الطُّهُورِ وَالْدُّعَاءِ -

৯৬। মুসা ইবন ইসমাঈল— আবু নাআমা হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) তাঁর পুত্র (ইয়াযীদ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইয়া আত্ताহ। আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান পার্শ্বস্থ খেত-প্রাসাদ প্রার্থনা করি- যখন আমি সেখানে প্রবেশ করব। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র। তুমি জান্নাত কামনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি প্রার্থনা কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দুআর মধ্যে অতিরিক্তিত করবে—(ইবন মাজা)।

৪৬. بَابُ فِي اسْبَاغِ الْوُضُوءِ

৪৬. অনুচ্ছেদ: উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে

৯৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوُّحٌ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ -

৯৭। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের পায়ের গোড়ালি ঝকঝক করছে।^১ তিনি বলেনঃ এরূপ পায়ের গোড়ালি ওয়ালাদের জন্য দোজখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে উষু কর— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৪৭- بَابُ الْوُضُوءِ فِي أَنْبَاءِ الصُّفَرِ

৪৭. অনুচ্ছেদঃ তাঁমার পায়ে উষু করা সম্পর্কে

৯৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَاحِبُ لِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِّنْ شَبَةِ -

৯৮। মুসা ইবন ইসমাইল— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (একত্রে) লৌহ বা তাম্র নির্মিত ছোট ডেকটির পানি দ্বারা গোসল করতাম— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ -

৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— আয়েশা (রা) হতে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—এর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১০০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ -

১০০। পায়ের গোড়ালী ঝকঝক করার কারণ এই ছিল যে, উষুর সময় তাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি ঠিকমত পৌঁছেনি এবং তা সঠিক ভাবে ঘোঁত করা হয়নি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উষুর সময় কিছু সংখ্যক লোক তাদের হাত-পায়ের আংগুলের সংযোগস্থলে এবং পায়ের গোড়ালির পচাদাংশ ঠিকমত ঘোঁত করে না। এমতাবস্থায় উষু ও নামায কোনটাই দূরস্ত হবে না। - (অনুবাদক)

১০০। হাসান ইব্ন আলী— আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তামার একটি ছোট পাত্রে তাঁর জন্য পানি উত্তোলন করি। অতঃপর তিনি উযু করেন—(ইব্ন মাজা)।

৬৪. بَابُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

৪৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে

১.১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ -

১০১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিক ভাবে উযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির উযু হয় না যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে না)।—(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাই, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

১.২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَّأَوِيِّ قَالَ وَذَكَرَ رِبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا غَسْلًا لِلْجَنَابَةِ -

১০২। আহমাদ ইব্ন উমার— আদ-দারায়াদী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত রবীআ (রহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীছ “ঐ ব্যক্তির উযু হয় না যে বিসমিল্লাহ বলে না”—এর ব্যাখ্যা বলেনঃ যে ব্যক্তি উযু ও গোসলের সময়— নামাযের উযুর বা অপবিত্রতার গোসলের নিয়াত করে না— তার উযু ও গোসল হয় না।^১

১ শাফিঈ মায়হাব অনুযায়ী উযুর সময় বিসমিল্লাহ না পড়লে উযুই হয় না। কিন্তু হানাফী মায়হাব অনুসারে উযুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া সূনাত। যদি তা কেউ পরিত্যাগ করে, তবে সূনাতের খেলাফ হবে; কিন্তু উযু শুদ্ধ হবে।
—(অনুবাদক)

৬৭. **بَابُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا**

৪৯. অনুচ্ছেদঃ হাত ধৌত করার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করান সম্পর্কে

১.৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১০৩। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের ঘুম হতে জাগ্রত হবে, সে যেন স্বীয় হস্ত (পানির) পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায় যতক্ষণ না সে তা তিনবার ধৌত করে। কেননা সে জানে না যে, (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে— (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১.৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.

১০৪। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (স)–এর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে যে, উপরোক্ত কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বলেছেন। এ সূত্রে আবু রযীনের নাম উল্লেখ নাই।

১.৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ

২- এ স্থানে কেবলমাত্র রাতের ঘুমের কথা উল্লেখিত হয়েছে; তবে কেউ যদি দিনের ঘুম থেকেও জাগ্রত হয়— তবে তারও উচিত উয় বা খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত পরিকার করা। - (অনুবাদক)

فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ -

১০৫। আহমাদ ইব্ন আমর— হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন স্বীয় হস্ত তিনবার ধৌত করার পূর্বে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় ছিল অথবা তার হস্ত কোথায় কোথায় ঘুরছিল—(ঐ)।

৫. بَابُ صِفَةِ وَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৫০. অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর বর্ণনা

১. ৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبِيَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْثَرَهُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَاقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ - ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১০৬। আল-হাসান ইব্ন আলী— হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কে উযু করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে তাঁর দুই হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢেলে তা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুলকুচা করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তারপর তিনবার (সমস্ত) মুখমণ্ডল ধৌত করেন। পরে তিনি তাঁর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করেন। পরে তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পাও ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমার এই উযুর ন্যায় উযু

করতে দেখেছি। অতপর তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুরূপ উযু করে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, যাতে তার নফসের মধ্যে কোনরূপ অসঅসা সৃষ্টি না হয়— আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করবেন— (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাই)।

১.৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْأَسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَكَذَا كَفَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمَرَ الصَّلَاةِ.

১০৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুহাম্মা— হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা)—কে উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে কুল্লি ও নাক পরিক্ষারের কথা উল্লেখ নেই এবং এই হাদীছে আরও উল্লেখিত হয়েছেঃ তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে দেখেছি। তিনি (উছমান) আরো বলেন, যে ব্যক্তি উযুর সময় অংগ—প্রত্যংগ তিনবারের কম ধৌত করবে— তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এই হাদীছে নামায সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই— (এ)।

১.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ سُنِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُنِلَ عَنِ الْوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِمِيْضَاةٍ فَأَصْغَاَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ ادْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضَّمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْكَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ فَغَسَلَ بَطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آيُنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ - أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ -

১০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ— ইব্ন আবু মুলায়কাকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)—কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি। তখন তিনি (উছমান) (এক পাত্র) পানি চাইলেন। অতঃপর পানি আনা হলে তিনি তা হতে সামান্য পানি ডান হাতের উপর ঢেলে (তা ধৌত করলেন)। পরে তিনি উক্ত হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তিনবার কুন্নি ও তিনবার নাক পরিষ্কার করলেন; অতঃপর স্বীয় মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধৌত করেন। পরে তিনি পাত্রের মধ্যে হাত দিয়ে পানি তুলে মাথা ও কান মাসেহ করেন এবং কানের ভিতর ও বহিরাংশ একবার করে মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পদযুগল ধৌত করে বলেনঃ উযু সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে দেখেছি—(এ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত উছমান (রা) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীছগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উযুর মধ্যে মাথা মাসেহ মাত্র একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী উযুর অংগ—প্রত্যংগগুলি তিনবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবলমাত্র مسح رأسه (মাথা মাসেহ করেছেন) উল্লেখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ অন্যান্য অংগ—প্রত্যংগ ধৌত করার ব্যাপারে তিন-তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে (অতএব মাথা মাত্র একবারই মাসেহ করতে হবে)।

১০৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي بَنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكَوْعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَأَلَ نَحْوَ حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ وَأَتَمَّ -

১০৯। ইব্রাহীম— আবু আলকামা হতে বর্ণিত। একদা হযরত উছমান (রা) উয়ুর জন্য পানি চাইলেন— অতঃপর তিনি উয়ু করলেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি কুলি করলেন এবং তিনবার নাক পরিষ্কার করলেন। তিনি উয়ুর প্রত্যেক অংগ—প্রত্যংগ তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় পা ধৌত করলেন এবং বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপভাবে উয়ু করতে দেখেছি— যেরূপে তোমরা আমাকে উয়ু করতে দেখলে—(ঐ)।

۱۱- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَطَ -

১১০। হারুন ইবন আবদুল্লাহ— শাকীক ইবন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইবন আফফান (রা)—কে উয়ুর মধ্যে দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি।^১ অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি— (ঐ)।

۱۱۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ . إِنَّا عَلَى وَقَدْ صَلَّى فِدْعًا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَعْلَمَنَا فَاتَى بِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطُسْتُ فَافْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمُضَ وَأَسْتَنْثَرُ ثَلَاثًا فَمَضْمَضَ وَتَرَّرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

১. ইমাম শাফিঈ, ইবন যুবাইর ও আতার মতানুযায়ী তিনবার মাথা মাসেহ করা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের রীতি অনুযায়ী একবারই মাথা মাসেহ করতে হয়। - (অনুবাদক)

ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا -

১১১। মুসান্নাদ— আবদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা) নামায শেষে আমাদের নিকট আগমন করে উয়ুর পানি চাইলেন। আমরা (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, নামায আদায়ের পর উয়ুর পানির প্রয়োজনীয়তা কি? আসলে তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে উয়ু সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি এবং একটি খালি পেয়ালা হাথির করা হল। তিনি তা হতে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুন্নি করলেন এবং তিনবার নাক পরিষ্কার করে পুনরায় কুন্নি করলেন এবং ডান হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করেন।^১ পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি পাত্র হতে পানি নিজে একবার মাথা মাসেহ করেন। পরে তিনি উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উয়ু সম্পর্কে জ্ঞানতে উৎসুক (সে যেন মনে রাখে) তা এরূপই ছিল— (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ الهمداني عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّى عَلَى الْغَدَاةِ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسَّتْ قَالَ فَاخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ ثَمًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ ثَمًا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ ثَمًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَةً وَمُؤَخَّرَةً مَرَّةً ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ -

১১২। আল-হাসান— আবদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা) কজ্জরের নামায আদায়ের পর আর-রাহ্বা নামক স্থানে গমন করলেন। সেখানে তিনি উয়ুর পানি চাইলেন; তখন কাজের ছেলেটি এক পাত্র পানি ও একটি খালি পেয়ালা আনয়ন করল। রাবী

১- নাক পরিষ্কারের পদ্ধতি হল: ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা তা সাফ করা— এটাই সুন্নাত। নাকে পানি প্রবেশ করানোর পূর্বেই তিনবার কুন্নি করা সুন্নাত। রোযা না থাকলে উয়ুর মধ্যে গড়গড়াসহ কুন্নি করা সুন্নাত। - (অনুবাদক)

বলেন, তখন হযরত আলী (রা) ডান হাতে পানির পাত্র নিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে তিনবার কুণ্ঠি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। অবশেষে তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার সামনের ও পিছনের অংশ একবার মাসেহ করলেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন—(এ)।

১১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالَكَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِكَرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِكَوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمْ مَعَ الْأَسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

১১৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না— আব্দে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম একদা হযরত আলী (রা)—এর জন্য একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তাতে উপবেশন করেন। অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি আনা হলে তিনি তা দ্বারা তিনবার হাত ধৌত করেন। পরে তিনি একই পানি দ্বারা কুণ্ঠি করেন এবং নাকে পানি দেন—পূর্বোক্তভাবে হাদীছের অবশিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে—(এ)।

১১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكَنَانِيُّ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضْوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضْوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— যির ইব্ন হবায়েশ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী (রা) —কে বলতে শুনেছেন— যখন তাঁকে উযু সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অতঃপর যির (রাবী) উযুর হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং আরো বলেন, হযরত আলী (রা) এমনভাবে মাথা মাসেহ করেন যেন মাথা হতে পানির ফোটা ঝরছিল এবং তিনি তিনবার পা ধৌত করে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপে উযু করতেন— (এ)।

১১৫- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৫। যিয়ারদ— আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)—কে উষু করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপে উষু করতেন— (ঐ)।

১১৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوَيْةٌ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَآخِرُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

১১৬। মুসাদ্দাদ— আবু হাইয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)—কে উষু করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আলী (রা)—এর উষুর বর্ণনায় বলেন, তিনি প্রত্যেক অংগ তিনবার করে ধৌত করেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা গোড়ালি সমেত ধৌত করেন। পরে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উষুর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে দেখাতে আগ্রহী— (ঐ)।

১১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى يَعْنَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَاتَيْنَاهُ بِتَوْبَرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ

মাথা এবং কানের পিছনের দিক মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত পায়ে প্রবেশ করিয়ে পুরা কোশ পানি নিয়ে তা পায়ের উপর ঢালেন; তখন তাঁর পায়ে জুতা ছিল। তিনি তার উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে তা ঘর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় পায়েও অনুরূপ করলেন। রাবী ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, পায়ে জুতা থাকা অবস্থায় এরূপ করা হয়েছিল কি? জবাবে তিনি বলেন— হ্যাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায় উভয় পা ধৌত করেছিলেন। এরূপভাবে তিনবার প্রশ্লোত্তর করেন।^১

১১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ هَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَّ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ يَدَا بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ -

১১৮। আবদুল্লাহ্— আমার ইব্ন ইয়াহইয়া আল-মাযেনী হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা)—কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন তা কি আমাকে দেখাতে পারেন? জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি উযু পানি চেয়ে নিয়ে তা নিজের দুই হাতে ঢালেন এবং তা ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর—মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত ঘরা মাথার সামনের ও পিছনের দিক মাসেহ করলেন। এই মাসেহ তিনি মস্তকের সমুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে— উভয় হাত মাথার পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নিলেন। পরে যে স্থান হতে মাসেহ শুরু করেন, উভয় হস্ত সেখানে ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর তিনি দুই পা ধৌত করেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইব্ন মাজা)।

১১৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَّ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ -

১১৯। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ্ ইবন য়ায়েদ ইবন আছেম হতেও উপরোক্ত হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন— একই হাতের দ্বারা (অর্থাৎ এক কোষ পানি দ্বারা একই সাথে কুলিও করেন এবং নাকেও পানি দেন)। তিনি এইরূপ তিনবার করেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১২. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ وَضُوءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى انْقَاهُمَا.

১২০। আহমাদ ইবন আমর— আবদুল্লাহ্ ইবন য়ায়েদ ইবন আছেম আল-মায়িনীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উষু করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন এবং পদযুগল পরিকার করে ধৌত করেন—(মুসলিম, তিরমিযী)।

১২১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الْكَنْدِيِّ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمُضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا -

১২১। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ— মিকদাদ ইবন মাদীকারাব আল-কিন্দী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উযুর পানি পেশ করা হলে তিনি উষু করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কজ্জি পর্যন্ত তিনবার এবং মুখমন্ডলও তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। পরে তিনি তীর মাথা এবং উভয় কানের আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগ মাসেহ করেন—(ইবন মাজা)।

১২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ لَفْظُهُ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ

بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأَ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ -

১২২। মাহমুদ—মিকদাদ ইবন মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহে ওয়া সাদ্বাদ্বাহকে উযু করতে দেখেছি। উযু করতে করতে যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছান, তখন তিনি এভাবে মাথা মাসেহ করেন যে, উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে স্থাপন করে তা ক্রমান্বয়ে মাথায় পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নেন। অতপর তিনি পেছনের দিক হতে সামনের দিকে তা গুরুর স্থানে ফিরিয়ে আনেন—(এ)।

۱۲۳- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَهَشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالَا إِنَّا الْوَلِيدُ بِهِذَا الْأَسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا زَادَ هِشَامٌ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صَمَاحِ أُذُنَيْهِ -

১২৩। মাহমুদ ইবন খালিদ—আল—ওয়ালীদ থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি কানের বহির্ভাগ ও ভেতরাংশ মাসেহ করেন। হিশামের বর্ণনায় আরো আছেঃ তিনি কানের ফুটায় নিজের আংগুলসমূহ প্রবেশ করান।

۱۲۴- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ قُرَّةٍ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَوْضًا لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدِّمِهِ -

১২৪। মুআযাল ইবনুল ফাদল—ইয়াযীদ ইবন আবু মালেক হতে বর্ণিত। একদা হযরত মুআবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য ঐরূপে উযু করলেন—যে রূপে তিনি রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহে ওয়া সাদ্বাদ্বাহকে উযু করতে দেখেছিলেন। তিনি যখন মাথা মাসেহ করা পর্যন্ত পৌছান,

তখন তিনি ডান হাতে এক কোষ পানি নিয়ে তার বাম হাতের সাথে মিলালেন এবং উক্ত পানি মাথার মধ্যভাগে রাখলেন, যার ফলে সেখান হতে পানির ফোটা পড়ছিল অথবা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মস্তকের সামনের দিক হতে পিছনের দিকে এবং পিছন হতে সামনের দিকে মাসেহ করেন।

১২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ -

১২৫। মাহমুদ ইবন খালিদ— উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এতে আছেঃ মুআবিয়া (রা) উম্মতে প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধৌত করেন এবং উভয় পা কয়েকবার ধৌত করেন।

১২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ اسْكُبِي لِي وَضُوءً فَذَكَرَتْ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَيَأْذُنَيْهِ كُلَّتَيْهِمَا ظَهْرَهُمَا وَيَطْرُقُهُمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ -

১২৬। মুসাদ্দাদ— রুবাই বিনুতে মুআবিয়া ইবন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। রাবী বলেন, একদা মহানবী (স) আমাদের নিকট উয়ূর পানি চাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উয়ূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের কজ্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি একবার কুপ্তি করেন এবং নাকে পানি দেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং দুইবার মাথা মাসেহ করেন, যেখানে তিনি প্রথমে মাথার পিছনের অংশ এবং পরে সামনের অংশ মাসেহ করেন এবং উভয় বারই দুই কানের আত্যন্তরীণ ও বহিরাংশ মাসেহ করেন এবং তিনবার উভয় পা ধৌত করেন—(ইবন মাজা, তিরমিযী)।

১২৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بَشَرٍ قَالَ فِيهِ وَتَمْتَضُّ وَاسْتَنْثَرْنَا ثَلَاثًا -

১২৭। ইসহাক ইবন ইসমাঈল— উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় বিশুর—এর বর্ণনার সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই বর্ণনায় আছেঃ মহানবী (স) তিনবার কুন্নি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন।

১২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبُزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَلْهَمَدَانِي قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمَنْصَبِ الشَّعْرِ لَا يُحْرَكُ الشَّعْرُ عَنْ هَيْئَتِهِ -

১২৮। কুতায়বা— রুবাই বিন্তে মুআবিয ইবন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্মুখে উষু করেন। তখন তিনি (স) চুলের উপরিভাগ হতে সমস্ত মাথা মাসেহ করেন— কপালের অগ্রভাগ হতে শুরু করে সমস্ত মস্তক— যেখানে চুল আছে— তা স্থিতিবস্থায় রেখে মাসেহ করেন।

১২৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي بَنَ مَضَرَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصَدَغِيهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

১২৯। কুতায়বা ইবন সাঈদ— রুবাই বিন্তে মুআবিয ইবন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (হযরত আবদুল্লাহকে) জানাতে গিয়ে বর্ণেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উষু করতে দেখেছি। রাবী বলেন, তিনি তাঁর মাথা মাসেহ করার সময় মাথার সম্মুখ ও পশ্চাদ ভাগসহ কপালের পার্শ্বদেশ এবং উভয় কান একবার মাসেহ করেন।

১৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ
مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ -

১৩০। মুসাদ্দাদ— রুবাই (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন।

۱۳۱- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بَنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَادْخَلَ اصْبِعَيْهِ فِي جُحْرَى أُذُنَيْهِ -

১৩১। ইবরাহীম— রুবাই বিনুতে মুআবিয (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করেন এবং তিনি তাঁর দুইটি অংগুলি দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করান
—(ইবন মাজা)।

۱۳۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يَبْلُغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ
مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مَقْدَمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ - قَالَ
مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ
عَبِيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ إِيْشَ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -

১৩২। মুহাম্মাদ ইবন ইসা— তালহা ইবন মুতাররিফ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বীয় মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি ‘কাজাল’ (মাথার পশ্চাদভাগে ঘাড়ের সংযোগ স্থান) পর্যন্ত পৌঁছান। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের অংশ পর্যন্ত মাসেহ করেন এবং সর্বশেষ তিনি তাঁর উভয় হাত উভয় কানের নিম্নভাগ হতে বের করেন।

১২৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا عَبْدُ بْنُ مَنْ
صُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً۔

১৩৩। হাসান ইবন আলী— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উয়ু করতে দেখেন। এই হাদীছের সর্বশেষ রাবী হাসান ইবন আলী সম্পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (স) উয়ুর সময় প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণদ্বয় একবার মাসেহ করেন—(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনমাজা)।

১২৪- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وَضُوءَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسَحُ
الْمَاقِئِينَ قَالَ وَقَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبِي
أُمَامَةَ يَعْنِي قِصَّةَ الْأَذْنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ
ابْنُ رَبِيعَةَ كُنِيَ أَبُو رَبِيعَةَ -

১৩৪। সুলাইমান— আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উয়ু সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উয়ুর সময় দুই চক্ষুর পার্শ্বস্থ স্থান মাসেহ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেনঃ কর্ণদ্বয় মস্তকের অংশ (কাছেই কান ধৌত করার পরিবর্তে মাসেহ করাই উত্তম)–(তিরমিযী, ইবনমাজা)।

সুলায়মান ইবন হারব বলেন, আবু উমামা (রা) এটা বলতেন। কুতায়বা বলেন, হাম্মাদ বলেছেনঃ আমি জানি না যে, “উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত” এটা মহানবী (স)–এর কথা, না আবু উমামা (রা)–এর কথা। কুতায়বা বলেছেন– সিনান আবু বরীআর সূত্রে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, সিনান হচ্ছেন রবীআর পুত্র এবং তাঁর উপনাম আবু রবীআ।

৫১. بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

৫১. অনুচ্ছেদঃ উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধৌত করার বর্ণনা

১৩৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -

১৩৫। মুসাদ্দাদ- আমার ইবন শুআয়ব (রহ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।^১ তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। পবিত্রতা কিরূপ? তখন তিনি (স) এক পাত্র পানি চাইলেন এবং দুই হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় হাতের তর্জনীদ্বয়কে উভয় কানে প্রবেশ করান, অতঃপর উভয় বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা কানের বহিরাংশ মাসেহ করেন, অতঃপর পদযুগল তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেনঃ এটাই পরিপূর্ণ ভাবে উযু করার নমুনা। অতঃপর যে ব্যক্তি এর অধিক বা কম করে- সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে। এস্থলে রাবী হাদীসের বর্ণনায় ظلم, اساء, অথবা ظلم, اساء শব্দদ্বয়ের কোনটি প্রথমে ও কোনটি পরে বলেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন-(নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৫২. بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

৫২. অনুচ্ছেদঃ উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে

১। অর্থাৎ আমার তাঁর পিতা শুআইবের সূত্রে এবং শুআইব সরাসরি নিজের দাদা আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এই একটি মাত্র সনদের (عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده) ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম।

১২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

১৩৬। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গগুলি দুইবার করে ধৌত করেন—(তিরমিযী)।

১২৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اتَّحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ يَدٌ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٌ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ -

১৩৭। উছমান ইব্ন আবী শায়বা— হযরত আতা ইব্ন ইয়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন— তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতঃপর তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং ডান হাত দিয়ে এক কোশ পানি তুলে কুপ্তি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর আর এক কোশ পানি তুলে দুই হাত একত্রিত করে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর আর এক কোশ পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন এবং আরো এক কোশ পানি নিয়ে হাতে ঢাললেন এবং মাথা ও কান মাসেহ করলেন। অতঃপর আরো এক কোশ পানি তুলে ডান পায়ের উপর ছিটালেন— তখন তাঁর পায়ে সেভেল ছিল। তিনি তাঁর এক হাত পায়ের উপরে এবং এক হাত পায়ের নিম্নাংশে রেখে ডলিয়ে ধুইলেন। অতঃপর তিনি বাম পাও অনুরূপভাবে ধৌত করেন—(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৫৩. بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

৫৩. অনুচ্ছেদঃ উয়ুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা

১৩৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَّا أَخْبِرَكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوْضَأُ مَرَّةً مَرَّةً-

১৩৮। মুসাদ্দাদ—ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উয়ু সম্পর্কে খবর দিব না? অতঃপর তিনি উয়ুর প্রত্যেক অংগ একবার করে ধৌত করলেন^১—(এ)।

৫৪. بَابُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

৫৪. গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য

১৩৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ-

১৩৯। হুমায়দ ইবন মাসআদা—তাল্হা (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমন সময় উপস্থিত হই—যখন তিনি উয়ু করছিলেন এবং উয়ুর পানি তাঁর চেহারা ও দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে সিনার (বুকের) উপর পড়ছিল। আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, তিনি পৃথক পৃথক ভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন (যাতে মনে হয় যে, তিনি গোসল করছেন)।

৫৫. بَابُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

৫৫. অনুচ্ছেদঃ নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে

১- উয়ুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করলেও উয়ু আদায় হবে। কিন্তু তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব।
—(অনুবাদক)

১৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَرِ-

১৪০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে— তখন সে যেন তার নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা পরীক্ষার করে—(বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১৪১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ قَارِظٍ عَنْ أَبِي غُظْفَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَرُوا مَرَّتَيْنِ بِالْغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

১৪১। ইবরাহীম ইবন মুসা— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে দুইবার নাক পরীক্ষার কর অথবা তিনবার—(ইবন মাজা)।

১৪২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَأَفَدَ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ أَوْ فِي وَقْدِ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفَنَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخُرَيْدَةَ فَصَنَعَتْ لَنَا قَالَ وَآتَيْنَا بِقِنَاعٍ وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعُ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أَمَرَكُمُ بِشَيْءٍ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ إِذَا دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمَرَاكِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيَغِرُ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ يَا فَلَانُ قَالَ بِهِمَّةُ

قَالَ فَادْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاءَ ثُمَّ قَالَ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ إِنَّا مِنْ أَجْلِكَ
 ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مَائَةٌ لَا تَرِيدُ أَنْ تَرِيدَ فَاذَا وَلَدَ الرَّاعِي بِهِمَّةٌ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا
 شَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَمْرًا وَإِنْ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَغْنَى الْبَدَاءَ
 قَالَ فَطَلَّقَهَا إِذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا
 يَقُولُ عَظْمًا فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبُ ظَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمَيْتِكَ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ
 الْأَصَابِعِ وَيَالِغِ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا -

১৪২। কুতায়াতা ইবন সাঈদ— আসিম ইবন লাকীত ইবন সাবুরা থেকে তাঁর পিতা লাকীত ইবন সাবুরার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানু মুনতাফিকের (গোত্রের) একক প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে গমন করি। তিনি বলেন, যখন আমরা তাঁর দরবারে উপনীত হলাম— তখন তাঁকে স্বগৃহে (উপস্থিত) পেলাম না এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)—কে উপস্থিত পেলাম। তখন তিনি আমাদের জন্য ‘খায়ীরাহ’ (এক ধরনের উপাদেয় খাদ্য) তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হলে খাদ্যের পাত্রে তা আমাদের সম্মুখে পেশ করা হয়। হাদীছের অন্য রাবী কুতায়বা “القتاع” শব্দটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি। القناع হল এমন একটি পাত্র যার মধ্যে খেজুর রাখা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি কিছু খেয়েছ? অথবা তোমাদের (খাওয়ার জন্য) কোন কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মজলিসে ছিলাম— তখন এক মেঘ-পালক তাঁর (স) বকরীর পাল নিয়ে চারণভূমিতে যাচ্ছিল এবং বকরীর সাথে চীৎকাররত একটি বাচ্চাও ছিল। তখন তিনি (স) জিজ্ঞেস করেনঃ কি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে? সে বলল, ছাগল অথবা ভেড়ার একটি মাদি বাচ্চা। তখন তিনি বলেনঃ এর পরিবর্তে তুমি আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ কর। অতঃপর নবী করীম (স) প্রতিনিধি দলের নেতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা মনে কর না যে, তা কেবলমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে। বরং অবস্থা এই যে, আমাদের একশত বকরী আছে, আমি এর অতিরিক্ত সংখ্যা বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন একটি নতুন শাবক জন্ম নিয়েছে, তার পরিবর্তে একটি ছাগল যবেহ করেছি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা একজন স্ত্রী আছে— যে কথাবার্তা বলার সময় গালিগালাজ করে। এতদ্বশবণে তিনি বলেনঃ

তাকে তালাক দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও আছে। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তাকে উপদেশ দাও। যদি সে তোমার উপদেশে ভাল হয়ে যায়— তবেই উত্তম। জেনে রেখ, তুমি তোমার স্ত্রীকে দাসীর মত মারপিট কর না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! উযু সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ পরিপূর্ণভাবে উযু করবে এবং অংশুলিসমূহ খেলাল করবে এবং নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি পৌছাবে। অবশ্য রোযাদার হলে এরূপ করবে না— (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

১৬২- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بْنِي الْمُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ قَلَّمَ نَنْشَبُ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَعُ يَتَكَفَّأَ وَقَالَ عَصِيدَةٌ مَكَانَ خَزِيرَةٍ-

১৪৩। উকবা ইব্ন মুকাররাম— আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা বনী মুনতাকিফের প্রতিনিধি দল হযরত আয়েশা (রা)—এর খিদমতে উপস্থিত হয়। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী আরো বলেন, আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মস্তুর গতিতে সেখানে এসে উপস্থিত হন। এস্থলে বর্ণনাকারী **خزيره** শব্দের পরিবর্তে **عصيدة** শব্দ উল্লেখ করেছেন।২

১৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمَضَ-

১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া— হযরত ইব্ন জুরায়েজ হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উক্ত হাদীছে আরো আছে, মহানবী (স) বলেনঃ যখন তুমি উযু কর তখন কুল্লি করবে।

১. উযুর সময় গড়গড়া করা ও নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুগাত এবং নাপাকীর গোসলের সময় তা ফরয। কিন্তু রোযা থাকাবস্থায় গড়গড়া করা এবং নাকের মধ্যে এমন ভাবে পানি প্রবেশ করান নিষেধ— যাতে রোযার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। —(অনুবাদক)

২. **خزيره** (খাযীরাহ) হলঃ যব, আটা, গোশত ইত্যাদি একত্রিত করে যে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করা হয়। **عصيدة** (আসীদাহ) হলঃ যব, আটা, ঘি ও মধু সমন্বয়ে প্রস্তুত অপর একটি উপাদেয় খাদ্য। —(অনুবাদক)

৫৬. بَابُ تَخْلِيلِ الْحَيَةِ

৫৬. অনুচ্ছেদঃ দাড়ি খেলাল করা

১৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زُقْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -

১৪৫। আবু তাওবা রুবাই ইব্ন নাফে— আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তিনি এক কোশ পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খেলাল করতেন। তিনি আরো বলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৭. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

৫৭. অনুচ্ছেদঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করা

১৪৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ -

১৪৬। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি (স) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

১৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ -

১৪৭। আহমাদ ইবন সালেহ— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কিতরিয়াহ নামীয় পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উযু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সমুখভাগ মাসেহ করেন, কিন্তু পাগড়ী খুলেননি।

৫৮. بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ

৫৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর সময় পী ধৌত করা সম্পর্কে

١٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدَكَ أَصَابَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ -

১৪৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ— মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযুর সময় স্বীয় পদদ্বয়ের অংশুলিসমূহ হাতের কনিষ্ঠ অংশুলি দ্বারা খেলাল করতে দেখেছি—(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৫৯. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

৫৯. অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে

١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزْتُ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْأِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ

وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَعْنَ ذِرَاعِيَهُ فَصَاقَ كَمَا جَبَّتْ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ
 الْجَبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلَنَا
 نَسِيرٌ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى
 بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَانَ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً مِنْ
 صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
 فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ الرُّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَانَ فَقَامَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَفَرَّغَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لَأَنَّهُمْ
 سَبَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ أَصَبْتُمْ أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ -

১৪৯। আহমাদ ইবন সালেহ্— মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে স্থানান্তরে গমন করলেন এবং এ সময় আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করলেন। তা সমাপনান্তে ফিরে এলে আমি পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢেলে দেই। তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন। অতপর তিনি তার জুব্বার আন্তিন উপরের দিকে উঠাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁর হাত জুব্বার আন্তিনের তিতর হতে বের করে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ্ করলেন, অতঃপর মোজার উপর মাসেহ্ করলেন এবং উটের উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সকলকে নামাযে রত পেলাম। তারা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)—কে ইমাম নিযুক্ত করেছে। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) নামাযের সময় হওয়ায় তাদেরকে নিয়ে নামায আরম্ভ করেন এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পাই যে, তিনি ফজরের নামাযের এক রাকাত (তখন) শেষ করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমান (রা)—এর পিছনে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করলেন। আবদুর রহমান (রা) নামাযের সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাকী নামায আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হন। এতদর্শনে সমবেত মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অধিক পরিমাণে ‘সুবহানাল্লাহ্’ পাঠ করতে থাকে। কেননা তারা নবী করীম (স)—এর জন্য অপেক্ষা না করে নামায আরম্ভ করে দিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায সমাপনান্তে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমরা যথা সময়ে নামায আদায় করে ঠিকই করেছে অথবা উত্তম কাজই করেছে—(বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

১০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَسُّحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ قَالَ بَكْرٌ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -

১৫০। মুসাদ্দাদ—মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় তাঁর কপাল মাসেহ করেন। তিনি আরো বলেন, এই মাসেহ ছিল পাগড়ীর উপর। মুগীরা (রা) হতে অন্য বর্ণনায় আছেঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজা, কপাল ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন—(ঐ)।

১০১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبَةٍ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعِيهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِّنْ جِيبِ الرُّومِ ضَبَقَةُ الْكُمَيْنِ فَادْرَعَهُمَا أَدْرَاعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِي دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي ادْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ

১- নির্ধারিত সময়ে ইমাম অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বিলম্ব না করে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্য হতে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে যথা সময়ে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। নামাযের সঠিক সময় অবশিষ্ট থাকলে ইমামের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। —(অনুবাদক)

فِي الْخَفَيْنِ وَهَمَّا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - قَالَ أَبِي قَالَ الشَّعْبِيُّ شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৫১। মুসাদ্দাদ— উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবন শোবা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উষ্ট্রে সফর করছিলাম। এ সময় আমার নিকট (পানির) পাত্র ছিল। তিনি (স) পায়খানায় গেলেন এবং তথা হতে ফিরে এলে আমি তাঁর সামনে (পানির) পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। অতঃপর আমি পানি ঢাললে তিনি (স) তাঁর উভয় হাতের কজি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন, অতঃপর হাত বের করতে ইচ্ছা করলেন, এ সময় তাঁর (স) পরিধানে রুমের তৈরী সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট পশ্মী জোড়া ছিল। আস্তিন অধিক সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি অতি কষ্টে দুই হাতের আস্তিন গুটাতে না পেরে তা খুলে ফেলেন। অতঃপর আমি তাঁর পায়ের মোজাদ্বয় খুলবার চেষ্টা করি। তখন তিনি বলেনঃ মোজা খুল না। কেননা আমি যখন মোজা পরিধান করি, তখন আমার উভয় পা পবিত্র ছিল। অতঃপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহু করেন—(এ)।

١٥٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَاتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّيَ بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ قَالَ فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رُكْعَةً فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ -

১৫২। হুদবা ইবন খালিদ— মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মলমূত্র ত্যাগের জন্য দূরে যাওয়ায় নামাযের জামাতে উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আমরা লোকদের নিকট এসে দেখি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) সকলকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)–কে দেখতে পেয়ে পিছনের দিকে সরে আসতে চাইলে তিনি (স) তাঁকে

ইশারায় নামায পড়াতে বলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি (মুগীরা) এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পিছনে এক রাকাত নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরালে নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে নামাযের যে রাকাতটি ইমামের সাথে পাননি তা আদায় করেন এবং এর অতিরিক্ত কিছুই করেননি—(এ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইবনুয-যুবায়র ও ইবন উমার (রা) বলেছেন—কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে আংশিক নামায পেলে তাকে দু'টি সহ সিদ্ধা করতে হবে।

১০৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وُضْوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَأَتَيْتِهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَوْقِيهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ بْنِ مُرَّةٍ -

১৫৩। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয— আবু আবদুর রহমান আস্—সুলামী (রহ) হতে বর্ণিত। যখন হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) হযরত বিলাল (রা)—কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উষু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জবাবে তিনি (বিলাল) বলেন, নবী করীম (স) যখনই মলমূত্র ত্যাগের জন্য বের হতেন, তখন আমি তাঁর পানি নিয়ে যেতাম। এ সময় তিনি উষু করে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহু করতেন।

১০৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهْمِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ - قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ -

১৫৪। আলী ইবনুল হুসায়ন— আবু যুরআ ইবন আমর ইবন জারীর (রা) হতে বর্ণিত। একদা হযরত জারীর (রা) পেশাবের পর উষু করার সময় মোজা মাসেহু করেন এবং বলেন, (মোজার উপর) আমাকে মাসেহু করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহু করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা মাইদা নাখিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মাইদা নাখিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হই— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৫৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اسْوَدَّيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ -

১৫৫। মুসাদ্দাদ— ইবন বুরায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক জোড়া নিকশ কালো রং—এর মোজা উপঢৌকন পাঠান। অতঃপর তিনি তা পরিধান করেন এবং উম্মুর সময় তার উপর মাসেহ করেন— (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১৫৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَرٍ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَامِرِ الْجَلِّيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -

১৫৬। আহমাদ ইবন ইউনুস— মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলেনঃ বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে আমার মহান প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬. بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ

৬০. অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

১৫৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً - قَالَ أَبُو

دَاوُدَ رَوَاهُ مَنصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوْ
اسْتَرَدْنَاهُ لَرَأَيْنَا -

১৫৭। হাফস ইবন উমার— খুযাইমা ইবন ছাবিত (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্দ্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়ীতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত। অপর বর্ণনায় আছেঃ আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা প্রার্থনা করতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য অধিক সময় অনুমোদন করতেন—(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

١٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطْنٍ عَنْ
أَبِي بَنٍ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ
يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثَةَ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ - قَالَ
أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ
بْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ أَبِي
بَنٍ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَمْ مَا بَدَاكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيَّ وَرَوَاهُ
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ اخْتَلَفَ
فِي إِسْنَادِهِ -

১৫৮। ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন— উবাই ইবন ইমারা (রা) হতে বর্ণিত। ইয়াহুইয়া ইবন আইউব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বলেনঃ হাঁ। রাবী তাঁকে এক, দুই ও তিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে— তিনি বলেনঃ তুমি যত দিনের জন্য ইচ্ছা কর। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত

পৌছান। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হাঁ; যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর^১—(ইবন মাজা)।

৬১. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَيْنِ

৬১. অনুচ্ছেদঃ জাওরাবায়নের উপর মাসেহ করা

১০৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثُرْوَانَ عَنْ هَزِيلِ بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَأَ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ - وَرَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أَمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -

১৫৯। উছমান ইব আবু শায়বা— মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জাওরাবায়নে ও উভয় জুতার উপর মাসেহ করেন—(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুর রহমান ইবন মাহ্দী এই হাদীছ বর্ণনা করতেন না। কেননা হযরত মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছেঃ “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করতেন” সম্মতিক প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে আবু মুসা আল-আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাওরাবায়নের উপর মাসেহ করেছেন। কিন্তু এর পরস্পর সংযুক্ত নয় এবং এর বুনিনাদও সুদৃঢ় নয়। হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা), ইবন মাসউদ (রা), আল-বারাআ ইবন আযিব (রা), আনাস ইবন ১০ মুহাদ্দিছগণের নিকট উক্ত হাদীছ গ্রহণীয় নয়। এর সনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই তা আমলযোগ্য নয়।—(অনুবাদক)

মালিক (রা), আবু উমামা (রা), সাহুল ইব্ন সাদ (রা) এবং আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ জাওরাবায়নের উপর মাসেহ করেছেন। হরত উমার ইব্নুল খাতাব (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে।

৬২. بَابُ

৬২. অধ্যায়ঃ

১৬. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى كَطَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِي المِيضَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ المِيضَاءَ وَالْكَطَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ -

১৬০। মুসাদ্দাদ— আওস ইব্ন আবু আওস আছ-ছাকফী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা উযুর সময় তাঁর জুতা ও কদমদ্বয় মাসেহ করেন। হরত আব্বাদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কওমের কূপের নিকট আসেন। কিন্তু রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনার মধ্যে المِيضَاءُ ও الكَطَامَةُ শব্দের উল্লেখ নেই। অতঃপর উভয় রাবী মতৈক্যে পৌছে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জুতা ও কদমদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন।

৬২. بَابُ كَيْفَ الْمَسْحِ

৬৩. অনুচ্ছেদঃ মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে

১৬১. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَى ظَهْرِ الْخَفَيْنِ -

১৬১। মুহাম্মাদ ইব্নুস সাব্বাহ— মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করতেন। এই হাদীছের রাবী মুহাম্মাদ ছাড়া

অন্যদের বর্ণনায় : عَلَى ظَهْرِ الْخَفَيْنِ বা 'মোজার উপরের অংশে' মাসেহ করার কথা উল্লেখ আছে - (তিরমিযী)।

১৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخَفِّ أَوَّلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خَفَيْهِ -

১৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (বিবেক-বিবেচনা) উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিম্নাংশে মাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

১৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا حَقَّ بِالْفَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خَفَيْهِ -

১৬৩। মুহাম্মাদ ইবন রাফে— আমাশ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি (আলী) বলেন, আমার ধারণা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মোজার উপরি অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

১৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ خَفَيْهِ - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَفَيْنِ وَرَوَاهُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ

عَنْ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْ لَأَنْتَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَسَاقِ الْحَدِيثِ -

১৬৪। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা- আমাশ (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী (আলী রা) বলেন, ধর্মের ভিত্তি যদি রায়ের উপর নির্ভরশীল হত- তবে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ না করে নিম্নাংশ মাসেহ করাই উচিত ছিল। বস্তুতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পায়ের মোজার উপরের অংশ মাসেহ করেছেন।

হযরত ওয়াকী (রহ) আমাশ হতে উপরোল্লিখিত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেন, আমার মতে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ না করে- নিম্নাংশ মাসেহ করাই উচিত। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ করতে দেখেছি।

হযরত ইবন আব্দে খায়ের তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা)- কে উয় করার সময় পায়ের উপরের অংশ মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম-— অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ مَحْمُودُ قَالَ أَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَبِوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرَّةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخَفَيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَّغْنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ -

১৬৫। মুসা ইবন মারওয়ান- হযরত মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উয় করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরের ও নীচের অংশ (উভয়ই) মাসেহ করেন।^১

১. পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাকে الانتضاح বলা হয়। তবে এস্থলে 'ইস্তেদাহ' শব্দের অর্থ- ইস্তেনজার জন্য কুশুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহারের দরকার হয় না, তবুও লজ্জাস্থান পানি দ্বারা হালকাতাবে ধৌত করা। এর উদ্দেশ্য হল- শয়তানের ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করা। কেননা পেশাবের পর অনেক সময় অনেকের মনে এরূপ সন্দেহের উদ্বেগ হতে পারে যে, পেশাবের ফোঁটা লেগে উয় ও কাপড় নষ্ট হচ্ছে। - (অনুবাদক)

৬৮. ۶۶. بَابُ فِي الْإِتِّصَاحِ

৬৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে

১৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةً عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوْ بْنُ الْحَكَمِ -

১৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর--- সুফিয়ান ইব্নুল হাকাম আছ-ছাকাফী অথবা হাকাম ইব্ন সুফিয়ান আছ-ছাকাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখনই পেশাব করতেন, তখন উযু করতেন এবং উযুর পানি ছিটাতেন।

১৬৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرَجَهُ -

১৬৭। ইসহাক ইব্ন ইসমাইল--- মুজাহিদ (রহ) বানু ছাকীফের এক ব্যক্তি হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পেশাব করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটাতে দেখেছি (অর্থাৎ হালকাভাবে ধৌত করতেন)।

১৬৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرَجَهُ -

১৬৮। নাসর ইব্নুল মুহাজির--- হযরত হাকাম বা ইব্ন হাকাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে উযু করেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটান (অর্থাৎ লজ্জাস্থান হালকাভাবে ধৌত করার পর উযু করেন)।

৬৫. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ

৬৫. অনুচ্ছেদঃ উয়ুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে

১৬৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بَنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاقَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ إِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَى رِعَايَةِ الْإِبِلِ فَرَوْحَتُهَا بِالْعَشِيِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحَسِّنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْبَلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا فَقَدْ أَوْجِبَ فَقُلْتُ بَخٍ مَا أَجُودُ هَذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَانْظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُلْتُ مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا قَبْلَ أَنْ تَجِيَّ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحَسِّنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ- قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-

১৬৯। আহমাদ ইবন সাঈদ... উকবা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করার সময়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের যাবতীয় কাজ এমনকি উট চরানোর দায়িত্বও আমাদের নিজেদের মধ্যে পালাক্রমে ভাগ করে নিতাম। রাবী বলেন, একদা আমার উপর উট চরানোর দায়িত্ব থাকাকালে আমি যখন সন্ধ্যায় উটসহ প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভাষণরত পাই। আমি তাঁকে (স) তখন বলতে শুনিঃ তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে উয়ু করে অতি বিনয়ের সাথে ও একপ্র চিন্তে দুই রাকাত নামায আদায় করে- তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এতদ্বশবণে আমি খুশীতে বাগ্ বাগ্ হয়ে বলে উঠিঃ বাহ্ বাহ্। এটা কতই না উত্তম প্রাপ্তি। অতঃপর সেখানে পূর্ব হতে উপস্থিত- আমার সম্মুখের এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ হে উকবা! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আছে। অতঃপর আমি তাকিয়ে দেখি তিনি ছিলেন হযরত উমার ইবনুল

খাতাব (রা)। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, হে আবু হাফস! তা কি? জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখানে আগমনের একটু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে উয় করার পর এরূপ বলেঃ

“আশহাদু আল্-লা-শহিদান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ লা-শারীকা লাহ; ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু”) তার জন্যে আটটি বেহেশতের সমস্ত দরজা খোলা হবে বা খুলে যাবে। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কোন বেহেশতে বেশ করতে পারবে।

١٧٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرَّعَايَةِ قَالَ عَبْدُ قَوْلِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ -

১৭০। হুসাইন ইবন ঈসা— উকবা ইবন আমের আল-জুহানী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে উটের রাখালী সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে— তা এই হাদীছে উল্লেখ নেই। অতঃপর তাঁর বর্ণনা পরস্পরায় তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে উযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে (উপরোক্ত দু'আ পাঠ করে) তবে তার জন্য আটটি বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলে যাবে। অতঃপর রাবী মুআবিয়ার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٦. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَوْضُوءَ وَاحِدٍ

৬৬. অনুচ্ছেদঃ একই উদ্দেশ্যে কয়েক ওয়াস্তের নামায আদায় সম্পর্কে

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْجَلِّيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَبُو أَسَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ -

১৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা--- মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইব্ন মালেক (রা)-কে উয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করতেন এবং আমরা একই উযুতে কয়েক ওয়াস্তের নামায আদায় করতাম।

১৭২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ -

১৭২। মুসাদ্দাদ..... সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে পাঁচ ওয়াস্তের নামায আদায় করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। এতদর্শনে হযরত উমার (রা) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে আজ এমন একটি কাজ করতে দেখেছি- যা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জবাবে তিনি (আল্লাহর রাসূল) বলেন, আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি।^১

৬৭. بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

৬৭. অনুচ্ছেদঃ উযুর মধ্যে কোন অঙ্গ দ্বিতীয় করা থেকে বাদ পড়লে

১৭৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دَعَامَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ جُلَّاءٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ -

১০ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর প্রতি ওয়াস্তের নামায আদায়ের জন্য উযু করা ওয়াজিব ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামদের জন্য একই উযুতে এক বা একাধিক ওয়াস্তের নামায আদায় করা জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন হতে নবী করীম (স)-এর উপর হতে উক্ত ওয়াজিব (প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করা) বাতিল হয়। - (অনুবাদক)

১৭৩। হারুন ইব্ন মারুফ-- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর পর উপস্থিত হল। কিন্তু উযুর সময় সে তার পায়ের এক নখ পরিমাণ স্থান (সামান্য স্থান) ছেড়ে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর।
 হযরত উমার (রা)-ও নবী করীম (স) হতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত আছে- তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর।

১৭৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحَمِيدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى قَتَادَةَ -

১৭৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল-- ইউনুস ও হুমায়দ হযরত হাসান (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে-- হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছবর্ণনাকরেছেন।

১৭৫- حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيَ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدَرُ الدَّرْهِمِ لَمْ يُصْبِحْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ -

১৭৫। হায়ওয়াত ইব্ন শুরায়হ-- খালিদ থেকে নবী করীম (স)-এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন- যার পায়ের পাতার উপরের অংশে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুকনা ছিল, যাতে উযুর সময় পানি পৌঁছেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।^১

৬৮. بَابُ إِذَا شَكَ فِي الْحَدَثِ

৬৮. অনুচ্ছেদঃ উযু নাষ্টের সন্দেহ সম্পর্কে

১৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ

১ উযুর মধ্যে যে অংগগুলি ধৌত করা ফরজ, তার মধ্যে এক চুল পরিমাণ স্থান যদি উযুর সময় শুকনা থাকে তবে উযু ও নামায কিছুই দূরস্ত হবে না। - (অনুবাদক)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شَكِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخِيلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا -

১৭৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আব্বাদ ইবন তামীম উভয়েই তাঁদের চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, সে নামাযের মধ্যে অনুভব করে যে— তার পিছনের রাস্তা হতে বায়ু নির্গত হয়েছে। জবাবে তিনি বলেনঃ যে পর্যন্ত কেউ বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাবে ততক্ষণ নামায পরিত্যাগ করবে না।^১

١٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحَدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا -

১৭৭। মুসা ইবন ইসমাইল— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে থাকাকালীন যদি অনুভব করে যে, তার পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে কিছু নির্গত হয়েছে বা হয়নি এবং তা তার মনে সন্দেহের উদ্বেক করে— তবে তার নামায ত্যাগ করা উচিত নয়; যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনের শব্দ শোনে অথবা দুর্গন্ধ অনুভব করে।

٦٩. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

৬৯. অনুচ্ছেদঃ (স্ত্রীকে) চুম্বনের পর উয়ু করা সম্পর্কে

١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي رَوْحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১। নামাযের মধ্যে অনেক সময় শয়তান মানুষের মনে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে; কাজেই বায়ু নির্গমনের স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত উয়ু নষ্ট হবে না এবং নামায পরিত্যাগ করারও প্রয়োজন নেই। - (অনুবাদক)

قَبْلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مَرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ التَّيْمِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفَرِيبِيُّ وَغَيْرُهُ -

১৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুশন করে উয়ু করেননি। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীছ। কারণ ইবরাহীম আত-তাইমী আয়েশা (রা)—র নিকট কিছুই শুনেনি। আবু দাউদ আরও বলেন, আল-ফিরায়ী প্রমুখও তা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۱۷۹ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ أَلَا أَنْتَ فَضَحَكْتَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحَمَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ -

১৭৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুশন করে উয়ু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতে যান। হযরত উরওয়া (রহ) বলেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞাসা করলাম— তিনিই কি আপনি নন? এতদ্বশবণে তিনি মুচকি হাসি দেন।

۱۸۰ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ أَحْك عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَعْنِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ وَحَدِيثَهُ بِهَذَا السَّنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ يَحْيَى أَحْك عَنِّي أَنَّهُمَا شَبَهَ لَأَشَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَدَوَّى عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا جَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى حَمْرَةُ الزِّيَّاتُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا -

১৮০। ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ আত-তালিকানী... হাবীব হতে এই হাদীছটি অনুরূপ সনদে বর্ণিত আছে যে, রক্ত প্রদরের রোগিণীদের প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে হবে।^১

৭. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

৭০. অনুচ্ছেদঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করার পর উযু সম্পর্কে

১৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَّرَنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ -

১৮১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা... উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইব্নুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- কি কারণে উযু করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বলেন, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন- বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করবে তাকে উযু করতে হবে।

৭। بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

৭১. অনুচ্ছেদঃ এ ব্যাপারে রোখহত (অব্যাহতি) সম্পর্কে

১৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنْفِيِّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَنَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ - قَالَ

১. স্ত্রীলোকদের হায়েয অথবা নিফাসের নিষ্কারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যাদের রোগবশতঃ রক্তস্রাব হয় তাদেরকে ‘মুস্তাহাযা’ বলা হয়। মাসিক ঋতুকে হায়েয এবং সন্তান প্রসবান্তে রক্তস্রাবকে নিফাস বলা হয়। - (অনুবাদক)

أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ
الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ -

১৮২। মুসাদ্দাদ— কায়েস ইবন তলক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (স)–কে জিজ্ঞাসা করে— হে আল্লাহর নবী! উযু করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করে— তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পুরুষাংগ তো একটি গোশ্বতের টুকরা অথবা গোশ্বতের খন্ড মাত্র।

১৮৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ -

১৮৩। মুসাদ্দাদ— কায়েস ইবন তলক উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেছেনঃ পুরুষাংগ যদি নামাযের মধ্যে স্পর্শ করা হয়।

৭২. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْوِمِ الْإِبِلِ

৭২. অনুচ্ছেদঃ উটের গোশ্বত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে

১৮৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْوِمِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لَحْوِمِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْءِ طَيْنٍ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ -

১৮৪। উছমান— বারআ ইবন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের গোশ্বত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি

১. হানাফী মাযহাবের মতানুসারে পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে না। - (অনুবাদক)

জ্বাবে বলেনঃ তোমরা উযু করবে। অতঃপর তাঁকে বকরীর গোশত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা উযু করবে না। অতঃপর তাঁকে উটের আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেখানে নামায পড়তে নিষেধ করেন। কেননা তা শয়তানের আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার- কেননা তা বরকতের স্থান।^২

৭২. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النَّبِيِّ وَغَسْلِهِ

৭৩. অনুচ্ছেদঃ কাঁচা গোশত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উযু করা সম্পর্কে

১৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَّا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو أَرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ فَادْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْأَبْطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمَسْ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ-

১৮৫। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা-- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক গোলামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন সে বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেই। অতঃপর তিনি নিজের হাত বকরীর চামড়া ও গোশতের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেন; এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। অতঃপর তিনি উঠে গিয়ে লোকদের সাথে উযু না করেই নামায আদায় করলেন।

২- উপরেক্ত হাদীছে উট ও ছাগল যেখানে রাখা হয়- তার নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। উট যেহেতু বৃহদাকার এবং এর মলমূত্রও অধিক; তাছাড়া এর নিকটবর্তী স্থানে নামাযে রত হলে অধিক দুর্গন্ধের জন্য শয়তানের প্রভাবে হয়ত কোন সময় নামাযীর ক্ষতি হতে পারে। এজন্য সেখানে নামায পড়া নিষেধ। অপরপক্ষে বকরী নিরীহ প্রাণী। এর মলমূত্রের পরিমাণ ও দুর্গন্ধ কম। কাজেই এখানে নামায পড়া বৈধ।

আমর ইবন উছমান তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (স) পানিও স্পর্শ করেননি (এতে বুঝা গেল যে, কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে উয়ু ভঙ্গ হয় না)।

৭৪. بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

৭৪. অনুচ্ছেদঃ মৃত প্রাণী স্পর্শ করে উয়ু না করা সম্পর্কে

১৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفْتِيهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَ مَيْتٍ فَتَنَاولَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ وَسَاقُ الْحَدِيثِ -

১৮৬। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা..... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাজারে যাচ্ছিলেন যা মদীনার নিকটবর্তী একটি উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল। তাঁর দুই পাশে তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। পথিমধ্যে তিনি একটি মৃত ভেড়ার বাকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার কান কাটা ছিল। তখন তিনি তার কান ধরে ভুলে বলেনঃ তোমাদের কেউ এটাকে পেতে পছন্দ কর? অতঃপর পুরা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

پاره ۲

হয়পারা

৭৫. بَابُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৭৫. অনুচ্ছেদঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উয়ু না করা সম্পর্কে

১৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৮৭। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলে করীম (স) বকরীর রান খাবার পর উয়ু না করেই নামায আদায় করেন।

১৮৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى قَالَ
ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَفَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ
بِجَنْبِ فُشُوبَى وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَيَجْعَلُ يَجْزُلِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ
بِالصَّلَاةِ قَالَ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ وَقَامَ يُصَلِّي وَزَادَ الْأَنْبَارِيُّ
وَكَانَ شَارِبِي وَفِي فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ -

১৮৮। উছমান ইবন আবু শায়বা— মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘরে মেহমান হই। তখন তিনি একটি বকরীর রান আনার নির্দেশ দেন, অতঃপর তা আগুনে ভাজি করা হয়। তিনি একটি বড় ছুরি নিয়ে তা দিয়ে গোশ্বতের টুকরা কেটে কেটে আমাকে দেন। রাবী বলেন, ইত্যবসরে হযরত বিলাল (রা) আগমন করেন এবং নামায সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ছুরি ফেলে দেন এবং বলেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত খুলায় ধূসরিত হোক। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য উঠে গেলেন।

রাবী আনবারীর বর্ণনায় আরো আছে— আমার (মুগীরার) গোঁফ লম্বা হওয়ায় তিনি (স) তার নীচে মেসওয়াক রেখে ছোট করে কেটে দেন। অথবা তিনি বলেন, মেসওয়াকের উপর রেখে আমি (স) তোমার গোঁফ খাট করে কেটে দেব।

১৮৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سَمَّاكٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتْفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ
تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى -

১৮৯। মুসাদ্দাদ— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বকরীর সিনার গোশ্বত আহার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বসার স্থানের নীচে অবস্থিত রুমাল দ্বারা নিজের হাত মুছে নেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন।

১৯০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كِتْفٍ ثُمَّ
صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৯০। হাফস ইব্ন উমার— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (বকরীর) ঘাড়ের গোশত কেটে খান। অতঃপর তিনি উযু না করেই নামায পড়েন।

১৯১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخُثْعَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৯১। ইব্রাহীম— জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে গোশত ও রুটি হাযির করি। তিনি তা আহার করে পানি চেয়ে উযু করলেন (অর্থাৎ হাত-মুখ ধুইলেন)। অতঃপর তিনি যুহরের নামায আদায় করেন। পরে তিনি তাঁর রেখে দেয়া খাবার চেয়ে নিয়ে আহার করেন এবং উযু না করে নামায আদায় করেন।

১৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عَمْرٍاءُ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ -

১৯২। মুসা ইব্ন সাহল— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুইটি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, তিনি রান্না করা খাদ্য আহারের পর উযু করা পরিত্যাগ করেন।^১

১৯৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثَمَامَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর প্রথমে আশুনে পাকানো আহারের পর উযু করার নির্দেশ ছিল। উক্ত হাদীছে এই নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। - (অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادَسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلَالٌ فَتَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ قَالَ نَعَمْ يَا بَنِيَّ أَنْتَ وَأُمِّي فَتَنَاولَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْطِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ -

১৯৩। আহমাদ ইবন আমর... উবায়দ ইবন ছুমায আল-মুরাদী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন জায়হ (রা) আমাদের নিকট মিসরে আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। রাবী বলেন, আমি মিসরের মসজিদে তাঁকে বলতে শুনেছি- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এক ব্যক্তির ঘরে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় সেখানে হযরত বিলাল (রা) উপস্থিত হয়ে নামাযের খবর দেন। তখন আমরা সেখান হতে বের হয়ে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যার ডেক্চী আগুনের উপর ছিল (অর্থাৎ রান্না হচ্ছিল)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার ডেক্চীর খাদ্য খাওয়ার উপযোগী হয়েছে কি? জবাবে সে বলে, হ্যাঁ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। অতঃপর তিনি (স) তা হতে এক টুকরা গোশত তুলে 'তাক্বীরে তাহরীমা' বলার পূর্ব পর্যন্ত চিবাতে থাকেন এবং আমি তা স্বচক্ষে অবলোকন করি।

৭৬. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

৭৬. অনুচ্ছেদঃ এ ব্যাপারে রোনা করা খাবার গ্রহণের পর উযু বিষয়ে কঠোরত সম্পর্কে

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْصَجَتِ النَّارُ -

১৯৪। মুসাদ্দাদ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে উযু করতে হবে।^১

১. উক্ত হাদীছে বর্ণিত উযু শব্দের অর্থঃ খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার পর ভালরূপে হাত মুখ ধৌত করা, নামাযের জন্য যেরূপ উযু করতে হয়, সেই উযু নয়। মোটকথা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য আহার করলে উযু নষ্ট হয় না। - (অনুবাদক)

১৯৫- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَّتَهُ قَدْحًا مِنْ سَوِيقٍ قَدَعًا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي أَلَا تَوْضَأُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ أَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أَخِي -

১৯৫। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম— আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবন সাঈদ ইবন মুগীরা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুগীরা) উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে যান। তখন তিনি তাঁকে এক পেয়ালা ছাতু পান করান। অতঃপর তিনি (মুগীরা) পানি চেয়ে কুলি করেন। তখন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র। কি ব্যাপার— তুমি তো উযু করলে না? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আগুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা উযু করবে। অথবা তিনি বলেছেন: আগুনে যা স্পর্শ করে (তা খাওয়ার পর উযু করবে)।

৭৭. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

৭৭. অনুচ্ছেদ: দুধ পানের পর উযু করা সম্পর্কে

১৯৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا قَدَعًا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا -

১৯৬। কুতায়বা— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুধ পানের পর পানি দিয়ে কুলি করেন, অতঃপর বলেন: এতে চর্বি জাতীয় পদার্থ রয়েছে (অতএব দুধ পানের পর কুলি করা উচিত)।

৭৮. بَابُ الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

৭৮. অনুচ্ছেদ: দুধ পানের পর কুলি না করা সম্পর্কে

১৭৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوَيْةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمْضِمْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى - قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ -

১৯৭। উছমান... আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুধ পানের পর কুল্লি এবং উযু না করে নামায পড়েছেন।

৭৭. بَابُ الرُّضُوءِ مِنَ الدَّمِ

৭৯. অনুচ্ছেদঃ রক্ত বের হলে উযু করা সম্পর্কে

১৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو تَوَيْةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاءِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَهْرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا - فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكُونُ فَاَنْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِفِمْ الشَّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فِمْ الشَّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَاتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رِبِيَّةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَنْبَأَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ إِنْ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرُؤُهَا فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا -

১৯৮। আবু তাওবা... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যাতুর-রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি মুশরিকদের

এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বন্দী অথবা হত্যা করে। তখন সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, আমি ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না মুহাম্মাদ (স)-এর কোন একজন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করি। তখন সে নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করতে লাগল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ কে আহ যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা দুইজন গিরিপথের চূড়ায় বসে পাহারা দিবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুইয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবী নামাযে রত হন। তখন শত্রু পক্ষের ঐ ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করে (নামায শেষ করার পর) তাঁর সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যস্থিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে (তনুয়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি।

৪. بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

৮০. অনুচ্ছেদঃ ঘুমানোর পর উযু করা সম্পর্কে

১৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ۔

১৯৯। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ--- আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায়ে বিলম্ব করেন এবং তিনি এত দেৱী করেন যে, আমরা সকলে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর আমরা জাগ্রত হই এবং আবার সকলে ঘুমিয়ে যাই। পুনরায় আমরা জাগ্রত হই এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বের হয়ে এসে বলেনঃ তোমরা ছাড়া আর কেউই এশার নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করেনি।

২০০- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ قِيَاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ -

২০০। শায ইব্ন ফাইয়াদ— আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এশার নামায আদায়ের জন্য এত সময় অপেক্ষা করতেন যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তাদের ঘাড়সমূহ নীচের দিকে ঝুলে পড়ত। এমতাবস্থায়ও তাঁরা পুনরায় উষু না করে নামায পড়তেন।

২০১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَا ثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يَنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءَ -

২০১। মুসা ইব্ন ইসমাইল— ছাবেত আল-বানানী হতে বর্ণিত। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন, একদা এশার নামাযের ইকামত দেওয়া হয়। এমন সময় এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে তার সাথে গোপনে (আস্তে আস্তে) কথা বলতে থাকেন। এ সময় উপস্থিত সকলে বা কিছু লোক ঘুমের কারণে ঝিমিতে থাকে। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে নামায আদায় করেন এবং রাবী উয়ূর কথা উল্লেখ করেননি।

২০২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نَمَتَ

فَقَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا - زَادَ عُمَانُ وَهَنَادُ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَحْتَ مَفَاصِلَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَدَوَّى أَوَّلَهُ جَمَاعَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْفُوظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ الْقِضَاءِ ثَلَاثَةٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مَرْضِيٌّ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ -

২০২। ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সিজদা করতেন (অর্থাৎ নামায পড়তেন) এবং ঘুম যেতেন এবং নাক ডাকতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে পুনরায় উয়ু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বলি, আপনি ঘুমানোর পর উয়ু না করে নামায পড়লেন? তিনি বলেন, উয়ু করা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন, যে আরামের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমায়।^১

উছমান ও হান্নাদের বর্ণনায় আরো আছে যে, “কেননা কেউ পার্শ্বদেশে ভর দিয়ে শয়ন করলে তার দেহের বাধন টিলা হয়ে যায়।” আবু দাউদ (রহ) বলেন, “যে ব্যক্তি পার্শ্বদেশে ভর দিয়ে ঘুমায় তাকে উয়ু করতে হবে”— হাদীছের এই অংশটুকু মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। কাতাদার সূত্রে ইয়াযীদ আদ-দালানী ব্যতীত অপর কেউ তা বর্ণনা করেনি। কিন্তু হাদীছের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবন আব্বাস (রা)—র সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁরা উপরোক্ত কথার কিছুই উল্লেখ করেননি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) (অসতর্কতা থেকে) নিরাপদ ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেন: “আমার দুই চোখ ঘুমালেও আমার অন্তর ঘুমায় না।” শোবা বলেন, কাতাদা (রহ) আবুল আলিয়ার নিকট চারটি হাদীছ শুনেন: ইউনুস ইবন মাত্তার হাদীছ, নামায সম্পর্কে ইবন উমার (রা)—র হাদীছ, তৃতীয় হাদীছ বিচারক তিন শ্রেণীর এবং চতুর্থ ইবন আব্বাস (রা)—র হাদীছ।

১. দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় ঘুম এলে উয়ু নষ্ট হবে না। তবে কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমালে উয়ু নষ্ট হবে। কেননা হেলান দিয়ে ঘুমালে শরীরের বাধন টিলা হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় বায়ু নির্গত হলেও অনুভব করা যায় না। - (অনুবাদক)

২.২- حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ فِي الْخَرِيزِ قَالُوا بَيْنَا بَقِيَّةٌ عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ السَّهَّ الْعَيْنَانَ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ -

২০৩। হায়ওয়াত ইব্ন শুরায়হ্— হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: চক্ষু হল পশ্চাদ্বারের সংরক্ষণকারী। অতএব যে ব্যক্তি চোখ মুদে নিদ্রা যায় সে যেন উষু করে।

৪১. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرِجْلِهِ

৮১. অনুচ্ছেদ: ময়লা (নাঁপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে

২.৪- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ وَجَرِيرٌ وَأَبْنُ أُدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِيٍّ وَلَا نَكْفُ شَعْرًا وَتَوْبًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ -

২০৪। হান্নাদ— শাকীক থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন: খালি পায়ে রাস্তা পদদলিত করা সত্ত্বেও আমরা উষু করতাম না এবং আমাদের চুল ও কাপড় নামাযের মধ্যে গুটিয়ে রাখতামনা।

৪২. بَابُ فِيمَنْ يُحَدِّثُ فِي الصَّلَاةِ

৮২. অনুচ্ছেদ: নামাযের মধ্যে উষু ছুটে গেলে

২.৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدِّ الصَّلَاةَ.

২০৫। উছমান— আলী ইবন তলক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নিঃসাড়ে পচাৎ-দার দিয়ে বায়ু নির্গত করে, তখন তার উচিত পুনরায় উযু করে নামায আদায় করা।

৪২. بَابُ فِي الْمَذْيِ

৮৩. অনুচ্ছেদঃ মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে

২.৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَاءُ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ
الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ
حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
وَتَوَضَّأْ وَضَوْءَكَ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

২০৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ— আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী^১ নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম— এমনকি এ কারণে (অধিক গোসলের ফলে ঠাণ্ডাবশতঃ) আমি আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি তোমার লিঙ্গাগ্রে মযী দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য উযু করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে।

২.৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ

১. পেশাবের আগে অথবা পরে এবং সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরুবাংগ হতে নির্গত হয় তাকে মযী বলে। তা বের হলে উযু ভংগ হয়।

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتُهُ وَأَنَا اسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمَقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَضَّحْ فَرَجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ -

২০৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা— মিকদাদ ইব্নুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে (উদ্বেজनावशत) মযী নির্গত হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি? আলী (রা) বলেন, যেহেতু তাঁর কন্যা আমার পত্নী, সে কারণে আমি নিজে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। মিকদাদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তোমাদের কারো যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন তার উচিত স্বীয় লিংগ ধৌত করা; অতঃপর নামাযের উয়র ন্যায় উয় করা।

٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلْمَقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمَقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأَنْثِيَّهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَقْدَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২০৮। আহমাদ ইব্ন ইউনুস— উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হযরত মিকদাদ (রা) -কে বলেন— অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা দেন। রাবী বলেন, মিকদাদ (রা) তাঁকে (স) এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ঐ ব্যক্তির স্বীয় লিংগ ও অন্তকোষ ধৌত করা উচিত— (নাসাই, ইব্ন মাজা)।

٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمَقْدَادِ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُقَدَّادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْثِيَّةً -

২০৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— আলী ইবন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম, —এরপর যুহায়েরের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ আল-মুফাদ্দাল ইবন ফুদালা, ছাওরী ও ইবন উয়ায়না— হিশামের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)—র সূত্রে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে এই হাদীছ ইবন ইসহাক— হিশাম ইবন উরওয়ার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি মিকদাদ (রা)—র সূত্রে এবং তিনি নবী করীম (স)—এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন— (নাসাঈ, ইবন মাজা)। এই বর্ণনা ধারায় انثیه বা “অন্তকোষদয়” শব্দটির উল্লেখ নাই।

٢١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ الْإِغْتِسَالُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ عَنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بَأَن تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ -

২১০। মুসাদ্দাদ— সাহুল ইবন হনাইফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পর উষু করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেন: কাপড়ের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আঙ্গুল পানি নিয়ে উক্ত স্থান হালকাভাবে ধুয়ে নিবে, যাতে তা দূরীভূত হয়—(ইবন মাজা, তিরমিযী)।^১

১ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)—এর মতে কাপড়ে মযী লাগলে কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলে হবে। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) ও অপরপূর্ণ ইমামদের মতে— কাপড় ধৌত করতে হবে। —(অনুবাদক)

২১১- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْدَى فَنَتَغَسَّلُ مِنْ ذَلِكَ فَرُجَكَ وَأَنْتَيْكَ وَتَوَضَّأَ وَضُوءُكَ لِلصَّلَاةِ-

২১১। ইব্রাহীম ইবন মুসা— আবদুল্লাহ ইবন সাদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গোসল ফরজ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটা হল মযী এবং যখন পুরুষাঙ্গ থেকে মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অভ্যঙ্গাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর নামায আদায়ের জন্য উষু করবে।

৪২. بَابُ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمَوَاقِلَتِهَا

৮৩. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও ঋগুয়া-দাওয়া সম্পর্কে

২১২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَذَكَرَ مَوَاقِلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ-

২১২। হারুন ইবন মুহাম্মাদ— হারাম ইবন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন— আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি (স) বলেনঃ তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার^১ এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে খানা-পিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন—(তিরমিযী)।

১. ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা হারাম। তবে তাদের সাথে একত্রে উঠাবসা, ঋগুয়া-দাওয়া ও ঘুমানো বৈধ। ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত তার সাথে অন্যান্য যাবতীয় আচার-আচরণ বৈধ।
—(অনুবাদক)

২১৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزْنِيُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ سَعْدِ الْأَعْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ هِشَامٌ هُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمَصَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْأَزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيثَ بِالْقَوِيِّ -

২১৩। হিশাম ইবন আবদুল মালিক— মুআয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, সনদের দিক থেকে হাদীছটি খুব শক্তিশালী নয়।

৪৮. بَابُ فِي الْاِكْسَالِ

৮৪. স্ত্রী-সহবাসে বীৰ্যপাত না হলে

২১৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْنِي ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنْ سَهْلَ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْأَسْلَامِ لِقَلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ -

২১৪। আহমাদ ইবন সালেহ— উবাই ইবন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীৰ্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, বীৰ্যপাত হলে গোসল করতে হবে—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবন মাজা)।

২১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا مُبَشِّرُ الْحَلْبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفَتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِغْتِسَالِ بَعْدُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو غَسَّانُ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ -

২১৫। মুহাম্মাদ ইবন মিহরান— সাহুল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবন কাব (রা) আমাকে বলেছেন যে, মুফতীগণ এরূপ ফাতওয়া দিতেন যে, বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হবে (অন্যথায় নয়)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি (স) পরবর্তী কালে স্ত্রী সহবাস করলেই (বীর্যপাত হোক বা না হোক) গোসলের নির্দেশ দেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২১৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَالزَّقِ الْخِتَانِ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ -

২১৬। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম— আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামম্পূহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর সমাগম হবে এবং পুরুষের গুপ্তস্থান স্ত্রী-অংগে প্রবেশ করাবে (সহবাস করবে)— তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে—(বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

২১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

২১৭। আহমাদ ইবন সালেহ— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পানির (বীর্যপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। আবু সালামা (রহ) এরূপ ফাতওয়া দিতেন (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হয়। স্ত্রী সহবাসের দরুন হোক বা স্বপ্নদোষ বা অন্য কোন উপায়েই হোক)—(মুসলিম)।

৪৫. بَابُ فِي الْجَنْبِ يَعُودُ

৮৫. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী সংগমের পর গোসলের পূর্বে পুনরায় সংগম করা সম্পর্কে

২১৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْخَضَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২১৮। মুসাদ্দাদ—আনাস (রা) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৪৬. بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

৮৬. অনুচ্ছেদঃ একবার স্ত্রী সংগমের পর পুনরায় স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উষু করা

২১৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلَمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا -

২১৯। মুসা ইব্ন ইসমাঈল—আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন। এক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কেন একবার গোসল করলেন না (সবশেষে একবার গোসল করলেই তো হত—কেন আপনি বারবার গোসল করলেন)? তিনি (স) বলেন, এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট—(ইব্ন মাজা)। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছের তুলনায় আনাস (রা)—র হাদীছ অধিকতর সহীহ।

২২০। আমার ইবন আওন— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নিজ জীবীর সাথে একবার সহবাসের পর পুনরায় সংগম করতে চাইলে— সে যেন মাঝখানে একবার উয়ু করে নেয়—(মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৮৭. অনুচ্ছেদঃ: শ্রী সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে

٢٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَصَبَّيْتُ الْجَنَابَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ -

২২১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা— আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করেন যে, তিনি রাতে স্ত্রী সঙ্গমে অপবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার গুণাংগ ধৌত কর, উষু কর, অতঃপর ঘমাও—(বখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাই)।

৮৮. অনুচ্ছেদঃ সঙ্গমের পর অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضَوْؤُهُ لِلصَّلَاةِ -

২২২। মুসাদ্দাদ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে- নামাযের উয়র ন্যায় উয়ু করে নিতেন-(মুসলিম, ইবন মাজা, বুখারী, নাসাঈ)।

২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا - وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ - وَرَوَاهُ الْإِسْرَاقِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ -

২২৩। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ--- ইউনুস থেকে যুহরীর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা ধারায় ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। এই সনদসূত্রে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) যখন অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তখন উভয় হাত ধৌত করতেন-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

৪৭. بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

৮৯. অনুচ্ছেদঃ সহবাসের ফলে অপবিত্র হওয়ার পর উয়ু করা সম্পর্কে

২২৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ -

২২৪। মুসাদ্দাদ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ অথবা ঘুমানোর পূর্বে উয়ু করতেন-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

২২৫- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي بَنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ بْنِ
يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ وَعُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ -

২২৫। মুসা ইব্ন ইসমাইল—আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় পানাহার ও ঘুমানোর পূর্বে উযু করা বা না করার
স্বাধীনতা প্রদান করেছেন—(তিরমিযী, আহমাদ, তাইয়ালিসী)।

আলী ইব্ন আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, অপবিত্র
অবস্থায় কেউ কিছু আহার করতে চাইলে উযু করে নিবে।

৯. بَابُ فِي الْجُنُبِ يُؤَخَّرُ الْغُسْلُ

৯০. অনুচ্ছেদঃ সহবাসজনিত অপবিত্রতার পর বিলম্বে গোসল করা সম্পর্কে

২২৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي أَوَّلِ
اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ
قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رَبِّمَا أَوْتَرَ فِي
أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبِّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ
سَعَةً - قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ
يُخَافُ بِهِ قَالَتْ رَبِّمَا جَهَرَ بِهِ وَرَبِّمَا خَافَتْ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ
فِي الْأَمْرِ سَعَةً -

২২৬। মুসাদ্দাদ—গুদাইফ ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)—কে
জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর রাতের

প্রথমাংশে গোসল করতেন না শেষাংশে? তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাতের প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে গোসল করতেন। তখন আমি খুশীতে “আল্লাহ আকবার আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান” বলি (আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই- যিনি এ কাজের জন্য প্রচুর সুযোগ রেখেছেন)।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি দেখেছেন যে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমাংশে বেতেরের নামায আদায় করতেন না শেষাংশে? তিনি (আয়েশা) বলেন, কখনও রাতের প্রথমাংশে এবং কখনও কখনও শেষাংশে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ আকবার আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান। অতঃপর আমি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত উচ্চস্বরে করতেন না চুপে চুপে? তিনি বলেন, কখনও উচ্চস্বরে এবং কখনও নিঃশব্দে। তখন আমি বলি, “আল্লাহ আকবার আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান”- (নাসাদি, ইবন মাজা)।

২২৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ -

২২৭। হাফস ইবন উমার— হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ঘরে ছবি, কুকুর ও অপবিত্র লোক থাকে— সেখানে রহমতের ফেরেশতাগণ (নতুন রহমতসহ) প্রবেশ করেন না- (নাসাদি, ইবন মাজা)।

২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسَ مَاءٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

২২৮। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সালাম (কখনও) অপবিত্র হওয়ার পর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে যেতেন ১
- (তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৭১. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

৯১. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে

২২৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِّنَّا وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسِبُ فَبِعَنَّهُمَا عَلَى وَجْهٍ وَقَالَ أَنْكُمَا عَلَجَانِ فَعَالَجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَانْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْبِبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ .

২২৯। হাফস ইবন উমার-- আব্দুল্লাহ ইবন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং অপর দুই ব্যক্তি একজন আমার স্বগোষ্ঠীয় এবং অপরজন সম্ভবতঃ বানু আসাদ গোত্রের- হযরত আলী (রা)-র নিকট যাই। আলী (রা) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে কোন কাজে পাঠিয়ে দেয়ার সময় বলেন, তোমরা উভয়েই সক্ষম ব্যক্তি। কাজেই তোমরা তোমাদের দীনকে নিরোগ করে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হও। অতঃপর তিনি (আলী) পায়খানায় যান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পানি চেয়ে নিয়ে (হাত) ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। সমবেত লোকেরা তা অপছন্দ করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং আমাদের সাথে গোসতও যেতেন। স্ত্রী-সহবাস জনিত অপবিত্রতা ছাড়া অন্য কোন অপবিত্রতা তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারত না- (তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১- যে সব লোক অলসতা হেতু প্রায়ই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমায় এবং নামাযের সময় ঠিকভাবে নামায আদায় করে না- তাদের ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) অপবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছেন- এটা উম্মাতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে করেন, এটা অলসতা হেতু নয়।
- (অনুবাদক)

৭২. بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

৯২. অনুচ্ছেদঃ সঙ্গমের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মোসাফাহা করা সম্পর্কে

২২. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ -

২৩০। মুসাদ্দাদ— হযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি (স) তাঁর সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন হযায়ফা (রা) বলেন, আমি অপবিত্র। নবী করীম (স) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কখনও অপবিত্র হয় না (অর্থাৎ মুসলমান কখনও এমন অপবিত্র হয় না— যার ফলে তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করা যায় না)।—(মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২২১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكْرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ - قَالَ وَفِي حَدِيثٍ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنَى بَكْرٌ -

২৩১। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অপবিত্র অবস্থায় আমার সাক্ষাত হয়। আমি একটু পিছনে হটে যাই। অতঃপর গোসল করে তাঁর খেদমতে আসি। তখন তিনি বলেনঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলি, আমি অপবিত্র ছিলাম— এমতাবস্থায় আপনার নিকট উপবেশন করা ভাল মনে করিনি। তিনি বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! মুসলমান কখনও অপবিত্র হয় না—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৭২. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

৯৩. অনুচ্ছেদঃ সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ

২২২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْأَفْلَتْ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بَيُّوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبَيُّوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تُنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبَيُّوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فَلَيْتُ الْعَامِرِيُّ -

২৩২। মুসাদ্দাদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পান যে, তাঁর সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদমুখী (অর্থাৎ তাদের ঘরে যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভেতর দিয়ে)। তখন তিনি বলেন, তোমাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। সাহাবীরা এই আশায় ঘরের দরজা পরিবর্তন করেন নাই, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে রোখছত (অব্যাহতি) সূচক কোন নির্দেশ নাযিল হতে পারে। অতঃপর নবী করীম (স) বের হয়ে পুনরায় নির্দেশ দেনঃ তোমাদের গৃহের দরজা মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ফিরাও। কেননা ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা আমি হালাল (বৈধ) মনে করি না—(ইবন মাজা)।

৯৬. بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٌ

৯৪. অনুচ্ছেদঃ ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় নামাযে ইমামতি করলে

২২৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ -

২৩৩। মুসা ইবন ইসমাইল— আবু বাক্রাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আরম্ভ করে (হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে) লোকদের হাতের ইশারায়

স্ব-স্ব স্থানে বসতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। অতঃপর তিনি তাদের (সাহাবীদের) নিয়ে নামায আদায় করেন।

২৩৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي الْخُرُجِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَبَظْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عُوفٍ وَهَيْشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ (مُرْسَلًا) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرْتُمْ أَوْمًا إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ -

২৩৪। উছমান— হাম্মাদ ইবন সালামা হতে এই সূত্রে উপরোক্ত সনদ ও অর্থের মর্মানুযায়ী বর্ণিত। এই হাদীছের প্রথমাংশে তিনি বলেছেন— “নবী করীম (স) ‘তাকবীরে তাহরীমা’ বাঁধেন” এবং হাদীছের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলেনঃ “আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ এবং আমি (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র ছিলাম।” আর হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হন, তখন আমরা তাঁর তাকবীর ধ্বনি শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি (আমাদের দিকে) ফিরে বলেনঃ তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। আর মুহাম্মাদ (ইবন সীরীন)—এর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে— রাবী বলেন, নবী করীম (স) ‘তাকবীরে তাহরীমা’ বাঁধার পর পরই মুসল্লীদের ইশারায় বলেন, তোমরা বসে থাক। অতঃপর তিনি বাইরে গিয়ে গোসল করেন।^১

১। উপরোক্ত হাদীছসমূহ রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালে নামায আদায়ের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে— মানুষ হিসাবে এরূপ ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় তাঁর উম্মাতেরা ভুলবশতঃ যদি এরূপ করে ফেলে, তবে কি করবে? তাই তিনি নিজেই এর সমাধান বাস্তব জীবনে পেশ করেছেন। —(অনুবাদক)

২৩৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحُمْصِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْأَزْرَقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَمَامَ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قَالَ ثَنَا رِبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسَهُ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عِيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ .

২৩৫। আমর ইবন উছমান— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের ইকামত হওয়ার পর লোকেরা যখন কাতারবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়ান। এমতাবস্থায় তিনি বলেন যে, তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন নি। তিনি লোকদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দান করে ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি গোসলের পর আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। আমরা সকলে তখনও কাতারবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। উপরোক্ত বর্ণনা হযরত ইবন হারবের।

হযরত আইয়্যাজ তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি গোসল করে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা তাঁর জন্য কাতারবদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকি”—(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৯৫. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّةَ فِي مَنْامِهِ

৯৫. অনুচ্ছেদঃ স্বপ্নদোষ হলে তার বিধান

২৩৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّ

قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمِّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ
أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ -

২৩৬। কুতায়বা... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে স্বপ্নদোষের কথা স্বরণ করতে পারছে না- অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভেজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নাই।* অতঃপর উম্মে সুলাইম (রা) জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের যদি স্বপ্নদোষ হয়- তবে তাদের গোসল করতে হবে কি? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ হ্যাঁ, (গোসল করতে হবে)। কেননা মহিলারাও পুরুষদের অর্ধাংগিনী বিশেষ- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৯৬. بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

৯৬. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হয়

২৩৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ
عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى
الرَّجُلُ اتَّغَتَّسَلْ أَمْ لَا - قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ
فَلَتَغْتَسِلَ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ - قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أَفْ لَكَ وَهَلْ تَرَى
ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ
يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشُّبُهَةُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزَّيْدِيُّ
وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ وَوَأَقْبَلَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعَ الْحَجَبِيِّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَمَّا
هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ
سَلِيمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২৩৭। আহ্মাদ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রা) যিনি আনসারী মহিলা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি- কোন মহিলার পুরুষের ন্যায় স্বপুদোষ হলে সে গোসল করবে কি না? আয়েশা (রা) বলেন, জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ হাঁ, তাকে গোসল করতে হবে, যদি সে বীর্যের চিহ্ন দেখতে পায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মে সুলাইম (রা)-কে লক্ষ্য করে বলি, আপনার জন্য দুঃখ হয়, মহিলারা কি এরূপ দেখে থাকে (অর্থাৎ তাদের কি স্বপুদোষ হয়)? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এসে বলেনঃ হে আয়েশা! তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। স্ত্রীলোকদের বীর্য না থাকলে সন্তান কিরূপে মাতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়? -(মুসলিম, তিরমিযী)।

৭৭. بَابُ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الْغُسْلُ

৯৭. অনুচ্ছেদঃ যে পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করা সম্ভব

২৩৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنْاءٍ هُوَ الْفَرْقُ مِنَ الْجَنَابَةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنْاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْقِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثَلَاثُ قَالِ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بَرِطْلًا هَذَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثَلَاثًا فَقَدْ أَوْفَى قِيلَ لَهُ الصَّيْحَانِي ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِي أَطْيَبُ قَالَ لَا أَدْرِي -

২৩৮। আবদুল্লাহ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি পাত্রের- যাতে ফারাক পরিমাণ পানির সংকুলান হত- দ্বারা অপবিত্রতার গোসল করতেন। অপর বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) হতে উল্লেখ আছে যে, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

আলাইহে ওয়া সাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। ঐ পাত্রে এক ফারাক পরিমাণ পানি ধরতো—(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

হযরত আহমাদ ইব্ন হাশল (রহ)—এর মতানুযায়ী এক ফারাক হল ষোল রতলের সম—পরিমাণ ওজনের এবং ইব্ন আবু যিবের মতে ফারাকের পরিমাণ হল— ১৫ $\frac{১}{২}$ রতল। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, যারা এক ফারাককে আট রতলের সম—পরিমাণ ধার্য করেন— তাদের কথা সংরক্ষিত নয় বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

৯৮. بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

৯৮. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে

২৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ تَنَا زُهَيْرٌ قَالَ تَنَا أَبُو اسْحَاقَ قَالَ تَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرْدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كَلَّتَيْهِمَا -

২৩৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী— জুবায়ের ইব্ন মুতইম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন—(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ تَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَرِّ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْيَمَنِ ثُمَّ الْيَسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ -

২৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসল করবার জন্য ‘হিলাব-পাত্রে’^১ যে পরিমাণ পানি ধরে ততটুকু পানি চাইতেন। অতঃপর তিনি হাতে পানি নিয়ে মাথার ডানদিকে ঢালতেন, পরে বাম দিকে পুনরায় উভয় হাতে পানি নিতেন। রাবী বলেন, তিনি উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথায় ঢালতেন—(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১. ‘হিলাব’ একটি পাত্র, যাতে উষ্টীর দুধ দোহন করা হত। - (অনুবাদক)

২৪১- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَّامَةَ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثَنَا جَمِيعُ بْنُ عَمِيرٍ أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا أَحَدَهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ وَنَحْنُ نَفِيضُ عَلَى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِّنْ أَجْلِ الضَّفَرِ -

২৪১ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম— জুমাই ইবন উমায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাতা ও খালা সমতিব্যাহারে হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁদের কোন একজন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কিতাবে গোসল করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের পূর্বে নামাযের উয়ূর ন্যায্য উয়ূ করতেন, অতপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন এবং আমাদের চুল বাঁধা থাকার কারণে আমরা নিজেদের মাথায় পাঁচবার করে পানি ঢালতাম—(নাসাই, ইবন মাজা)।

২৪২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِجِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يُبَدِّأُ فَيَفْرِغُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يَفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَبَّمَا كُنْتُ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلُهُ صَبَّهَا عَلَيْهِ -

২৪২। সুলায়মান— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসলের সময়— সুলায়মানের বর্ণনানুযায়ী— ডান হাত দিয়ে পানি ঢালা শুরু করতেন এবং রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনা মতে— তিনি (স) উভয় হাত ধৌত করার পর ডান হাতে পানি ঢালতেন। অতঃপর উভয় রাবী এই পর্যায়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, অতঃপর তিনি (স) স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, (ডান হাতের পর) বাম হাতে পানি ঢালতেন, কখনও কখনও হযরত আয়েশা (রা) সরাসরি فَرَج (পুরুষাঙ্গ) শব্দ ব্যবহার না করে তদস্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তিনি উভয় হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পানি নিতেন এবং শরীরের লোমকূপ (চুল) মর্দন করতেন। এভাবে যখন তিনি দেখতেন যে, সর্বাংগে পানি পৌঁছেছে অথবা সমস্ত শরীর পবিত্র হয়েছে— তখন তিনি মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। অতপর পানি অবশিষ্ট থাকলে তা মাথায় ঢালতেন— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২৪৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مِرَافِقَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا لَقَاهُمَا أَهْوَىٰ بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ -

২৪৩। আমার ইবন আলী... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন অপবিত্রতার গোসল করবার ইচ্ছা করতেন, প্রথমে তিনি উভয় হাতের কজ্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন, অতঃপর শরীরের সংযোগ স্থানসমূহ পানি দিয়ে ধৌত করতেন, অতঃপর উভয় হাত পবিত্র হওয়ার পর দেওয়ালের দিকে বিস্তৃত করতেন^২, অতঃপর উযু করতেন এবং মাথায় পানি ঢালতেন— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২৪৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيٍّ ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -

২৪৪। আল-হাসান ইবন শাওকার... শাবী (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদেরকে দেওয়ালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতের চিহ্ন দেখাতে পারি— যেখানে তিনি অপবিত্রতার গোসল করতেন।

২- নবী করীম (স) পানি দ্বারা হাত ধোয়ার পরও দেওয়ালের দিকে হাত প্রসারিত করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দেয়ালে হাত ঘসিয়ে সঠিকভাবে পরিষ্কার করা। কেননা মনী বা অন্য জাতীয় নাপাক জিনিসের দুর্গন্ধ কেবলমাত্র পানি দ্বারা ধৌত করলেও অনেক সময় দূরীভূত হয় না। - (অনুবাদক)

২৪৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَكَفَأَ لَنَا عَلَى يَدَيْهِ الْيُمْنَى فغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاولَتْهُ الْمُنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمُنْدِيلِ بَاسًا وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هُكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَذَا -

২৪৫। মুসাদ্দাদ— কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর খালা হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তা দিয়ে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। নবী করীম (স) বদনা নিজের ডান হাতের উপর কাৎ করে তা দুই বা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ধৌত করেন। পরে তিনি মাটির উপর হাত ঘষে (দুর্গন্ধমুক্ত হওয়ার জন্য) তা পানি দিয়ে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুপ্তি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর মুখমন্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাথা ও সর্বাংগে পানি ঢালেন। পরে তিনি উক্ত স্থান হতে অল্প দূরে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন। তখন আমি তাঁর দিকে রুমাল এগিয়ে দেই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং নিজের হাত দিয়ে শরীর হতে পানি ঝারতে থাকেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রুমাল ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন না, বরং তাঁরা এটাকে (রুমাল ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করা খারাপ মনে করতেন— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২৪৬- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَفْرُغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَتَسِي مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ

فَسَأَلْنِي كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ -

২৪৬। হুসায়ন--- শোবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) অপবিত্রতার গোসল করাকালে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একদা তিনি গোসলের সময় কতবার পানি ঢেলেছেন তার সংখ্যা ভুলে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন- কতবার পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তিনি বলেন, তোমার ক্ষতি হোক! তুমি কেন হিসাব রাখলে না? অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করেন, অতঃপর সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরাপেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।

٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَارٍ وَغَسَلُ الْبَوْلِ مِنَ الثُّوبِ سَبْعَ مَرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسَلُ الْبَوْلِ مِنَ الثُّوبِ مَرَّةً -

২৪৭। কুতায়বা--- আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমাবস্থায় নামায পঞ্চাশ ওয়াস্ত ফরজ ছিল এবং অপবিত্রতার গোসল সাতবার ও পেশাবযুক্ত কাপড়াদি সাতবার ধৌত করতে হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংখ্যা কমানোর জন্য আত্মাহর নিকট দুআ করতে থাকেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াস্তের নামায ফরজ করা হয় এবং অপবিত্রতার গোসল একবার ও পেশাবযুক্ত কাপড় একবার ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

٢٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ

১০. ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে পেশাবযুক্ত কাপড় একবার ধৌত করলেই চলবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফ (রহ)-এর মতানুসারে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে হাদীছও বর্ণিত আছে। -(অনুবাদক

شَعْرَةَ جَنَابَةٍ فَأَغْسَلُوا الشَّعْرَ وَانْقَوُوا الْبَشَرَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ -

২৪৮। নাসর ইব্ন আলী— আবু হরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ শরীরের প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা রয়েছে। অতএব তোমরা প্রতিটি পশম ধৌত কর এবং শরীরের চামড়া পরিষ্কার কর—(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আল-হারিছ ইব্ন ওয়াহীহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি মুনকার এবং তিনি হাদীছ শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلِ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَنْ تَمَّ عَادِيَّتُ رَأْسِي فَمَنْ تَمَّ عَادِيَّتُ رَأْسِي فَمَنْ تَمَّ عَادِيَّتُ رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

২৪৯। মুসা— আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপবিত্রতার গোসলের সময় একটি পশম পরিমাণ স্থান ধৌত করা পরিত্যাগ করে— তার উক্ত স্থান জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। আলী (রা) বলেন, এটা শুনার পর হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার আরম্ভ করে দেই। আমি তখন হতে আমার মাথার সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার আরম্ভ করে দেই। এরূপ উক্তি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন, (এ কারণেই) আলী (রা) নিজ মাথার চুল কামিয়ে ফেলতেন (কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) প্রতি সপ্তাহে একবার মাথার চুল মুন্ডন করতেন)—(ইব্নমাজা)।

٩٩. بَابُ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغَسْلِ

৯৯. অনুচ্ছেদঃ গোসলের পর উযু করা সম্পর্কে

২. অপবিত্রতার গোসলের সময় যদি শরীরের একটি পশম পরিমাণও শুকনা থাকে তবে গোসল হবে না।
—(অনুবাদক)

২৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وَضُوءاً بَعْدَ الْغَسْلِ.

২৫০। আবদুল্লাহ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসল করে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায পড়তেন। তাঁকে আমি গোসলের পর আর নতুনভাবে উষু করতে দেখি নাই— (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

১০০. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

১০০. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে

২৫১. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ زُهَيْرٌ إِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرًا رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ أَمَّا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْفَنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ زُهَيْرٌ تَحْنِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَرْتِ.

২৫১। যুহায়ের— উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাথার চুল অতি ঘন। কাজেই অপবিত্রতার গোসলের সময় আমি কি বেনী বা খোপা খুলে দেব? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার জন্য তার উপর তিনবার তিনকোশ পানি ঢালাই যথেষ্ট। রাবী যুহায়েরের বর্ণনায় আছে— তুমি তোমার চুলের উপর তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর তোমার সর্বাস্থে পানি ঢালবে; তবেই তুমি পবিত্র হবে— (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১০ যে সমস্ত স্ত্রীলোকের চুল লম্বা এবং ঘন, তাদের জন্য অপবিত্রতার গোসল করার সময় গোড়া ভিজলেই যথেষ্ট। বেনী অথবা খোপা খুলেও তা করা যায়। —(অনুবাদক)

২৫২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِي السَّائِغَ عَنْ
 أُسَامَةَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا
 الْحَدِيثِ قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ وَأَعْمَزِي
 قُرُونَكُمْ عِنْدَ كُلِّ حَفَنَةٍ -

২৫২। আহমাদ— উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা উম্মে সালামা
 (রা)-র নিকট এই হাদীছ জানার জন্য আগমন করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতঃপর
 তাঁর ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি—পূর্ববর্তী
 হাদীছের অনুরূপ। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকবার পানি ঢালার সময় তুমি তোমার খোপার
 নীচে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চুলের গোড়ায় ঘষিয়ে পানি পৌছাবে—(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই,
 ইবনমাজা)। ২

২৫৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
 نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ
 أَحَدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفِّهَا جَمِيعًا
 فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشَّقِ وَالْأُخْرَى
 عَلَى الشَّقِ الْآخَرِ -

২৫৩। উছমান— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অপবিত্র হলে সে তিন
 কোষ পানি নিয়ে এইরূপে অর্থাৎ দুই হাতের কোষ দ্বারা মাথার উপর পানি ঢালতেন। অতঃপর
 তিনি হাত দ্বারা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে শরীরের একাংশে একবার এবং অপরাংশে
 একবার পানিঢালতেন—(বুখারী)।

২৫৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ
 بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضَّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَلَّلَاتٍ وَمُحَرِّمَاتٍ -

২. উক্ত হাদীছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্রতার গোসলের সময় মাথার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি
 পৌছান অবশ্য কর্তব্য; - (অনুবাদক)

২৫৪। নাসর ইবন আলী— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাথার চুল কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় গোসল করতাম। তখন আমাদের কেউ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং কেউ কেউ ইহরাম বিহীন অবস্থায়— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম।

২৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ ثَنِي ضَمُضُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبْدِ قَالَ أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ اسْتَفْتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْتَرُ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَعْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ بِكَفْيِهَا -

২৫৫। মুহাম্মাদ ইবন আওফ— শুরায়হ ইবন উবায়দ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবায়ের ইবন নুফায়ের (রহ) আমার নিকট অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত ছাওবান (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন— একদা তাঁরা এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেনঃ পুরুষ লোক অপবিত্রতার গোসলের সময় এমনভাবে চুল ছেড়ে দিয়ে গোসল করবে— যেন তার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে। অপরপক্ষে মহিলাদের জন্য গোসলের সময় চুল ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা অপবিত্রতার গোসলের সময় উভয় হাতে তিনবার তিন কোষ পানি নিয়ে মাথার উপর ঢালবে।

১০১. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِ

১০১. অনুচ্ছেদঃ খেতমী মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা

২৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ نَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سَوَاءَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِي بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ -

২৫৬। মুহাম্মাদ ইবন জাফর— আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামখেতমী^১ মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রতার গোসলে মাথা ধৌত করতেন এবং এটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। অতঃপর তিনি মাথায় আর পানি ঢালতেন না।

১.২. بَابُ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

১০২. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী ও পুরুষের বীৰ্য ঞ্জলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা

২০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سَوَّاءَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْإِمَاءِ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ -

২৫৭। মুহাম্মাদ ইবন রাফে— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁকে স্ত্রী-পুরুষের বীৰ্য ঞ্জলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কোষ পানি নিয়ে ঞ্জলিত বীৰ্যের উপর ঢালতেন। অতঃপর আরো এক কোষ পানি নিয়ে এর উপর ঢেলে পরিকার করতেন।

১.৩. بَابُ مُوَآكَلَةِ الْحَائِضِ وَمَجَامَعَتِهَا

১০৩. অনুচ্ছেদঃ ঞ্জতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস সম্পর্কে

২০৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يَأْكُلُوهَا وَلَمْ يَشَارِبُوهَا وَلَمْ يَجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

১. খেতমী হলঃ আরবদেশে প্রাপ্য সুগন্ধিযুক্ত এক প্রকার ঘাস। এটা সাবানের কাজ দেয় ও শরীর পরিকার করে। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সুগন্ধিযুক্ত ঘাস মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতেন। এতে জানা যায় যে, যে কোন সুগন্ধি মিশ্রিত পানি যথা- গোলাপজল বা সাবান দ্বারা গোসল করলে পুনরায় বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোসলের প্রয়োজন নেই। - (অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَعَمَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلْتَهُمَا هَدِيَّةً مِثْلَ بَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا -

২৫৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল--- আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের ঋতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয় এবং তাদের সাথে একত্রে পানাহার ও এক ঘরে বসবাস করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেন- “লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করবে.....” - (সূরাঃ বাকারাহঃ ২২২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম ছাড়া ঋতু চলাকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস এবং সব কিছুই করতে পার। এটা শুনে ইহুদীরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) আমাদের প্রতিটি কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। এ সময় উসায়েদ ইব্ন হদায়ের (রা) এবং আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করছে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে পারি? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, আমরা ধারণা করলাম যে, নবী করীম (স) তাদের দুইজনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে এক সাহাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু দুধ হাদিয়া প্রেরণ করলেন। অতঃপর নবী করীম (স) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে এনে দুধ পান করালেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট নন- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাই)।

২৫৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَعْطَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعَتْهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأَنَاوُلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ .

২৫৯। মুসাদ্দাদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড়ের গোশতের কিছু অংশ আহার করে বাকী অংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দিতাম। তিনি ঐ স্থানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখান থেকে আমি খেয়েছি। আমি পানীয় পান করে ঐ পাত্র তাঁকে দিতাম। তিনি ঐ স্থানে মুখ লাগিয়ে পানীয় পান করতেন— যেখানে মুখ দিয়ে আমি পান করেছি—(মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سَفِيَّانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجَرٍ فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৬০। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার ঋতু চলাকালীন আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন—(বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

١٠٤. بَابُ الْحَائِضِ تَنَاوُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১০৪. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে

٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ .

২৬১। মুসাদ্দাদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে মসজিদ থেকে চাটাই এনে দেয়ার নির্দেশ দেন। জবাবে আমি বলি— আমি তো

ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার ঋতু তো তোমার হাতে নয় (অর্থাৎ ঋতুবতী হওয়ার কারণে তোমার দুই হাত তো নাপাক হয়নি)– (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনমাজা)।^১

১০৫. بَابُ فِي الْحَائِضِ لِمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

১০৫. অনুচ্ছেদঃ ঋতুকালীন নামাযের কাযা করার প্রয়োজন নেই

২৬২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتَ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ-

২৬২। মুসা— মুআযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করে যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা ঋতুকালীন সময়ে পরিত্যক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে কি? তিনি বলেন, তুমি কি হারুরায়ে গ্রামের অধিবাসিনী? (জেনে রেখ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে আমরা ঋতুগ্রস্ত হলে— ঐ সময়ের কাযা নামায আদায় করতাম না এবং উক্ত সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য আমরা আদিষ্টও হইনি— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

২৬৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو نَا سَفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ -

১০ মসজিদে নববীর সাথেই হযরত আয়েশা (রা)–এর হজরা ছিল এবং তার দরজাও মসজিদের দিকে ছিল। তাই মসজিদে প্রবেশ না করেই চাঁটাই আনা সম্ভব ছিল বিধায় এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

২. কুফা নগরী থেকে দুই মাইল দূরে হারুরা নামক পল্লী অবস্থিত। সেখানকার খারিজী অধিবাসীবৃন্দ যারা হযরত আলী (রা)–কে শহীদ করে— তাদের ঋতুবতী স্ত্রীদেরকে ঋতুকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিত। এজন্য এই হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে সেখানকার অধিবাসিনী কিনা— তা জানতে চেয়েছেন। –(অনুবাদক)

২৬৩। আল-হাসান ইব্ন আমর— আয়েশা (রা)—র সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে আরো আছে— আমাদেরকে আমাদের ঋতুকালীন সময়ের কাযা রোযা আদায়ের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঐ সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য বলা হয়নি।

১.৬. بَابُ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

১০৬. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সংগম করা সম্পর্কে

২৬৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَرَبَّمَا لَمْ يَرْفَعُهُ شُعْبَةُ -

২৬৪। মুসাদ্দাদ— ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন— যে নিজের হায়েযগ্ৰস্ত স্ত্রীর সাথে সংগম করে “সে যেন এক বা অর্ধ দীনার দান খয়রাত করে”—(তিরমিযী, নাসাই, ইব্ন মাজা)।

২৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَوِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا لِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْمِقْسَمِ -

২৬৫। আবদুস সালাম— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর ঋতু শুরু হওয়ারকালীন তার সাথে সংগম করলে এক দীনার সদকা করতে হবে এবং ঋতুর শেষের দিকে সংগম করলে অর্ধ দীনার সদকা করতে হবে।

২৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا شَرِيكَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَمْلِهِ وَهِيَ

حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَزِيمَةَ عَنْ
مُقْسِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا - وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَمْرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَى دِينَارٍ -

২৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ— ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে সে যেন অবশ্যই অর্ধ দীনার সদকা করে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিকসামের সূত্রে (মুরসাল হাদীছ হিসাবে) মহানবী (স)–এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) বলেনঃ আমি একটি দীনারের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ সদকা করার নির্দেশ দেই।^১

১০৭. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجَمَاعِ

১০৭. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে মিলন

٢٦٧- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبِ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نَذْبَةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا
كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخْذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ -

২৬৭। ইয়াযীদ— মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীরদের কারো সাথে একত্রে মেলামেশা করতেন এমতাবস্থায়— যখন তাঁদের (স্ত্রীদের) উভয় রান বা হাঁটুর অর্ধভাগ পর্যন্ত আবৃত থাকত—(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٦٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا كَانَتْ

১. সম্ভবতঃ এই হাদীছের প্রকৃত সনদের শেষাংশের দুইজন রাবীর নামোল্লেখ নাই এবং এই হাদীছের প্রকৃত বর্ণনাকারী হলেন— হযরত উমার (রা)। - (অনুবাদক)

حَائِضًا أَنْ تَتَزَرَّ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يَبَاشِرُهَا -

২৬৮। মুসলিম ইবন ইবরাহীম... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (স) কখনও তাঁর সাথে একত্রে রাত যাপন করতেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

২৬৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَّاسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعُدَّهُ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَإِنْ أَصَابَ تَغْنَى ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعُدَّهُ ثُمَّ صَلَّى -

২৬৯। মুসাদ্দাদ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হায়েয অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে একই চাদরের নীচে ঘুমাতাম। আমার শরীর হতে নির্গত কোন কিছু অর্থাৎ হায়েযের রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেত তবে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন। অতঃপর তা পরিবর্তন না করে সেই কাপড়েই নামায পড়তেন। আর যদি কিছু তাঁর দেহ হতে (অর্থাৎ ময়ী) তাঁর কাপড়ে লাগত— তবে ঐ স্থানটুকু শুধু ধৌত করতেন এবং উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতেন।

২৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ إِنْ عَمَةٌ لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَحَدُنَا تَحِيضٌ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ أَخْبِرُكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ تَغْنَى مَسْجِدَ بَيْتِهِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبُرْدُ فَقَالَ أَدْنِي مِنِّي فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ وَأَنْ أَكْشِفِي عَنْ فَخْذِكَ فَكَشَفْتُ فَخْذِي وَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخْذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفَنِي وَنَامَ -

২৭০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা..... উমারা ইব্ন গুরাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর ফুফু তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমাদের কারও কারও যখন হয়েছে হয় তখন তার ও তার স্বামী পৃথকভাবে থাকার জন্য কোন আলাদা বিছানা নাই, বরং একই বিছানায় থাকতে হয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি? জবাবে আয়েশা (রা) বলেন, এ সম্পর্কে আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি ঘটনা বর্ণনা করব। একদা রাতে তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম- আমি তো ঋতুবতী। নবী করীম (স) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমি আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

২৭১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حَضَتْ نَزَلْتُ عَنْ الْمَثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَذْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهَرَ-

২৭১। সাঈদ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী হয়ে পড়লে আমি আমাদের একত্রে থাকার বিছানা পরিত্যাগ করে চাটাইয়ের উপর অবস্থান করতাম এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।^১

২৭২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا تَوْبًا-

১. উপরোক্ত হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হতেন না বলে যে কথার উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এই যে- হয়েছে হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সহবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা মহানবী (স)-এর নিকটবর্তী হতেন না। উম্মাহতুল মুমিনীন (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ঋতুকালীন সময়ে আলাদা বিছানায় থাকা শ্রেয় মনে করতেন। কিন্তু নবী করীম (স) যখন কাউকে তাঁর সাথে শোয়ার জন্য ডাকতেন, তখন তাঁরা যেতেন। -(অনুবাদক)

২৭২। মুসা ইব্ন ইসমাইল... ইক্রামা (রহ) থেকে উম্মাহতুল মুমিনীদের কোন একজনের (সম্ভবতঃ মায়মূনা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর স্বত্ববতী স্ত্রীদের সাথে একত্রে থাকার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর লজ্জাস্থান অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখতেন।

২৭৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحٍ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَزَرَّ ثُمَّ يَبْأُشِرُنَا وَيَكْمُمُ يَمْلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ أَرْبَهُ -

২৭৩। উছমান- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে একত্রে অবস্থান করতেন। (আয়েশা রা আরো বলেন), তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার এমন ক্ষমতা আছে কি- যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছিল?

১.৪. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدْعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الْيَأْمِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

১০৮. রক্ত প্রদরের রোগিণীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে- এমন স্ত্রীলোক হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে- তার দলীল

২৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِنْتَظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْيَأْمِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْيَتْرِكِ الصَّلَاةَ قَدَرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَفْرِ ثُمَّ لَتُصَلِّ -

২৭৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা... উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলার (হায়েয-নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও) রক্ত প্রবাহিত হত। উম্মে সালামা (রা) ঐ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, ঐ স্ত্রীলোকটির কর্তব্য হল- ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্ধারিত যে কয়দিন সে ঋতুবতী থাকত- তা নির্ধারণ করা। অতঃপর সে ততদিন নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে গোসল করে লজ্জাস্থানে মজবুত ভাবে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায আদায় করবে।^১

২৭৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا ثَنَا
الْليثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً
كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْتَتَغَسَّلْ بِمَعْنَاهُ -

২৭৫। কুতায়বা... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তস্রাব হত... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন কোন মহিলার হায়েয-নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হবে- তখন সে গোসল করে নামায আদায় করবে।

২৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ
فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْليثِ قَالَ فَإِذَا خَلَفْتَهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَتَغَسَّلْ وَسَاقِ
الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ -

১. হায়েয অথবা নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও যে সব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে ইস্তেহাজা (রক্তপ্রদর) বলে। এরূপ স্ত্রীলোকের জন্য শরীআতের হুকুম এই যে, তারা তাদের হায়েয-নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসল করে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তাদেরকে উষ্য করতে হবে। অপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার ঋতুবতী হওয়ার প্রথম হতে “ইস্তেহাযা” দেখা দিবে তারা শরীআতের নির্ধারিত সময় (হায়েযের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। ইস্তেহাযার সময় স্ত্রীসহবাস বৈধ। - (অনুবাদক)

২৭৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা— সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রহ) থেকে আনসারদের মধ্য হতে এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তস্রাব হত— অতঃপর রাবী লাইছের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادٍ الْلَيْثِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فَلَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرٌ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَتَغْتَسِلَ وَلَتَسْتَذْفِرُ ثُمَّ تُصَلِّيَ -

২৭৭। ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম— নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত— লাইছের সনদে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। মহানবী (স) বলেনঃ “সে (হায়েযের) সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে। তারপর থেকে নামাযের ওয়াস্তা উপস্থিত হলে সে গোসল করবে, অতপর একটি কাপড়ের সাহায্যে পট্টি বাঁধবে, অতপর নামায পড়বে।”

২৭৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ تَدْعُ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثُوبٍ وَتُصَلِّيَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ اسْتَحِضَتْ حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ -

২৭৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— উম্মে সালামা (রা)-র সনদে পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে— মহানবী (স) বলেনঃ সে (হায়েযের পরিমাণ সময়) নামায ছেড়ে দেবে, এরপর থেকে গোসল করে কাপড়ের সাহায্যে (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে নামায পড়বে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছে উল্লেখিত রক্তপ্রদর রোগিণীর নাম— হাম্মাদ (রহ) আইউবের সূত্রে— ফাতিমা বিন্তে আবু হুবায়েশ বলে উল্লেখ করেছেন।

২৭৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا الْلَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَرَكَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مَرْكَئَهَا مِلَّانَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُئِي قَدَرًا مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي - قَالَ

أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافٍ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ -

২৭৯। কুতায়বা... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েযের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁর গোসলের পাত্র রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি তোমার হায়েযের নির্দারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোসল করবে।

٢٨٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ فَإِنْظِرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكَ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكَ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرَاءِ إِلَى الْقَرَاءِ -

২৮০। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ... উরওয়া ইব্নুয়-যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হ্বায়েশ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট রক্তস্রাবের অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তা ইরকের রক্ত (অর্থাৎ তা বিশেষ একটি শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত- হায়েযের রক্ত নয়)। অতএব তুমি তোমার হায়েযের জন্য নির্দারিত দিনগুলির অপেক্ষা কর এবং ঐ সময় তুমি নামায ছেড়ে দেবে। অতঃপর যখন তোমার হায়েযের নির্দারিত দিনগুলি অতিবাহিত হবে- তখন তুমি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতএব তুমি তোমার এক হায়েযের সময় হতে পরবর্তী হায়েয আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে যথারীতি নামায আদায় করবে।

٢٨١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحْيَضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَاطِ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ - وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا - وَرَوَتْ قُمَيْرُ بِنْتُ عَمْرِو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَانِهَا - وَرَوَى أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحْيَضَتْ فَذَكَرَ مِنْهُ - وَرَوَى شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْيَقْطَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيَ - وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ سَوْدَةَ اسْتَحْيَضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَارُ بْنُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قُمَيْرِ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ

أَقْرَأَهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا -

২৮১। ইউসূফ ইব্ন মুসা..... উরওয়া ইব্নুয়-যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্তে আবু হবায়েশ (রা) নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত আস্মা (রা)-কে অনুরোধ করেন। নবী করীম (স) বলেন, সে হায়েযকালীন সময়ে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর হায়েযের সীমা শেষে গোসল করবে।

হযরত যয়নব বিন্তে উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাশস্ত হওয়ার পর মহানবী (স) তাঁর হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং হায়েযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করতে বলেন।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাশস্ত হওয়ার পর এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) তাঁকে হায়েযের নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নামায আদায় না করার নির্দেশ দেন।

ইব্ন উয়ায়নার সনদে বর্ণিত হাদীছে “সে হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে” কথাটার উল্লেখ নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইস্তেহাযাশস্ত মহিলাগণ তাদের হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পরিহার করবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (স) ঐ মহিলাকে হায়েযের কয়দিন নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

আদী ইব্ন ছাবেত (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, ইস্তেহাযাশস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্দ্ধারিত হায়েযের দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে; অতঃপর গোসল করে নামায আদায় করবে।

হযরত জাফর (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাওদা (রা) ইস্তেহাযাশস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর জন্য হায়েযের নির্দ্ধারিত দিনগুলি সমাপ্ত হলে- গোসল করে তাঁকে নামায আদায় করতে হবে।

আলী (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ইস্তেহাযাশস্ত মহিলাগণ হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে।

হযরত হাসান, আতা ও অন্যান্যদের মতানুসারে- ইস্তেহাযাশস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্দ্ধারিত হায়েযের সময়ে নামায পরিহার করবে।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, কাতাদা (রহ) উরওয়া (রহ)-এর নিকট কিছুই শুনেননি।

১.১.৭. بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدْعُ الْمَلَأَةَ

১০৯. অনুচ্ছেদঃ রক্ত প্রদরের রোগিণীর হায়েযের সময় শুরু হলে নামায ত্যাগ করবে

২৪২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَا ثَنَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي -

২৪২। আহমাদ ইবন ইউনুস... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনুতে আবু হ্বায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি একজন ইস্তেহাযগ্রস্ত মহিলা। দীর্ঘদিন যাবত আমার রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না। এ সময় কি আমি নামায ত্যাগ করব? তিনি বলেনঃ এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। অতএব তোমার যখন হায়েযের নির্দারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (উযু করে) নামায আদায় করবে।

২৪৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَنَادٍ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي -

২৪৩। আল-কানাবী... হিশাম (রহ) যুহায়েরের সনদ ও অর্থে একই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন, যখন তোমার হায়েযের নির্দারিত সময় উপস্থিত হবে- তখন নামায ত্যাগ করবে। অতঃপর উক্ত সময় অতিবাহিত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (উযু করে) নামায আদায় করবে।

২৪৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأَهْرِيْقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْرَأَةً فَلْتَنْظُرَ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيْضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْيَوْمِ ثُمَّ لْتَدْعِ الصَّلَاةَ فِيْهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لْتُغْتَسِلَ ثُمَّ لْتَسْتَغْفِرَ بِتُوبٍ ثُمَّ تَصَلِّي -

২৮৪। মুসা ইবন ইসমাঈল... বুহাইয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে অপর এক মহিলা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি- যার হায়েযের গন্ডগোল তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে যে, রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি উক্ত মহিলাকে বল যে, ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্ধারিত যে দিনগুলিতে তার হায়েযের রক্ত প্রবাহিত হত- উক্ত দিনগুলিতে সে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড় বঁধে নামায আদায় করবে।

২৮৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَصْرِيُّانِ قَالَا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتْنَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسَلِيْ وَصَلِّيْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الْاَوْزَاعِيُّ فِيْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اسْتَحْيَضَتْ اُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسَلِيْ وَصَلِّيْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ الْاَوْزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذُئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَسَلِيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اسْحٰقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا هَذَا الْكَلَامَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ اِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ اَيْضًا اَمَرَهَا اَنْ تَدْعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَانِهَا وَهُوَ هُمْ مِّنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ شَبِيْهُ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِيْ زَادَ الْاَوْزَاعِيُّ فِيْ حَدِيثِهِ -

২৮৫। ইবন আবু আকীল— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) যিনি উম্মুহাতুল মুমিনীন যয়নব (রা)—র বোন ছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)—র স্ত্রী ছিলেন— তিনি একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত। অতএব তুমি গোসল করে নামায আদায় করবে।

হযরত আয়েশা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে— “যখন তোমার হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হবে— তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নামায আদায় করবে।”

আবু দাউদ (রহ) বলেন, উপরোক্ত কথা আ-আওয়াঈ (রহ) ব্যতীত ইমাম যুহরী (রহ)—এর আর কোন শাগরিদ বর্ণনা করেননি। এই হাদীছ যুহরীর সূত্রে আমার ইবনুল হারিছ, লাইছ, ইউনুছ, ইবন আবী য়েব, মামার, ইবরাহীম ইবন সাদ, সুলায়মান ইবন কাছীর, ইবন ইসহাক এবং সুফয়ান ইবন উয়ায়না প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরাও উপরোক্ত কথাটুকুর উল্লেখ করেননি।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে হাবীবা (রা)—কে নির্দেশ দেনঃ “তুমি তোমার হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে।”

২৮৬— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي بَنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيشٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاتَهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ— قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَنْ كَتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ ثَنَاهُ بِهٖ بَعْدُ حَفْظًا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ— قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتْ الطَّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلَتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وَقَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنْ دَمَهَا أَسْوَدُ

غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صَفْرَةً رَقِيقَةً فَأَنَّهُا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلَ وَلِتُصَلِّيَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلْتَ وَصَلْتَ - وَرَوَى سَمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَاضِ إِذَا مَدَّهَا الدَّمُ تَمَسَّكَ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ - وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةٌ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّيَ - قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا - وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ -

১৮৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না..... ফাতিমা বিন্তে আবু হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েযের রক্ত হল কালো রংয়ের। কাজেই যখন রক্তপ্রবাহের সময় কালো রং দেখা দিবে- তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে উযু করে নামায আদায় করবে। কেননা এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইবনুল মুছান্না বলেছেন- ইব্ন আবু আদী প্রথমে তাঁর কিতাব থেকে আমাদের নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি তাঁর স্মৃতি থেকেও আমাদের নিকট একইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্তে কায়েস (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হন..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

আনাস ইব্ন সীরীন..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেন, যখন মহিলাদের ঋতুস্রাবের পরিমাণ খুবই বেশী ও গাঢ় হবে, তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন পবিত্র অবস্থা দেখা যাবে, যদিও তা অল্প সময়ের জন্যও হয়, তখন গোসল করে নামায পড়তে হবে।

হযরত মাকহূল (রহ) বলেন, হায়েয সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের কিছুই অজানা নেই। হায়েযের রক্ত গাঢ় (কৃষ্ণ বর্ণের) হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত রং পরিবর্তিত হয়ে যখন পাতলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে- তখন বুঝতে হবে যে, সে ইস্তেহাযাগ্রস্ত। কাজেই তাকে গোসল করে নামায আদায় করতে হবে।

হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ— সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব (রহ) হতে ইন্তেহাযাঐন্ত মহিলাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাদের নির্ধারিত দিনে হায়েযের রক্ত দেখা দিবে; তখন তারা নামায পরিহার করবে। অতঃপর তা যখন বিদূরিত হবে তখন গোসল করে নামায আদায় করবে।

সুমাই প্রমুখ সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেছেন যে— সে হায়েযের কয়েকদিন নামায থেকে বিরত থাকবে। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রহ) ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াবের অনুরূপমত বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ বলেন, ইউনুস (রহ) আল-হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হায়েযগ্ন্ত মহিলার রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে সে হায়েযের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার পর এক বা দুই দিন নামায থেকে বিরত থাকবে। এরপর সে রক্তপ্রদরের রোগিণী গণ্য হবে।

আত-তায়মী (রহ) কাতাদার সূত্রে বলেন, হায়েযের সময়কালের পরে পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকবে।

আত-তায়মী আরও বলেন, আমি তা কমাতে কমাতে দুই দিনে এনেছি। অর্থাৎ হায়েযের সীমার অতিরিক্ত দুই দিনও হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে।

ইব্ন সীরীন (রহ)—কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহিলারাই অধিক অভিজ্ঞ।

২৮৭- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالَا نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عَمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأَخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعَتْ لَكَ الْكُرْسُفُ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلْجَمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخَذَنِي ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتَّجُّ ثَجًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأْمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ قَوَيْتَ بِهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحْيِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ثُمَّ اغْتَسَلِي حَتَّى إِذَا

رَأَيْتُ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَسَتَقَاتَ فَصَلِّ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا حَيْضُ النِّسَاءِ وَكَمَا يَطْهَرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُوَخَّرِي الظَّهْرَ وَتُعْجَلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ الصَّلَاتَيْنِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُوَخَّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعْجَلِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيَّ رَجُلٌ سَوَاءٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثَقَّةٌ - وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ -

১৮৭। যুহায়ের ইবন হারব— ইব্রাহীম থেকে তাঁর চাচা ইমরানের সূত্রে এবং তিনি তাঁর মাতা হুম্না বিন্তে জাহ্শ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী রক্তস্রাব হত। তখন আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবগত করাতে এবং তাঁর নিকট হতে সমাধান জ্ঞানতে আসি। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিন্তে জাহ্শের ঘরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি— ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আমার খুব অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়ে থাকে; এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই ঋতুস্রাব আমাকে নামায ও রোযা হতে বিরত রাখে। তিনি (স) বলেন, আমি তোমাকে কুরসুফ (তুলা) ব্যবহারের পরামর্শ দেই। কেননা তা রক্ত শোষণ করবে। তখন তিনি (মহিলা) বলেন, এর পরিমাণ তা হতেও বেশী (কাজেই তুলা দ্বারা তা বন্ধ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তবে তুমি এর উপর নেকড়া বাঁধবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তা থেকেও অধিক। তখন নবী করীম (স) বলেন, তা হলে এর উপর একটা কাপড় বেঁধে নিবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তার চাইতেও অধিক; বরং আমার রক্তস্রাব অত্যধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে দুইটি কাজ সম্পাদনের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। এর

যে কোন একটি সম্পন্ন করলেই চলবে। কাজ দু'টি সম্পাদন করতে তুমি সক্ষম কিনা তা তুমিই জান। তিনি (স) বলেন, এটা শয়তানের চক্রান্ত। কাজেই (১ম কাজ) তুমি প্রতি মাসে ছয় বা সাত দিনের জন্য তোমার হায়েযের নির্ধারিত দিন গণনা করবে, অতপর গোসল করবে এবং তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, তুমি উল্লেখিত দিনগুলি অতিক্রম করে পবিত্রতা অর্জন করেছ— তখন তুমি প্রত্যেক মাসের ২৩/২৪ দিন নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রত্যেক মাসে এরূপই করবে— যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জনের পর করে থাকে।

(২য় কাজ) যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে তুমি একই গোসলে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবে— এইরূপে যে, যুহরের শেষ সময়ে উক্ত নামায এবং আসরের প্রারম্ভিক সময়ে আসরের নামায পড়ে উভয় নামায একত্রে আদায় করবে। অতঃপর মাগরিবের নামায এর শেষ সময়ে এবং এশার নামায এর প্রথম সময়ে একই গোসলে পর্যায়ক্রমে আদায় করবে এবং একবার গোসল করে ফজরের নামায আদায় করবে।^১ বর্ণিত উপায়ে সম্ভব হলে— তুমি নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, এই দুইটি কাজের মধ্যে আমার নিকট শেষোক্তটি পছন্দনীয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমার ইব্ন ছাবিত থেকে ইব্ন আকীলের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুমনা (রা) বলেন, আমি বললাম, “এই দুটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে শেষোক্তটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” তিনি (ইব্ন আকীল) এটাকে মহানবী (স)—এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেননি, বরং হুমনা (রা)—র কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (রহ)—কে বলতে শুনেছি— হায়েয সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত ইব্ন আকীলের হাদীছের উপর আমার মন আশস্ত হতে পারছে না।

আবু দাউদ (রহ) আরও বলেন, আমার ইব্ন ছাবিত একজন রাফীযী, নিকৃষ্ট ব্যক্তি, কিন্তু হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ। তবে ছাবিত ইব্নুল মিকদাম বিশুদ্ধ রাবী। ইয়াহুইয়া ইব্ন মুঈন থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

১১. بَابُ مَا رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ مَكْلَةٍ

১১০. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ

১. এখানে পুনঃ পুনঃ গোসলেন কথা এজন্যই উল্লেখিত হয়েছে যে, বারবার গোসলে উক্ত মহিলার অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অন্যথায় এই হায়েযান্তে একবার গোসল করাই যথেষ্ট। উপরোক্ত হাদীছে এই মহিলার জন্য নবী করীম (স) ছয় বা সাত দিন “হায়েযের দিন” হিসাবে ধার্য করার কারণ এই যে, পূর্বে তার হায়েযের জন্য এরূপ দিন নির্ধারিত ছিল। —(অনুবাদক)

২৮৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ
خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَتَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ
سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عَرَقٌ فَاغْتَسِلِي
وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةٍ أَخْتَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ
جَحْشٍ حَتَّى تَغْلُو حَمْرَةَ الدِّمِّ الْمَاءِ.

২৮৮। ইবন আবু আকীল— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা ছিলেন এবং আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)—এর স্ত্রী ছিলেন— একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং একটি বিশেষ শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত। অতএব তুমি গোসলান্তে নামায আদায় করবে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁর বোন যয়নব বিনতে জাহ্শের হজরতে একটি বড় পাত্রে গোসল করতেন এবং পাত্রের পানিতে রক্তের রং—এর প্রাধান্য হত।

২৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عُبَيْسَةُ نَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي
عُمَرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

২৮৯। আহমাদ ইবন সালেহ— উম্মে হাবীবা (রা) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

২৯০- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ

لِكُلِّ صَلَوةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَبِمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي
حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ -

২৯০। ইয়াযীদ ইবন খালিদ—আয়েশা (রা) হতে এই হাদীছ বর্ণিত। এখানে রাবী বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। ইবন উয়ায়নার বর্ণিত হাদীছে এ কথার উল্লেখ নাইঃ “মহানবী (স) তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।”

২৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ثَنَى أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ
اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ أَيضًا قَالَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَوةٍ -

২৯১। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক—আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) ক্রমাগতভাবে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে গোসলের নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন। ইমাম আওযাই (রহ)-ও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর হাদীছে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বলেন, তিনি (উম্মে হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন।

২৯২- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اسْتَحْيَضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ
رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُرُوَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَحْيِضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَاقِ الْحَدِيثُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ
 الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ تَوَضَّعْتُ لِكُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ
 مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ -

২৯২। হান্নাদ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্তে জাহুশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় ইস্তেহাযাশস্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।^১

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন যযনব বিন্তে জাহুশ (রা) ইস্তেহাযাশস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আবদুস সামাদ (রহ) সুলায়মান ইব্ন কাছীর হতে বর্ণনা করেন। তাতে আছে: “তোমাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে।”

আবু দাউদ (রহ) বলেন, কিন্তু এটা আবদুস সামাদের অনুমান মাত্র এবং আবুল ওয়ালীদের রিওয়াযাতই যথার্থ (অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে)।

২৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ
 الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي
 سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصَلِّيَ - وَآخِرَتِي
 أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيئُهَا بَعْدَ الطَّهْرِ إِنَّمَا هِيَ أَوْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ أَوْ قَالَ
 عُرْقٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا قَالَ إِنَّ قَوِيَّتِ

১- ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ (রহ)-এর মতে ইস্তেহাযাশস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসলের প্রয়োজন নেই, উযু করলেই যথেষ্ট হবে। অন্যান্য সহীহ হাদীছে এর দলীল আছে। - (অনুবাদক)

فَاغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَإِلَّا فَاجْمَعِي كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَى
هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ -

২৯৩। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর--- আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনব বিন্তে আবু সালামা আমাকে বলেন যে, জনৈক মহিলা ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।

হযরত আবু সালামা আরো বলেন, উম্মে বাকর তাঁকে আরো বলেছেন- আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাগণ (হায়েয হতে) পবিত্রতার পর এমন জিনিস (রক্ত) দেখে থাকে- যা তাকে সন্দেহযুক্ত করে (প্রকৃতপক্ষে তা হায়েযের রক্ত নয়), বরং তা বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত; অথবা বিশেষ শিরাসমূহ হতে প্রবাহিত রক্ত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ইব্ন আকীলের বর্ণনাসূত্রে বলেন, নবী করীম (স) দুইটি কাজের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। (১) যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে, (২) অথবা একত্র করবে- অর্থাৎ যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে।

১১২. بَابُ مَنْ قَالَ تُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

১১২. অনুচ্ছেদঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার গোসল করা সম্পর্কে

২৭৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَى أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَحْيِضَتْ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ أَنْ تُعْجَلَ الْعَصْرُ وَتُؤَخَّرَ الظُّهْرُ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَإِنْ تَأَخَّرَ الْمَغْرِبُ وَتُعْجَلَ الْعِشَاءُ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ -

২৯৪। উবায়দুল্লাহ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় জনৈক মহিলা এস্তেহাযাখস্ত হলে তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে— সে যেন আসরের নামায তার প্রারম্ভিক সময়ে এবং যুহরের নামায তার শেষ সময়ে একই গোসলে আদায় করে। একই ভাবে সে যেন মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে এবং এশার নামায তার প্রারম্ভিক সময়ে একই গোসলে আদায় করে এবং ফজরের নামায আদায়ের জন্য একবার গোসল করে।

২৯৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ اسْتَحْيَضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَغْسِلُ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يَغْسِلُ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَمْرًا اسْتَحْيَضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ .

২৯৫। আবদুল আযীয— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিন্তে সুহায়েল (রা) ইস্তেহাযাখস্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তার জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী করীম (স) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন।

২৯৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ اسْتَحْيَضَتْ مِنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسَ فِي مَرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - قَالَ

أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْرَهَا أَنْ تَجْمَعَ
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ -

২৯৬। ওয়াহব ইবন বাকিয়া— আসমা বিন্তে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! ফাতিমা বিন্তে আবু হ্বায়েশ (রা) এত এত দিন অর্থাৎ সাত বছর যাবত ইস্তেহাযাগ্রস্ত। এজন্য তিনি নামায আদায় করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সুবহানান্নাহ! এতো শয়তানের ধৌকামাত্র। সে যেন একটি পানিপূর্ণ বাড় পাত্রের মধ্যে বসে এবং যখন সে পানির উপর হলুদ বর্ণ দেখতে পাবে— তখন যেন যুহর ও আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজরের নামায়ের জন্য একবার করে গোসল করে এবং এর মধ্যবর্তী সময়সমূহের জন্য উষু করে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুজাহিদ (রহ) ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে— প্রত্যেক নামায়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গোসল করা যখন তাঁর জন্য কষ্টদায়ক হল, তখন নবী করীম (স) তাঁকে দুই ওয়াস্তের নামায একত্রে আদায় করার নির্দেশ দেন।

১১২. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ

১১৩. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন সম্পর্কে

۲۹۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَنَا ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالَ نَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ وَتُصَوِّمُ وَتُصَلِّي -

২৯৭। মুহাম্মাদ ইবন জাফর— আদী ইবন ছাবেত (রহ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে— তারা হায়েযের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্রতার জন্য গোসল করে নামায আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামায়ের জন্য কেবলমাত্র উষু করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উছমান তাঁর বর্ণনায় রোযা ও নামায সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।

২৭৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ ثُمَّ اغْتَسَلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِي-

২৯৮। উছমান ইবন আবু শায়বা— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হ্বায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী তাঁর পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ পবিত্রতার জন্য একবার গোসল কর, পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করে নামায আদায় কর।

২৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مَسْكِينٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامٍ أَقْرَانِهَا -

২৯৯। আহমাদ ইবন সিনান— আয়েশা (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েযের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন নির্দারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করবে।

৩০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ نَا يَزِيدُ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا سَبَّاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ

عَلَى ضَعْفٍ حَدِيثٍ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَوةٍ فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو الْيُقْطَانَ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَّانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ حَدِيثِ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا حَدِيثَ
قَمِيرٍ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ -

৩০০। আহমাদ ইবন সিনান... আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আদী ইবন ছাবেত, আমাশ ও আইউবের হাদীছটি দুর্বল। আয়েশা (রা) হতে অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: প্রত্যেক নামাযের সময় উষু করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যহ একবার গোসল করতে হবে। হিশাম ইবন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতার সূত্রে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে- তাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উষু করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর বর্ণনামতে এই হাদীছের সনদ দুর্বল।

১১৬. بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ

১১৪. অনুচ্ছেদ: ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করবে

۳. ۱- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ

تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ وَتَوَضُّأً لِكُلِّ صَلَوةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَنْفَرَتْ بِثَوْبٍ -
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ
 وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
 ابْنَ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي حَدِيثٍ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَقَالَ مَالِكٌ أَنِّي لَأُظَنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ
 إِنَّمَا هُوَ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ مِسُورُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
 بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَيْدٍ الرَّحْمَانُ بْنُ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ فَقَلَّبَهَا
 النَّاسُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرٍ -

৩০১। আল-কানাবী— আল-কাকা এবং য়ায়েদ ইব্ন আসলাম (রহ) উভয়ই সুমায্যিকে
 হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসায্যাবের নিকট ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা
 করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত
 একবার গোসল করতে হবে (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়)। তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু
 করতে হবে। ইস্তেহাযার সময় অধিক রক্তস্রাব হলে স্ত্রীঅংগ নেকড়া দ্বারা মজবুত করে বেঁধে
 নিতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইব্ন উমার (রা) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত
 আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যহ দুপুরের সময় এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত
 একবার গোসল করতে হবে।

হযরত আয়েশা (রা) হতেও অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সেই বর্ণনায় “প্রত্যহ” শব্দটির
 উল্লেখ দেখা যায়।

রাবী মালিক (রহ) বলেন, ইব্নুল মুসায্যাবের হাদীছে আমার ধারণামতে “ظهر إلى ظهر” -এর
 পরিবর্তে “ظهر إلى ظهر” বাক্যটি হবে। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়্যারবু-এর বর্ণনায় “ظهر إلى ظهر”
 বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে “ظهر إلى ظهر” করেছে।

১১০. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ

১১৫. অনুচ্ছেদঃ দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে

৩.২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَعْقِلِ الْخُثْعَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ -

৩০২। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)..... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রত্যহ একবার গোসল করবে এবং তৈল ও ঘি মিশ্রিত বিশেষভাবে তৈরী নেকড়া লজ্জাস্থানে কুরসুপের পরিবর্তে ব্যবহারকরবে।^১

১১৬. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الْيَامِ

১১৬. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের কয়েকদিন পরপর গোসল করা সম্পর্কে

৩.৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الْيَامِ -

৩০৩। আল-কানাবী..... মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান (রহ) আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (রহ)-কে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তারা হায়েযকালীন সময়ে নামায ত্যাগ করবে। এরপর গোসল করে নামায পড়বে এবং কয়েকদিন পরপর গোসল করবে।

১১৭. بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

১১৭. অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে

৩.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ

১- ইস্তেহাযার রক্ত কম প্রবাহের জন্য সে যুগে আরবী মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ নেকড়া ব্যবহারের প্রচলন ছিল এবং দৈনিক একবার গোসলের উদ্দেশ্যেও একই। - (অনুবাদক)

دَمْ أَسْوَدُ يَعْرِفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّيْ
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَثَنَّا بِهِ ابْنُ عَدِي حَفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْعَلَاءِ وَشُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي
 جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي
 جَعْفَرٍ تَوَضَّاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ -

৩০৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না— ফাতিমা বিন্তে আবু হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েয়ের রক্তের পরিচিতি এই যে, তা কাল রং—এর হবে। যখন এই ধরনের রক্ত প্রবাহিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন অন্যরূপ রং দেখবে তখন উযু করে (গোসলাস্তে) নামায আদায় করবে। শোবা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে— তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে।

১১৮. بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

১১৮. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের উযু নষ্টের পর উযু করা সম্পর্কে

৩.৫ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا هُشَيْمٌ نَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ
 بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحْيَضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ
 أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ -

৩০৫। যিয়াদ ইবন আইউব— ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্তে জাহ্শ (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর হায়েয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকেন। অতঃপর ঐ সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকবে। একবার উযু করে এক ওয়াস্ত নামায আদায়ের পর যদি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়— তবে পরের ওয়াস্তের নামায আদায়ের পূর্বে পুনরায় উযু করবে।

৩.৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَّى اللَّيْثُ عَنْ
 رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَضُوءَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ

يُصَيِّبُهَا حَدَّثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ

৩০৬। আবদুল মালেক ইব্ন শূআয়ব— লাইছ (রহ) রবীআর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইস্তেহাযাশ্রুত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার প্রয়োজন নাই। তবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে যে সমস্ত কারণে উযু নষ্ট হয়— এরূপ কিছু হলে পুনরায় উযু করতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা মালিক ইব্ন আনাসেরও অভিमत।

১১৭. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ

১১৯. অনুচ্ছেদঃ রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং—এর রক্ত দেখা

৩.৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا -

৩০৭। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— উম্মুল হযায়েল উম্মে আতিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, রক্তস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জনের পর আমরা হলুদ ও মেটে রং—এর স্রাব দেখলে তাকে হায়েয হিসাবে গণনা করতাম না।

৩.৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَأَسْمُ زَوْجِهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -

৩০৮। মুসাদ্দাদ— মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহ) উম্মে আতিয়া (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উম্মে হযায়েল হলেন হাফসা বিনতে সীরীন। তাঁর পুত্রের নাম হযায়েল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান।

১২. بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

১২০. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে সংগম সম্পর্কে

৩.৯- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ مُعَلَّى ثِقَةٌ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَّا يَرَوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ -

৩০৯। ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ— আশ-শায়বানী ইক্রামা হতে বর্ণনা করেন। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সংগম করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী ইব্ন মুঈনের মতানুযায়ী এই হাদীছের অন্যতম রাবী মুজাল্লা ছিকা অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ) তাঁর নিকট হতে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি। কেননা তিনি নিজস্ব প্রজ্ঞা বা বিবেকের উপর আস্থাশীল ছিলেন।

৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ حَمَّةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا -

৩১০। আহমাদ ইব্ন আবু সুরায়জ— ইক্রামা (রহ) হামনা বিন্তে জাহাশ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকাবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সংগম করতেন।

১২১. بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النَّفْسَاءِ

১২১. অনুচ্ছেদঃ নিফাসের সময় সম্পর্কে

৩১১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مَسَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَعْدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى

وَجُوهَنَا الْوَرَسَ تَعْنِي مِنَ الْكَفِّ-

৩১১। আহমাদ ইবন ইউনুস— হযরত মুসসাহ (রহ) উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় নিফাসগ্রস্ত হওয়ার (অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্টের) পর মহিলারা চল্লিশ দিন রাত অপেক্ষা করতেন।^১ রাবী বলেন, আমরা আমাদের চেহারার কাল দাগ উঠাবার জন্য এক ধরনের ‘ওয়ারস’ নামীয় সুগন্ধ ঘাস ব্যবহার করতাম।

৩১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حَبِي نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَى الْأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةً قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمْرَةَ بْنَ جَنْدَبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَوَةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ لَا يَقْضِينَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِضَاءِ صَلَوَةِ النَّفَاسِ - قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي بْنُ حَاتِمٍ وَأَسْمُهَا مُسَّةٌ تُكْنَى أُمُّ بُسَّةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ-

৩১২। হাসান ইবন ইয়াহুয়া— কাছীর ইবন যিয়াদ মুসসাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদা হজ্জব্রত পালন করবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হযরত উম্মে সালামা (রা)—র নিকট উপস্থিত হই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি— হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইবন জুনদুব (রা) মহিলাদেরকে হায়েযকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উক্ত নামায কাযা করার প্রয়োজন নাই। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিবিগণের কেউ সন্তান ভূমিষ্টের পর নিফাসকালীন সময়ের চল্লিশ দিন নামায আদায় করা হতে বিরত থাকতেন এবং নবী করীম (স) তাঁদেরকে এ সময়ের কাযা নামায আদায় করার নির্দেশ দিতেননা।

১২২. بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ

১২২. অনুচ্ছেদঃ হায়েযের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে

১° সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের জন্য নিফাসের অবস্থা হতে পবিত্রতা অর্জনের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল— চল্লিশ দিন। নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নির্ধারিত নাই। কাজেই চল্লিশ দিনের পূর্বে যাদের পবিত্রতা অর্জিত হবে, তাদের গোসলান্তে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারও করতে পারবে।

-(অনুবাদক)

২১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحِيمٍ عَنْ أُمِّةٍ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أُمِّ رَأَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَاهَا لِي قَالَتْ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاحَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي وَكَانَتْ أَوَّلُ حِيْضَةٍ حَضَتْهَا قَالَتْ فَتَقَيَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفَسْتَ قُلْتُ نَعَمْ.. قَالَ فَاصْلَحِي مِنْ نَفْسِكَ ثُمَّ خَذَنِي أَنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحَنِي فِيهِ مَلْحًا ثُمَّ اغْسَلَنِي مَا أَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمَ ثُمَّ عُوْدِي لِمَرْكَبِكِ قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ رَضَخٍ لَنَا مِنَ الْفَيْ قَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَطْهَرُ مِنْ حِيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهْوَرِهَا مَلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يَجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ..

৩১৩। মুহাম্মাদ ইবন আমর... উমাইয়া বিন্তে আবুস সাল্ত (রহ) থেকে গিফার গোত্রের লায়লা নামীয় এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সফরের সময় আমাকে তাঁর উটের পিছনের দিকে বসান। রাবী বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত সফরের পর সাবাহ নামক স্থানে তাঁর উট বিশ্রামের জন্য বসান এবং এ সময় আমি আসন হতে অবতরণ করি এবং আসনের উপর আমার রক্ত দেখি। এটাই আমার জীবনের সর্ব প্রথম হয়েছে। রাবী বলেন, তখন আমি লজ্জিত অবস্থায় উটের আড়ালে গিয়ে অবস্থান করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে লজ্জিত অবস্থায় এবং উটের পিঠের আসনে রক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? সম্ভবতঃ তোমার হয়েছে হয়েছে। আমি বলি- হাঁ। তিনি আমাকে বলেন; তোমার লজ্জাস্থানে শক্তভাবে কাপড় বাঁধ এবং এক বদনা পানিতে কিছু পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করে উটের পিঠের রক্ত-রঞ্জিত আসনটি ধুয়ে ফেল। অতঃপর তোমার আসনে সমাসীন হও।

রাবী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খয়বর জয় করেন, তখন তিনি আমাদেরকে গণীমতের মালের কিছু অংশ দেন। রাবী (উমাইয়া) বলেন, উক্ত গিফার বংশীয় মহিলাটি যখনই হয়েছে রক্ত পরিষ্কার করতেন তখনই সেই পানির সংগে লবণ মিশ্রিত

করতেন এবং তিনি তার মৃত্যুকালে অন্যদেরকেও হায়েযের রক্ত পরিস্কার করার সময় পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করে ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে যান।

৩১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ أَحَدَانَا إِذَا طَهَرْتَ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَاءَ أُصُولَ شَعْرِهَا ثُمَّ تَقِيضُ عَلَى جِسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطْهَرُ بِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتَطْهَرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنَى عَنْهُ فَقُلْتُ لَهَا تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَارَ الدَّمِ -

৩১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— সাফিয়্যা বিন্তে শায়বা থেকে আয়েশা (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হতে চাইলে তা কিরূপে হবে। তিনি বলেন, পানির সাথে কুলপাতা মিশ্রিত করে প্রথমে উষু করবে অতপর মাথায় পানি দিয়ে তা এমনভাবে ঘর্ষণ করবে যেন পানি প্রতিটি চুলের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়। অতঃপর সমস্ত অংগে পানি দিবে। অতঃপর তুমি তোমার (রক্ত মিশ্রিত) কাপড়ের টুকরাটি পরিস্কার করবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা দিয়ে কিভাবে পরিস্কার করব? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)–এর উদ্দেশ্য বুঝেছি। তখন (আয়েশা) তাঁকে (আসমা–কে) বলি, লজ্জাস্থানের যে জায়গায় রক্ত লাগবে– তা ধৌত করে পরিস্কার করবে।

৩১৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لِهِنَّ مَعْرُوفًا قَالَتْ دَخَلْتُ أَمْرَأَةً مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَرِصَةً مُمْسَكَةً قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ فَرِصَةً وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُولُ قَرِصَةً -

৩১৫। মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ--- সাফিয়্যা বিন্তে শায়বা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনসার মহিলাদের প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁরা দীনের ব্যাপারে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করেন না। তাঁদের মধ্যেকার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে 'فَرِصَةٌ' শব্দের স্থলে 'رِصْمَةٌ' (সুগন্ধযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) ব্যবহৃত হয়েছে। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা 'فَرِصَةٌ' এবং আবুল আহওয়াস 'قَرِصَةٌ' শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দদ্বয়ের অর্থ পূর্বোক্ত শব্দের অনুরূপ।

৩১৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاسِعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَرِصَةٌ مُمَسَّكَةٌ فَقَالَتْ كَيْفَ اتَّطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتَرِي بِثَوْبٍ وَزَادَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ تَأْخُذِينَ مَا تَكُ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَابْلَغَهُ ثُمَّ تَصْبِيْنِ عَلَى رَأْسِكَ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلِكِيْنَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شَوْئُنَ رَأْسِكَ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلُنَّ عَنِ الدِّينِ وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ -

৩১৬। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয--- সাফিয়্যা বিন্তে শায়বা হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন। রাবী এই হাদীছের মধ্যে 'رِصْمَةٌ مُمَسَّكَةٌ' (সুগন্ধযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হযরত আসমা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, তা দিয়ে আমি কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী করীম (স) বলেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এরূপ বলে তিনি (স) লজ্জায় একটি কাপড় দ্বারা নিজেকে আড়াল করেন।

রাবী শোবা (রহ) আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আসমা তখন নবী করীম (স)-কে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেন, তুমি পানি নিয়ে লজ্জাহানসহ শরীরের অন্যান্য অংশ ভালভাবে পরিষ্কার করে ধৌত করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা এরূপভাবে ঘর্ষণ করবে যেন প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহিলারাই উত্তম। কেননা তাঁরা শরীআতের হুকুম আহকাম বুঝতে এবং দীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে আদৌ লজ্জাবোধ করেন না।

১২৩. بَابُ التَّيَمُّمِ

১২৩. অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম সম্পর্কে

৩১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأَنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قَلَادَةِ أَضْلَتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَاتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نَفِيلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدٌ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرِهِيهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكَ فِيهِ فَرْجًا -

৩১৭। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ... হিশাম ইবন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উসায়দ ইবন হুদায়েরের সাথে আরো কয়েকজনকে আয়েশা (রা)-র হারানো হার অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় তাঁরা বিনা উযুতে নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। এ সময় হযরত উসায়দ (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি মনঃক্ষুব্ধ হয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আপনার এবং গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন।^১

৩১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَتَبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصُّعَيْدِ

১- হযরত আয়েশা (রা)-এর হার হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর উপর অপবাদ দিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ রবুল আলামীন হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও গুণাবলী সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করেন এবং এই ঘটনার ফলশ্রুতিতেই তায়াম্মুমের আয়াতও নাযিল করে মুসলমানদেরকে বিশেষ অবস্থায় পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দান করে তাদের কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন। -(অনুবাদক)

لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وَجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلَّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبَاطِ مِنْ بَطُونِ أَيْدِيهِمْ -

৩১৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ— উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে আশ্মার (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করেন এবং এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। প্রথমে তাঁরা তাদের দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে মুখমন্ডল একবার মাসেহ করেন। অতঃপর পুনরায় দুই হাত মাটির উপর মেরে তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।

۳۱۹- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوُ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ التَّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التَّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبِ وَالْأَبَاطِ قَالَ ابْنُ الْأَثِيثِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ -

৩১৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ এবং আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব থেকে ইব্ন ওয়াহ্ব—এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি (আশ্মার) বলেন, একদা মুসলমানগণ তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে তাদের হাত মাটির উপর মারেন, তারা মাটি আকড়ে ধরেন নাই। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং এই হাদীছে বগল পর্যন্ত হাত মাসেহ করা সম্পর্কে উল্লেখ নাই। ইব্নুল লায়ছ বলেন, তাঁরা দুই হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করেন।

۳۲۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرَيْنِ قَالُوا نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَسَ بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عَقْدُ لَهَا مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءً عَقْدَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتَ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

ذَكَرَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَةً التَّطَهَّرَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ
 الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ
 رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى
 الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بَطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بَطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَبَاطِ زَادَ ابْنُ
 يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَحْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ - قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا
 ذَكَرَ يُونُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَارٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَ فِيهِ
 ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 اضْطَرَبَ فِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اضْطَرَبَ فِيهِ وَفِي
 سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ شَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمِعَهُ -

৩২০। মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ— ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর
 সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিকের অভিযান হতে
 প্রত্যাবর্তনের সময় “উলাতে জায়েশ” (যাতে জায়েশ অথবা বায়দা) নামক স্থানে রাতের শেষ
 প্রহরে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং এই সময় হযরত আয়েশা (রা) তাঁর (স) সাথে
 ছিলেন। এই স্থানে তাঁর হারটি যা ইয়ামনের তৈরী ছিল— হারানো যায়। সকলে তাঁর হারের
 অব্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন— এমন কি ফজরের নামাযের সময় উপনীত হয়। তাদের সাথে
 তখন উয়ু করার মত পানি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁর প্রাণপ্রিয়
 কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমার কারণে সকলে এখানে
 আটকা পড়েছে, অথচ কারও সাথে উয়ু করার মত পানিও নাই। এ সময় আল্লাহ রবুল আলামীন
 তার রাসূলের উপর পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে “রোখসতের” আয়াত যা ছিল উয়ুর পরিবর্তে
 বিশেষ অবস্থায় তায়াম্মুম করার নির্দেশ নাখিল করেন। এ সময় মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে তা তুলে তাদের মুখমন্ডল ও দুই
 হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন; তবে তারা হাত দিয়ে মাটি আকড়ে ধরেননি।
 ইব্ন শিহাবের বর্ণনামতে এই হাদীছ ফিকাহবিদ আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু

দাউদ (রহ) বলেন- ইবন ইস্হাক এই হাদীছটি সূত্র পরম্পরায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁরা দুইবার মাটির উপর হাত মারেন বলে উল্লেখ আছে।^১

৩২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُجْنِبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتِيمٌ قَالَ لَا وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ لَمَّاذَةٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَوَشَكُّوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَأَنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضُرُورَةٍ فَاجْتَنِبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَنَفَخَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَارٍ -

৩২১। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান... আমাশ থেকে শাকীকের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মুসা (রা)-এর সাথে একই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, হে আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ)। যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র হয় (গোসল ফরয হয়) এবং একমাস পর্যন্ত পানি না পায়- তবে সে কি তায়াম্মুম করতে পারবে? তিনি বলেন, না, যদিও সে একমাস পানি না পায়। তখন আবু মুসা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন- তাহলে সূরা মাইদার এই আয়াত- “পানি দূষ্যপ্য হলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা

১০ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর মতে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটিতে দুইবার হাত মারতে হবে। প্রথমাবস্থায় হাত মেরে তা দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ্ করবে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে- দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে। ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ)-এর মতে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটিতে মাত্র একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। - (অনুবাদক)

তায়াম্মুম করবে” –এর অর্থ কি? আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জুনুব (নাপাক) ব্যক্তিকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা অত্যধিক শীতের সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তখন আবু মুসা আল-আশআরী (রা) বলেন, আপনি কি এই কারণে তা অপছন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ। তখন আবু মুসা (রা) বলেন, আমার (রা) উমার (রা)–কে যা বলেছিলেন– তা কি আপনি অবগত আছেন? তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি কাজে প্রেরণ করেন। সে সময় আমি অপবিত্র হই, কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্য সেখানে পানি না পাওয়ায় আমি চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দেই। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করি। তিনি (স) বলেনঃ যদি তুমি এইরূপ করতে তবে তাই যথেষ্ট হত। অতঃপর তিনি (স) তাঁর দুই হাত মাটিতে মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, অতঃপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি তার মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। তখন তাঁকে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে অবহিত নন যে, উমার (রা) হযরত আমার (রা)–এর এই বক্তব্য গ্রহণ করেননি?

২২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا نَكُونُ أَصْلَى حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَارُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْأَيْلِ فَاصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذَّرَاعِ فَقَالَ عَمْرُ يَا عَمَارُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا فَقَالَ عَمْرُ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَوَلَّيْتُكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتُ -

৩২২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর... আবদুল মালিক থেকে আবদুর রহমান ইব্ন আবযার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রা)–এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে এক ব্যক্তি হাযির হয় এবং বলে– আমরা কোন কোন সময় এক-দুই মাস পর্যন্ত পানিবিহীন স্থানে (নাপাক অবস্থায়) অবস্থান করি (এমতাবস্থায় করণীয় কি)। হযরত উমার (রা) বলেন, পানি না পাওয়া পর্যন্ত আমি নামায হতে বিরত থাকি। রাবী বর্ণনা করেন, তখন হযরত আমার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নাই, যখন আমি এবং আপনি

উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়েই 'জুনুব' (অপবিত্র) হই। এ সময় আমি পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাথির হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। তিনি (স) বলেন, এরূপ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হত এবং একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটিতে মারেন। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে উভয় হাত দিয়ে মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন। তখন উমার (রা) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। আমার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি চান- তবে তা আর কোন দিন উল্লেখ করব না। উমার (রা) বলেন, এরূপ কখনই নয়; বরং তুমি চাইলে আমি তা প্রচারের জন্য তোমাকে সুযোগ করে দেব।

৩২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصُ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالزَّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ -

৩২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা- ইবন আব্বা (রহ) আমার ইবন ইয়াসির (রা) হতে এই হাদীছের মধ্যে বলেন, তখন তিনি (স) বলেনঃ হে আমার! এরূপ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারেন। অতঃপর তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মারেন, অতপর স্বীয় চেহারা মোবারক ও উভয় হাতের অর্ধেক অর্থাৎ কজি পর্যন্ত মাসেহ করেন এবং একবার মাটিতে হাত স্পর্শ করায় কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা যায়নি।

৩২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ بِهِذِهِ الْقِصَّةُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى لَأَرْضٍ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ قَالَ لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ -

৩২৪। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার— আবদুর রহমান ইব্ন আব্বা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আম্মার (রা)—এর সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ করেন।

এই বর্ণনায় রাবী সালামা (রহ) সন্দেহে পতিত হয়ে বলেন— নবী করীম (স) উভয় হাতের কজি না কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেছিলেন তা আমার শ্রবণ নাই।

৩২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الْأَعْوَرَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ الذَّرَاعَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذَّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ -

৩২৫। আলী ইব্ন সাহল— শোবা (রহ) এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আম্মার) বলেন, অতঃপর তিনি (স) তাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত অথবা বাহু পর্যন্ত মাসেহ করেন। শোবা বলেন, সালামা বলতেন, কজিদ্বয়, মুখমন্ডল ও বাহুদ্বয়ে হাত ফিরান। অতএব মানসুর তাঁকে একদিন বলেন, তুমি কি বলছ তা বুঝে নেন বল। কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ বাহুদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেননি।

৩২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ إِلَى الْأَرْضِ وَتَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ وَسَاقِ الْحَدِيثِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ أَلَا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفَخْ - وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَضْرَبَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ -

৩২৬। মুসাদ্দাদ— আবদুর রহমান ইব্ন আব্বা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আম্মার (রা)—এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তোমার দুই হাত মাটিতে মারতে, অতঃপর তার সাহায্যে তোমার মুখমন্ডল ও দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ

করতে। হাদীছের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ শোবা (রহ) হুসায়নের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনামতে নবী করীম (স) নিজের হাতে ফুঁ দিয়েছেন বলে উল্লেখ নাই এবং হাকামের সূত্রে যে বর্ণিত আছে তাতে উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) উভয় হাত মাটিতে মারার পর তাতে ফুঁ দিয়েছেন।

৩২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيْمَمِ فَأَمَرَنِي بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ -

৩২৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল... আবদুর রহমান ইবন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আশ্কার ইবন ইয়াসির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাত মেরে হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে।

৩২৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةَ عَنِ التَّيْمَمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -

৩২৮। মুসা ইবন ইসমাঈল... আবদুর রহমান ইবন আবযা থেকে আশ্কার ইবন ইয়াসির (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে।

১২৪. بَابُ التَّيْمَمِ فِي الْحَضَرِ

১২৪. অনুচ্ছেদঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা

৩২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَّى أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَمَزٍ عَنْ عَمِيرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ
أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْرٍ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ
بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

৩২৯। আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব... আবদুর রহমান ইব্ন হুরমূয (রহ) উমায়েরকে বলতে
শুনেছেন। তিনি বলেন- আমি এবং হযরত মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ
ইব্ন ইয়াসারসহ আলী ইব্নুল জুহায়েম-এর বাড়িতে যাই। তখন আবু জুহায়েম (রা) বলেন,
একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থিত জামাল নামীয় কূপের দিক
হতে আগমন করেন। তখন তাঁর (স) সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হওয়ায় সে তাঁকে (স) সালাম
দেয়। নবী করীম (স) তার সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট যান এবং স্বীয়
হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাসেহ করে। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন। (অর্থাৎ
অপবিত্রাবস্থায় সালামের জবাব দান হতে বিরত রয়েছেন এবং তায়াম্মুমের পর পবিত্র হয়ে
সালামের জবাব দিয়েছেন)।

৩৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ
نَا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ
حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَكَّةٍ مِنَ السَّكِّ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السَّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ
وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ
السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهَرٍ - قَالَ
أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي
التَّيَمُّمِ قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَتَابِعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ
عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ -

৩৩০। আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম— মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবেত থেকে নাফে—এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)—এর সাথে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ইব্ন আব্বাস (রা)—এর নিকট যাই। অতঃপর তিনি (ইব্ন উমার) তাঁর কাজ সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন ইব্ন উমার (রা) যা বর্ণনা করেন— তা নিম্নরূপঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে মদীনার কোন এক রাস্তায় যাচ্ছিল। তখন তিনি (স) পেশাব অথবা পায়খানা সেরে বের হয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দেননি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি যখন রাস্তার অন্তরালে চলে যায়, তখন তিনি (স) তাঁর দুই হাত দেয়ালের উপর মেরে তার সাহায্যে নিজের চেহারা মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার দেয়ালে হাত মেরে তাঁর দুই হাত মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি লোকটির সালামের জবাব দেন এবং বলেনঃ আমি অপবিত্র থাকার কারণে তোমার সালামের জবাব দেই নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)—কে বলতে শুনেছি— মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবেত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন দাসাহ বলেন, আবু দাউদ বলেছেন, কেউই মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবিতের অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (স)—এর দু'বার হাত মারা নকল করেনি, বরং তা ইব্ন উমার (রা)—র আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩৩১- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُوسِيُّ أَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ قَالَ إِنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بَيْتٍ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْغَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْغَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ-

৩৩১। জাফর ইব্ন মুসাফির— হযরত নাফে (রহ) থেকে ইব্ন উমার (রা)—এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হওয়ার পর ‘জামাল কূপের’ নিকট এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দেন নি। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে তার উপর হাত রাখেন এবং স্বীয় মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন।

১২০. بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে

৩৩২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَبَدُ فِيهَا فَبَدَتْ إِلَى الرَّبْذَةِ فَكَانَتْ تُصَيِّبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمَكْتُ الْخُمْسَ وَالسَّتْ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَسَكَتَ فَقَالَ ثَكَلْتُكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لَأُمِّكَ الْوَيْلُ فَدَعَالِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بَعْسٍ فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرْتَنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَانَنِي الْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَأَذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسْهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَنِيمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ -

৩৩২। আমার ইবন আওন... আমার ইবন বুজ্জদান থেকে আবু যার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গনীমতের মাল (বকরীর পাল) জমায়েত হয়। তিনি (স) বলেন, হে আবু যার! তুমি এগুলো মাঠে নিয়ে যাও। তখন আমি সেগুলিকে রাবাযা নামক স্থানে নিয়ে যাই। সেখানে আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় সেখানে আমি ৫/৬ দিন (গোসল ব্যতীত) অবস্থান করি। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রত্যাবর্তন করি। তখন তিনি (স) আমাকে বলেনঃ হে আবু যার! এ সময় আমি (লজ্জায়) নিচুপ থাকি। তিনি পুনরায় বলেনঃ তোমার মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক এবং তোমার মাতার জন্য আফসোস। তিনি (স) সাওদা নাসী দাসীকে ডেকে পানি আনার নির্দেশ দেন। সে পানি ভর্তি একটি বড় পাত্র আমার সম্মুখে হাথির করে এবং সে একটি কাপড়ের পর্দার দ্বারা একদিকে আমাকে আঁড়াল করে এবং অপর দিকে আমি উটের পিঠের আসন রেখে পর্দা করি। অতঃপর আমি গোসল করি। এ সময় আমার মনে হয় যেন আমার কাঁধ হতে একটি পর্বত পরিমাণ বোঝা অপসারণ করলাম। নবী করীম (স) বলেনঃ পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য (পানির দুষ্প্রাপ্যতার সময়) পানির সমতুল্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্যে)। যদি দশ

বৎসরকালও পানি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে এ সময় পবিত্রতা অর্জনে পাক মাটিই যথেষ্ট। অতঃপর যখন পানি পাবে, তখন গোসল করবে। কেননা এটাই উত্তম ব্যবস্থা।

৩৩৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهَمَّنِي دِينِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي أَجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَيَغْنَمَ فَقَالَ لِي اشْرَبْ مِنَ الْبَانِهَا وَأَشْكُ فِي أَبْوَالِهَا فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْزَبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتُصَيِّبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِنِيرٍ طَهُورٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الشَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو ذَرٍّ فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزَبُ مِنَ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتُصَيِّبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُورٍ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضَّخُ مَا هُوَ بِمَلَانٍ فَتَسْتَرْتُ إِلَى بَعِيرٍ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَادَّا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَةً جَلْدَكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ - رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلَّا حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ -

৩৩৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল... আবু কিলাবা থেকে বনী আমরের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর তা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। আমি হযরত আবু যার (রা)-এর নিকট যাই। তিনি বলেন- মদীনায যাওয়ার পর আমি সেখানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে উট ও বকরীর পাল চরানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন, তুমি এর দুধ পান করবে। পেশাব পানের ব্যাপারে নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা জানা নাই। আবু যার (রা) বলেন, আমি পানি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতাম এবং এ সময় আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়াই নামায আদায় করি।

অতঃপর আমি দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি একদল সাহাবীর সাথে মসজিদের পাশে আলাপে রত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ হে আবু যার। আমি বলি— ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির এবং আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? আমি বলি— আমি পানি হতে অনেক দূরে ছিলাম এবং আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকেই নামায আদায় করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দেন। সাওদা নান্নী দাসী আমার জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র আনে। আমি উটকে আঁড়াল করে গোসল করি। অতঃপর তাঁর নিকট আসি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে আবু যার। নিশ্চয়ই পাক মাটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট, যদি তুমি দশ বৎসর পর্যন্তও পানি না পাও। অতঃপর যখন তুমি পানি পাবে, তখন তোমার শরীর পরিষ্কার করবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ (রহ) আইউবের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পেশাব পানের কথা উল্লেখ নাই এবং তা সহীহ নয়। আনাস (রা) হতেই কেবলমাত্র পেশাব সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছ কেবলমাত্র বসরার অধিবাসীরাই বর্ণনা করে থাকেন।

১২৬. بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنْبُ الْبَرْدَ اَيْتِمَمَ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ নাপাক অবস্থায় ঠান্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা

৩২৬- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ أَنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ أَنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حَذَافَةَ وَلَيْسَ هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ -

৩৩৪। ইবনুল মুহান্না— আবদুর রহমান ইবনুজ-জুবায়ের থেকে আমার ইবনুল আস্ (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের নামায আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সংগী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ হে আমার! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সংগে নামায আদায় করলে? আমি তাঁকে আমার গোসল করার অসমর্থতার কথা জ্ঞাপন করলাম এং আরো বললাম, আমি আল্লাহ তাআলাকে বলতে শুনেছিঃ “তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান”—(সূরা নিসাঃ ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন।

৩৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ فِيهِ فَيَتَيَمَّمُ -

৩৩৫। মুহাম্মাদ ইবন সালামা— আবদুর রহমান ইবন জুবায়ের থেকে আবু কায়েসের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইবনুল আস (রা) কোন এক যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি (ইবন লাহীআ) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আমার ইবনুল আস (রা) স্বপ্নদোষ হওয়ার পর প্রথমতঃ তাঁর রানের দুই পার্শ্ব ধুয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য উযু করে নামায আদায় করেন। বর্ণনায় এইরূপ উক্ত আছে এবং এখানে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত ঘটনা ইমাম আওযাঈ (রহ) হতেও বর্ণিত আছে এবং তাতে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ আছে।

১২৭. بَابُ الْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মুম করতে পারে

৩৩৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَنَا حَجْرٌ فَتَجَّهَ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمِمْ قَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعَصِرَ أَوْ يَعَصِبَ شَكُّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ -

৩৩৬। মুসা ইবন আবদুর রহমান— আতা (রহ) থেকে জাবের (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে জখম হয়। এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তাঁরা বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করলেন (তিনি রাগান্বিতভাবে এরূপ উক্তি করেন)। যখন তারা অবগত ছিল না—তখন জিজ্ঞাসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হল জিজ্ঞাসা করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হত। তার আহত স্থানে ব্যাভেজ করে তার উপর মাসেহ করলেই চলত এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই হত।

৩৩৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي لِأَزْدَاعِي أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأَمَرَ بِالْأَغْتِسَالِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ -

৩৩৭। নাসর ইবন আসিম-- আতা (রহ) থেকে ইবন আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় এক ব্যক্তি আহত হয়। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে বলা হয়। ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেনঃ তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞাসা করা নয় কি?

১২৮. بَابُ الْمَتَيْعِمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে

২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْشَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْأُضْوَاءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزَاتِكَ صَلَوَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْشَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ -

৩৩৮। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক-- আতা (রহ) থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় উপনীত হওয়ায় তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন উযু করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সূরাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে

ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেনঃ তুমি দিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছ।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছটি আতা ইব্ন ইয়াসার (রা)-র সূত্রেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণিত আছে। আবু দাউদ আরও বলেন, এ হাদীছে আবু সাঈদ (রা)-র উল্লেখ সংরক্ষিত নয়, বরং এটা মুরসাল হাদীছ।

৩৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

৩৩৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা— আবু আবদুল্লাহ (রহ) থেকে আতা ইব্ন ইয়াসার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দুইজন সফরে যান। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১২৭. بَابُ فِي الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদঃ জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে

৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ اتَّحَتَّسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ الْوُضُوءُ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ -

৩৪০। আবু তাওবা আর-রবী ইব্ন নাফে— আবদুর রহমান (রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আবু সালামাকে অবহিত করেন যে, একদিন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর খুত্বা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। উমার (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, জুমুআর নামাযের জন্য সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কিসে তোমাকে বাধা দিল? আগন্তুক (হযরত উছমান) বিনয়ের সাথে বলেন, নামাযের জন্য সঠিক সময়ে আগমনে আমাকে কিছু বাধা দেয়নি। আমি আযান শুনার পর উযু করে আসতে যতটুকু

বিলম্ব হয়েছে। হযরত উমার (রা) বলেন, তুমি কি কেবল উযুই করেছ? তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুননিঃ “যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামায আদায়ের ইরাদা করবে সে যেন গোসল করে।”

৩৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَطِمٍ-

৩৪১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— হযরত আতা (রহ) থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন অর্থাৎ স্নাত।

৩৪২- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيِّ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مُحْتَطِمٍ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْفُسْلُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اجْتَنَبَ -

৩৪২। ইয়াযীদ ইবন খালিদ— হযরত হাফসা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য গমন করবে তার জন্য গোসল করা প্রয়োজন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, কোন নাপাক ব্যক্তি যদি জুমুআর দিনের সুবহে সাদেকের পর গোসল করে তবে ঐ গোসলই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৩৪৩- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ كَانَ عَنْدهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَةٍ أَتَى قَبْلَهَا - قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَةَ بَعْشَرَ أَمْثَالِهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدَ بْنِ سَلَمَةَ أَمَّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩৪৩। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ও মুসা ইব্ন ইসমাঈল— আবু সালামা ও আবু উমামা থেকে আবু সাঈদ (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে যদি তার নিকট থাকে— অতঃপর জুমুআর নামাযে আসে এবং অন্য মুসল্লীদের গায়ের উপর দিয়ে টপুকে সামনের দিকে না যায়, নির্ধারিত নামায আদায় করে, অতঃপর ইমাম খুত্বার জন্য বের হওয়ার পর হতে নামায সমাপ্তি পর্যন্ত চুপ করে থাকে— তবে তার এই আমল পূর্ববর্তী জুমুআর দিন হতে পরের জুমুআর দিন পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহর জন্য কাফ্ফারা হবে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো অতিরিক্ত তিন দিনের সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হবে। তিনি আরো বলেন, একটি ভাল কাজের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ ছোয়াব দান করা হবে।

৩৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَّجِ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُلَيْمِ الزَّرَاقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسَّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدِرَ لَهُ إِلَّا أَنْ بُكِّرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّحْمَانَ وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ -

৩৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা— আবদুর রহমান ইব্ন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন। তাছাড়া মিসওয়াক করা এবং সাধ্যানুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করাও কর্তব্য। কিন্তু রাবী বুকায়ের সনদের মধ্যে আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন নি; এবং রাবী সুগন্ধি দ্রব্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'যদিও মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি দ্রব্য হয়' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।^১

৩৪৫— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ ثَنَا حَبِيبُ بْنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حُسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا -

৩৪৫। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতেম— আওস ইব্ন আওস আছ-ছাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করাবে (জুমুআর নামাযের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাকেও গোসল করাবে) এবং নিজেও গোসল করবে অথবা সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা ভালরূপে গোসল করবে, অতঃপর সকাল-সকাল মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে খুত্বা শুনেবে এবং যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত থাকবে তার মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সূন্নাত হিসাবে পরিগণিত হবে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ এক বছরের দিনের রোযা এবং রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের ছওয়াবের সমতুল্য হবে।

৩৪৬— حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْوَيْثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَالٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ -

১। মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী সুগন্ধি দ্রব্য পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা মাকরুহ। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তার রং উজ্জ্বল কিন্তু সূক্ষ্ম। বেনী সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া, অথবা অন্য পুরুষের সামনে যাওয়া মাকরুহ। - (অনুবাদক)

৩৪৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— আওস আছ-ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মাথা ধৌত করে এবং গোসল করে —পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

৩৪৭— حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّانِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ امْرَأَتُهُ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَيْسَ مِنْ صَالِحِ
ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا
وَمَنْ لَنَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظَهْرًا -

৩৪৭। ইব্ন আবু আকীল— আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে (যদি নিজের না থাকে), অতঃপর উত্তম বস্ত্র পরিধান করে মসজিদে এসে অন্যের ঘাড় উপকিয়ে সামনে না যাবে এবং ইমামের খুত্বা পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকবে—তার এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ পর্যন্ত সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
অপর পক্ষে যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য মসজিদে উপনীত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হবে এবং মানুষের ঘাড় উপকিয়ে সামনে যাবে সে (জুমুআর নামাযের ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে এবং) কেবলমাত্র যুহরের নামায আদায়ের সম-পরিমাণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

৩৪৮— حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ
شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ
الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ -

৩৪৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আবদুল্লাহ ইব্নুয়-যুবায়ের (রা) থেকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) তাঁকে (ইব্ন যুবায়ের) বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চারটি কাজের জন্য গোসল করতেন— স্ত্রী সহবাসের পর, জুমুআর দিন, শিংগা লাগানোর

পর এবং মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পর (তা ছাড়াও তিনি ইহ্রাম, কা'বায় প্রবেশের পূর্বে ও অন্যান্য কাজের জন্যও গোসল করতেন।)।

৩৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ نَا مَرْوَانَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ قَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ -

৩৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ— আলী ইব্ন হাওসাব (রহ) বলেন, আমি মাকহুলকে 'গাসসালা ও ইগতাসালা' শব্দ দুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'গাসসালা' শব্দের দ্বারা মাথা ধৌত করা এবং 'ইগতাসালা' শব্দের দ্বারা সর্বাংগ উত্তমরূপে ধৌত করা বুঝানো হয়েছে।

৩৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَا أَبُو مُسْهَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْلِهِ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ -

৩৫০। মুহাম্মাদ ইব্নুল ওয়ালীদ— আবু মুসহির-সাইদ হতে গাসসালা ও ইগতাসালা শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ণনা করেছেন। সাইদ বলেন, গাসসালা শব্দের অর্থ মাথা ধৌত করা এবং ইগতাসালা শব্দের অর্থ সমস্ত শরীর ধৌত করা।

৩৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَأَحَ فَكَانَ قَرَبَ بَدَنَةٍ وَمَنْ رَأَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ قَرَبَ بَقَرَةٍ وَمَنْ رَأَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ قَرَبَ كَبِشَاءٍ أَقْرَنَ وَمَنْ رَأَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ قَرَبَ دَجَاجَةٍ وَمَنْ رَأَحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ قَرَبَ بَيْضَةٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ -

৩৫১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকীর গোসলের অনুরূপ গোসল করে সর্বপ্রথমে নামাযের জন্য মসজিদে আসবে সে একটি উট সদৃশ করার সমান ছওয়াব পাবে। পরে যে ব্যক্তি আসবে সে একটি গাভী সদৃশ করার সমান ছওয়াব পাবে। তারপরে আগমনকারী ব্যক্তি একটি উত্তম দুধা সদৃশ করার সমান ছওয়াব পাবে এবং অবশেষে যে ব্যক্তি আসবে সে একটি মুরগী সদৃশ করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর পঞ্চম নম্বরে আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম

সদকা করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম খুত্বার জন্য বের হলে ফেরেশতারা দফতর বন্ধ করে মিশরের নিকটবর্তী হয়ে খুত্বা শুনে থাকে।^১

১৩. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১৩০. অনুচ্ছেদঃ জুম্মা'র দিন গোসল না করা সম্পর্কে

৩৫২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مَهَانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهِيَاتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ -

৩৫২। মুসাদ্দাদ— আমরা (রহ) থেকে আয়শা (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মসজিদে যেত। তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সঃ বললেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।

৩৫৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَّاحٌ أَذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاعْتَسِلُوا وَلَيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطَبِيبِهِ - قَالَ ابْنُ

১। ইমাম সাহেব খুত্বার জন্য দভায়মান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা মসজিদে আগমন করে, তাদের নাম ফেরেশতারা দফতরে লিপিবদ্ধ করে থাকেন এবং তাদের জন্য বেশী ছওয়াবের ব্যবস্থা আছে। - (অনুবাদক)

عَبَّاسٌ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ وَلَيْسُوا غَيْرَ الصَّوْفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَسِعَ
مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ -

৩৫৩। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসলামাঃ--- আমার থেকে ইকরামা (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে ইবন আব্বাস! আপনার মতে কি জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব? তিনি বলেন- না, কিন্তু গোসল করা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম কাজ- যে ব্যক্তি তা করে। এবং যে ব্যক্তি তা করে না- তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিবৃত্ত বলব। অতঃপর তিনি বলেন- ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম- এমন কি বোঝা বহনের কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই কষ্ট অনুভব করছে। নবী করীম (স) নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেনঃ “হে লোকসকল! যখন এই (জুমুআর) দিন আসবে তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে”।

অতঃপর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ রবুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় পরিধান ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ইতিপূর্বে তারা ঘর্মান্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূরীভূত হয়।

۳۵۴- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ
أَفْضَلُ -

৩৫৪। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী--- হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করবে, সে যেন সুনাতের উপর আমল এবং উত্তম কাজ করল। কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে- তা তার জন্য সর্বোত্তম হবে।

পারহ ৩ ৩য় পারা

১২১. بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ قِيُومَرُ بِالْغُسْلِ

১৩১. অনুচ্ছেদঃ ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা

৩৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا سَفْيَانُ بْنُ الْأَعْرُ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ

حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ
الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ -

৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর... খলীফা ইব্ন হুসায়েন থেকে তাঁর দাদা কায়েস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে হাযির হলে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দেন।

৩৫৬- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ
عُثَيْمِ بْنِ كَلِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ
أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ يَقُولُ إِحْلُقْ قَالَ
وَأَخْبَرَنِي أَخْرُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ مَعَهُ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ
الْكُفْرِ وَاخْتَتِنَ -

৩৫৬। মাখলাদ ইব্ন খালিদ... উছায়েম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। নবী করীম (স) তাঁকে বলেনঃ তুমি তোমার দেহ হতে কুফরী যুগের চিহ্ন ফেলেদাও।

রাবী বলেন, অপর একজন বর্ণনাকারী আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় অপর সাথীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেনঃ তুমি তোমার শরীর হতে কুফরী যুগের নিদর্শন ফেলে দাও এবং খাতনা কর।

১৩২. بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبِسُهُ فِي حَيْضِهَا

১৩২. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবে

৩৫৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أُمُّ الْحَسَنِ يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ مَعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمَ قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ أَثَرُهُ فَلْتَغْيِرَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ صَفْرَةٍ قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حَيْضٍ جَمِيعًا لَّا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا -

৩৫৭। আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম--- মুআযাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে হায়েযের রক্তমাখা কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা ধৌত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি বস্ত্র হতে রক্তের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয় তবে ধৌত করার ফলে তা হাল্কা রং হলেই চলবে।

আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পরপর তিনটি হায়েযের কাল অতিক্রান্ত করি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি আমার হায়েযকালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করিনি।^১

৩৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي بَنَ مُسْلِمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِأَحَدِنَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّنْ دَمٍ بَلَّتَهُ بِرَبْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرَبْقِهَا -

৩৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর--- মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবিদের মাত্র একখানি করে পরিধেয় বস্ত্র ছিল। হায়েযের সময়

১। স্ত্রীলোকদের হায়েযকালীন সময়ে পরিহিত বস্ত্রে যদি রক্ত লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। অপরপক্ষে সতর্কতার সাথে থাকার ফলে পরিধেয় বস্ত্রে যদি আদৌ রক্ত না লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

- (অনুবাদক)

তা-ই (আমাদের) পরিধানে থাকত। অতঃপর তাতে যদি রক্তের দাগ দেখা যেত, তখন আমরা মুখের একটু থুথু দিয়ে তা ঘষে রক্তের দাগ উঠিয়ে ফেলতাম।

৩৫৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا بَكَارُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي جَدَّتِي قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا أَمْرًا مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ يُصَيِّبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَبَّثُ أَحَدَنَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطَهَّرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَاهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ أَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ أَحَدَنَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفَنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ فَإِذَا رَأَتْ الْبَلْلَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ دَلَّكَ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا -

৩৫৯। ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম..... বাকর ইবন ইয়াহুয়া থেকে তাঁর দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-র নিকট যাই। তখন তাঁকে এক কুরাইশ মহিলা হায়েযকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমরা যখন হায়েযগ্রস্ত হতাম- তখন আমরা যে বস্ত্র পরিধান করতাম, পবিত্রতা অর্জনের পর তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখতাম যে, তাতে কোন রক্ত লেগেছে কিনা। যদি তাতে রক্ত লাগত-তবে তা ধৌত করার পর ঐ কাপড়েই নামায আদায় করতাম। আর কাপড়ে যদি রক্তের চিহ্ন না থাকত তবে তা ধৌত করার প্রয়োজন মনে করতাম না। এরূপ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কোন সময় নিষেধ করেননি।

উম্মে সালামা (রা) আরো বলেন, হায়েযকালীন আমাদের কারো কারো চুল খোপা বাঁধা অবস্থায় থাকত। হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জনের পরেও তারা গোসলের সময় তা খুলত না, বরং মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে যখন দেখত যে, প্রতিটি চুলের গোড়ায় ভালভাবে পানি পৌঁছেছে- তখন তা ঘর্ষণ করত, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে উত্তমরূপে গোসল করত।

৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُذَرِّ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ احْدَانًا بِثَوْبِهَا اِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ اتَّصَلَى فِيهِ قَالَ تَنْظُرُ فَاِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصُهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحَ مَاءً تَرَى وَلْتَصِلَ فِيهِ ۔

৩৬০। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ... আস্মা বিন্তে আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি যে, হয়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত সময়ের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করতে পারবে কি? তিনি (স) বলেনঃ তাতে রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে তাতে সামান্য পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর তা পরিধান করে নামায আদায় করবে।

٣٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُذَرِّ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَيْتَ احْدَانًا اِذَا اَصَابَ ثَوْبُهَا الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ اِذَا اَصَابَ احْدَاكُنَّ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصُهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالمَاءِ ثُمَّ لْتَصِلَ ۔

৩৬১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা... আস্মা বিন্তে আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কারো কাপড় ও পরিধেয় বস্ত্রে যদি হয়েযের রক্ত লাগে-তবে সে কি করবে? তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কারো পরিধেয় বস্ত্রে রক্ত লাগলে প্রথমে তা খুঁচে তুলে ফেলবে অতঃপর পানি দিয়ে ধৌত করার পর তা পরিধান করেই নামায আদায় করবে।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثنا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي بَنَ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالًا حَتَّىهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ ۔

৩৬২। মুসাদ্দাদ— হাম্মাদ ইবন সালামা—হিশাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, প্রথমে তা (রক্ত) খুঁচিয়ে তুলে ফেলবে, অতঃপর তা পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে ধৌত করবে।

৩৬৩। মুসাদ্দাদ— আদী ইবন দীনার (রহ) থেকে বর্ণিত। উম্মে কায়েস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েযের রক্ত কাপড় লাগলে কি করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করি। তিনি (স) বলেনঃ প্রথমে একখন্ড কাঠ দিয়ে তা খুঁচবে অতঃপর কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধৌত করবে।

৩৬৪। আন-নুফায়লী— আতা (রহ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের প্রত্যেকের গায়ে দেওয়ার জন্য মাত্র একটি করে জামা ছিল। তা পরিধান করা অবস্থায় আমরা হায়েযগ্রস্ত এবং অপবিত্র হতাম। অতঃপর তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলে তাতে থুথু দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতাম।

৩৬৫। মুসাদ্দাদ— হাম্মাদ ইবন সালামা—হিশাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, প্রথমে তা (রক্ত) খুঁচিয়ে তুলে ফেলবে, অতঃপর তা পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে ধৌত করবে।

৩৬৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ— আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা) মহানবী (স)–এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে এবং তা পরিহিত অবস্থায় আমি হয়েযগ্ন্ত হই। তখন আমি কি করব? তিনি বলেনঃ তুমি পবিত্র হলে কাপড়টি ধুয়ে নাও, অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়। তিনি বলেন, যদি রক্তের দাগ দূরীভূত না হয়? তিনি বলেনঃ রক্ত ধৌত করাই তোমার জন্য যথেষ্ট, এর চিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না (হাদীছটি ভারতীয় সংস্করণে নেই, মিসরীয় সংস্করণে আছে)।

১২৩. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

১৩৩. অনুচ্ছেদঃ সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্র সহ নামায আদায় করা

৩৬৬- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ بْنُ خَمَّادٍ الْمَصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُذَيْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَفِئِهِ أَذَى

৩৬৬। ঈসা ইবন হাম্মাদ আল-মিসরী— হযরত মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত উম্মে হাবীবা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করেন– স্ত্রী সংগমকালে পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (স) কি নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ পড়তেন– যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন।

১২৪. بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَعْرِ النِّسَاءِ

১৩৪. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের শরীরের সংগে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায আদায় না করা

৩৬৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شَعْرِنَا أَوْ لِحْفِنَا - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَ أَبِي -

৩৬৭। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে বা লেপে নামায আদায় করতেননা।

৩৬৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَأَحِنَا قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا فَسَلُّوا عَنْهُ -

৩৬৮। হাসান ইবন আলী..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে নামায আদায় করতেন।

হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি সাঈদকে বলতে শুনেছিঃ আমি মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে এই হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন, আমি বহুদিন হতে এই হাদীছটি শ্রবণ করছি, কিন্তু প্রকৃত বর্ণনাকারীর কোন অনুসন্ধান পাইনি। অতএব এ ব্যাপারে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করুন।

১৩০. بَابُ الرِّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

১৩৫. মহিলাদের দেহের সাথে সংযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসংগে

৩৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ -

৩৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ..... আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রহ) হতে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোটা পশ্মী চাদর গায় দিয়ে নামায আদায় করেছেন। তখন উক্ত চাদরের একাংশ তাঁর (স) হায়েয়প্রস্তু কোন এক স্ত্রীর গায়ে ছিল।

৩৭০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ

عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٍ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ -

৩৭০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা..... উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পাশেই ছিলাম। আমার চাদরের একাংশ আমার গায়ে এবং বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ে ছিল।

১২৬. بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১৩৬. অনুচ্ছেদঃ কাপড়ে বীৰ্য লেগে গেলে

৩৭১- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرُ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَفْرَكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৭১। হাফস ইব্ন উমার..... ইব্রাহীম থেকে হাম্মামের সূত্রে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র মেহমান ছিলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীৰ্য ধৌত করছিলেন। তা আয়েশা (রা)-এর বাদী দেখে তাঁকে (আয়েশাকে) অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে এটা খুঁচে তুলে ফেলে দিতাম।

৩৭২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ .. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَأَصْلُهُ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ ..

৩৭২। মুসা ইব্ন ইসমাইল..... ইব্রাহীম (রহ) থেকে আসওয়াদ (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনী ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম! অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত মুগীরা ও আবু মাশার উপরোক্ত হাদীছের বর্ণনায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমাশ-হাকামের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

৩৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ حَسَابٍ الْبَصْرِيُّ نَا سَلِيمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ الْمَعْنَى وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ سَلِيمٍ قَالَا نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ الْمَنَى مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فِيهِ بَقْعَةٌ أَوْ بَقْعَانِ -

৩৭৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ... আমর থেকে সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনী ধৌত করতেন। তারপরও বস্ত্রের উপর তার ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত।

১৩৭. بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১৩৭. অনুচ্ছেদঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

৩৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَضَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ -

৩৭৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা... উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে উম্মে কায়েস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে কাপড়ের উক্ত স্থানে ঢেলে দেন কিন্তু তা ধৌত করেন নি।^১

১। দুগ্ধপোষ্য শিশু কাপড়ে পেশাব করে দিলে তা ধৌত করতে হবে। ঐ কাপড় ধৌত করা ব্যতীত তা পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েজ নয়। তবে কারো অতিরিক্ত কোন কাপড়ের সংস্থান না থাকলে, তারা পেশাবের স্থানটুকু ধৌত করে উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতে পারবে। - (অনুবাদক)

৩৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسٍ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَجَرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ -

৩৭৫। মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ..... কাবুস (রহ) থেকে লুবাবা (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়নে ইবন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোলে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড়টি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।^১

৩৭৬- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْمَعْنَى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلَنِي قَفَاكَ فَأَوْلِيهِ قَفَايَ فَاسْتُرَهُ بِهِ فَاتَى بِحُسْنٍ أَوْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ - قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو الزُّعْرَاءِ وَقَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ -

৩৭৬। মুজাহিদ ইবন মুসা..... মুহিল্ল ইবন খলীফা (রহ) থেকে আবু সামুহ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম ছিলাম। তিনি যখন

১। শিশু-ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন-কাপড়ে পেশাব করলে ঐ কাপড় ধৌত করতে হবে। তবে সাধারণতঃ মেয়েরা পেশাব করলে তা অধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এইজন্য তাদের পেশাবের কাপড় ভালভাবে ধৌত করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকৃতিগত কারণে মেয়েদের পেশাবে দুর্গন্ধের পরিমাণও অধিক। - (অনুবাদক)

গোসলের ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে বলতেনঃ তুমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি অপরদিকে পর্দা স্বরূপ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম।

একদা হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হলে তাদের একজন তাঁর বুকের উপর পেশাব করেন। আমি তা ধৌত করতে যাই। তখন তিনি বলেনঃ মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন ওয়ালীদ (রহ) আবুল যা'রা নামে পরিচিত। হারুন ইব্ন তামীম (রহ) হাসান (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের হুকুম শরীআতের দৃষ্টিতে একই।

২৭৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيَنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ -

৩৭৭। মুসাদ্দাদ..... আবু হারব্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, খাদ্য গ্রহণে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটালেই (ঢাললে) যথেষ্ট।

২৭৮- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَامِعًا بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَمْ يَطْعَمْ زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمْ الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمًا غُسِلَ جَمِيعًا -

৩৭৮। ইব্নুল মুছান্না..... আবুল হারব্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন..... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এই সনদে 'মালাম ইয়াতআম' (যতক্ষণ খাদ্য গ্রহণ না করে) এ শব্দটির উল্লেখ নাই। হিশাম আরো বর্ণনা করেছেন যে, আবু কাতাদার মতে শিশু কন্যা ও পুত্রদের ব্যাপারে যে মতানৈক্য আছে- তা কেবলমাত্র এ খাদ্যাভ্যাসের পূর্ব পর্যন্ত। খাদ্য গ্রহণের পর- উভয়ের পেশাব ভালভাবে ধৌত করতে হবে।

২৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بَنِ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُونُسَ عَنْ

الْحَسَنَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمَ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ -

৩৭৯। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর... হাসান থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি ছেলে শিশুদের শক্ত খাবার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাদের পেশাব করা কাপড়ের উপর (পেশাবের স্থানে) পানি ঢালতেন। অতঃপর তারা (শিশুরা) শক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হলে তাদের পেশাবকৃত কাপড় ধৌত করতেন এবং তিনি মেয়ে শিশুদের পেশাবের কাপড়ও ধুয়ে ফেলতেন।

১২৮. بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

১৩৮. অনুচ্ছেদঃ মাটিতে পেশাব লাগলে

৩৮. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَأَسْعَأُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَفَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صَبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ -

৩৮০। আহমদ ইব্ন আমর... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। একদা এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইব্ন আব্দার বর্ণনায় আছে- এই বেদুইন দুই রাকাত নামায আদায় করেছিল। অতঃপর সে এভাবে দুআ করল- "ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহমত নাযিল কর এবং আমরা ব্যতীত অন্য কারও উপর রহমত বর্ষণ কর না।" একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ

করেছ (অর্থাৎ ব্যাপক রহমতকে তুমি সীমিত করে ফেলেছ)। কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি মসজিদের এক কোণায় পেশাব করল। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীগণ তাকে বাধা দিতে উদ্ধত হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিবৃত্ত হতে বলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ তোমাদেরকে সহজভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে— কঠিনভাবে নয়। তোমরা তার উপর (পেশাবের উপর) এক বালুতি পানি ঢেলে দাও— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবনু মাজা)।

৩৮১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُوا مَا بَالٍ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَالْقُوهُ وَاهْرِقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يَدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৮১। মুসা ইবন ইসমাইল— আবদুল মালেক (রহ) থেকে আবদুল্লাহ ইবন মাকিল (রহ)—এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করে। অতঃপর রাবী পেশাবের এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রাবী) এতদ্—সম্পর্কে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি মাটির যে স্থানে পেশাব করেছে তা তুলে বাইরে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সেখানে পানি ঢেলে দাও।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুরসাল। কারণ ইবন মাকিলের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত হয়নি, কেননা তিনি তাবিঈ ছিলেন।

১২৭. بَابُ فِي طَهْرِ الْأَرْضِ إِذَا يَبَسَتْ

১৩৯. অনুচ্ছেদঃ শুষ্ক জমীনের পবিত্রতা

৩৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أُبَيِّتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزْبًا وَكَانَتْ الْكِلَابُ

تَبَوَّلُ وَتَقْبِلُ وَتَدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرِشُونَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ .

৩৮২। আহমাদ ইব্ন সালেহ... হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে ঘুমাতাম। ঐ সময় আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। তখন কুকুর প্রায়ই মসজিদের অংগনে যাতায়াত করত এবং পেশাব করে দিত। সাহাবায়ে কিরামগণ এই পেশাবের উপর পানি ঢালতেন না।^১-(বুখারী)।

১৪. بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ .

১৪০. অনুচ্ছেদঃ শুক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে

২৮২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي مَكَانٍ الْقَدَرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

৩৮৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা... মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম থেকে ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমানের উম্মে ওয়ালাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তি- যে তার কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে। তিনি আরো বলেন, আমি নাপাক স্থানেও চলাফেরা করি। উম্মে সালামা (রা) বলেন, পরবর্তী (পবিত্র) স্থান তা পবিত্র করে দেয়- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, আল-মুওয়াত্তা, দারিমী)।^২

১। ঐ সময় মসজিদে নববীর চতুর্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না, এর অংগন ছিল খোলা। সেজন্য কুকুর এর মধ্যে বিনা প্রতিবন্ধকতায় যাতায়াত করত। যেহেতু কুকুর এর বালু মন্ডিত অংগনে পেশাব করাব পর প্রখর রৌদ্র তাপে তা শুকিয়ে যেত-তাই সেখানে কোন দাগ বা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত না। এ কারণে সেখানে কোন পানি ঢালার প্রয়োজন হত না। এভাবে মাটি পবিত্র হয়ে থাকে -(অনুবাদক)

২। সাধারণতঃ কাপড়ে বা আঁচলে তজ্জা নাপাক জিনিস লাগলে তা ধৌত করা ব্যতীত পবিত্র হয় না। অবশ্য শুক নাপাক জিনিস কাপড়ে লাগলে তাতে কাপড় অপবিত্র হয় না।

২৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا نَا زُهَيْرُ نَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَمْرَأَةٍ مِّنْ بَنَى عَبْدِ
الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَنَتَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ
إِذَا مَطَرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ
بِهَذِهِ -

৩৮৪। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ— মুসা ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রহ) থেকে বনী
আবদুল আশহালের এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মসজিদে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছু অংশ
ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের সময় আমরা কি করব? তিনি (স) বলেনঃ পরবর্তী রাস্তাটুকু কি
পবিত্র নয়? আমি বলি-হ্যাঁ। তিনি (স) বলেনঃ পূর্বের (দুর্গন্ধযুক্ত) রাস্তাটির নাপাকী পরবর্তী
(পবিত্র) রাস্তা বিদূরিত করবে— (ইবন মাজা)।^২

১৬১. بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

১৪১. অনুচ্ছেদঃ জুতা বা মোজায় নাপাক লেগে গেলে

২৮৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ
مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ الْمَعْنَى أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى
فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ -

৩৮৫। আহমাদ ইবন হাম্বল— সাঈদ ইবন আবু সাঈদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি
হযরত আবু হুরায়রা (রা)—র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যদি তোমাদের কারও
জুতার তলায় নাপাক দ্রব্য লাগে তবে পরবর্তী (পবিত্র) মাটি তা পাক করার জন্য যথেষ্ট।

২। কোন নাপাক স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার ফলে এর
আছর নষ্ট হয়ে যায়। তবুও অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা গ্রহণ শ্রেয়ঃ — (অনুবাদক)।

২৮৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي صَنَعَانِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَيْهِ فَطَهُوْهُمَا التُّرَابُ.

৩৮৬। আহমাদ ইবন ইবরাহীম... সাঈদ ইবন আবু সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ কারও মোজায় নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার জন্য মাটিই যথেষ্ট।

২৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَائِدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৮৭। মাহমুদ ইবন খালিদ... হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬২. بَابُ الْإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثُّوبِ

১৪২. অনুচ্ছেদঃ নাপাক বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আদায়কৃত নামায পুণঃ আদায় করা

২৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نا أَبُو مَعْمَرٍ نا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شَعَارُنَا وَقَدْ أَقْبَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَمْعَةٌ مِّنْ دَمٍ فَقَبِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَلِيهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَى مَصْرُورَةٍ فِي يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِي هَذَا وَاجْفِيهَا وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَى فِدَعَوْتُ بِقِصْعَتِي فَنَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ -

৩৮৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া— উম্মে ইউনুস বিনতে শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন, আমার ননদ উম্মে জাহাদার আল-আমিরিয়া আমাকে বলেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশাকে হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদের গায়ে নিজ নিজ বস্ত্র ছিল এবং শীতের কারণে উভয়েই একটি চাদরও গায়ে দেই। অতঃপর প্রত্যুষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করার পর বসেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলেন— ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চাদরে সামান্য রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তিনি (স) চাদরের রক্ত-রঞ্জিত স্থানের পার্শ্ব ধরে তা মুচড়িয়ে গোলামের হাতে অর্পণ করে আমার নিকট পাঠান এবং বলেনঃ এটা ধৌত করবার পর শুকিয়ে আমার নিকট পাঠাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি এক পাত্র পানি চেয়ে নিয়ে তা ধৌত করে শুকাবার পর তাঁর (স) নিকট প্রেরণ করি। দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৬২. بَابُ الْبَزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১৪৩. অনুচ্ছেদঃ থুথু বা শ্লেষ্মা কাপড়ে লাগলে

৩৮৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ -

৩৮৯। মুসা ইব্ন ইসমাইল— হাম্মাদ থেকে ছাবিত আল-বানানীর সূত্রে, তিনি আবু নাদ্রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড়ে থুথু বা শ্লেষ্মা লাগলে তিনি তার একাংশ অপর অংশের সাথে ঘর্ষণ করেন।

৩৯০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

৩৯০। মুসা ইব্ন ইসমাইল— হাম্মাদ হতে, তিনি হম্মাদ হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

كِتَابُ الصَّلَاةِ

নামায

২. كِتَابُ الصَّلَاةِ

২. অধ্যায়ঃ নামায

১. بَابُ قَرْضِ الصَّلَاةِ

১. অনুচ্ছেদঃ নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা

৩৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عِمَّةٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ نَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْأَسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ فَهَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَّقَ-

৩৯১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নজ্দের জনৈক অধিবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় আগমন করে যে, তার মাথার চুলগুলো ছিল উষ্ণ, তার মুখে বিড়বিড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং তার কথাগুলি

ছিল অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সে নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াস্ত নামায আদায় করা ফরয। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তা ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ না, যদি তুমি অতিরিক্ত (নফল) কিছু আদায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার নিকট রমযানের রোযার কথা উল্লেখ করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, এ ছাড়া অধিক কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ না, কিন্তু যদি তুমি অতিরিক্ত কিছু কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার জন্য ছদ্কার (যাকাত) কথা উল্লেখ করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে- এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে কি? জবাবে তিনি বলেন, না- তবে যদি তুমি অতিরিক্ত কিছু দান কর। অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তনের সময় বললঃ আল্লাহর শপথ। আমি এর চেয়ে বেশী বা কম করব না। এতদ্বশবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ লোকটি যদি তার কথায় সত্য হয়- তবে সে অবশ্যই কামিয়াব (কৃতকার্য) হল।

৩৭২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَفْلَحَ وَأَيُّهُ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَيُّهُ إِنْ صَدَقَ-

৩৯২। সুলায়মান ইব্ন দাউদ- আবু সুহায়েল নাফে ইব্ন মালিক থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ পরস্পরায় অনুরূপ বর্ণিত আছে। মহানবী (স) বলেন-তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় তবে অবশ্যই সফলকাম হবে। তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে- (বুখারী, মুসলিম, মালেক, নাসাঈ)।

২. بَابُ الْمَوَاقِيتِ

২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের ওয়াস্তসমূহ সম্পর্কে

৩৭৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلَّانٍ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي

الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَكَانَتْ قَدَرُ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ
 مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَغْنَى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ
 الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ
 صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ
 وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى
 بِي الْفَجْرَ فَاسْفَرُّ ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ
 وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ -

৩৯৩। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ) বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন—যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং সেভেলের এক ফিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করেন—যখন রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় এশার নামায আদায় করেন—যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফজরের নামায আদায় করেন—যখন রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায ঐ সময় আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হয়। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের নামায আদায় করেন যখন রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায ঐ সময় আদায় করেন—যখন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (হযরত জিবরাঈল আ) আমাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ ইয়া মুহাম্মাদ (স)! আপনার পূর্ববর্তী আশীয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়— (তিরমিযী, আহমাদ, দারু কুতনী)।

১- এতে বুঝা যায় যে, নামায আদায়ের নিয়ম পদ্ধতি এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় ইত্যাদি আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক মহনবী (স)—কে জামাআতের সাথে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দান করা হয়েছিল। এ হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারিত হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় মুসলমানগণ অনুসরণ করে থাকে। জামাআতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্বও এ দ্বারা প্রমাণিত হয়। - (অনুবাদক)

৩৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
 اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ
 فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ
 أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلَمَ مَا تَقُولُ
 فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ
 يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ
 الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ
 مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرَبَّمَا أَخْرَاهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيُ
 الْعَصْرَ الشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ بَيَضَاءً قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصَّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ
 الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّيُ الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ
 الشَّمْسُ وَيُصَلِّيُ الْعِشَاءَ حِينَ يَسُودُ الْأَفْقُ وَرَبَّمَا أَخْرَاهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ
 وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغُلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَاسْفَرَّ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ
 بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفَرَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا
 الْحَدِيثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَالْثَّيْتِيُّ بْنُ
 سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُقْسِرُوهُ - وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى
 هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا
 أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بِشِيرًا وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ
 وَقْتًُا وَاحِدًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًُا وَاحِدًا - وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৯৪। মুহাম্মাদ ইবন সালামা..... উসামা ইবন যায়েদ আল-লায়ছী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন শিহাব তাঁকে জানিয়েছেন যে, একদা হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ) মিশরে বসে (রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায়) আসরের নামাযে (নামায আদায়ে) কিছু বিলম্ব করেন। তখন হযরত উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রহ) তাঁকে বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ) বলেন, তুমি যা বলছ তা আমি জানি। তখন হযরত উরওয়া বলেন, আমি বশীর ইবন আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ হযরত জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি তাঁর অংশুলী গণনা করে বলেন, আমি তাঁর (জিব্রাঈল আ) সাথে একে একে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেছি। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যুহরের নামায সূর্য একটু পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর পড়তে দেখেছি এবং প্রথর গরমের দিনে তিনি কখনও একটু বিলম্ব করেও পড়েছেন। আমি তাঁকে আসরের নামায সূর্য উপরে উজ্জ্বল বর্ণ থাকা অবস্থায় আদায় করতে দেখেছি- সূর্যের কিরণে হলুদ রং প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। কোন ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করে সূর্যাস্তের পূর্বেই 'যুল-হলায়ফা' নামক স্থানে পৌছে যেত^১। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এশার নামায ঐ সময় আদায় করতেন যখন পশ্চিমাকাশ কৃষ্ণবর্ণে আচ্ছাদিত হত এবং কখনও কখনও মানুষের একত্রিত হওয়ার জন্য বিলম্ব করতেন। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করেন এবং পরের বার দিগন্ত উজ্জ্বল হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে আদায় করেন। তিনি তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় আর কখনও অপেক্ষা করেন নাই- (বুখারী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছটি ইমাম যুহরী (রহ) হতে মুআম্মার, মালিক, ইবন উয়ায়না, শূআয়েব, লায়ছ ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নামায আদায়ের সময় উল্লেখ করেন নাই এবং বিস্তারিত বর্ণনাও দেন নাই। অনুরূপভাবে এই হাদীছটি হিশাম ও হাবীব - উরওয়া হতে মুআম্মারের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহব ইবন কায়সান - হযরত জাবের (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম (স) হতে মাগরিবের

নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পরের দিন তিনি সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামায পূর্ববর্তী দিনের মত একই সময়ে আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) বলেন, তিনি (জিব্রাঈল) আমাকে নিয়ে পরের দিন মাগরিবের নামায একই সময়ে আদায় করেন।

অনুরূপভাবে আমার ইবন শুআয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩৭০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ نَا بَدْرُ بْنُ عَثْمَانَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفَعَةً وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ - فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَأَنْصَرَفَ فَقَلْنَا أَطْلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ أَمْسَى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৯৫। মুসান্নাদ— আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। এক প্রশ্নকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে কোন জবাব না দিয়ে বিলাল (রা)—কে সুব্হে—সাদেকের সময় ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন

এবং ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন যখন কোন মুসল্লী তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে (অন্ধকার থাকার ফলে) ভালভাবে চিনতে পারত না। অতঃপর তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে সামান্য হেলার পরপরই অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় হযরত বিলাল (রা)-কে যুহরের নামাযের জন্য ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন যখন কেবল দিনের অর্ধেক হয়েছে। অতঃপর সূর্য যখন উর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল সে সময় তিনি হযরত বিলালকে আসরের নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পরপরই তিনি বেলাল (রা)-কে মাগরিবের নামাযের জন্য ইকামত দিতে বললে-তিনি ইকামত দেন। অতঃপর পশ্চিমাকাশের শাফাক^১ স্তিমিত হওয়ার পর তিনি বিলাল (রা)-কে এশার নামাযের ইকামত দিতে বললে- তিনি ইকামত দেন। পরের দিন সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমরা প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমরা বলি-সূর্য উদয় হয়েছে না কি, অর্থাৎ ফজরের নামায সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী দিন তিনি যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন- এদিন সেই সময় যুহরের নামায আদায় করেন (অর্থাৎ যুহরের সর্বশেষ ও আসরের প্রারম্ভিক সময়ে)। অতঃপর পশ্চিমাকাশের সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন তিনি আসরের নামায আদায় করেন, এবং সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার কিছু পূর্বে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করেন; এবং এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেন।

অতঃপর তিনি বলেনঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? পূর্ববর্তী দিন ও পরের দিনে যে যে সময়ে নামায আদায় করা হয়েছে- তার মাঝেই রয়েছে (প্রারম্ভিক ও শেষ সময়) নামাযের ওয়াক্ত- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত জাবের (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী বলেন, নবী করীম (স) এশার নামায কারও মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর এবং অন্যদের মতে রাতের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেন।

ইব্ন বুরায়দা-তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১। পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ (মূল ছায়া বাদে) হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য মাযহাব মতে কোন বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শাফাক (شفق) অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফিঈ এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দেখা দেয় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মতে লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর

৩৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
 أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ

যে শুভ্রতা উদ্ভিত হয় তাকে শাফাক বলে। এশার নামাযের ওয়াস্ত শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে সঠিক মত অনুযায়ী সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

মুস্তাহাব ওয়াস্ত

শাফিঈ মাযহাব মতে প্রত্যেক ওয়াস্তের নামাযে জলদি করা, অর্থাৎ ওয়াস্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন নামায ওয়াস্তের প্রথম ভাগে পড়া মুস্তাহাব এবং কোন কোন নামায একটু বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। যেমন, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্বে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন: “যুহরের নামায ঠান্ডা করে আদায় কর! কেননা গরমের তীব্রতা দোযখের নিঃশ্বাস বিশেষ।” কিন্তু শীতকালে এই নামায প্রথম ওয়াস্তে আদায় করা মুস্তাহাব। আসরের নামায সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার সাথে সাথে আসরের মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ওয়াস্ত শুরু হয়ে যায়। সমস্ত ইমামদের মতে যে কোন ঋতুতে মাগরিবের নামায প্রথম ওয়াস্তে আদায় করা মুস্তাহাব। অতএব সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায আদায় করা উচিত। কেননা এই নামাযের ওয়াস্ত খুবই সংকীর্ণ।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব করা মুস্তাহাব। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব করা মাকরুহ। বেতের নামাযের ওয়াস্ত এশার নামাযের পরপরই শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শেষ রাতে বেতের পড়া মুস্তাহাব। তবে যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করছে সে শোয়ার পূর্বেই বেতের পড়ে নেবে।

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: “ফজরের নামায আলোকিত করে পড়, কেননা এর মধ্যেই তোমাদের জন্য অধিক পুরস্কার রয়েছে।” (ইমাম আবু হানীফার দুই সাথী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ‘সাহেবাইন’ বলা হয়)। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামদের মতে অন্ধকার বাকী থাকতেই ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়তেন।

হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের মত অনুযায়ী যুহরের নামাযের ওয়াস্তই জুমুআর নামাযের ওয়াস্ত। মালেকী মাযহাব মতে, যুহরের ওয়াস্ত শুরু হওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামাযের এতটা পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াস্ত থাকে যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই খোতবা এবং নামায শেষ করা যেতে পারে। হাযলী মাযহাব মতে, সকালের সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াস্ত বাকী থাকে। তবে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে তাঁদের মতে জুমুআর নামায পড়া কেবল জায়েয, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব।

মাকরুহ ও নিষিদ্ধ ওয়াস্ত

ফজরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া মাকরুহ। তবে কারো ফরজ নামাযের কাযা থাকলে সে তা এ সময়ে পড়ে নিতে পারে, বরং পড়ে নিবে। সূর্য উঠার ঠিক দিগ্রহরে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যে কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ- (ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ থেকে)।

مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرَ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ
يَسْقُطَ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ
تَطْلُعِ الشَّمْسُ -

৩৯৬। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয— আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আসরের নামাযের সময় আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। মাগরিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত, এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের সময়— (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

৩. بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

৩. অনুচ্ছেদঃ নবী করীম (স) কর্তৃক নামায আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে তা আদায় করতেন?

৩৯৭- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا وَإِذَا قَلَوْا آخَرَ وَالصُّبْحَ بَغْلَسَ -

৩৯৭। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম— মুহাম্মাদ ইবন আমর বলেন, আমরা জাবের (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি (জাবের) বলেন, নবী করীম (স) যুহরের নামায দ্বিপ্রহরের পরপরই, আসরের নামায সূর্য উপরে থাকতেই এবং মাগরিবের নামায সূর্যাস্তের পরপরই আদায় করতেন। তিনি এশার নামায জনসমাগম অধিক হলে (অর্থাৎ সকলে জামাআতে উপস্থিত হলে) তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং জনগণের উপস্থিতি কম হলে বিলম্ব করতেন, এবং অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৩৯৮- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّا أَحَدُنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَتَسِيَتْ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لَأَيُّبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ -

৩৯৮। হাফস ইবন উমার... আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায আদায় করতেন এবং আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ উক্ত নামায আদায়ের পর মদীনার শেষ প্রান্তে যাওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত সূর্য অবশিষ্ট থাকত। রাবী বলেন, আমি মাগরিবের নামাযের সময়ের কথা ভুলে গিয়েছি এবং নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাবী অন্য এক বর্ণনায় বলেন- রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত। নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে বাক্যলাপ অপছন্দ করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, পরিচিত ব্যক্তি পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিলে তাকে চেনা যেত না। তিনি ফজরের নামাযে ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

৪. بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

৪. অনুচ্ছেদ: যুহরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৯৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ قُبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبَرُّدٍ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجِبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ -

৩৯৯। আহমাদ ইবন হাম্বল... জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক

মুষ্টি পাথরের নুড়ি আমার হাতে দেন ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা আমার সিজ্জাদার স্থানে রেখে তার উপর সিজ্জাদা করতে পারি।—(নাসাঈ)।

৬০০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ -

৪০০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায- তিন হতে পাঁচ কদমের মধ্যের সময়ে এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতে২- (নাসাঈ)।

৬০১- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ أَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فِيَّ التَّلَوَّلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَوةِ -

৪০১। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী... আবু যার (রা) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুআযযিন যুহরের নামাযের আযান দিতে প্রস্তুত হলে তিনি বলেনঃ ঠাণ্ডা হতে দাও (অর্থাৎ রোদের প্রখরতা একটু নিস্তেজ হোক)। কিছুক্ষণ পর মুআযযিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বলেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। রাবী বলেন, নবী করীম (স) একথা দুই অথবা তিনবার বলেন। এমতাবস্থায় যুহরের নামাযের সময় প্রায় শেষ বলে

১। নামায আদায়ের স্থান যদি অধিক গরম বা ঠাণ্ডা হয়, তবে তা হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাপড় অথবা অন্য কোন বস্তু সেখানে রেখে তার উপর দাঁড়ানো বা সিজ্জাদা করা জায়েয। - (অনুবাদক)।

২। “ছায়ায়ে-আসলী” বা ‘আসল ছায়া’ বলা হয়- ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া যতটুকু দীর্ঘায়িত হয়- তাকে। স্থান-কাল ও ঋতুচক্রের পরিবর্তনের ফলে ‘ছায়ায়ে-আসলীর’ পরিবর্তন হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যুহরের নামাযের সর্বশেষ সময় প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া বাদে যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হবে- সে সময় পর্যন্ত। - (অনুবাদক)

প্রতিয়মান হল। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ ‘নিশ্চয়ই প্রচন্ড গরম জাহান্নামের প্রচন্ড তাপের অংশবিশেষ।’ অতএব যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

৪০২- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقْفِيُّ أَنَّ
الْلَيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوا عَنِ
الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৪০২। য়াযীদ ইব্ন খালিদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা নিশ্চয়ই অত্যধিক গরম জাহান্নামের প্রচন্ড তাপের অংশ বিশেষ- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক, তিরমিযী)।

৪০৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ -

৪০৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল--- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত তখন বিলাল (রা) যুহরের নামাযের আযান দিতেন- (মুসলিম, ইব্ন মাজা)।

৫. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৫. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত

৪০৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ
مُرْتَفَعَةً حَيَّةً وَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً -

৪০৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ--- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরে

উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত এবং কোন ব্যক্তি নামায শেষে ‘আওয়ালীয়ে মদীনা’^১ বা মদীনার উচ্চ শহরতলীতে যাওয়ার পরেও সূর্য উপরে দেখতে পেত— (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৪.৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَعْوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ أَوْ أَرْبَعَةٍ -

৪০৫। আল-হাসান ইব্ন আলী... ইমাম যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওয়ালী নামক শহরতলীর দূরত্ব মদীনা হতে ২ অথবা ৩ মাইল। রাবী বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম যুহরী ঐ স্থানের দূরত্ব চার মাইলও বলেছেন।

৪.৬ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرًّا -

৪০৬। ইউসুফ ইব্ন মুসা... খায়সামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য জীবিত থাকার অর্থ তার উষ্ণতা অবশিষ্ট থাকা বা অনুভব করা।

৪.৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ عُرُوَّةٌ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ -

৪০৭। আল-কানাবী... উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের রশ্মি তাঁর ঘরের মধ্যে থাকত এবং তা দেয়ালে উঠার পূর্বে— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক, তিরমিযী)।

৪.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيضَاءَ نَقِيَّةٍ -

১। আওয়ালী হল মদীনার পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মদীনা হতে এর নিকটতম দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব হল ৮ মাইল। - (অনুবাদক)

৪০৮। মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান... ইয়যীদ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনাতে আগমন করি। এ সময় তিনি আসরের নামায- সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকাবস্থায় (সূর্যের রং পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে) আদায় করতেন।^১

৬. بَابُ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

৬. অনুচ্ছেদঃ মধ্যবর্তী নামায (সালাতুল উসতা)

৬. ৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا -

৪০৯। উছমান ইবন আবু শায়বা... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেনঃ তারা (ইহুদী কাফেররা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘরবাড়ী ও কবরসমূহ আগুনে পরিপূর্ণ করুন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৬. ১০- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مَصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتَهَا أَذْنَتُهَا فَأَمَلْتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১। হানাফী মাযহাবের মতানুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর 'আসল ছায়া' বাদে-যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হয় তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায আদায় করা যায়। তবে সূর্যের রং যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন মাকরুহ সময় এসে যায়। কোন কারণবশতঃ কেউ যদি আসরের নামায যথাসময়ে আদায় করতে অপারগ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ দিনের আসরের নামায (কাযা না করে) সূর্যাস্তের সময়েও আদায় করা জায়েয।-(অনুবাদক)

৪১০। আল-কানাবী... আবু ইউনুস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর জন্য কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করি। আয়েশা (রা) আরো বলেন, যখন তুমি এই আয়াতে পৌছবে তখন আমাকে অবহিত করবে এবং আমার অনুমতি চাইবে। আয়াত হলঃ “তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাযের”-(সূরা বাকারা: ২৩৮)। রাবী বলেন, অতঃপর আমি উক্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁকে অবহিত করে অনুমতি প্রার্থনা করি। আয়েশা (রা) আমাকে তা এইরূপে লেখার নির্দেশ দেনঃ “তোমরা নামাযসমূহের হেফাজত কর, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী- নামাযের এবং আসরের নামাযের এবং আল্লাহর অনুগত হয়ে দাঁড়াও।” অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তা শুনেছি- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَتَنَزَّلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَوَتَيْنِ وَيَعْدُهَا صَلَوَتَيْنِ-

৪১১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না... য়ায়েদ ইবন ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর যুহরের নামায প্রচন্ড গরম থাকাবস্থায় আদায় করতেন। সাহাবীদের জন্য এই নামাযের চাইতে কষ্টদায়ক (প্রচন্ড গরমের কারণে) অন্য কোন নামায ছিল না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ “তোমরা নামাযসমূহের হেফাজত কর, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের”। তিনি বলেন, এর পূর্বে দুই ওয়াক্ত ও পরে দুই ওয়াক্তের নামায আছে- (বুখারীর তারীখ, আহমাদ)।

৭. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

৭. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি (সূর্যাস্তের পূর্বে) এক রাকাত নামায পড়তে পারবে, সে যেন পুরা নামায পেয়ে গেল

৪১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ -

৪১২। আল-হাসান ইবনুর-রবী... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরা নামায (ওয়াস্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই (ওয়াস্ত থাকতেই) আদায় করল^১ - (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَاخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى الْإِصْفَارِ

৮. অনুচ্ছেদ: সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে বিলম্ব করা সম্পর্কে

٤١٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَوَتِهِ ذَكَّرُونَا تَعَجُّيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَّرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَأَيَذَّكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا -

৪১৩। আল-কানাবী... আল-আলা ইবন আবদুর রহমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুহরের নামায আদায়ের পর আনাস ইবন মালেক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। তাঁর নামায সমাপ্তির পর আমরা তাঁকে বললাম, নামায বেশী আগে আদায় করা হয়েছে। অথবা তিনি (আনাস) নিজেই নামায আগে আদায়ের কারণ বর্ণনা

১। হানাফী মাযহাবের মতানুযায়ী সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামায আদায় করা হারাম। অপর পক্ষে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসরের নামায (মাকরুহ ওয়াস্তের) মধ্যেও আদায় করা জায়েয। - (অনুবাদক)

করেন। অতঃপর তিনি (আনাস) বলেন, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এদের কেউ বসে থাকে অতঃপর সূর্যের রং যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের উভয় শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়) তখন সে নামায আদায় করার জন্য দভাযমান হয়ে চারটি ঠোঁকর দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, যাতে রুকু-সিজ্জদা ঠিকমত আদায় হয় না) এবং সে ঐ নামাযের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকির অতি সামান্যই করে থাকে- (মুসলিম, মালেক, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৯. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ

৯. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে

৪১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَاتَرًا أَهْلُهُ وَمَالُهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَتَرَأَوْا وَاخْتَلَفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَرَأَوْا -

৪১৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায হারাণ (পড়ল না) সে যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সব থেকে বঞ্চিত হল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) ত্র শব্দ বলেছেন এবং এখানে আইউবের বর্ণনায় মতভেদ হয়েছে। ইমাম যুহরী (রহ) সালেমের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি মহানবী (স)-এর সূত্রে وَتَرَأَوْا শব্দের উল্লেখ করেছেন (অর্থাৎ সে নিঃসম্বল হয়ে গেল)।

৪১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْوَزَاعِيَّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ -

৪১৫। মাহমুদ ইব্ন খালিদ..... আবু আমর আল- আওয়াঈ (রহ) বলেছেন- আসরের নামাযের সর্বশেষ সময় হল যখন সূর্যের হলুদ রং জমীনে প্রতিভাত হতে দেখা যায় (এরপর মাকরহ সময় শুরু হয়)।

১. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

১০. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াত্ব

৪১৬- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبَلِهِ -

৪১৬। দাউদ ইবন শাবীব— আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা তীর নিষ্ক্ষেপ করতাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমাদের যে কেউ দেখতে পেত— (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৪১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَيْسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةً تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا -

৪১৭। আমর ইবন আলী— সালমা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অস্তগামী সূর্যের উপরের অংশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরপরই মাগরিবের নামায আদায় করতেন— (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

৪১৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ قَالَ شَغَلْنَا قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرِ الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ -

৪১৮। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার... মারহাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু আইউব (রা) গাযী (সৈনিক) হিসাবে মিসরে আসেন তখন উক্বা ইব্ন আমির (রা) সেখানকার গভর্নর ছিলেন। উক্বা (রা) একদা মাগরিবের নামায আদায়ে বিলম্ব করলে তিনি (আবু আইউব) দাড়িয়ে বলেন, হে উক্বা! এ কেমন নামায? উক্বা (রা) ওজর পেশ করে বলেন, আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আবু আইউব (রা) দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনে নঃ আমার উম্মাতগণ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা আসল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের নামায নফত্ররাজী আলোক বিকিরণ করবার আগেই আদায় করবে।

১১. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

১১. অনুচ্ছেদঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত

৪১৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ الثَّلَاثَةِ.

৪১৯। মুসাদ্দাদ... নোমান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায তৃতীয়ার চাঁদ অস্তমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন- (তিরমিযী, নাসাঈ, দারিমী)।

৪২০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَّنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَى شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ اتَّيْتُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَوْلَا أَنْ تَنْقَلُ عَلَى أَمْتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ

৪২০। উছমান ইবন আবু শায়বা— আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আগমন করেন। তিনি কি কারণে বিলম্ব করেন তা আমরা অবগত ছিলাম না। তিনি এসে বলেনঃ তোমরা কি এই নামাযের প্রতীক্ষায় ছিলে? যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক না হত, তবে আমি প্রত্যহ এশার নামায এই সময়ে আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুআব্বিনকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন— (মুসলিম, নাসাঈ)।

৪২১— حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحَمَصِيُّ نَا أَبِي نَا حَرِيزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ أَبَقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا فَقَالَ أَعْتَمُوا بِهِذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضِلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ۔

৪২১। আমার ইবন উছমান— আসেম (রহ) থেকে মুআয ইবন জাবাল (রা)—র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি সেদিন এত বিলম্ব করেন যে, ধারণাকারীর নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আদৌ বের হবেন না। আমাদের কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করল যে, হয়ত তিনি ঘরেই নামায আদায় করেছেন। আমরা যখন এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বের হলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম যা বলাবলি করছিলেন নবী করীম (স)—কে তাই বলেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা এই নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা এই নামাযের কারণেই অন্যান্য উম্মাতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কোন নবীর উম্মাত এই নামায আদায় করে নি।

৪২২— حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِائَةِ شَطْرٍ اللَّيْلِ فَقَالَ خَذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَآخِذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَآخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي

صَلَاةٌ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ -

৪২২। মুসাদ্দাদ— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায় করি। সেদিন আনুমানিক তিনি অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর এশার নামায আদায় করতে আসেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর। অতএব আমরা নিজেদের স্থানে বসে থাকি। অতঃপর তিনি বলেনঃ অনেকেই এশার নামায আদায় করে শুইয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এই নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যদি দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রোগগ্রস্ততার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায আদায়ের জন্য অর্ধ-রজনী পর্যন্ত বিলম্ব করতাম— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১২. بَابُ وَقْتُ الصُّبْحِ

১২. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

৪২৩— حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْطُوبِهِنَّ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ -

৪২৩। আল-কানাবী— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না— (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪২৪— حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْأَجُورِ كُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -

৪২৪। ইসহাক— রাফে ইব্ন খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায়

করবে; কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

১২. بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

১৩. অনুচ্ছেদঃ নামাযসমূহের হিফাযত সম্পর্কে

৬২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوُتْرَ وَاجِبٌ - فَقَالَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءُهُنَّ وَصَلَاتُهُنَّ لَوْقَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ وَخُشُوعُهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ -

৪২৫। মুহাম্মাদ ইব্ন হারব— আবদুল্লাহ ইবনুস-সুনাবিহী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদের মতানুযায়ী বেতেরের নামায ওয়াজিব (ফরয)। উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) বলেন, আবু মুহাম্মাদের ধারণা সঠিক নয়। আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ রবুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ধারিত সময়ে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করবে-তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ করবেন। অপরপক্ষে যারা এরূপ করবে না তাদের জন্য আল্লাহর কোন অংগীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন অন্যথায় শাস্তি দেবেন- (আহমাদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক)।

৬২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ عَنْ أُمِّ فُرُوءَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

১। নবী করীম (স) উক্ত সাহাবীকে ফজর ও আসরের নামায তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য নামায তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে বলেন। সাধারণত দেখা যায় যে, ফজর ও আসরের নামায আদায় করতে মানুষ বেশী অবহেলা করে। কেননা ফজরের সময় লোকেরা ঘুমের মধ্যে থাকে এবং আসরের সময় কর্মব্যস্ত থাকে। সেজন্য উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযের জন্য তিনি অধিক তাকিদ করেছেন। - (অনুবাদক)

৪২৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَارَةَ
 بْنُ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ - قَالَ أَنْتَ
 سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقَالَ
 الرَّجُلُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ -

৪২৮। মুসাদ্দাদ— আবু বাকর ইবন উমারা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে বসরার এক লোক প্রঃ করে— আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনেছেন তা আমাকে কিছু বলুন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায (ফজর ও আসর) আদায় করবে সে দোযখে প্রবেশ করবে না। তখন তিনি বলেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন? এরূপ উক্তি তিনি তিনবার করেন। জবাবে হযরত উমারা (রা) বলেনঃ হাঁ, এর সবটাই আমি আমার দুই কানে শুনেছি এবং অন্তরের সাথে হিফাজত করেছি। তখন ঐ ব্যক্তি (সাহাবী) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (স) —কে এরূপ বলতে শুনেছি।

৪২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُ
 اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عُمَرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَابَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ خَلِيدِ
 الْعَصْرِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِّنْ
 جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَفِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوئِهِنَّ
 وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَادَّى الْأَمَانَةَ - قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا
 آدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -

৪২৯। মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান— আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি জিনিস ঈমানের সাথে সম্পাদন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার উযু ও রুকু-সিজদা সহকারে এবং ওয়াক্তমত

আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে, মনকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যাকাত দিবে এবং আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবুদ-দারদা! আমানত আদায়ের অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাকীর গোসল।

৬৩- حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَيْكٍ الْأَلْهَانِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي فَرَضْتُكَ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَرَاتٍ وَعَهَدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لَوْتُنَّ أَنْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي -

৪৩০। হায়ওয়াত ইবন শুরায়হ আল-মিসরী... আবু কাতাদা ইবন রিবঈ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ বলেন- নিশ্চিত আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াস্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিঃ যে ব্যক্তি তা সঠিক ওয়াস্তসমূহে আদায় করবে- আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার হেফাজত করে না - তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই- (ইবন মাজা)।

১৬. بَابُ إِذَا أَخْرَأَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

১৪. অনুচ্ছেদঃ ইমাম নামাযে বিলম্ব করলে

৬৩১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ -

৪৩১। মুসাদ্দাদ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আবু যার! যখন শাসকগণ নামায আদায়ে বিলম্ব করবে-তখন তুমি কি করবে? জবাবে আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি বলেনঃ তুমি নির্ধারিত সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর যদি তুমি ঐ ওয়াক্তের নামায তাদেরকে জামাআতে আদায় করতে দেখ, তবে তুমিও তাদের সাথে জামাআতে शामिल হবে এবং তা তোমার জন্য নফল হবে- (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

৬৩২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ نَا أَبُو الْوَلِيدِ نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنِيُّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا قَالَ فَسَمِعْتُ تُكْبِرُهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَحْشَى الصَّوْتِ قَالَ فَالْقَيْتُ مُحِبَّتِي عَلَيْهِ فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا - ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقِهِ النَّاسَ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ - فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْسُرُنِي إِذَا أَدْرَكْنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً -

৪৩২। আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম..... আমর ইবন মায়মুন (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের নিকট ইয়ামনে আগমন করেন। ফজরের নামাযে তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ছিল এবং তাঁর সাথে আমার প্রগাঢ় মহব্বত সৃষ্টি হওয়ায় আমি তাঁর সাথে অবস্থান করতাম। অতঃপর শামদেশে তিনি ইন্তেকাল করলে আমি তাঁকে সেখানে দাফন করি। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি অপর একজন জ্ঞান তাপস সাহাবীর অন্বেষণে বের হয়ে ইবন মাসউদ (রা)-র খিদমতে হাযির হই এবং তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করি।

একদা হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেনঃ যখন শাসকবর্গ বিলম্ব নামায আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ তুমি নির্ধারিত সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর তাদের সাথে জামাআতে আদায়কৃত নামায পুনরায় নফল হিসাবে আদায় করবে- (ইবন মাজা)।

৪২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنُ أَعِينٍ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحُمْصِيِّ عَنْ أَبِي أَبِي بْنِ إِمْرَاءَةَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تُشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَلَهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ وَقَالَ سُفْيَانُ إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أَصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ -

৪৩৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা— উবাদা ইব্নুস-সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ইন্তেকালের পর এমন এক সময় আসবে যখন শাসকগণ নির্ধারিত (মুস্তাহাব) সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে এমনকি মুস্তাহাব সময় শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এসময় তুমি একাকী হলেও নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে নিবে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি পরে তাদের সাথে আবার নামায আদায় করব? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ করতে পার যদি তুমি ইচ্ছা কর— (মুসনাদে আহমাদ)।

৪২৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا أَبُو هَاشِمٍ يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقَبْلَةَ -

৪৩৪। আবুল ওয়ালীদ— কাবীসা ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরে এমন এক সময় আসবে যখন আমীরগণ যথা সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে। এটা তোমাদের জন্য উপকারী কিন্তু তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তোমরা তাদের সাথে একত্রে ততদিন নামায আদায় করবে যতদিন তারা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে অর্থাৎ মুসলমান থাকবে।

১৫. بَابُ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا

১৫ অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভুলে গেলে কি করতে হবে?

৬৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ خَيْرٍ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكَرَى عَوَسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ لَنَا اللَّيْلُ قَالَ فَقَلْبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتَيْقَظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَاقْتَدَاوُ رَوَّاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَصَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِي عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِذِكْرِي قَالَ أَحْمَدُ الْكَرَى النَّعَاسُ -

৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় এক রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। আমরা নিদ্রালু হয়ে পড়ায় তিনি রাতের শেষভাগে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বাহন হতে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রা)-কে বলেনঃ তুমি জেগে থাক এবং রাতের দিকে খেয়াল রাখ। অতঃপর বিলাল (রা)-ও নিদ্রাকাতর হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজের উটের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, বিলাল (রা) এবং সহগামী সাহাবীদের কেউই জাগরিত হন নাই যতক্ষণ না সূর্যের তাপ তাদেরকে স্পর্শ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগরিত হন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে বলেনঃ হে বিলাল! জবাবে বিলাল (রা) ওজর পেশ করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যে মহান সত্তা

আপনার জীবন ধরে রেখেছিলেন সেই মহান সত্তা আমার জীবনও ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর তাঁরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করেন এবং বিলাল (রা)-কে নামাযের ইকামত দিতে বলেন। তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন।^১ নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায (আদায় করতে) ভুলে যাবে সে যেন স্বরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে।^২ কেননা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেনঃ “তোমরা আমার স্বরণের জন্য নামায কায়েম কর”- (মুসলিম, ইবন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

২৩৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ - قَالَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاذَنْ وَأَقَامَ وَصَلَّى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْإِذَانَ فِي حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ -

৪৩৬। মুসা ইবন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনা পরম্পরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে স্থানে তোমরা গাফলতিতে নিমজ্জিত হয়েছ— সে স্থান ত্যাগ কর।

রাবী বলেন, উক্ত স্থান ত্যাগের পর অন্য স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেওয়ায় তিনি আযান ও ইকামত দেন এবং তিনি (স) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত হাদীছ মালেক, সুফিয়ান, আওয়াঈ, আবদুর রাযযাক—সকলে মা'মার ও ইবন ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় কেউই অযানের কথা উল্লেখ করেননি।

২৩৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

১। উল্লেখিত হাদীছে কেবলমাত্র ইকামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) বিলাল (রা)-কে প্রথমে আযান ও পরে ইকামতের আদেশ দেন। - (অনুবাদক)

২। রাতে ঘুমিয়ে থাকার পর সকালে কেউ যদি এমন সময় ঘুম হতে জাগ্রত হয়, যখন সূর্য উঠতে থাকে— তখন নামায আদায় করা হারাম। কেননা অন্য হাদীছে আছে— সূর্যোদয়, ঠিক দ্বি-প্রহর ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিযিদ্ধ। - (অনুবাদক)

رَبَّاحُ الْأَنْصَارِيِّ أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَنْظِرْ فَقُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ هَذَا
رَاكِبَانِ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا يَعْنِي صَلَاةَ
الْفَجْرِ فَضْرَبَ عَلَى أَذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنِيئَةً ثُمَّ
نَزَلُوا فَتَوَضَّؤُوا وَأَذَنَ بِلَالٌ فَصَلُّوا رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجَرَ وَرَكِبُوا فَقَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَطْنَا فِي صَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ
لَا تَفْرِيطُ فِي النُّومِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ
فَلْيُصَلِّهَا حِينَ ذَكَرَهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ .

৪৩৭। মুসা ইবন ইসমাঈল— আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি একদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং আমিও তাঁর সাথে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর তিনি বলেনঃ লক্ষ্য কর। তখন আমি বলি, এই একজন আরোহী, এই দুইজন আরোহী, এই তিনজন আরোহী— এইরূপে আমরা গণনায় সাত পর্যন্ত পৌঁছাই। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা আমাদের ফজরের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখ। অতঃপর রাবী বলেন যে, তাদের কান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল) এবং রৌদ্রের তাপ গায়ে লাগার পূর্বে কেউই ঘুম হতে উঠতে পারেননি। ঘুম হতে বেনা উঠার পর জাগ্রত হয়ে তাঁরা উক্ত স্থান ত্যাগ করে সামান্য দূর যাওয়ার পর অবতরণ করে উঠু করেন। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দেওয়ার পর তাঁরা প্রথমে ফজরের দুই রাকাত সূনাত, অতপর দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করে— উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকেন, আমরা নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করে গুনাহগার হয়েছি। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে কেউ যদি নামায কাযা করে— তবে তা অন্যায় নহে। অবশ্য জাগ্রত থাকাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করলে অন্যায় হবে। অতএব তোমাদের কেউ যখন নামায আদায়ের কথা ভুলে যায়— সে যেন স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে।^১ এবং পরবর্তী দিন উক্ত সময়ের নামাযটি

১। কোন কারণ বশতঃ নামায কাযা হলে স্বরণ হওয়া মাত্রই ঐ নামায আদায় করতে হবে। তবে বিশেষ অসুবিধার কারণে— তার কাযা বিলম্বে আদায় করা যায়, যেমন— সূর্যোদয়ের সময় স্বরণ হলে, বা নাপাকী অবস্থায় থাকলে।

তার নির্দ্ধারিত সময়ে যেন আদায় করে— (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৪৩৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ وَهْبٍ بْنُ جَرِيرٍ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ نَا خَالِدُ بْنُ سَمِيرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ لَأَنْصَارٍ تَفْقَهُهُ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأَمْرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ تُؤْخِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالَعَتْ فَقُمْنَا وَهَلَيْنَ لَصَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْدًا رَوَيْدًا حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكُعُ رُكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَرْكُعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكُعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَرْكُعْهُمَا فَرَكْعُهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُذَوَّى بِالصَّلَاةِ فَتَوَدَّى بِهَا فَتَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَالَ إِلَّا أَبَا نَحْمَدَ الْإِنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَرٍّ مِنْ أُمُورِ السُّنْيَا شُغِلْنَا عَنْ صَلَاتِنَا رَكْنًا أَرْوَاحُنَا كَانَتْ يَدُ اللَّهِ فَارْسَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ النَّدَاءِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا -

৪৩৮। আলী ইব্ন নাসর— খালিদ ইব্ন সুমাইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ্ আনসারী (রা) মদীনা হতে আমাদের নিকট আগমন করেন। মদীনার আনসারগণ তাঁকে একজন বিশিষ্ট ফকীহ (ফিকাহ তত্ত্ববিদ আলেম) হিসাবে গণ্য করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ আনসারী (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘোড়া রক্ষক ছিলেন— বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন—পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ।

রাবী বলেন, সূর্যের রশ্মি আমাদের শরীর স্পর্শ করার পর আমরা ঘুম হতে জাগ্রত হই। ঐ সময় আমরা আমাদের নামাযের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এ স্থান ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। তাঁরা ঐ স্থান ত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পর সূর্য যখন

২। উপরোক্ত হাদীছে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির নামায কাযা হলে শ্রবণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করতে হবে এবং পরের দিন ঐ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে আদায় করার প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে যেন পুনরায় তা কাযা না হয়।

কিছুটা উপরে উঠল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যারা সফরের সময় ফজরের নামাযের দুই রাকাত সুন্নাত আদায়ে অভ্যস্ত—তারা যেন তা আদায় করে নেয়। অতঃপর উপস্থিত সাহাবাগণ ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করেন। অতঃপর নবী করীম (স) আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের ফজরের দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করেন। নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা জেনে রাখ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দুনিয়ার কোন কাজকর্ম আমাদের এই নামায আদায় করা হতে বিরত রাখেনি, বরং আমাদের আত্মাসমূহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ছিল। অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠিয়েছেন। তোমাদের কেউ যখন আগামী দিনের ফজরের নামায ঠিক সময়ে পাবে তবে সে যেন এ ওয়াস্তের সাথে— এই কাযা নামাযটিও আদায় করে।

৪৩৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي هَذَا السَّبْرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ فَمَنْ قَانَنُ بِالصَّلَاةِ فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ -

৪৩৯। আমর ইবন আওন— আবু কাতাদা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের আত্মাগুলিকে যতক্ষণ ইচ্ছা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখেন, অতঃপর তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)—কে আযান দিতে বলায় তিনি আযান দিলে—সকলে উয় করেন। ইতিমধ্যে সূর্য উপরে উঠে যায় এবং নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে ঐ নামায আদায় করেন— (বুখারী, নাসাঈ)।

৪৪০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا عَبَّاسٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ -

৪৪০। হানাদ— আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে— পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। রাবী বলেন, সূর্য কিছু উপরে উঠার পর সকলে উয় করে নামায আদায় করেন— (বুখারী, নাসাঈ)।

৬৬১- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا سَلِيمَانَ بْنَ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا سَلِيمَانَ
يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِيطٌ إِنَّمَا التَّقْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ
أَنْ تُوْخَرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخَلَ وَقْتُ أُخْرَى -

৪৪১। আল-আব্বাস আল-আনবারী— আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ঘুমের কারণে (নামায কাযা হলে) অন্যায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামায এত বিলম্বে আদায় করা অন্যায়— যাতে অন্য ওয়াক্ত উপনীত হয়— (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৬৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا
ذَلِكَ -

৪৪২। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর— আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামায আদায়ের কথা ভুলে যায় সে যেন স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে। কাযা নামাযের কাফফারা হল— তা আদায় করা— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

৬৬৩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ
الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ
مُؤَدِّيًا فَادْنُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ -

৪৪৩। ওয়াহুব ইবন বাকিয়া— ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক দীর্ঘ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্তে সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন। তাঁরা সূর্যোস্তাপ শরীরে লাগার পর জাগ্রত হন। অতঃপর স্থান ত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পর সূর্য কিছু উপরে উঠলে তিনি মুআযযিনকে আযান

দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুআযযিন আযান দিলে তাঁরা প্রথমে ফজরের দু'রাকাত সুনাত নামায আদায় করেন এবং ইকামতের পর ফরয নামায আদায় করেন - (বুখারী, মুসলিম)।

৪৪৪- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَاحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْقَتْبَانِيَّ أَنَّ كَلِيبَ بْنَ صَبِيحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزَّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَخَّؤُا وَصَلُّوْا رَكَعَتِي الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ -

৪৪৪। আব্বাস আল-আনবারী--- আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি ফজরের নামাযের সময় ঘুমে কাতর ছিলেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে সাহাবীদের উক্ত স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি অন্য এক স্থানে উপনীত হয়ে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেন। তিনি আযান দিলে সাহাবীগণ উয়ু করে দু'রাকাত সুনাত নামায আদায় করেন। অতঃপর বিলাল (রা)-কে ইকামতের নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। নবী করীম (সা) সকলকে নিয়ে ফজরের ফরয নামায আদায় করেন।

৪৪৫- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيزٌ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ ذِي مَخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لَمْ يَلْتَ مِنْهُ التَّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ غَيْرَ عَجَلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ أَقِمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى وَهُوَ غَيْرُ عَجَلٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذُو مَخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَبِيحٍ -

৪৪৫। ইব্রাহীম— যু-মিখবার আল-হাব্শী (নাঈজাশীর আতুশুত্র) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমত করতেন। পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা পূর্বক তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে উযু করেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। নবী করীম (স) দণ্ডায়মান হয়ে শান্তভাবে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বলেন। তিনি ইকামত দিলে নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে ধীরস্থিরভাবে ফজরের দু'রাকাত ফরয নামায আদায় করেন।

— ৪৪৬ — حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَرِيزٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِي مَخْبَرٍ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاذَّنَ
وَهُوَ غَيْرُ عَجَلٍ -

৪৪৬। মুআম্মাল— যু-মিখবার হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) ধীরস্থিরভাবে আযান দেন।

— ৪৪৭ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ
شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ أَبِي عُلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكُونُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَتَأْمُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ قَالَ فَفَعَلْنَا
قَالَ فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَأْمَ أَوْ نَسَى -

৪৪৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না— আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন বিলাল (রা) বলেন— আমি। অতঃপর সকলে ঘুমিয়ে পড়েন এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগরিত হয়ে বলেনঃ তোমরা ঐরূপ কর যেরূপ তোমরা করতে— অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা যেরূপ এই নামায আদায় করত— এখনও সেভাবে তা আদায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা নবী করীম (স) —এর নির্দেশ মোতাবেক উযু করে আযান, ইকামত ও জামাআতের সাথে নামায আদায় করি। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায

আদায় করতে ভুলে যাবে বা ঘুমিয়ে থাকার ফলে আদায় করতে পারবে না- সে যেন তার কাযা এইরূপে আদায় করে- (নাসাঈ)।

১৬. بَابُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

১৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে

৪৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ أَنَا سَعْدِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَرَازَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنُزْخَرَفْنَهَا كَمَا زُخِرْفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى -

৪৪৮। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্--- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমাকে বেশী উচ্চ করে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা মসজিদ এমনভাবে কারুকার্য করবে যেমনটি ইহুদী ও নাসারারা নিজ নিজ উপাসনালয় নকশা ও কারুকার্য মণ্ডিত করে থাকে।

৪৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي رَبْعَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ -

৪৪৯। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ--- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ লোকেরা মসজিদে পরস্পরের মধ্যে (নির্মাণ ও কারুকার্য নিয়ে) গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৪৫০- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَالُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاعِيَهُمْ -

৪৫০। রাজাআ ইবনুল-মুরাজ্জা--- উছমান ইবন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে তায়েফের ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন- যেখানে মূর্তি পূজারীদের মূর্তিঘর ছিল- (ইবন মাজা)।

৪৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ أَمٌّ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ نَا نَانِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّيْنِ وَسَقْفُهُ بِالْجَرِيدِ وَعُمْدُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ عُمْدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بَنَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمْدُهُ خَشَبًا وَغَيْرَهُ عُنْمَانٌ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةٌ كَثِيرَةٌ وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدُهُ مِنْ جَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفُهُ بِالسَّاجِ - قَالَ مُجَاهِدٌ سَقْفُهُ السَّاجُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجَبِصُ -

৪৫১। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া— আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদে নববী ইটের দ্বারা তৈরী ছিল এবং তার ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল ও গুড়ির দ্বারা তৈরী। মুজাহিদ বলেন, তার স্তম্ভগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তা কিছুটা প্রশস্ত করেন; কিন্তু তাঁর মূল ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কাঁচা ইটের তৈরী দেওয়াল ও খেজুর পাতার ছাউনীতে। তিনি স্তম্ভগুলি পরিবর্তন করেন- কিন্তু মূল বুনিয়াদের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি।

মুজাহিদ (রহ) বলেন, তার স্তম্ভগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। উছমান (রা)-র সময় তিনি তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে তা অনেক প্রশস্ত করেন। তিনি কাঁচা ইটের পরিবর্তে নকশা খচিত প্রস্তর ও চুনা দ্বারা তার দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং তার স্তম্ভগুলিও নকশা খচিত পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন। তিনি সেগুন কাঠ দ্বারা (যা হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়) এর ছাদ নির্মাণ করেন- (বুখারী)।

৪৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فَرَّاسٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ

سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُدْعِ النَّخْلِ أَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ
بِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ
النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُمَانَ فَبَنَاهَا بِالْأَجْرِ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الْآنَ

৪৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতেম— ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং আড়া ছিল খেজুরের গাছের। আবু বাকর সিদ্দীক (রা)—এর যামানায় তা পুরাতন ও বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পূর্বের ন্যায় খেজুরের গাছ ও পাতার দ্বারা পুনরায় নির্মাণ করেন। অতঃপর উছমান (রা)—র শাসনামলে তা বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পাকা ইট ও প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করেন। এখনও তা অক্ষত অবস্থায় বিরাজিত।^১

٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَرٍّ يُقَالُ
لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ
فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سَيُوفَهُمْ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدَفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بَيْنَاءَ
أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ
وَيُصَلِّي نِيَّ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ أَمَرَ بَيْنَاءَ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ
وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا وَاللَّهِ لَأَنْطَلُبَ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى
اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ حَرْبٌ
وَكَانَتْ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ
فَنَشِثَتْ وَبِالْخَرْبِ نَسُوَيْتِ وَبِالنَّخْلِ فَقَطَّعَ فَصَفَّ النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا
عِصَادَتِيَّ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَةَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

১। এই হাদীছ সংকলনের সময় পর্যন্ত মসজিদে নববীর অবস্থা ঐরূপ ছিল। এর পরে অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। - (অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَآخِرٍ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانْصُرِ الْإِنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৪৫৩। মুসাদ্দাদ— আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায আগমনের পর আওআলীয়ে—মদীনায আমর ইব্ন আওফ গোত্রের অবতরণ করেন এবং তথায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বানু নাজ্জার গোত্রের যাওয়ার উদ্দেশ্যে খবর পাঠান। তারা নবী করীম (স)–এর সন্মানার্থে গলদেশে তরবারি ঝুলিয়ে সেখানে আসেন।

আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাহনে আরোহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং আবু বাকর (রা) তখন তার পশ্চাতে আরোহিত ছিলেন। বানু নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চারিদিকে ছিল। তিনি হযরত আবু আইউব আনসারী (রা)–এর বাড়ীর আর্থগিনায় এসে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হত সেখানেই নামায আদায় করতেন। এমনকি তিনি বক্রী রাখার স্থানেও নামায আদায় করতেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হলে বানু নাজ্জার গোত্রের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে বানু নাজ্জার! তোমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তাঁরা বলেন, আমরা বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকটেই কামনা করি।

আনাস (রা) বলেন, তাতে যা ছিল— সে ব্যাপারে আমি এখনই তোমাদের জ্ঞাত করাচ্ছি। ঐ স্থানে ছিল মুশরিকদের কবর, পুরাতন ধ্বংসস্থাপ ও খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কবর হতে তাদের গলিত হাড়ি ইত্যাদি অন্যত্র নিক্ষেপের নির্দেশ দিলে—তা ফেলে দেয়া হয়, ভূমি সমতল করা হয় এবং খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। অতঃপর মসজিদের দক্ষিণ দিকের খেজুর গাছগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয় এবং দরজার চৌকাঠ ছিল পাথরের তৈরী। মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও সাহাবীদের সাথে একত্রে কাজ করার সময় নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেনঃ

اللهم لاخير الاخير الاخرة - فانصر الانصار والمهاجرة

“ইয়া আল্লাহ! আখেরাতে কল্যাণই আমাদের কাম্য। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন”– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৪৫৪ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ

بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ حَرْتُ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِنُونِي بِهِ قَالُوا لَأَنْبَغِي فَقَطَعَ النَّخْلَ وَسَوَّى الْحَرْتَ وَنَبَشَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ

فَاغْفِرْ مَكَانَ فَاَنْصُرْ قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُولُ خَرِبَ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَادًا هَذَا الْحَدِيثَ -

৪৫৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল--- আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর স্থানটুকু বানু নাজ্জার গোত্রের বাগান ছিল। তথায় তাদের কৃষিক্ষেত্র, খেজুর বাগান ও মুশরিকদের কবর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তা বিক্রির প্রস্তাব দিলে তাঁরা বলেন, আমরা তা বিক্রি করতে চাই না (বরং দান করব)। তখন ঐ স্থানের খেজুর গাছগুলি কাটা হয়, ভূমি সমতল করা হয় এবং মুশরিকদের কবর খুঁড়ে তাদের গলিত অস্থিগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী এই হাদীছের মধ্যে “ফানসূর” শব্দের পরিবর্তে “ফাগ্‌ফির” শব্দটির উল্লেখ করেছেন (অর্থ আপনি আনসার আর মুহাজিরদের ক্ষমা করুন)।

১৭. بَابُ إِتْخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ

১৭. অনুচ্ছেদ: পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে

৬৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تَنْظَفَ وَتُطَيَّبَ -

৪৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তা পবিত্র, সুগন্ধিযুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখারও নির্দেশ দেন- (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৬৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ ثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ قَالَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دُورِنَا وَنُصْلِحَ صُنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا -

৪৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ— সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা ঠিকভাবে তৈরী করে পরিষ্কার রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন।

১৮. بَابُ فِي السَّرْجِ فِي الْمَسَاجِدِ

১৮. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে

৪৫৭ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ ثَنَا مَسْكِينٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُرَّةَ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتَوْهُ فَصَلُّوا فِيهِ وَكَانَتْ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَإِنْ لَمْ تَأْتَوْهُ وَتَصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يَسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ -

৪৫৭। আন-নুফায়লী— মহানবী (স)-এর আযাদকৃত দাসী মায়মূনা (বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নামায আদায় করা এবং যিয়ারতের জন্য সফর করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা সেখানে গিয়ে নামায আদায় করতে পার। তখন উক্ত শহর ছিল শত্রুদের দখলে। এজন্য নবী করীম (স) বলেনঃ যদি তোমরা সেখানে গিয়ে নামায আদায়ের সুযোগ না পাও তবে বাতি জ্বালানোর জন্য (যায়তুন) তৈল পাঠিয়ে দাও- (ইব্ন মাজা)।

১৯. بَابُ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

১৯. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের কংকর সম্পর্কে

৪৫৮ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنُ بَزِيعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلِيمٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَطْرُنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مَبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَسْطُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا -

৪৫৮। সাহল ইবন তাম্বাম— আবুল ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)—কে মসজিদে নববীর ছোট ছোট প্রস্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, একদা রাতে বৃষ্টি হওয়ায় মসজিদে নববীর অংগন ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তার কাপড়ে পাথরের টুকরা বহন করে এনে স্ব (দন্ডয়মানের) স্থানে রাখতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের পর বলেনঃ কত উত্তম কাজ করেছে সে।

৪৫৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَيْصٌ قَالَا نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ -

৪৫৯। উছমান ইবন আবু শায়বা— আবু সালেহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরূপ বলা হত যে, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদ হতে পাথরের টুকরা বাইরে নিয়ে যায়, তখন কঙ্কর তাকে শপথ দেয় (আর বলে, আমাকে বাইরে নিয়ে যেও না)।

৪৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا شَرِيكٌ ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو بَدْرٍ أَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ -

৪৬০। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। (অধস্তন রাবী) আবু বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ (রহ) বলেন, শরীক এ হাদীসের সনদ মহানবী (স) পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মসজিদের প্রস্তর টুকরাগুলি সেই ব্যক্তিকে আল্লাহর নামে শপথ দেয়— যে তাদেরকে মসজিদ থেকে বাইরে বের করে।

২. بَابُ فِي كُنُسِ الْمَسْجِدِ

২০. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে

৪৬১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْخَزَّازُ ثَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَى أَجُورٍ

أُمْتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعَرَضَتْ عَلَى ذُنُوبِ أُمْتِي فَلَمْ أَرْ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْتِيَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا -

৪৬১। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবন আবদুল হাকাম— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মাতের কাজের বিনিময় (ছওয়াব) আমাকে দেখান হয়েছে— এমনকি মসজিদের সামান্য ময়লা পরিষ্কারকারীর ছওয়াবও। অপরপক্ষে আমার উম্মাতের গুনাহসমূহও আমাকে দেখান হয়েছে। নবী করীম (স) বলেনঃ আমি এ থেকে অধিক বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত অথবা সূরা মুখস্ত করবার পর তা ভুলে গেছে— (তিরমিযী)।^১

২১. بَابُ إِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

২১. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের পুরুষদের হতে পৃথক পথে মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে

৬৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ -

৪৬২। আবদুল্লাহ ইবন উমার ও আবু মামার— ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি এই দরজাটি কেবলমাত্র মহিলাদের প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হত (তবে উত্তমই হত)। নাফে বলেন, অতঃপর ইবন উমার (রা) উক্ত দরজা দিয়ে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কোনদিন প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারিছ ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় ইবন উমার (রা)–র পরিবর্তে উমার (রা)–র উল্লেখ আছে এবং এটাই সঠিক।

৬৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ أَعِينٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ -

৪৬৩। মুহাম্মাদ ইবন কুদামা— নাফে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন—পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ এবং এটাই সঠিক।

১। কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর রীতিমত তিলাওয়াত না করার কারণে ভুলে যাওয়া কবীরা গুনাহ।

৬৬৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ مِّنْ نَّافِعٍ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ -

৪৬৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ--- নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) পুরুষদেরকে মহিলাদের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

২২. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ

২২. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ

৬৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ أَوْ أَبَا أُسَيْدَ النَّخَسَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

৪৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান--- আবু হুমায়দ (রা) অথবা আবু উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ কালে সর্বপ্রথম নবী (স)-এর উপর ‘সালাম’ পাঠাবে, অতঃপর এই দুআ পড়বেঃ “اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ” ইয়া আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।” অতপর যখন কেউ মসজিদ হতে বের হবে তখন এই দুআ পাঠ করবেঃ “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ” ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার করুণা কামনা করি”- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)

৬৬৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مَسْلَمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلِّغْنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَتَطُؤُ نَعَمَ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ
الشَّيْطَانُ حَفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ -

৪৬৬। ইসমাইল ইব্ন বিশর--- হায়ওয়াত ইব্ন শুরায়হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উক্বা ইব্ন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বলি, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা)-র মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (নবী) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেনঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“আমি মহান আল্লাহর নিকট তার করুণাসিদ্ধ-জাত ও চির পরাক্রমশালী শক্তির মাধ্যমে-অনিষ্টকারী শয়তান হতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি।”

উক্বা (রা) বলেন, এখানেই কি হাদীছের শেষ? আমি বললাম, হাঁ! তখন উক্বা বলেন, যখন কেউ এই দুআ পাঠ করে তখন শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারা দিনের জন্য আমার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেল।

২২. بَابُ مَا جَاءَ نَبِيَّ الْبَصُولَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

২৩. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে

৬৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ -

৪৬৭। আল-কানাবী--- আবু কাতাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে পৌঁছে বসার পূর্বেই যেন দুই রাকাত (তাহিয়াতুল-মাসজিদ) নামায আদায় করে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।^১

১। মসজিদে প্রবেশ করলেই বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায (তাহিয়াতুল মসজিদ) পড়ে নেবে- তা যে কোন সময় প্রবেশ করুক না কেন। এই নির্দেশ শুধুমাত্র জুমুআর দিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ

৬৭৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الرَّاحِدِ بْنِ زِيَادٍ نَا أَبُو عَمِيْسٍ عُنْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ لَيَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيَذْهَبَ لِحَاجَتِهِ -

৪৬৮। মুসাদ্দাদ— আবু কাতাদা (রা) থেকে অপর সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় আরও আছে— “অতঃপর সে ইচ্ছা করলে বসতে পারে বা নিজের প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে চলেও যেতে পারে।”

২৫. بَابُ تَضَلُّعِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

২৪. অনুচ্ছেদ: মসজিদে বসে থাকার ফযীলত

৬৭৯- حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي
مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ -

৪৬৯। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ তোমাদের কারো জন্য ততক্ষণ দু’আ করতে থাকে যতক্ষণ তোমাদের কেউ জায়েনামায়ে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং তার উষু নষ্ট না

হয় বা সে ব্যক্তি ঐ স্থান ত্যাগ না করে। ফেরেশতাদের দু’আঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ
“ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন! ইয়া আল্লাহ! আপনি তার প্রতি সদয় হোন”— (বুখারী,
মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা)

৬৭০- حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

ইবন হাযল, ইসহাক, হাসান বসরী ও মাকহুল (রহ)—এর মতে ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও বসার পূর্বে ঐ নামায পড়ে নেবে। পক্ষান্তরে ইবন সীরীন, আতা ইবন আবী রাবাহ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক, আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ বলেন যে, ইমামের খুতবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে ঐ নামায না পড়ে বরং বসে যাবে এবং খুতবা শুনবে। তাদের মতে খুতবা শুনা ওয়াজিব এবং ঐ নামায হল নফল। তাই নফলের উপর ওয়াজিবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ
الْصَّلَاةُ تَحِبُّهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ۔

৪৭০। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ সে নামাযী হিসেবে পরিগণিত হবে— একমাত্র নামাযই যদি তাকে ঘরে তার পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনে বাঁধা দিয়ে থাকে— (মুসলিম)।

٤٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ
مَا كَانَ فِي مَصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةُ تَقُولُ الْمَلَكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ حَتَّى
يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ فَقِيلَ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِبُ۔

৪৭১। মুসা ইব্ন ইসমাইল— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যতক্ষণ কোন বান্দা মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ সে নামাযী হিসেবে গণ্য হবে। ঐ ব্যক্তির উয়ুনষ্ট না হওয়া বা ঘরে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এইরূপ দু'আ করতে থাকেঃ “ইয়া আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ! তার উপর তোমার রহমত নাযিল কর।”

আবু হুরায়রা (রা)–কে ‘হাদাছুন’–এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে–তিনি বলেন, যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে আস্তে বায়ু নির্গত হয়– (ঐ)।

٤٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ
الْأَزْدِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ الْعَنْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ۔

৪৭২। হিশাম ইব্ন আম্মার— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে যে উদ্দেশ্যে আসবে তার জন্য তদ্রূপ (বিনিময়) রয়েছে।

২৫. بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৫. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের মধ্যে হারানো প্রাণ্ডির ঘোষণা দেয়া মাকরুহ

৬৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا حَبِوَةُ يَعْنِي ابْنَ شَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا آدَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا -

৪৭৩। আবদুল্লাহ ইবন উমার আল-জুশামী— আবু হরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে কাউকে চীৎকার করে হারানো জিনিস তালাশ করতে শুনে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে তোমার ঐ জিনিস ফিরিয়ে না দিন। কেননা মসজিদ এইজন্য নির্মাণ করা হয়নি— (মুসলিম, ইবন মাজা)।

২৬. بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسَاجِدِ

২৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে থুথু ফেলা মাকরুহ

৬৭৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّقْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُؤَارِيَهُ -

৪৭৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ এবং এর কাফ্ফারা হল তা ঢেকে ফেলা— (মুসলিম)।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْبُزَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَنِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا -

৪৭৫। মুসাদ্দাদ— আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ এবং তার কাফফারা হল— মাটির মধ্যে তা দাফন করা— (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম)।

৪৭৬। حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৪৭৬। আবু কামেল— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদের মধ্যে কফ অথবা শ্লেষ্মা ফেলা —পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

৪৭৭। حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدَرٍ الْأَسْلَمِيِّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ وَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفَرْ وَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيُخْرِجْ بِهِ -

৪৭৭। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই (মসজিদে নববীতে) প্রবেশের পর এর মধ্যে শ্লেষ্মা অথবা কফ ফেলবে— সে যেন তা মাটির মধ্যে দাফন করে দেয়। যদি এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে সে যেন তার কাপড়ে থুথু ফেলে, অতঃপর তা বাইরে নিয়ে যায়।

৪৭৮। حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تَلَفَاءٍ بِسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيَقْلُ بِهِ -

৪৭৮। হান্নাদ— তারিক ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায

আদায় করতে থাকে, তখন সে যেন তার সনুখে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, বরং থুথু ফেলার একান্ত প্রয়োজন হলে বাম দিকের কাপড়ে ফেলবে—যদি সেদিকে কোন লোক না থাকে। যদি বাম দিকে কোন লোক থাকে তবে বাম পায়ের নীচে ফেলবে। অতঃপর তা মুছে ফেলবে—(নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৪৭৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَخَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ -

৪৭৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ— ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সনুখে থাকাকালীন তিনি খুত্বা দেওয়ার সময় দেখতে পান যে, মসজিদের কিব্লার দেওয়ালের দিকে শ্বেথা পড়ে আছে। এতে তিনি উপস্থিত লোকদের উপর রাগান্বিত হন এবং পরে তা মুছে ফেলে— (বুখারী, মুসলিম)।

রাবী বলেন, আমার ধারণামতে তৎপর নবী করীম (স) জাফরান আনিয়ে ঐ জায়গায় ছিটিয়ে দেন এবং বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনে থাকেন। কাজেই নামাযের সময় কেউ যেন সনুখে থুথু না ফেলে।

৪৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَّاجِينَ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضِبًا فَقَالَ أَيْسَرُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ أَنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلِكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَتَقَلُّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا فِي قِبْلَتِهِ وَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِكَ أَنْ يَتَقَلُّ فِي نَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ -

৪৮০। ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল পছন্দ করতেন এবং এর একটি অংশ প্রায়ই তাঁর হাতে থাকত। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে তার কিব্বার দেওয়ালের দিকে শ্রদ্ধা দেখতে পান এবং তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কারো চেহারায খুথু দিলে সে কি সন্তুষ্ট হবে? যখন তোমাদের কেউ নামাযের জন্য কিব্বাযুখী হয়ে দাঁড়ায় তখন সে যেন মহান আল্লাহ রবুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং ফেরেশতারার তার ডানদিকে অবস্থান করে। অতএব সে যেন ডান দিকে বা কিব্বার দিকে খুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে খুথু ফেলে। যদি খুথু ফেলার একান্তই প্রয়োজন হয় তবে এইরূপে খুথু ফেলবে। রাবী বলেন, হযরত ইবন আজলান, আমাদেরকে নামাযের মধ্যে খুথু ফেলার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তোমরা কাপড়ের মধ্যে খুথু ফেলে ঐ স্থান কচলাবে (অর্থাৎ কাপড়ের উক্ত স্থান অন্য স্থানের কাপড়ের সাথে মিশ্রিত করবে)।

৪৮১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السَّجِسْتَانِيُّ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَسْمَعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْغِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ نِيَّ مَسْجِدِهِ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْضُضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِتَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَّكَ ثُمَّ قَالَ أَرُونِي عِيبًا فَقَامَ فَتَنَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخُلُقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخُلُقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ -

৪৮১। ইয়াহুইয়া ইবনুল ফাদল— উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মসজিদে জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা)—র সাথে সাক্ষাত করতে আসি। তিনি বলেন, আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)—৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল হাতে নিয়ে মসজিদে আসেন। তিনি মসজিদে কিবলার দিকে শ্বেশ্বা দেখতে পেয়ে তথায় গিয়ে তা গুচ্ছের মূল দ্বারা খুঁচিয়ে উঠিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিন? তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ পাক তার সামনে থাকেন। কাজেই নিজের সামনের দিকে ও ডান দিকে কেউ যেন থুথু নিক্ষেপ না করে, বরং প্রয়োজন হলে বাম দিকে বা পায়ের নীচে যেন থুথু ফেলে। হঠাৎ যদি শ্বেশ্বা নির্গত হয় তবে সে যেন তা কাপড়ের মধ্যে ফেলে এবং পরে তা ঘষে ফেলে। অতঃপর নবী করীম (স) আবীর জাতীয় সুগন্ধি বা জাফরান আনতে বলেন। অতএব এক যুবক দ্রুত স্বীয় ঘরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য আনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা নিয়ে গুচ্ছের কাণ্ডের মাথায় লাগিয়ে উক্ত স্থানে ঘষে দেন। জাবের (রা) বলেন, এরূপেই মসজিদে আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে।

৪৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجَذَامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّوَانَ عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ أَحْمَدُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصُقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ لَا يُصَلِّيْ لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৪৮২। আহমাদ ইব্ন সালাহ--- আবু সাহ্লা (রা) হতে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার সময় কিবলার দিক থুথু নিক্ষেপ করে। তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) অবলোকন করেন। সে নামায হতে অবসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সে তোমাদের নামায পড়ায়নি। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায আদায় করার ইচ্ছা করে। তারা তাকে ইমামতি করতে নিষেধ করে এবং তাকে নবী করীম (স)- এর কথা অবহিত করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জ্ঞাত করলে তিনি বলেনঃ হাঁ! (তোমার ইমামতিতে নামায দূরস্ত হয়নি।)

রাবী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ—(মুসলিম)।

৪৮৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ أَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَبَرَّقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى -

৪৮৩। মুসা ইবন ইসমাইল--- মুতাররিফ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় পাই। তখন তিনি তাঁর বাম পায়ের নীচে থুথু ফেলেন।

৪৮৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ ذَلِكَ بِنَعْلِهِ -

৪৮৪। মুসাদ্দাদ--- আবুল আলা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত--- উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তাতে আরও আছে- অতঃপর তিনি তাঁর পায়ের জুতা দ্বারা তা ঘর্ষণ করেন।

৪৮৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ بَصُقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ -

৪৮৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ--- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াসিলা ইবনুল আস্কা (রা)-কে আমি দামিশ্কেসের মসজিদে চাটাইয়ের উপর থুথু ফেলতে দেখি। অতঃপর তিনি তাঁর পা দ্বারা তা মুছে ফেলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

২৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

২৭. অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে

৪৮৬- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَمْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكَيٍّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الْأَبْيَضُ الْمُتَكَيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَأَلْتُ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ -

৪৮৬। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ— আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক (অমুসলিম) ব্যক্তি উটে আরোহণ করে মসজিদে নববীর নিকট আগমন করে তার দরজায় উটটি বেঁধে জিজ্ঞেস করে যে, “আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের মধ্যেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বলি, “ইনি, মিনি গুত্র চেহারা বিশিষ্ট—হেলান দিয়ে বসে আছেন।” তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলে, “হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!” জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, হাঁ, আমি তোমার কথা শুনেছি। তখন সে বলে, “ইয়া মুহাম্মাদ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই—” এইরূপে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে— (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৪৮৭— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثنا سَلْمَةُ حَدَّثَتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَةُ بْنُ كَهِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ ثُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُو سَعْدٍ بْنُ بَكْرٍ ضَمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بِعِيرِهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ - قَالَ فَقَالَ أَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ -

৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু সা’দ গোত্রের লোকেরা দিমাম ইব্ন ছা’লাবাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করে। ঐ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার উট মসজিদের দরজায় বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আগন্তুক জিজ্ঞেস করে যে, “তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! অতঃপর পূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

৪৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا رَجُلٌ مِنْ مَرْيَنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الْيَهُودُ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا مِنْهُمْ -

৪৮৮। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এমন সময় আগমন করে-যখন তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। তারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোক পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

২৮. بَابُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

২৮. অনুচ্ছেদঃ যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ

৪৮৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا -

৪৮৯। উছমান... হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার জন্য সমগ্র জমীন পবিত্র এবং নামাযের স্থান বানানো হয়েছে।

৪৯০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ وَيَحْيَى بْنُ الْأَزْهَرِ عَنْ عَمَارِ بْنِ سَعْدِ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ لَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ حَبِيْبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَاَنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَنَهَاَنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ -

৪৯০। সুলায়মান ইব্ন দাউদ— হযরত আবু সালাহ আল-গিফারী (রহ) হতে বর্ণিত। একদা হযরত আলী (রা) বাবেল শহরে যান। তিনি সেখানে সফর করার সময় মুআযযিন এসে আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চায়। তিনি ঐ শহর ত্যাগ করে বাইরে এসে মুআযযিনকে ইকামতের নির্দেশ দিলে সে ইকামত দেয়। অতঃপর নামায শেষে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি (স) বাবেল শহরেও নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঐটা অতিশয় স্থান।

৪৯১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ -

৪৯১। আহমাদ ইব্ন সালাহ— হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় “ফালাম্মা বারায়্যা” -এর স্থানে “ফালাম্মা খারাজা”-এর উল্লেখ আছে।

৪৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَامَ وَالْمَقْبَرَةَ -

৪৯২। মুসা ইব্ন ইসমাইল— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ গোসলখানা ও কবরস্তান ব্যতীত সমস্ত জমীনই মসজিদ হিসাবে গণ্য (অর্থাৎ যে কোন স্থানে নামায পড়া যায়) - (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

২৭. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْبَابِلِ

২৯. অনুচ্ছেদঃ উটের আস্তাবলে নামায পড়া নিষেধ

৪৯৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ اللَّيْلِ فَقَالَ
لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ
الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ -

৪৯৩। উহ্মান ইব্ন আবু শায়বা--- আল- বারাবা ইব্ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়বে না। কেননা তা শয়তানের আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বকরী বাঁধার স্থানে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার; কেননা তা বরকতময় স্থান- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৩. بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ

৩০. অনুচ্ছেদঃ বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে

৬৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرُّوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا -

৪৯৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসা--- আবদুল মালিক থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও- (তিরমিযী, মুসনাদেআহমাদ)।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ ثَنَا اسْمَعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو

بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ -

৪৯৫। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম— আমার ইব্ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।

٤٩٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِّيُّ بِإِسْنَادِهِ
وَمَعْنَاهُ وَزَادَ إِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ عَبْدُهُ أَوْ أَجِيرُهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ السَّرَّةِ
وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُمْ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ -

৪৯৬। যুহায়ের ইব্ন হারব্— দাউদের সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আরও আছেঃ তোমাদের কেউ যখন তার বাদীকে—দাসের সাথে বিয়ে দিবে তখন থেকে সে তার (দাসীর) নাভির নিম্নাংশ থেকে হাঁটুর উপরাংশ পর্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

٤٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ
حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ مَتَى
يُصَلِّي الصَّبَى فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمَرَّوهُ بِالصَّلَاةِ -

৪৯৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ— হিশাম ইব্ন সা'দ (রহ) থেকে মুআয ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব আল-জুহানী (রহ)— এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মুআয ইব্ন আব্দুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কখন নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে? মহিলা বলেন, আমাদের একজন পুরুষ ব্যক্তি এ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ যখন ছোট ছেলে-মেয়েরা তাদের ডান ও বাম হাতের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হবে তখন থেকে তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে।^১

৩১. بَابُ بَدَأِ الْأَذَانِ

৩১. অনুচ্ছেদঃ আযানের সূচনা

৬৭৮- حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ عَبَادٍ أَمَّ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ زِيَادٌ نَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصَبْ رَأْيَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ - قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الْقُتَيْبِيُّ يَعْنِي الشَّيْبَوْنِي وَقَالَ زِيَادٌ شَبَّوْرَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَهْتَمٌّ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَى الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَقَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَبِيْنٌ نَائِمٌ وَيَقْظَانِ إِذَا أَتَانِي أَتَ فَاَرَانِي الْأَذَانَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَأَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عَشْرِينَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ فَإِذَا بِلَالٌ فَقَالَ أَبُو بَشِيرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمِئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنًا -

১। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সাত বছর বয়সের শিশুরা তাদের ডান ও বাম হাতের ব্যবহারের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং এ সময় তাদের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের স্বরূপ শুরু হয়। এজন্যই নবী করীম (স) এরূপ উক্তি করেছেন- (অনুবাদক)।

৪৯৮। আব্বাদ ইবন মুসা— আবু উমায়ের ইবন আনাস থেকে কোন একজন আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এজন্য চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, নামাযের সময় হলে ঝাড়া উড়িয়ে দেওয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে তখন একে অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (স)–এর মনপূতঃ হয়নি। অতঃপর কেউ এরূপ প্রস্তাব করে যে, শিংগা ফুঁকা হোক। যিয়াদ বলেন, শিংগা ছিল ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) তা অপছন্দ করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন ‘নাকুস’ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন, উপাসনার সময় ঘন্টাধ্বনি করা ছিল নাসারাদের রীতি। এজন্য নবী করীম (স) তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইবন য়ায়েদ (রা)–ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চিন্তিত্বাচার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি (ফেরেশতা) আমার নিকট এসে আমাকে আযান দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। রাবী বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইতিপূর্বে ঠিক একই রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বিশ দিন পর্যন্ত প্রকাশ না করে গোপন রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রকাশ করেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে (উমারকে) বলেনঃ এ সম্পর্কে পূর্বে আমাকে জ্ঞাত করতে তোমায় কিসে বাধা দিয়েছিল? উমার (রা) লজ্জা বিনম্র কণ্ঠে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন য়ায়েদ (রা) এ ব্যাপারে অগ্রবর্তীর ভূমিকা পালন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিলাল (রা)–কে নির্দেশ দেনঃ উঠ এবং আবদুল্লাহ ইবন য়ায়েদ যেরূপ বলে— তুমিও তদ্রূপ (উচ্চ কণ্ঠে) বল! এইরূপে বিলাল (রা) ইসলামের সর্বপ্রথম আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন। আবু বিশর বলেন, আবু উমায়ের আমাকে এরূপ বলেছেন যে, সম্ভবতঃ যদি এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন য়ায়েদ (রা) রোগগ্রস্ত না থাকতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকেই মুআযযিন নিযুক্ত করতেন।

۳۲. بَابُ كَيْفَ الْأَذَانُ

৩২. অনুচ্ছেদঃ আযানের নিয়ম সম্পর্কে

— ৬৭৭ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التِّمِّيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بَنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ النَّاسُ لَجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا
 نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا
 تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ
 فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى
 الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَعَنِي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ
 ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ
 قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 فَقَمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَاتَّقَى عَلَيْهِ بِمَا رَأَيْتُ فَلْتَوَدَّنَ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقَمْتُ مَعَ
 بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُنْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنُ بِهِ - قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ
 رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أَرَى - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ - قَالَ
 أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ
 فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَمْ يَتَنَبَّأَ -

করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর ক্ষেত্রে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে:

“আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্; আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্; হাইয়া আলাস্-সালাহ্, হাইয়া আলাস্-সালাহ্; হাইয়া আলাল্-ফালাহ্, হাইয়া আলাল্-ফালাহ্; আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।”

রাবী বলেন, অতঃপর ঐ স্থান হতে ঐ ব্যক্তি একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে— তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন বলবে:

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার; আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্; আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্; হাইয়া আলাস্-সালাহ্; হাইয়া আলাল্-ফালাহ্; কাদ কামাতিস্ সালাহ্; কাদ কামাতিস্-সালাহ্, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।”

অতঃপর ভোর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর নিকট আমার স্বপ্নের বর্ণনা করি। নবী করীম (স) বলেনঃ এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখেছ— তদ্রূপ তাকে শিক্ষা দাও— যাতে সে (বিলাল) ঐরূপে আযান দিতে পারে। কেননা তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার স্বরের চাইতে অধিক উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াই এবং তাঁকে আযানের শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণ পূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের এই আযান—ঋনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নিজ আবাসে বসে শুনেত পান। তা শুনে উমার (রা) এত দ্রুত পদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর শপথ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ অন্যরা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য— (ইবন মাজা, তিরমিযী, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবদুল্লাহ ইবন য়ায়েদের সূত্রে ইমাম যুহরী (রহ) হতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। যুহরী থেকে ইবন ইসহাকের সূত্রে “আল্লাহ্ আকবার” চারবার উল্লেখ আছে। যুহরী থেকে মামার ও ইউনুসের সূত্রে “আল্লাহ্ আকবার” দুই বার উল্লেখ আছে, তাঁরা চারবার উল্লেখ করেননি।

৫০০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِي قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

৫০০। মুসাদ্দাদ— মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু মাহযুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেনঃ তুমি বলবে— আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, তা উচ্চস্বরে বলবে। অতপর আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ— বলার সময় গলার স্বর নীচু করবে। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে বলবেঃ আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর বলবেঃ হাইয়া আলাস-সালাহু, হাইয়া আলাস-সালাহু; হাইয়া আলাল-ফালাহু, হাইয়া আলাল-ফালাহু। অতঃপর ফজরের নামাযের আযানের সময় বলবেঃ আস-সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম। অতঃপর বলবেঃ আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু— (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৫০১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ الصَّلَاةُ

৫০৪। আন্-নুফায়লী— আবু, মাহ্যূরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে আযানের নিম্নোক্ত শব্দগুলি একটি একটি করে শিক্ষা দেনঃ “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস্-সালাহু, হাইয়া আলাস্-সালাহু, হাইয় আলাল-ফালাহু, হাইয়া আলাল-ফালাহ। রাবী বলেন, ফজরের নামাযে তিনি এরূপ বলতেন, আস্-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম।”

٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَسْكَنْدَرَانِيُّ ثَنَا زِيَادُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْجُمَحِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيَّ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْآذَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ آذَانِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ حَدَّثَنِي عَنْ آذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَطُّ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قَالَ ثُمَّ تَرَجَعَ فَتَرَفَعَ صَوْتَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ -

৫০৫। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ.... আবু মাহযূরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযান শিক্ষা দেন। তিনি বলতেনঃ “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর হাদীছের অবশিষ্ট অংশ আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণিত ইবনে জুরাইজের হাদীছের অনুরূপ। মালেক ইব্ন দীনার (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আবু মাহযূরাকে বলি- আপনার পিতা-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যেরূপ আযান শিক্ষা করেন- তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, “আল্লাহ

আকবার, আল্লাহ আকবার, এইরূপে আযানের শেষ পর্যন্ত। জাফর ইব্ন সুলায়মানের হাদীছেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার শব্দটি উচ্চস্বরে দীর্ঘায়িত করে বলবে।

৫.৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْتُ رَجُلًا فِي الدُّورِ يَنَادُونَ النَّاسَ لِحِينَ الصَّلَاةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أُمِرَ رَجُلًا يَقُومُونَ عَلَى الْأَطَامِ يَنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ لِحِينَ الصَّلَاةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَانُوا أَنْ يَنْقَسُوا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَاذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا أَلَا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو لَقَدْ فَمَرُ بِلَالًا فَلْيُؤْذِنِ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سَبَقَ مِنْ صَلَاتِهِ وَانْتَهَمَ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ قَالَ

شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَقَالَ مُعَاذُ اللَّهِ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةَ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَ رَمَضَانَ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأَمَرُوا بِالصِّيَامِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ نَمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُ فَاتَّاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ "أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ" -

৫০৬। আমর ইব্ন মারযুক— ইব্ন আবু লায়লা (রহ) বলেন, নামাযের ব্যাপারে (কিবলার) পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি প্রথমাবস্থায় এরূপ চিন্তা করি যে, লোকদের নামাযের আহবানের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে কিছু লোক প্রেরণ করি। আমি এরূপও ইরাদা করি যে, লোকদেরকে জামাআতে আনার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে (মহল্লার) উঁচু স্থানে উঠিয়ে দিব—যারা তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করবে, অথবা তারা শিংগা ধ্বনির মাধ্যমে লোকদেরকে জামাআতে আহবান করার চিন্তাও করেছিল। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় আনসারদের মধ্য হতে একজন এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদেরকে জামাআতে হাযির করার ব্যাপারে আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখার পর রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে— এক ব্যক্তি দুটি হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে মসজিদের সম্মুখে আযান দিচ্ছেন। আযান শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি ইকামত দেন এবং এখানে তিনি আযানের শব্দের সাথে “কাদ কামাতিস-সালাহ্” শব্দটি যোগ করেন। অতঃপর তিনি বলেন— মানুষের মিথ্যা অপবাদের ভয় যদি আমার না থাকত তবে নিশ্চয়ই আমি বলতাম, আমি তা জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি— স্বপ্নে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তুমি বিলালকে নির্দেশ দাও যেন সে আযান দেয়। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, আমিও ইতিপূর্বে তার অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমার আগেই অনুরূপ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত হওয়ার কারণে আমি তা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করি।

রাবী বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যখন নামাযের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয় নাই তখন সাহাবায়ে কিরামদের মধ্য হতে যাঁরা নামায আরম্ভের পরে আসতেন তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন- নামাযের কতটুকু আদায় করা হয়েছে। অতঃপর তাদের অবহিত করা হত। যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে প্রথম হতে নামাযে শরীক হতেন তাঁরা এক অবস্থায় থাকতেন এবং যারা পরে আসতেন তাদের কেউ দাঁড়ান, বসা বা রুকুর অবস্থায় থাকতেন।

ইবনুল মুছান্না, আমর, হুসায়েন, ইবন আবু লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) জামাআত শুরু হওয়ার পর মসজিদে আসেন। শোবা- হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে এক অবস্থায় দেখতে পাই নাই- হতে, অনুরূপভাবে তোমরা কর- পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অতপর আমি আমারের হাদীছ বর্ণনা করি। রাবী বলেন, মুআয (রা) মসজিদে আগমনের পর উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁকে ইশরা করে বলেন-। শোবা বলেন, আমি হুসায়েনের নিকট শুনেছি, মুআয (রা) বলেন, আমি তাঁকে নামাযের মধ্যে যে অবস্থায় পাই - সে অবস্থায় তাঁর সাথে নামায আরম্ভ করব।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলেনঃ মুআয তোমাদের জন্য একটি উত্তম সূনাত সৃষ্টি করেছে (অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম ইমামের সাথে কিরূপে নামায আদায় করতে হয়, তা ভালভাবে দেখিয়েছেন। তিনি নবী করীম (স)-এর সাথে প্রাপ্ত নামায জামাআতে আদায়ের পর অবশিষ্ট নামায পরে আদায় করেন।) অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরাও এরূপ করবে।

রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদীনায় আসার পর তাঁদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযানের রোযার আয়াত নাযিল হয়। সাহাবীদের ইতিপূর্বে রোযা রাখার অভ্যাস না থাকায় তা তাঁদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়। অতঃপর যাঁরা রোযা রাখতে অক্ষম তাঁরা মিসকীনদের আহার করাতেন।

অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**

“তোমাদের মধ্যে যারা রমযান মাস পাবে তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে।” মুসাফির ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যই কেবলমাত্র রমযান মাসের রোযা না রাখার অনুমতি ছিল (কিন্তু অন্য সময়ে এর কাযা আদায় করতে হত)। এভাবে তাদেরকে রমযানের রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে রোযার নিয়ম এইরূপ ছিল যে, ইফতারের পর খাওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি

যদি কোন কারণ বশতঃ ঘুমিয়ে পড়ত তবে তার জন্য পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ নাজায়েয ছিল। এক রাতে হযরত উমার (রা) তাঁর স্ত্রীর নিকট সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি তো ঘুমিয়েছিলাম। তখন উমার (রা) এরূপ ধারণা করেন যে, তাঁর স্ত্রী মিথ্যা বাহানা করে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে সংগম করেন। অপরপক্ষে একজন আনসার সাহাবী ঘরে ফিরে খাদ্য চাইলে তাঁর পরিবারের লোকেরা বলেন, ধৈর্য ধরুন, আমরা খাবার প্রস্তুত করে আনছি। ইত্যবসরে তিনি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন ভোরে এই আয়াত নাখিল হয়ঃ **أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ** “রমযান মাসের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের বিবীদের সাথে সংগম হালাল করা হয়েছে।”

৫.৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ دَاوُدَ ح وَثْنَا نَصْرَبُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقِ نَصْرُ الْحَدِيثِ بِطَوْلِهِ وَأَقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلَوَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّلَاثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى يَغْنَى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَانْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَسَمِيَ نَصْرًا صَاحِبَ الرَّوْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَمَهَلَ هَنِيئَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدِّقَاتِ الصَّلَاةِ قَدِّقَاتِ الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقْنَهَا بِلَالًا فَاذْنُ بِهَا بِلَالٌ وَقَالَ فِي الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
 مِسْكِينٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ
 مِسْكِينًا أَجْزَاهُ ذَلِكَ فَهَذَا حَوْلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
 كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" فَتَبَّتِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ
 الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ وَتَبَّتِ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الَّذِينَ
 لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةٌ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمُهُ وَسَاقِ الْحَدِيثِ -

৫০৭। ইব্নুল মুহাম্মা... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ব্যাপারে কিবলার পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে এবং রোযার ব্যাপারে নিয়ম পদ্ধতিও তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। রাবী নাসর এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্নুল মুহাম্মা তা সথষ্টিগ্ধাঙ্কারে নামাযের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস।

রাবী বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায আসার পর দীর্ঘ তের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ “আমি তোমাকে তোমার চেহারা সব সময় আকাশের প্রতি ফিরান অবস্থায় অবলোকন করছি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব যা তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং অতঃপর তোমরা যেখানেই অবস্থান কর- তোমাদের চেহারা ঐ স্থানের দিকে ফিরাও।” অতএব আল্লাহ পাক তাঁকে কা’বার দিকে ফিরিয়ে দেন। এভাবে তাঁর বর্ণনা শেষ হয়েছে।

অতপর আনসার গোত্রীয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) আগমন করেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে বলেনঃ “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (২বার), আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২বার), হাইয়া ‘আলাস্-সালাহ্ (২ বার), হাইয়া আলাল-ফালাহ্ (২ বার), আল্লাহ আকবার (২ বার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (১ বার)। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ পরে আযানের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেন এবং তন্মধ্যে হাইয়া আলাল-ফালাহ্ শব্দটির পরে দুইবার “কাদ্ কামাতিস-সালাহ্” বাক্যটি উচ্চারণ করেন।

রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে বলেনঃ তুমি বিলালকে এর তাল্কীন (শিক্ষা) দাও। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) উক্ত শব্দ দ্বারা আযান দেন।

অতঃপর রাবী রোযা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন করে এবং আশুরার রোযা রাখতেন। অতঃপর এই আয়াত নাখিল হয়ঃ “তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাতীরা হও। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সফরে থাকে বা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে- তবে পরবর্তী সময়ে তাকে এর কাযা আদায় করতে হবে। এবং যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদ্যা হিসেবে একজন মিস্কীনকে খাদ্য দান করবে”-(সূরা বাকারাঃ ১৮৪)। অতঃপর যারা ইচ্ছা করত রোযা রাখত এবং যারা ইচ্ছা করত রোযার পরিবর্তে প্রত্যহ একজন মিস্কীনকে খাদ্য প্রদান করলেই চলত। অতঃপর এই হুকুম পরিবর্তিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এই আয়াত নাখিল হয়ঃ “রমযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানুষের দিশারী এবং হিদায়াতের নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পাবে সে যেন অবশ্যই ঐ মাসে রোযা রাখে। আর যারা সফরে থাকবে বা রোগগ্রস্ত হবে তারা পরবর্তী সময়ে তার কাযা আদায় করবে”-(সূরা বাকারাঃ ১৮৫)। এই আয়াত দ্বারা রোযার মাস প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। মুসাফিরকে পরে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। অথর্ব-বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তি- যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা রোযার পরিবর্তে মিস্কীনকে প্রত্যহ খাদ্যদান করবে।

২২. بَابُ فِي الْإِقَامَةِ

৩৩. অনুচ্ছেদঃ ইকামতের বর্ণনা

৪. ০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمْرٌ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا الْإِقَامَةَ -

৫০৮। সুলায়মান ইব্ন হার্ব- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযান জোড় শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হাম্মাদ তাঁর হাদীছে

আরও বর্ণনা করেছেন যে, কাদ কামাতিস্-সালাহ্ শব্দটি দু'বার বলবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৫০৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثٍ وَهَيْبٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ -

৫০৯। হুমায়দ ইবন মাস্আদা--- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত--- উহায়বের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। ইসমাইল বলেন, আমি এই হাদীছ আইউবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, কিন্তু কাদ কামাতিস্-সালাহ্ বাক্যটি দু'বার তাতে বলতে হবে।

৫১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَحْدِثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ -

৫১০। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার--- ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে আযানের শব্দ দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হত। কিন্তু ইকামতের মধ্যে 'কাদ কামাতিস্-সালাহ্' শব্দটি দু'বার বলা হত। আমরা মুআযযিনের ইকামত শুনে উযু করতে যেতাম অতঃপর নামায আদায় করতে যেতাম-(নাসাঈ)।

৫১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي النَّقْدِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعَرَبِيَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْكَبِيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ -

৫১১। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া--- মসজিদুল-উরইয়ান (কূফায় অবস্থিত মসজিদ)-এর মুআযযিন আবু জাফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কূফার বড় মসজিদের মুআযযিন আবুল মুহাম্মাকে বলতে শুনেছিঃ আমি ইবন উমার (রা)-র সূত্রে শুনেছি---পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

২৪. بَابُ الرَّجُلِ يَزِدُّنُ وَيُتِمُّنُ آخَرَ

৩৪. অনুচ্ছেদঃ একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া

৫১২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَارَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقِهْ عَلَى بِلَالٍ فَالْقَاهُ عَلَيْهِ فَاذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَاقِمِ أَنْتَ -

৫১২। উছমান ইবন আবু শায়বা— মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ থেকে তাঁর চাচা আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আযান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এর কোনটিই গৃহীত হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা)–কে স্বপ্নযোগে আযানের শব্দ জ্ঞাত করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ তুমি তা বিলালকে শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিলালকে শিখানোর পর– তিনি (বিলাল) আযান দেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) বলেন, যেহেতু আযান সম্পর্কিত স্বপ্নটি আমিই দেখেছি– কাজেই আমি স্বয়ং আযান দিতে ইরাদা করেছিলাম। নবী করীম (স) তাঁকে বলেন, তুমি ইকামত দাও।

৫১৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاقَامَ جَدِّي -

৫১৩। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার— মুহাম্মাদ ইবন আমর বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি– আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমার দাদা ইকামত দেন।

৩৫. بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يَقِيمُ

৩৫. অনুচ্ছেদঃ মুআযযিনই ইকামত দিবে

৫১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنَ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْأَفْرَيقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ زَيْدٍ يَقِيْمُ الْأَذَانَ الصُّبْحَ أَمْرَيْنِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ تَلَا حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى وَقْدٍ تَلَا حَقَّ أَصْحَابُهُ يَعْنِي فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يَقِيْمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا صَدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يَقِيْمُ قَالَ فَأَقَمْتُ -

৫১৪। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা— যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদাই (রা) বলেন, যখন আযানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আযান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি ইকামত দিব কি? তখন নবী করীম (স) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন। অতপর তিনি পেশাব করে আমার নিকট আসেন যখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি উষু করেন। এ সময় হযরত বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিষেধ করে বলেনঃ তোমার ভাই যিয়াদ আস-সুদাই আযান দিয়েছে এবং (নিয়ম এই যে,) যে ব্যক্তি আযান দিবে— সেই ইকামত দেওয়ার অধিকারী। রাবী বলেন, অতঃপর আমি ইকামত দেই— (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৩৬. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

৩৬. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত

৫১৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ تَلَا شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاشِشَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ

مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَأْبَسٍ وَشَahِدِ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا -

৫১৫। হাফস ইবন উমার... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুআযযিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পৌছাবে তাকে ততদূর ক্ষমা করা হবে। তার জন্য কিয়ামতের দিন সমস্ত তাজা ও শুক্ক বস্তু সাক্ষী দেবে এবং যে ব্যক্তি আযান শুনার পর জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে হাযির হবে— সে ব্যক্তি পঁচিশ গুণ অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত যাবতীয় (সগীরাহ) গুনাহগুলি ক্ষমা করা হবে— (নাসাঈ, ইবন মাজা, মুসলিম)।

৫১৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ أَذْكَرَ كَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّحْلُ أَنْ لَا يَذُرِّي كَمْ صَلَّى -

৫১৬। আল-কানাবী... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান এত দ্রুত পলায়ন করে যে, তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হতে থাকে এবং সে এতদূরে চলে যায়— যেখানে আযানের ধ্বনি পৌছায় না। শয়তান ঐ স্থানে আযান সমাপ্তির পর পুনরায় আগমন করে। পুনঃ সে ইকামতের শেষে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর সে নামাযীর অন্তরে ওসওয়াসার (সন্দেহের) সৃষ্টি করে এবং তাকে এমন জিনিসের স্মরণ করিয়ে দেয়— যা সে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সময় নামাযী কত রাকাত নামায আদায় করেছে— তাতেও সে সন্দেহের উদ্রেক করে— (বুখারী, মুসলিম)।

২৭. بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

৩৭. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় নির্ধারণে মুআযযিনের দায়িত্ব

৫১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامُ

ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرِ لِلْمُؤَذِّنِينَ -

৫১৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মসজিদের ইমাম হলো মুসল্লীদের জন্য যিম্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার স্বরূপ। ইয়া আল্লাহ! তুমি ইমামদের সংপথ প্রদর্শন কর এবং মুআযযিনদের ক্ষমা কর- (তিরমিযী)।

৫১৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ نُبْتُ عَنْ أَبِي صُلَيْحٍ قَالَ وَلَا أُرَانِي إِلَّا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

৫১৮। আল-হাসান ইব্ন আলী--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন--- অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন- (তিরমিযী)।

৩৮. بَابُ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

৩৮. অনুচ্ছেদঃ মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে

৫১৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِي مِّنْ أَطْوَلَ بَيْتٍ كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِأَلٍ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَأَاهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَاسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يَقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُه كَانَ تَرْكُهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً هَذِهِ الْكَلِمَاتُ -

৫১৯। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ--- নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমূহের মধ্যে আমার বাড়ী ছিল সুউচ্চ। হযরত বিলাল (রা) সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর শেষ সময়ে আগমন করে ঐ ছাদের উপর

বসে সুব্হে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ভোর হয়েছে দেখার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করি ও সাহায্য কামনা করি—এজন্য যে, আপনি কুরাইশদেরকে দীন ইসলাম কায়েমের তৌফিক দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিতেন। রাবী আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! বিলাল (রা) ঐ দু'আ পাঠ কোন রাতেই বাদ দিয়েছেন বলে আমার জ্ঞান নাই।

৩৭. بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

৩৯. অনুচ্ছেদঃ মুআযযিনের আযানের সময় ঘূর্ণন সম্পর্কে

৫২. - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا قَيْسُ يَعْنِي ابْنَ الرِّبِّيعِ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُجَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَّبِعُ فَمَهْ هَهْنَا وَهَهْنَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بَرُودٌ يَمَانِيَّةٌ قَطْرِيٌّ وَقَالَ مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ لَوِي عُنْقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَهُ -

৫২০। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— আওন ইব্ন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করি। ঐ সময় তিনি একটি চামড়ার তৈরী লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় হযরত বিলাল (রা) বের হয়ে আযান দেওয়ার সময় যেরূপ তাঁর মুখমন্ডল এদিক ওদিক ঘুরিয়েছিলেন— আমিও তদ্রূপ ঘুরাছিলাম।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় বাইরে আসেন যে, তাঁর গায়ে একটি ইয়ামনী ডোরা কাটা চাদর ছিল।

রাবী মুসা বলেন, আমি বিলাল (রা)—কে আব্বাহ নামক স্থানের দিকে বাইরে গিয়ে আযান দিতে দেখেছি। তিনি যখন হাইয়া আলাস—সালাহ ও হাইয়া আলাল—ফালাহ শব্দদ্বয়ে পৌছান—তখন তিনি তাঁর কাঁধ ডান ও বাম দিকে ফিরান কিন্তু শরীর ঘুরান নাই। অতঃপর তিনি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ছোট একটি তীর বের করেন— এইরূপে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে— (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১. . بَابُ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الذَّانِ وَالْإِقَامَةِ

৪০. অনুচ্ছেদঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে

৫২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الذَّانِ وَالْإِقَامَةِ -

৫২১। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর--- আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দু'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় না- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১. . بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

৪১. অনুচ্ছেদঃ মুআযযিনের আযানের জবাবে যা বলতে হবে

৫২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ -

৫২২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা আযান শুনবে-তখন মুআযযিনের উচ্চারিত শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ করবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

৫২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحِيْوةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ بِهَا

عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فَاتَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔

৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা--- আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যখন তোমরা মুআযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যে রূপ বলে- তোমরাও তদূপ বলবে। অতঃপর তোমরা (আযান শেষে) আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে- আল্লাহ রবুল আলামীন তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর এবং ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আল্লাহ তাআলার একজন বিশিষ্ট বান্দা ঐ স্থানের অধিকারী হবেন এবং আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে তাঁর জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হবে- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৫২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ تَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْحُبْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضِلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ۔

৫২৪। ইবনুস সারহ--- আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! মুআযযিনরা তো আমাদের উপর ফযীলাত প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা কিভাবে তাদের সমান ছওয়াব পাব? তিনি বলেনঃ মুআযযিনরা যে রূপ বলে-তুমিও তদূপ বলবে। অতঃপর যখন আযান শেষ করবে, তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তুমিও তদূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে-(নাসাঈ)।

৫২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ رِبًّا وَيُحَمَّدُ رَسُولًا رَبًّا وَسَلَامَ دِينًا غُفِرَ لَهُ۔

৫২৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ— সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনার পর বলবেঃ আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকা লাহ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্ ওয়া রাসূলুহ, রাদীতু বিল্লাহে রব্বান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল-ইসলামে দীনান” তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে— (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজ্জা)।

٥٢٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا -

৫২৬। ইবরাহীম ইবন মাহ্দী--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মুআয্বিনকে শাহাদাত ধ্বনি দিতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন—
আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি।

[illegible]

৫২৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না— উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন মুআযযিন আযানের সময় আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার বলবে, তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বলবে। অতঃপর মুআযযিন যখন আশহাদ আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তখন তোমরাও আশহাদ আল-লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ বলবে। অতঃপর মুআযযিন যখন আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে— তখন তোমরাও আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে। অতঃপর মুআযযিন যখন হাইয়া আলাস্ সালাহ্ বলবে তখন তোমরা বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতপর মুআযযিন যখন হাইয়া আলাল ফলাহ্ বলবে তখন তোমরা বলবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতঃপর মুআযযিন যখন আল্লাহ আকবার বলবে তখন তোমরা আল্লাহ আকবার বলবে, অতঃপর মুআযযিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তখন তোমরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। তোমরা যদি আন্তরিকভাবে এরূপ বল তবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে— (মুসলিম)।

৪২. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ

৪২. অনুচ্ছেদঃ ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে

৫২৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْإِدَانِ -

৫২৮। সুলায়মান ইব্ন দাউদ— শাহর ইব্ন হাওসাব থেকে আবু উমামা (রা) অথবা মহানবী (স)—র অন্য কোন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামত দেওয়ার সময় যখন কাদ কামাতিস সালাহ্ বললেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন— ‘আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা। মহানবী (স) ইকামতের অপরাপর শব্দগুলির জবাবে হযরত উমার (রা) বর্ণিত আযানের অনুরূপ শব্দগুলি উচ্চারণকরলেন।

৪৩. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِدَانِ

৪৩. অনুচ্ছেদঃ আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে

৫২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ
اَتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِي وَعَدْتُهُ اِلَّا حَلَّتْ
لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৫২৯। আহমাদ ইব্ন হাশল— জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আযান শুনার পর যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে— কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই শাফাআত লাভের যোগ্য হবে। দু'আটি এই: “আল্লাহ্‌র রব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কায়েমাতি আতে মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাহ্ ওয়াবআহ্‌হ মাকামাম মাহমুদানিল্লাবী ওয়াদতাহ্” —(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৬৬. بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ

৪৪. অনুচ্ছেদ: মাগরিবের আযানের সময়ে দু'আ

৫৩. - حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ اِهَابٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلَيْدِ الْمَعْدَلِيُّ ثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ
ثَنَا الْمُسْعُوْدِيُّ عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ
وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْزِلْنِي -

৫৩০। মুআযাল ইব্ন ইহাব— উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে মাগরিবের নামাযের আযানের পর পড়ার জন্য নিম্নোক্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন: আল্লাহ্‌র ইন্ন হাযা ইক্বাল্ লায়লিকা ও ইদবার্ নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দুআইকা ফাগ্‌ফিরলী— (তিরমিযী)।

পার্ব - ৬ ৪র্থ পান্না

৬৫. بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينَ

৪৫. অনুচ্ছেদঃ আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে

৫৩১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ أَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَّا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا -

৫৩১। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বললাম, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হল। তুমি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুআযযিন নিযুক্ত করবে— যে আযানের কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না— (নাসাঈ, তিরমিযী, মুসলিম, ইব্ন মাজা)।

৬৬. بَابُ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

৪৬. অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

৫৩২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَدَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ بِنُ سَلَمَةَ -

৫৩২। মুসা ইবন ইসমাঈল— ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) ফজরের নামাযের আযান সুব্হে সাদিকের পূর্বেই দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুনর্বীর আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তা পুনরায় দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিলাল (রা) ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হতেন না। রাবী মুসার বর্ণনায় আরো আছে— অতঃপর বিলাল (রা) পুনর্বীর আযান দিলেন। জেনে রাখ। মানুষেরা এ সময়ে ঘুমে বিভোর থাকে— (তিরমিযী)।

৫৩২- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَنَا نَافِعٌ عَنْ سُوْدَانَ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذِنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَدِّنَا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَدِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ-

৫৩৩। আইউব ইবন মানসূর— হযরত উমার (রা)—এর মুআযযিন মাসরূহ হতে বর্ণিত। তিনি সুব্হে সাদিকের পূর্বে আযান দিলে উমার (রা) তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ হতেও এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ আরো বলেন, আদ-দারাওয়াদী (রহ) উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফে হতে, তিনি হযরত উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা)—র মুআযযিন মাসুউদ— অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটা পূর্বোক্ত কথার তুলনায় অধিক সঠিক।

৫৩৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَّاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤَدِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا- قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا-

৫৩৪। যুহায়ের ইবন হারব— বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেনঃ পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি

আযান দিবে না- এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন।
আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাদ্দাদ (রহ) বিলাল (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি।

৪৭. بَابُ الْإِذَاَنِ لِلْأَعْمَى

৪৭. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া

৫৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى -

৫৩৫। মুহাম্মাদ ইবন সালামা- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাক্তুম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুআযযিন ছিলেন এবং তিনি জন্মান্না ছিলেন- (মুসলিম)।

৪৮. بَابُ الْخُرُوجِ عَنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَاَنِ

৪৮. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে

৫৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৫৩৬। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর- আবুশ শাহ্বাআ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। আসরের নামাযের আযানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করণ- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবন মাজা)।

৬৭. بَابُ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ

৪৯. অনুচ্ছেদঃ ইমামের জন্য মুআযযিনের অপেক্ষা করা

৫৩৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ -

৫৩৭। উছমান ইবন আবু শায়বা— জাবের ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন ইকামত দিতেন— (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৫০. بَابُ فِي التَّثْوِيبِ

৫০. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর পুনরায় আহ্বান করা

৫৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْفَقَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَنَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ أَخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ

৫৩৮। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর— মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন উমার (রা)—র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যুহর অথবা আসর নামাযের আযানের পর তাছবীব (আযানের পর পুনরুনঃ আহ্বান) করায় তিনি বলেন, তুমি আমাদের দল হতে বের হয়ে যাও, কেননা এটা বিদআত— (তিরমিযী, আহমাদ, দারু কুতনী, বায়হাকী, ইবন খুযায়মা)।

৫১. بَابُ فِي الصَّلَاةِ تَقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

৫১. অনুচ্ছেদঃ নামাযের ইকামত হওয়ার পরও ইমামের আসার অপেক্ষায় বসে থাকা

৫৩৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُؤَسَّى بْنُ أَسْمَعِيلَ قَالَا ثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى وَهَشَامِ الدَّسْتَوَائِي قَالَ كَتَبَ إِلَى يَحْيَى - وَرَوَاهُ مُعَارِيَةُ بْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالَ فِيهِ حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ -

৫৩৯। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম— আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ো না— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।
অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িও, না বরং তোমরা এ সময় বিশ্রাম কর।

৫৪০। حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ - قَالَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ إِلَّا مُعْمَرٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُعْمَرٍ لَمْ يَلْ فِيهِ قَدْ خَرَجْتُ -

৫৪০। ইব্রাহীম ইবন মুসা— ইয়াহুইয়া (রহ)—এর সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন, তোমরা যে পর্যন্ত আমাকে বের হতে না দেখ ততক্ষণ দাঁড়িওনা।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী মা'মার ব্যতীত অন্য কোন রাবী “আমি বের হই” শব্দটির উল্লেখ করেননি। ইবন উয়ায়না (রহ)—ও মা'মারের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতেও “আমি বের হই” শব্দের উল্লেখ নাই।

৫৪১। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو ح وَثَّنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৫৪১। মাহমুদ ইবন খালিদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআযযিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন বার্তা স্বরূপ উচ্চস্বরে ইকামত দিতেন অতঃপর নবী

করীম (স) স্বীয় স্থানে আসন গ্রহণ করার পূর্বেই মুসল্লীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত-
(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৫৪২- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حَمِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا
الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ -

৫৪২। হুসায়েন ইব্ন মুআয..... হুমায়দ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছাবিত
আল-বানানীকে জিজ্ঞেস করি, ইকামত দেওয়ার পর যদি কোর্ন ব্যক্তি কথা বলে (তবে এর
হুকুম কি)। তিনি আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ করে আমাকে বলেন-
একদা নামাযের জন্য ইকামত হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া
সাল্লামের নিকট আসে এবং তাঁকে ব্যস্ত রাখে (অর্থাৎ তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে)- (বুখারী,
নাসাঈ)।

৫৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مَنجُوفٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَنْ بَنٍ
كَهْمَسٍ عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ بِمِنَى وَالْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ
بَعْضُنَا فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا يَقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ هَذَا
السَّمُودُ فَقَالَ لِي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصَّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا
قَبْلَ أَنْ يُكَبَّرَ قَالَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَكُوتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ
الصَّفُوفَ الْأَوَّلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا
صَفًّا -

৫৪৩। আহমাদ ইব্ন আলী..... হযরত আওস ইব্ন কাহ্মাস থেকে তাঁর পিতা কাহ্মাস
(রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।
এমতাবস্থায় ইমামের হাযির হতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের কেউ কেউ বসে গেল। কুফার
একজন শায়খ আমাকে প্রশ্ন করেন- আপনি কেন বসলেন? আমি বললাম, ইব্ন বুরায়দা বলেন,

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিষ্প্রয়োজন। তখন কুফার শায়েখ আমাকে বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আওসাজা (রহ) বারাজা ইব্ন আযিব (রা)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে ইকামত বলার পূর্বেই কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম।

রাবী বলেন, মহান আল্লাহ ও ফেরেশতা মঙ্গলী ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন-যারা প্রথম হতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে যে পদক্ষেপ দ্বারা মানুষেরা কাতারবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করে বা নামাযের জন্য অপেক্ষা করে-(নাসাঈ)।

৫৪৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ-

৫৪৬। মুসাদ্দাদ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এশার নামাযের ইকামত দেওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদের পাশে এক ব্যক্তির সাথে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে দেখেন যে- মুসল্লীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৫৪৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَأَهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَأَهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى-

৫৪৭। আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক--- সালিম আবুন-নাদর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআযযিন ইকামত দেয়ার পরেও মুসল্লীদের কম উপস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের আগমন অপেক্ষায় বসে থাকতেন এবং যখন তিনি মুসল্লীর সংখ্যা অধিক দেখতেন তখন ইকামতের সাথে সাথেই নামায আদায় করতেন- (মুরসাল হাদীস)।

৫৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ أَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ-

৫৪৬। আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক— আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫২. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

৫২. অনুচ্ছেদঃ জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

৫৪৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حَبِيشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّبُّ الْقَاصِيَةَ - قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يُعْنَى بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ -

৫৪৭। আহমাদ ইব্ন ইউনুস— আবুদ-দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন কোন গ্রামে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রিত হয় এবং জামাআতে নামায আদায় না করে—তখন শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব (তোমরা) অবশ্যই জামাআতের সাথে নামায আদায় কর। কেননা দলচ্যুত বকরীকে নেকড়ে বাঘে ভক্ষণ করে থাকে— (নাসাঈ)।

রাবী আস-সায়েব বলেন, এখানে জামাআত অর্থ জামাআতের সাথে নামায আদায় করা।

৫৪৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْتَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ بِالنَّارِ -

৫৪৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই— (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৫৪৭- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ ثَنَا أَبُو الْمَلِیحِ حَدَّثَنِیْ یَزِیدُ بْنُ یَزِیدَ حَدَّثَنِیْ یَزِیدُ بْنُ
الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ فَنِیْتُ فِیْجَمْعُوا حُزْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَتَى قَوْمًا یُصَلُّونَ فِی
بُیُوتِهِمْ لَیْسَتْ بِهِمْ عَلَةٌ فَأَحْرَقَهَا عَلَيْهِمْ - قُلْتُ لِیَزِیدَ بْنِ الْأَصَمِّ یَا أَبَا عَوْفٍ
الْجُمُعَةُ عَنَى أَوْ غَیْرَهَا قَالَ صُمْتُمَا أَذْنَاۤیَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَاثُرُهُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَیْرَهَا -

৫৪৯। আন-নুফায়লী- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কিছু সংখ্যক যুবককে কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। অতঃপর যারা বিনা কারণে নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেই।

রাবী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবন আসিমকে জিজ্ঞেস করি- হে আবু আওফ! এ দ্বারা কি কেবলমাত্র জুমুআর জামাআতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে? তিনি বলেন, তা আমি সঠিকভাবে জ্ঞাত নই। কেননা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে হতে জুমুআ অথবা অন্য কোন নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে বলতে শুনিনি (অতএব এ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য জামাআতে হাযির হওয়া কর্তব্য)- (মুসলিম, তিরমিযী)।

৫৫০- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَافِظُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
حَيْثُ يَنَادِیْ بَیْنَهُنَّ فَاتَّهَنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنْنَ الْهُدَى - وَلَقَدْ رَأَيْتُمَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَیْنَ
النَّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُمَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَهْدَى بَیْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِی الصَّفِّ وَمَا
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِی بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِی بُیُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ
تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكُفَرْتُمْ -

৫৫০। হারুন ইবন আব্বাদ- আবদুল্লাহ ইবন মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায ঠিকভাবে আযানের সাথে হেফযত কর। কেননা এই নামাযসমূহ

হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তা ফরয ও হিদায়াতের বাহন হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

রাবী বলেন, আমরা তো দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিকরা ব্যতীত জামাআতে কেউই অনুপস্থিত থাকত না। আমরা আরো দেখেছি যে, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি দু'জনের উপর ভর করে মসজিদে এসে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হত। তোমাদের প্রত্যেকের (সুন্নাত ও নফল) নামায আদায়ের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামাযের স্থান আছে। যদি তোমরা মসজিদ ত্যাগ করে নিজ নিজ আবাসে ফরয নামায আদায় কর তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিহার কর তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে— (মুসলিম, নাসাই, ইব্ন মাজা)।

৫৫১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ مَعْرَاءَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى -

৫৫১। কুতায়বা— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মুআয্বিনের আযান শুনে বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করবে না তার অন্ত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না (অর্থাৎ তার নামাযকে পরিপূর্ণ নামায হিসেবে গণ্য করা হবে না)।

সাহাবীরা ও জর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন: যদি কেউ ভয়ভীতি ও অসুস্থতার কারণে জামাআতে হাযির হতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য বাড়ীতে নামায পড়া দুষণীয় নয়— (ইব্ন মাজা)।

৫৫২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يَلَاؤُمْنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً -

৫৫২। সুলায়মান ইব্ন হারব— ইব্ন উম্মে মাক্তুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অন্ধ তদুপরি

মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে, কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা নেওয়ার জন্য লোক আছে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বলি, হাঁ। নবী করীম (স) বলেনঃ আমি তোমার জন্য (জামাআত) থেকে অব্যাহতির কোন কারণ পাচ্ছি না- (ইবন মাজা, মুসলিম, নাসাঈ)।

৫৫৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحِيَّهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرَمِيُّ عَنْ سَفْيَانَ -

৫৫৩। হারুন ইবন য়ায়েদ— ইবন উম্মে মাক্তুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনা শহরে অনেক বিষাক্ত ও হিংস্র প্রাণী আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। এমতাবস্থায় জামাআতে হাযির হওয়ার ব্যাপারে আমার করণীয় কি? তিনি বলেনঃ তুমি কি আযানের হাইয়া আলাস-সালাহ ও হাইয়া আলাল-ফলাহ শুনতে পাও? আমি বলি -হাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি তার জবাব দাও (জামাআতে হাযির হও)- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৫২. بَابُ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

৫৩. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত

৫৫৪- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الصَّبْحِ فَقَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاَتَيْنِ أَثَقْلُ الصَّلَاَتِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَّبَعْتُمُوهَا وَلَوْ حَبَوَّا عَلَى الرُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُوهَا وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ

وَصَلَوْتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَوَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৫৪। হাফস ইব্ন উমার— টবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ অমুক ব্যক্তি কি জামাআতে হাযির হয়েছে? সাহাবীরা বলেন—না। অতঃপর তিনি বলেনঃ অমুক ব্যক্তি কি নামাযে উপস্থিত হয়েছে? তাঁরা বলেন, না। তিনি বলেনঃ এই দুই সময়ের (ফজর ও এশার) নামায আদায় করা মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। যদি তোমরা এই দুই ওয়াক্তের নামাযের ফযীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতে, তবে অবশ্যই তোমরা এই দুই সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে হাযির হতে এবং জামাআতের প্রথম লাইনটি ফেরেশতাদের কাতারের অনুরূপ। যদি তোমরা এর ফযীলাত সম্পর্কে অবগত থাকতে তবে তোমরা প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য অবশ্যই প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই মানুষের একাকী নামায হতে—দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশী হবে— ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اسْحَقُ بْنُ يُونُسَ نَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي سَهْلٍ
يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ
نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ -

৫৫৫। আহমাদ ইব্ন হাশল— উছমান ইব্ন আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামাআতে আদায় করল সে যেন সারা রাতব্যাপী ইবাদতে মশগুল থাকল— (মুসলিম, তিরমিযী)।

٥٤. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْرِ إِلَى الصَّلَاةِ

৫৪. অনুচ্ছেদঃ পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত

৫৫৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَاعِدُ فَالْبَاعِدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا -

৫৫৬। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদ হতে যার অবস্থান (বাসস্থান) যত দূরে, সে তত অধিক ছওয়াবের অধিকারী— (ইবন মাজা)।

৫৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبَا عُمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدُ مَنْزِلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لَا تَخْطُئُهُ صَلَوةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوْ أَشْرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ الظُّلْمَةِ فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنَمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ لِي أَقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ فَقَالَ أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطَاكَ اللَّهُ مَا أَحْتَسِبْتَ كُلَّهُ أَجْمَع -

৫৫৭। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী— উবাই ইবন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মুসলিম ব্যক্তি, যাঁর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববী হতে সবচাইতে দূরে এবং তিনি সব সময়ই পদব্রজে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন। একদা আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে, যদি আপনি একটি গাধা খরিদ করতেন তবে তার পিঠে আরোহণ করে প্রচণ্ড গরম ও অন্ধকার রাতে সহজে যাতায়াত করতে পারতেন। জবাবে ঐ ব্যক্তি বলেন, আমার নিকট আদৌ পছন্দনীয় নয় যে, আমার বাসস্থান মসজিদের নিকটবর্তী হোক। অতঃপর এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কামনা এই যে, (আমার বাড়ী যেহেতু মসজিদ হতে দূরে সেহেতু) যাতায়াতের জন্য অধিক পদক্ষেপের বিনিময়ে আমি অধিক ছওয়াব প্রাপ্ত হব। নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি যে ছওয়াবের কামনা করছ— মহান আল্লাহ তা তোমাকে দান করেছেন— (মুসলিম, ইবন মাজা)।

৫৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَاجْرَهُ كَاجِرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحٍ أَوْ ضَحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا آيَاهُ فَاجْرَهُ كَاجِرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى اثْرِ صَلَاةٍ لَا تَغُورُ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ -

৫৫৮। আবু তাওবা... হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি উযু করে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ইহরামধারী হাজ্জীর অনুরূপ হওয়াব প্রাপ্ত হবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশতের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে উমরাহকারীর ন্যায় হওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর হতে পরের ওয়াক্ত নামায আদায় করাকালীন সময়ের মধ্যে কোনরূপ বেহুদা কাজ ও কথাবার্তা যি লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকাশে লিপিবদ্ধ হবে, অর্থাৎ সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

৫৫৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَوَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَوَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ وَلَا يَنْهَازُهُ يَغْنَى إِلَّا الصَّلَاةُ أَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ أَنْذَى صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ -

৫৫৯। মুসাদ্দাদ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে- বাড়ীতে এবং বাজারে একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা তা পঁচিশ গুণ শ্রেয়। তা এই কারণে যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায়- তার প্রতি পদক্ষেপের

বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহ মাফ হয়ে থাকে যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর সে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশের পর যতক্ষণ সেখানে নামাযের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে নামাযী হিসাবে গণ্য করা হবে। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করবে। দু'আটি এইরূপঃ

ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর।” ঐ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ দু'আ করতে থাকবে যতক্ষণ সে কাউকেও কষ্ট না দেয় অথবা তার উয়ু নষ্ট না হয়— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدُلُ خَمْسًا وَعَشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَاتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَّغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ -

৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসা--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জামাআতের সাথে এক ওয়াক্তের নামায - একাকী পঁচিশ ওয়াক্ত নামায (আদায়ের) সমতুল্য। যখন কোন ব্যক্তি মাঠে বা বনভূমিতে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা সহকারে নামায আদায় করবে, তখন সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান ছওয়াব পাবে— (ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল ওয়াহেদ এই হাদীছের মধ্যে বলেন যে, মাঠে বা জংগলে কোন ব্যক্তির নামায জামাআতে নামায আদায়ের কয়েকগুণ বেশী ছওয়াব হবে। অতপর তিনি হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

৫৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلَمِ

৫৫. অনচ্ছেদঃ অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত

৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ نَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ

الْكَحَالُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَشِيرِ الْمَشَائِينِ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৫৬১। ইয়াহুইয়া ইবন মুসিন--- বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যারা অন্ধকার রজনীতে মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতে নামায আদায় করে- তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৫৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

৫৬. অনুচ্ছেদঃ উষু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন

৫৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ثَنَى سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ ثَنَى أَبُو ثَمَامَةَ الْحَنَاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ
أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبَّكٌ
بِيَدَيَّ فَفَنَاهَنِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ
أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ
فِي الصَّلَاةِ -

৫৬২। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান--- আবু ছুমামা আল-হান্নাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে গমনকালে কাব ইবন উজরা (রা)-র সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত হয়। রাবী বলেন, তখন আমি আমার হাতের অংগুলি মটকাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ঐরূপ করতে নিষেধ করে বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উষু করার পর মসজিদে গমনের ইচ্ছা করে, সে যেন তার হাতের অংগুলী না মটকায়। কেননা ঐ ব্যক্তিকে তখন নামাযী হিসেবে গণ্য করা হয়- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৫৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ مَعْبُدِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمْوه إِلَّا أَحْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَوَّضًا أَحَدُكُمْ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيَمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لْيَبْعِدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ -

৫৬৩। মুহাম্মাদ ইবন মুআয ইবন আব্বাদ আল-আনবারী— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবীর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীছ একমাত্র আব্দুল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই বর্ণনা করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের জন্য রওনা হয়, তখন সে তার ডান পা উঠানোর সাথে সাথেই তার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর তার বাম পা ফেলার সাথে সাথেই তার একটি গুনাহ মার্জিত হয়। এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার আবাসস্থান মসজিদের নিকটে বা দূরে করতে পারে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে— তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হবে। ঐ ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে ইমাম যদি নামাযের কিছু অংশ আদায় করে ফেলে, তখন সে ইমামের সাথে বাকী নামায অদায়ের পর— ইমাম যা পূর্বে আদায় করেছে, তা পূর্ণ করবে। কিন্তু সওয়াবের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ নামায প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। ঐ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর যদি দেখে যে, ইমাম তার নামায শেষ করে ফেলেছে, তখন সে একাকী নামায আদায় করল। তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে।

৫৭. بَابُ فِي مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسَبَقَ بِهَا

৫৭. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে আসার পর জামাআত না পেলে

৫৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْنَى ابْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مِحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

৫৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা-- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় যে, নামাযের জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে- মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন- যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পুরা নামায আদায় করেছে। তাতে জামাআতে নামায আদায়কারীদের ছওয়াব কম হবে না- (নাসাঈ)।

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهْنَ تَفَلَّاتٍ .

٥٦٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْعُرُوا أَمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ -

৫৬৬। সুলায়মান ইবন হারব— ই বন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহর বাদীদের (জীলোকদের) আল্লাহর মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না— (বুখারী, মুসলিম)।

১। মহিলাদের মসজিদে যাওয়া সাধারণতঃ জায়েয। বিশেষত এশা ও চজ্বরের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য তাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদের আশংকায় সচরাচর মহিলাদের মসজিদে না যাওয়াই উত্তম।

৫৬৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُوتِهِنَّ خَيْرَ لِهِنَّ -

৫৬৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরসমূহই তাদের (নামাযের জন্য) উত্তম (স্থান) - (ঐ)।

৫৬৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذِنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ دَعَاً وَاللَّهِ لَا نَأْذِنُ لَهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوا لَهُنَّ وَتَقُولُ لَا نَأْذِنُ لَهُنَّ -

৫৬৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তখন তাঁর এক পুত্র (বিলাল) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না। রাবী মুজাহিদ (রহ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হন এবং তাকে গালাগালি করেন আর বলেন, আমি বলছি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও, আর তুমি বলছ, আমি কোন মতেই তাদের অনুমতি দিব না। - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

৫৯. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

৫৯. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে

৫৬৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعْنَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا
مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ - قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعُمْرَةَ أَمْنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ -

৫৬৯। আল-কানাবী- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের
আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে
অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন- যেসকল বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের
মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।

রাবী ইয়াহুইয়া বলেন, তখন আমি রাবী আমরাকে জিজ্ঞেস করি, বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের
কি মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হ্যাঁ- (বুখারী, মুসলিম)।

৫৭০- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ مُؤَدِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مُخْدَعِهَا
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا -

৫৭০। ইবনুল মুছান্না- আবদুল্লাহ ইবন মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা- বৈঠকখানায় নামায আদায়
করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন
প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।

৫৭১- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ - قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ
يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهَذَا أَصَحُّ -

৫৭১। আবু মামার- ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমরা মসজিদে নববীর এই দরজাটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতাম (তবে খুবই উত্তম হত)।

রাবী নাফে বলেন, ইব্ন উমার (রা) তাঁর ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এই দরজা দিয়ে এ কারণে আর কোন দিন প্রবেশ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম হতেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটা বিশুদ্ধ অভিমত।

৬. بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

৬০. অনুচ্ছেদঃ দৌড়ে নামাযের জন্য যাওয়া

৫৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنَبْسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَأَبْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَهُ فَأَقْضُوا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاتِمُوا وَأَبْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ فَاتِمُوا -

৫৭২। আহমাদ ইব্ন সালাহ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন তার জন্য (জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য) তোমরা শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে যাও, দৌড়িয়ে যেয়ো না। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাও (যত রাকাত নামায পাও) তা আদায় কর এবং যা না পাও তা পরে পূরণ কর— (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাই, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আয-যুবায্য়দী, ইব্ন আবু যি'ব, ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ, মুআম্মার, শুআয়েব ইব্ন আবু হাম্‌যা—যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, “তোমরা যে নামায না পাও তা পরে পূরণকরবে।”

ইবন উয়ায়না কেবলমাত্র যুহুরী হতে এইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, “তোমরা আদায় করবে।” মুহাম্মাদ ইবন আমর- আবু সালমা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং জাফর ইবন রবীআ (রহ) আল-আরাজ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, “তোমরা তা পূর্ণ করবে।”

হযরত ইবন মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এবং হযরত আবু কাতাদা ও আনাস (রা) প্রমুখ সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন: “তোমরা নামায পূর্ণ কর।

৫৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَأَقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ فَلَا أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْقُضَ وَكَذَا قَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ رَوَى عَنْهُ فَأَتَمُّوا وَأَقْضُوا وَاخْتَلَفَ عَنْهُ -

৫৭৩। আবুল ওয়ালীদ--- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা শান্তির সাথে নামাযের জন্য আস। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা না পাবে তা পরে পূর্ণ করবে। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এরূপই বিবৃত হয়েছে।

৬১. بَابُ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

৬১. অনুচ্ছেদ: একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা

৫৭৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يَصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ -

৫৭৪। মুসা ইবন ইসমাইল--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামায আদায় করতে দেখে বলেন: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই কি- যে এই ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে তার সাথে একত্রে নামায পড়তে পারে? - (তিরমিযী)।

৬২. **بَابُ فِي مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ**

৬২. অনুচ্ছেদঃ ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে

৫৭৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تَرَعُدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ -

৫৭৫। হাফস ইবন উমার— জাবের ইবন ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে জামাআতে নামায আদায় করেন। নামায শেষে দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তি জামাআতে শরীক না হয়ে মসজিদের কোনায় বসে আছে। তখন তাদেরকে ডাকা হলে তারা নবী করীম (স)–এর খিদমতে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় হাযির হয়। অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেনঃ আমাদের সাথে নামায আদায় করতে কিসে তোমাদের বাধা দিয়েছে? তারা বলে, আমরা আমাদের ঘরে নামায আদায় করেছি। তিনি বলেনঃ তোমরা এইরূপ করবে না, বরং কেউ ঘরে নামায আদায়ের পর মসজিদে ইমামকে নামাযরত পেলে তার সাথে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে এবং তা তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে— (তিরমিযী)।

৫৭৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَعْنَى بِمَعْنَاهُ -

৫৭৬। ইবন মুআয— জাবের ইবন ইয়াযীদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করি—হাদীছের অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

৫৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَوْحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَاَنْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ -

৫৭৭। কুতায়বা--- ইয়াযীদ ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে নামাযে রত পাই। আমি তাঁদের সাথে নামাযে শরীক না হয়ে বসে থাকি। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, ইয়াযীদ বসে অছেন। তখন নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি কি ইসলাম রুবুল কর নাই? আমি বলি- হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বলেনঃ তবে কিসে তোমাকে লোকদের সাথে জামাআতে শরীক হতে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, আমার ধারণা ছিল যে, মসজিদের জামাআত সমাপ্ত হয়েছে, সে কারণে আমি বাড়িতে একাকী নামায আদায় করে এসেছি। তখন তিনি বলেনঃ যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের জামাআতে নামায আদায় করতে দেখবে, তখন তাদের সাথে তুমিও নামায পড়বে এবং তা তোমার জন্য নফল হবে এবং আগে পড়া নামায ফরয হিসাবে গণ্য হবে।

৫৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَاجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَلِكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ -

৫৭৮। আহমদ ইবন সালেহ— বানু আসাদ ইবন খুযাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি আবু আইউব আনসারী (রা)–কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কেউ ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে এসে দেখতে পায় যে, সেখানে জামাআত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি জামাআতে শরীক হয়ে নামায আদায় করতে পারবে কি না— এ ব্যাপারে আমি সন্দীহান। আবু আইউব (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেনঃ সে ঐ জামাআতে শরীক হলে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

৬৩. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُيْعِدُ

৬৩. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে কি?

৫৭৭— حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَّاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -

৫৭৯। আবু কামিল— সুলায়মান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)–র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনার নিকটবর্তী বিলাত নামক স্থানে আসি। আমি তাঁদেরকে নামাযে রত পাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, “আপনি কেন তাদের সাথে নামায আদায় করছেন না?” তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে জামাআতে নামায আদায় করেছি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা একই ফরয নামায একই দিনে দু’বার আদায় করো না (অর্থাৎ একই নামায ফরয হিসেবে দু’বার আদায় করা যাবে না, বরং পরবর্তী নামাযটি নফল হিসাবে আদায় করা যেতে পারে)– (নাসাঈ)।

৬২. بَابُ فِي جُمَاعِ الْإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

৬৪. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির ফযীলাত সম্পর্কে

৫৮০— حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَالِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ
الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ -

৫৮০। সুলায়মান ইবন দাউদ— উক্বা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে লোকদের নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করছে— এজন্য সে (ইমাম) নিজে এবং মুক্তাদীগণও পরিপূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে। অপরপক্ষে যদি কোন সময় ইমাম সঠিক সময়ে নামায আদায় করে তবে এজন্য সে দায়ী হবে কিন্তু মুক্তাদীগণ পরিপূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে— (ইবন মাজা)।

৬৫. بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْإِمَامَةِ

৬৫. অনুচ্ছেদঃ ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না

৫৮১ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ثنا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ عَنْ
عُقَيْلَةَ امْرَأَةِ بَنِي فَرَازَةَ مَوْلَاةٍ لَهُمْ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحَرِّ أُخْتِ خُرَاشَةَ بْنِ الْحَرِّ
الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ -

৫৮১। হারুন ইবন আব্বাদ— সালামা বিনতুল হর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও একটি যে, যখন মসজিদের মুসল্লীগণ সকলেই নামাযের জন্য ইমামতি করতে রাযী না হওয়ায় পরিস্থিতি এমন হবে যে— কাউকেও ইমামতি করার যোগ্য হিসেবে পাওয়া যাবে না (আখেরী যামানায় তা লোকদের অজ্ঞতার কারণে হবে)— (ইবন মাজা)।

৬৬. بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৬৬. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে

৫৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَكْبَرَهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ -

৫৮২। আবুল ওয়ালীদ— আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব (৫ তার কিরাআত) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে সকলে সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি তাতেও সকলে সমান হয়, তবে যিনি অধিক বয়স্ক হবেন— তিনিই ইমামতি করবেন। কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন স্থানে অথবা অন্যের আধিপত্যের স্থানে ইমামতি না করে, কারো জন্য নির্দ্ধারিত আসনে তার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন আসন গ্রহণ না করে। অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কারো জন্য নির্দ্ধারিত বিছানায় যেন না বসে— (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৫৮৩— حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَازٍ ثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ أَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً -

৫৮৩। ইবন মুআয— শোবা (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় আরও আছেঃ অন্যের ইমামতির স্থানে অনুমতি ব্যতীত যেন ইমামতি না করে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহইয়া-শোবা হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইমামতির জন্য যোগ্যতম হল কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

৫৮৪— حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْخَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسِّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً وَلَمْ يَقُلْ فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً -

১। এই হাদীছের মর্মান্বায়ী মসজিদের ইমাম ও মুআযযিন ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়নামায রাখা বা নামাযের নির্দিষ্ট স্থান রাখা উচিত নয়। এতে ইসলামী সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের মান ক্ষুণ্ণ হয়।

৫৮৪। আল-হাসান ইব্ন আলী— হযরত আবু মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যদি সকলে কিরাআতের মধ্যে সমান হয় তবে যে ব্যক্তি সূন্যাহ (হাদীছ) সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ সে-ই ইমামতি করবে। এতেও যদি সকলে সমান হয় তবে প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। এই হাদীছে “ফাআকদামুহুম কিরাআতান” শব্দের উল্লেখ নাই— (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৫৮৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرِ يَمْرِئِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا أَمْرًا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافْدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَقَالَ يَوْمَكُمْ أَقْرَأُكُمْ فَكُنْتُ أَقْرَاهُمْ لَمَّا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَوْتَمَّهُمْ وَعَلَى بُرْدَةٍ لِي صَغِيرَةٍ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارَوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عَمَانِيًّا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَوْتَمَّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ -

৫৮৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— আমার ইব্ন সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা লোকজনের সমবেত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। তাঁরা প্রত্যাবর্তনের সময় আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, এ সময় আমার বয়স কম ছিল এবং স্বরণশক্তি ছিল প্রখর। ফলে এ সময়ে আমি কুরআনের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করে ফেলি।

রাবী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং এ কথাও বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে— সে যেন ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখস্থকারী ও বিশুদ্ধরূপে পাঠকারী হিসেবে তাঁরা আমাকেই ইমামতির দায়িত্ব পূরান করেন। অতঃপর আমি তাঁদের ইমামতি করতে থাকি। এ সময় আমার গায়ে হলুদ বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাযের সময় যখন আমি সিজদায় যেতাম— তখন তা খুলে যেত।

মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামের সতর ঢাকার ব্যবস্থা কর। অতঃপর তারা আমার জন্য একটি ইয়ামন দেশীয় জামা খরিদ করেন; যার ফলে ইসলাম গ্রহণের পর আমি এর চাইতে অধিক খুশী আর হই নাই। আমি এমন সময় হতে তাঁদের ইমামতি করতে আরম্ভ করি যখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৭ বা ৮ বছর^১— (বুখারী, নাসাঈ)।

৫৮৬- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَنتُ أُوْمَهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتَقُ فَكَنتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اِسْتَيْ -

৫৮৬। আন-নুফায়লী— আমার ইব্ন সালামা (রা) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের ইমামতি করতাম একটি চাদর পরিধান করে, যা ফাটা ও তালিযুক্ত ছিল। এমতাবস্থায় যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন আমার পাছা অনাবৃত হয়ে যেত।

৫৮৭- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ ثَنَا عَمْرِو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ وَقَفُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ارَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَوْمُنَا قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَى شِمْلَةٍ لِي قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرِمٍ إِلَّا كُنْتُ أَمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَقَفَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ -

৫৮৭। কুতায়বা— আমার ইব্ন সালামা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উপস্থিত হন। তাঁরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নামাযে কে ইমামতি করবে? তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ বা অধিক জ্ঞানী— সে ইমামতি

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ)—এর মতানুযায়ী ফরয নামাযের জন্য নাবালকের ইমামতি জায়েয নয়। এটা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা, যখন শরীআতের হকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাথিল হয়নি।— (অনুবাদক)

করবে। রাবী বলেন, এ সময় আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে আমিই অধিক অভিজ্ঞ ছিলাম। তাই তারা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেন, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল খুবই কম। তখন আমার পরনে একটি ছোট চাদর থাকত এবং বয়সের স্বল্পতা হেতু আমি তাঁদের সাথে উঠাবসানা করলেও আমি তাঁদের জামাআতে ইমামতি করতাম এবং জানাযার নামাযও পড়াতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারুনোর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে “আন আবীহি” শব্দের উল্লেখ নেই।

৫৮৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعَصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى حَذِيفَةَ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ -

৫৮৮। আল-কানাবী-- নাফে (রহ) হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাজিরদের প্রথম দলটি যখন কুবার নিকটবর্তী আসবাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগেই অবতরণ করেন-তখন তাঁদের ইমামতি করতেন হযরত সালাম (রা)-যিনি ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা (রা)-র আযাদকৃত গোলাম। তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআন সম্পর্কে সমধিক অভিজ্ঞ।

রাবী হাইছামের বর্ণনায় আরও আছেঃ ঐ দলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং আবু সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন- (বুখারী)।

৫৮৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ إِذَا حَضَرْتَ الصَّلَاةَ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا سَنًا - وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ فَأَيْنَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبِينَ -

৫৮৯। মুসাদ্দাদ— মালিক ইবনুল হুয়ায়রিহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে অথবা তাঁর সাথীকে বলেনঃ নামাযের সময় উপস্থিত হলে— আযান ও ইকামতের পর তোমাদের মধ্যকার বয়স্ক ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করবে।

রাবী মাসলামার হাদীছে উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় আমরা সকলেই প্রায় সমান ইলমের অধিকারী ছিলাম। ইসমাইল হতে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, রাবী খালিদ বলেন, তখন আমি আবু কিলাবাকে বলি, 'কুরআনে অধিক অভিজ্ঞ' এ শব্দটি কেন উল্লেখ করা হয় নাই? তিনি বলেন, মালিক ও তাঁর সাথী— উভয়ই কুরআনে সম-জ্ঞানের অধিকারী থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের কথা এখানে উল্লেখ করেন নাই (বরং বয়সের কথা বলেছেন)।

৫৯. - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْحَنْفِيُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ذِنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ قُرَاؤُكُمْ -

৫৯০। উছমান ইবন আবু শায়বা— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি যেন আযান দেয় এবং বিশুদ্ধরূপে কুরআন পাঠকারী যেন তোমাদের ইমামতি করে— (ইবন মাজা)।

৬৭. بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

৬৭. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে

৫৯১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاجِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِئِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تَسْمَى الشَّهِيدَةَ - قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَاذَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدِّتًا فَأَذِنَ لَهَا - قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَالَ مَا إِلَيْهَا -

بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَاصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٍ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمْرُ بِهِمَا فَصَلْبًا فَكَانَا
أَوَّلَ مَصْلُوبٍ فِي الْمَدِينَةِ -

৫৯১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নাওফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান করুন, যাতে আমি যুদ্ধাহত সেনানীদের সেবা শূণ্ঠা করার সময় শাহাদাত বরণ করতে পারি। জবাবে তিনি বলেনঃ তুমি স্বগৃহে অবস্থান কর। আল্লাহ রবুল আলামীন তোমাকে শাহাদাত নসীব করবেন।

রাবী বলেন, এজন্য তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করা হত। রাবী আরও বলেন, তিনি কুরআন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরখ করেন যে, তাঁর ঘরে আযানের জন্য যেন একজন মুআযযিন নিযুক্ত করা হয় (মহিলাদের জামাআত কায়েমের উদ্দেশ্যে)।

(তাঁর শাহাদাত বরণের ঘটনা এই যে,) তিনি তাঁর এক দাস ও এক দাসীকে এই চুক্তিতে আযাদ করেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আযাদ হবে। একদা রাতে তারা (দাস-দাসী) তাঁকে চাদর দিয়ে আবৃত করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং পালিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে হযরত উমার (রা) তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখে সকলের নিকট বলেন, তাঁর নিকট যে দাস-দাসী থাকত তাদের সম্পর্কে তোমাদের যে ব্যক্তি অবগত আছে সে যেন তাদেরকে আমার নিকট হাযির করে। (অতঃপর উপস্থিত করা হলে তারা তাঁকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করে) তখন তাদেরকে শুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় এবং মদীনাতে এটাই শুলিবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের সর্বপ্রথম ঘটনা।

৫৯২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَمَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي
بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدَّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا - قَالَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدَّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا -

৫৯২। আল-হাসান ইব্ন হাম্মাদ আল-হাদরামী--- উম্মে ওয়ারাকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও তাঁকে দেখার জন্য তাঁর

বাড়ীতে যেতেন। তিনি তাঁর জন্য একজন মুআযযিনও নিযুক্ত করেন। সে তাঁর বাড়িতে আযান দিত এবং মহানবী (স) তাঁকে স্বগৃহে মহিলাদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। রাবী আবদুর রহমান বলেন, আমি তাঁর জন্য নিযুক্ত বয়ঃবৃদ্ধ মুআযযিনকে দেখেছি।

৬৮. بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

৬৮. অনুচ্ছেদঃ মুকতাদীদের নারায়ীতে ইমামতি করা নিষেধ

৫৭৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةً لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً -

৫৯৩। আল-কানাবী- আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, অথচ মুকতাদীরা তার উপর অসন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি নামাযের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নামায আদায় করে। যে ব্যক্তি স্বাধীন মহিলা অথবা পুরুষ লোককে ক্রীতদাসী বা দাস বানায়- (ইবন মাজা)।

৬৯. بَابُ إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

৬৯. অনুচ্ছেদঃ সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে

৫৭৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ -

৫৯৪। আহমাদ ইবন সালেহ- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমান ইমামের পেছনে (জামাআতে) ফরয নামাযসমূহ আদায় করা

বাধ্যতামূলক- চাই সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ- এমনকি সে কবীরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকলে।

৭. بَابُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى

৭০. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে

৫৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى -

৫৯৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান— আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিহাদে গমনকালে ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন। অথচ তিনি ছিলেন জন্মান্বিত।

৭. بَابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

৭১. অনুচ্ছেদঃ সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে

৫৭৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبَانٌ عَنْ بُدَيْلٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةٍ مَوْلَى مَنَا قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّائِنَا هَذَا فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّ فَقَالَ لَنَا قَدَمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ -

৫৯৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম— বুদায়েল থেকে আবু আতিয়্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের মসজিদে আগমন করেন। তখন নামাযের ইকামত দেওয়া হলে আমরা তাঁকে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাদের বলেন, তোমাদের মধ্য হতে এক জনকে ইমামতি করতে বল। আমি ইমামতি না করার কারণ এখই তোমাদের নিকট

বর্ণনা করব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করবে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের মধ্য হতে কেউ যেন তাদের ইমামতি করে— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

৭২. بَابُ الْإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرَفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

৭২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের মুকতাদীর তুলনায় উচু স্থানে দভায়মান হয়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে

৫৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَسَّانٍ وَآحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا يَعْلَى ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذِيفَةَ أُمَّ النَّاسِ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَآخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ صَلَوَتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي -

৫৭৭। আহমাদ ইব্ন সিনান— হাম্মাম হতে বর্ণিত। হযায়ফা (রা) মাদায়েন নামক স্থানে একটি দোকানের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করেন। তখন আবু মাসউদ (রা) তাঁর জামা ধরে টান দেন। তিনি নামায শেষে বলেন, তুমি কি একথা জান না যে— লোকদেরকে উচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন— হ্যাঁ আপনি যখন আমার জামা ধরে টান দেন তখন তা আমার স্মরণ হয়।

৫৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّيَ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذِيفَةُ فَآخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذِيفَةُ فَلَمَّا فَرَّغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذِيفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرَفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ -

৫৯৮। আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম— আদী ইব্ন ছাবেত (রা) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি হযরত আশ্কার ইব্ন ইয়াসির (রা)—র সাথে মাদায়েনে ছিলেন। নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলে হযরত আশ্কার (রা) একটি দোকানের উপর (উঁচু স্থানে) দাঁড়িয়ে নামাযে ইমামতি করতে যান, মুক্তাদীরা নীচু স্থানে দভায়মান ছিলেন। হযরত হযায়ফা (রা) অগ্রসর হয়ে আশ্কার (রা)—র হাত ধরে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনেন। হযরত আশ্কার (রা) নামায শেষ করলে হযরত হযায়ফা (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেননিঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে, সে যেন সমাগত মুসল্লী হতে কোন উঁচু স্থানে দভায়মান না হয়? তখন হযরত আশ্কার (রা) বলেন, ঐ সময় হাদীছটি আমার স্বরণে আসায় আমি আপনার হস্ত ধারণের অনুসরণ করে নীচে নেমে আসি।

৭৩. بَابُ إِمَامَةٍ مِّنْ صَلَّيْ بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّيْ تِلْكَ الصَّلَاةُ

৭৩. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় তার ইমামতি সম্পর্কে

৫৭৭ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ -

৫৯৯। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার— হযরত জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায়ের পর স্বীয় সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের ঐ এশার নামাযে ইমামতি করতেন।^১

৬০০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤَمُّ قَوْمَهُ

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম মালিক (রহ)—এর মতে, একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় ঐ নামাযের ইমামতি করা জায়েয নয়। - (অনুবাদক)

৬০০। মুসাদ্দাদ— জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (এশার নামায) আদায় করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় ঐ নামাযে নিজ গোত্রের লোকদের ইমামতি করতেন— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৭৫. بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قَعْدٍ

৭৪০ অনুচ্ছেদঃ বসে ইমামতি করা সম্পর্কে

৬০১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ -

৬০১। আল্-কানাবী— আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোড়ায় অরোহণ করেন। তিনি তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁর দেহের ডান পার্শ্বে ব্যথা পান। এমতাবস্থায় তিনি বসে নামাযে ইমামতি করেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায আদায় করি। নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হয়। অতএব ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর ইমাম যখন রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে এবং ইমাম যখন মস্তক উত্তোলন করবে তোমরাও মস্তক উঠাবে। অতঃপর ইমাম যখন “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলবে, তখন তোমরা বলবে “রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ।” ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

৬০২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصُرِعَهُ عَلَى جِذَامٍ نَخْلَةٍ فَأَنفَكَّتْ قَدَمُهُ فَاتَيْنَاهُ نَعُودَهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرِبَةٍ

لَعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُوذُهُ
فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى
الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا
فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بَعْضُهُمْآهَا -

৬০২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের পর তার পিঠ হতে খেজুর কাঠের উপর পড়ে গিয়ে তিনি পায়ে আঘাত পান। অতঃপর আমরা তাঁকে দেখতে এসে আয়েশা (রা)—র ঘরে তাসবীহ পাঠরত অবস্থায় পাই। রাবী বলেন, আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াই, কিন্তু তাতে তিনি বাঁধা দেননি। অতঃপর আমরা পুনরায় তাঁকে দেখতে এসে তাঁকে ফরয নামায বসা অবস্থায় আদায় করতে দেখি। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে বসার জন্য ইশারা করায়— আমরা বসে যাই। অতঃপর তিনি নামায শেষে বলেন : যখন ইমাম বসে নামায আদায় করবে—তখন তোমরাও বসবে এবং ইমাম যখন 'দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দাঁড়াবে এবং পারস্যের অধিবাসীরা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা তদুপ করবে না— (ইব্ন মাজা)।

৬.২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنَى عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا
رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى
يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ -

৬০৩। সুলায়মান ইব্ন হারব— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যরা তার অনুসরণ করবে। যখন ইমাম তাকবীর বলে— তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যতক্ষণ সে

তাকবীর না বলবে- ততক্ষণ তোমরাও বলবে না। অতঃপর ইমাম যখন রুকু করে- তখন তোমরাও রুকু করবে এবং সে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তোমরা রুকুতে যাবে না। অতঃপর ইমাম যখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহু” বলবে- তখন তোমরা “আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল হাম্দ” বলবে।

মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম বলেন, “ওয়ালাকাল হাম্দ” বলবে। যখন ইমাম সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে এবং তিনি সিজদায় যাওয়ার পূর্বে তোমরা সিজদায় যেও না। আর ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও ঐরূপ করবে এবং যখন ইমাম বসে নামায আদায় করবে- তখন তোমরাও সকলে বসে নামায পড়বে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, “আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল হাম্দ” হাদীছ শুনার সময় আমি বুঝতে পারি নাই; পরে রাবী সূলায়মানের সূত্রে আমার সংগীরা আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন।^১

৬.৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ الْمَصِصِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ -

৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আদাম— আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করবে- তখন তোমরা চুপ থাকবে— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৬.৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَأَاهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْقَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا -

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে ইমাম কোন কারণ বশতঃ বসে নামায আদায় করলেও মুকতাদীরা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। অন্যান্য হাদীছের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত- (অনুবাদক)।

৬০৫। আল-কানাবী— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে বসে নামায আদায় করার সময় অন্যেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ইশারায় বসার নির্দেশ দেন। নামায শেষে তিনি বলেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। যখন ইমাম রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে এবং ইমাম যখন মাথা উত্তোলন করবে তখন তোমরাও মাথা উঠাবে। ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে— তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে— (বুখারী, মুসলিম)।

৬.৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْبُرُ يَسْمَعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ -

৬০৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় বসে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর পিছনে নামায আদায় করি। আর হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা) মুক্তাদীদের গুনিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর বলেন— অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে— (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৬.৭- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ثَنِي حُصَيْنٍ مِّنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَامَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ -

৬০৭। আব্দা ইবন আব্দুল্লাহ— উসায়দ ইবন হুদায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে (অসুস্থ হলে) দেখতে আসেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ইমাম অসুস্থ। তখন তিনি বলেনঃ যখন ইমাম বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের সনদ ‘মুত্তাখিল’ (পরস্পর সংযুক্ত) নয়।

৭৪. بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ

৭৪. অনুচ্ছেদঃ দুই ব্যক্তি একত্রে নামায আদায়ের সময়—কিরাপে দাঁড়াবে?

৬০৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَتْهُ بِسَمْنٍ وَتَمَرٍ فَقَالَ رُدُّوْا هَذَا فِي وَعَانِهِ وَهَذَا فِي سِقَانِهِ فَأَنَّى صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سَلِيمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بَسَاطٍ.

৬০৮। মুসা ইব্ন ইস্মাঈল— আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম (রা)—র নিকট আগমন করেন। তখন তারা তাঁর সম্মুখে খাওয়ার জন্য ঘি ও খেজুর হাযির করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা ঘি ও খেজুর স্ব-স্ব পাত্রে রাখ, কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত-নফল নামায আদায় করেন। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ও উম্মে হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ান। রাবী ছাবেত বলেন, যথা সম্ভব আমার মনে পড়ে তিনি (আনাস) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ডান পাশে একই বিছানায় আমাকে দাঁড় করান।

৬০৯- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.

৬০৯। হাফস ইব্ন উমার— আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ও একজন মহিলার ইমামতি করেন। তিনি তাঁকে তাঁর (স) পাশে এবং ঐ মহিলাকে আনাসের পেছনে দাঁড় করান— (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৬১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقُرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقُرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْتُ

فَتَوَضَّأَتْ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ جَبَّتْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ -

৬১০। মুসাদ্দাদ— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা হযরত ময়মুনা (রা) –এর ঘরে রাত যাপন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে পানির মশক খুলে উয়ু করেন। অতঃপর তিনি মশকের মুখ বন্ধ করে নামাযে রত হন। তখন আমি উঠে তাঁর ন্যায় উয়ু করে তাঁর বাম পাশে নামাযের জন্য দাঁড়াই। তিনি আমার ডান হাত ধরে তাঁর পিছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। এ অবস্থায় আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করি— (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٦١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذَوَابْتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ -

৬১১। আমার ইব্ন আওন— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (স) আমার মাথার উপরিভাগের বা সম্মুখের চুল ধরে— আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٧٥. بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

৭৫. অনুচ্ছেদঃ যখন মুক্তাদীর সংখ্যা তিনজন হবে তখন তারা কিরূপে দাঁড়াবে?

٦١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ صَنَعْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى قَالَ قَوْمُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَيْنَا فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ -

৬১২। আল্-কানাবী... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর দাদী হযরত মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তৈরী খাদ্য খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। তিনি তা খাওয়ার পর বলেনঃ তোমরা এসো। আমি তোমাদের নিয়ে নামায পড়ব। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি আমাদের অনেক দিনের ব্যবহারে কালো দাগযুক্ত একটি চাটাইয়ের দিকে উঠে যাই এবং পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ান। আমি ও আমার ছোট ভাই তাঁর পেছনে দন্ডায়মান হই এবং বৃদ্ধা মহিলা (মুলায়কা) আমাদের পিছনে দাঁড়ান। তিনি আমাদেরকে সংগে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর প্রস্থান করেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৬১৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنَتَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنَّا أَطْلَنَّا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَتَرَجَّتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنْتَ لَهُمَا فَاذْنَ لَهُمَا ثُمَّ قَلَّ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ -

৬১৩। উছমান ইব্ন আবু শায়বা... হযরত আবদুর রহমান ইবনুল-আসওয়াদ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আসওয়াদ (রহ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-র খেদমতে উপস্থিতির জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁর খেদমতে প্রবেশের জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এমনতাবস্থায় জনৈক দাসী ঘর হতে বের হয়ে তাঁদেরকে দেখে (পুনরায় ঘরে প্রবেশ করতঃ) তাদের জন্য অনুমতি চায়। তিনি উভয়কে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি (ইব্ন মাসউদ) আমার ও আলকামার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি- (নাসাঈ)।

৭৬. بَابُ الْأَمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৭৬. অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের (মুজাদীদদের দিকে) ঘুরে বসা

৬১৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ثَنِي يَعْلى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ -

৬১৪। মুসাদ্দাদ— জাবের ইব্ন ইয়াযীদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম। তিনি নামায শেষে মুসল্লীদের দিক ফিরে বসতেন— (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৬১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ نَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে— বারাজা ইব্ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় কালে তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম। তিনি নামাযান্তে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৭৭. بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

৭৭. অনুচ্ছেদঃ ইমামের স্থায়ী স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া

৬১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ لَمْ يَدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ -

৬১৬। আবু তাওবা— মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান হতে স্থানান্তরিত না হয়ে সে যেন অন্য নামায না পড়ে— (ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী আতা আল-খুরাসানীর— হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা (রা)—র সাথে সাক্ষাত হয়নি (অতএব এটা সনদসূত্র কর্তৃত হাদীছ)।

১। নামায শেষে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর ইমামের ডান অথবা বাম দিকে মুকতাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত। এটা যে নামাযের ফরযের পর সুন্নাত নাই যথা ফজর ও আসর নামাযে প্রযোজ্য। - (অনুবাদক)

৭৮. بَابُ الْإِمَامِ يُحَدِّثُ بَعْدَ مَا يَرْقَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرُّكْعَةِ

৭৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের শেষ রাকাতে মাথা উঠানোর পর ইমামের উষু নষ্ট হলে

৬১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ -

৬১৭। আহমাদ ইবন ইউনুস— আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন ইমাম নামাযের শেষ পর্যায়ে তাশাহুদে পরিমাণ সময় বসার পর তার উষু নষ্ট হবে তিনি কোন কথা (সালাম) বলার পূর্বে— এমতাবস্থায় নামায আদায় হয়ে যাবে এবং মোক্তাদীদের নামাযও পূর্ণ হয়ে যাবে— যারা ইমামের সাথে পুরা নামায পেয়েছে— (তিরমিযী)।

৭৯. بَابُ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا

৭৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সপাতি) জিনিসের বর্ণনা

৬১৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ -

৬১৮। উছমান ইবন আবু শায়বা— হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা নামাযের চাবী স্বরূপ, তাক্বীর হল তার (নামাযের) জন্য সমস্ত বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য সমস্ত বিষয়কে হালালকারী— (ইবন মাজা, তিরমিযী)।

৪. ۸. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْعَامُّ مِنْ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ

৮০. অনুচ্ছেদঃ মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে

৬১৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتَ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتَ إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ -

৬১৯। মুসাদ্দাদ— মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা আমার পূর্বে রুকু-সিজদা করবে না। যখন আমি তোমাদের পূর্বে রুকু করব অথবা তা থেকে মাথা উঠাব- তখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। এখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেছি- (ইবন মাজা)।

৬২০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ ثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُئُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا -

৬২০। হাফস ইবন উমার— আবু ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা)-কে খুত্বা দিতে শুনলাম। তিনি বলেন, আল-বারাআ (রা) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অসত্য বলেননি। তিনি বলেছেন, তাঁরা (সাহাবীরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়কালে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে দেখতেন তখন তাঁরাও সিজদায় যেতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী)।

৬২১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنِي قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرُ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَزَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ -

৬২১। মুহাযের ইবন হারব্— আল-বারাআ ইবন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। যে পর্যন্ত নবী করীম (স)–কে রুকুতে না দেখতাম, ততক্ষণ আমাদের কেউ রুকুতে যাওয়ার জন্য তার পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করত না– (মুসলিম, নাসাঈ)।

٦٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬২২। আর-রবী ইবন নাফে— মুহারিব ইবন দিহার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি–আমার নিকট বারাআ ইবন আযেব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতেন। যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাঁরাও রুকু করতেন এবং তিনি “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ্” বলার পর সিজ্দায় না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)–এর অনুসরণ করতেন– (মুসলিম, নাসাঈ)।

৪১. بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

৮১. অনুচ্ছেদ: ইমামের পূর্বে রুকু-সিজ্দায় যাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী

٦٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صَوْرَتَهُ صَوْرَةَ حِمَارٍ -

৬২৩। হাফস ইব্ন উমার--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম সিজদায় থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ মস্তক উত্তোলন করতে কেন ভয় করে না যে, যদি আল্লাহ রবুল আলামীন তার মাথাকে গাধার মাথায় অথবা তার অবয়বকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

৪২. بَابُ فِي مَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ

৮২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে

৬২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الدَّهْنِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلَاةِ -

৬২৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা---আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জামাআতে নামাযের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং ইমামের পূর্বে চলে যেতে নিষেধ করতেন।

৪৩. بَابُ جَمَاعٍ أَثَوَابٍ مَا يُصَلِّي فِيهِ

৮৩. অনুচ্ছেদঃ কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামায পড়া জামেয়

৬২৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ -

৬২৫। আল-কানাবী--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে কাপড় আছে?- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

৬২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৬২৬। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বাহুদয় খোলা রেখে এক বস্ত্রে নামায না পড়ে—(বুখারী)।

৬২৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي تَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ -

৬২৭। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে তখন সে যেন তার দু'টি আঁচল কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে রাখে (যাতে কাঁধ ঢাকা থাকে)—(বুখারী)।

৬২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ -

৬২৮। কুতায়বা— উমার ইবন আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর বস্ত্রটি উভয় কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে জড়িয়ে রাখেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৬২৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَلَاذِمُ ابْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ

يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَاطْلُقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَهُ طَارِقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَوْكَلَكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ -

৬২৯। মুসাদ্দাদ... কায়স ইব্ন তাল্ক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছলাম। সেখানে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর নবী! এক বস্ত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এক করে নিলেন (একটি বস্ত্র খুলে অন্য একটি বস্ত্রের উপর পরিধান করেন)। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের নামায পড়ান। নামায শেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে বস্ত্রের সংস্থান আছে কি?

৪৬. بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ التَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

৮৪. অনুচ্ছেদঃ কাঁধে কাপড় গিরা দিয়ে কোন ব্যক্তির নামায আদায় সম্পর্কে

৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجَالَ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضَبِيقِ الْأَزْرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصَّبِيَّانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ -

৬৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান... সাহল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায়ের সময় তাদের সংকীর্ণ ইজারের (পায়জামার) কারণে তা বালকদের মত কাঁধে গিরা দিয়ে নামায আদায় করতে দেখি। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলে, হে সমবেত মহিলারা! পুরুষেরা সিজ্জাদা হতে মাথা উত্তোলনের পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা তুলবে না- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৪৭. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

৮৫. অনুচ্ছেদঃ এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করা-যার একাংশ অন্যের উপর থাকে

৬৩১। ৬৩১। আবুল-গুয়ালীদ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করেন যার একাংশ আমার গায়ের উপর ছিল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৪৬. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

৮৬. অনুচ্ছেদঃ একটি জামা পরিধান করে নামায আদায় করা

৬৩২। ৬৩২। حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْكَوْكَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ -

৬৩২। ৬৩২। আল-কানারী..... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি; হে আল্লাহর রাসূল। আমি একজন শিকারী। আমি কি একটি মাত্র জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে পারি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে তা বোঁধে নাও অন্তত একটি কাঁটা দ্বারা হলেও- (নাসাঈ)।

৬৩৩। ৬৩৩। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِسْرَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ وَهُوَ أَبُو حَرْمَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ -

৬৩৩। ৬৩৩। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতেম..... মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) চাদর ব্যতীত কেবলমাত্র একটি জামা পরিধান করে আমাদের নামাযের ইমামতি করেন এবং তার উপর চাদর ছিল না। নামায শেষে তিনি

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি মাত্র জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে দেখেছি— (মুসলিম)।

৪৭. بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

৮৭. অনুচ্ছেদঃ পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয়

৬২৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السَّجِسْتَانِيُّ قَالُوا ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٍ ذَهَبَتْ أَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَابٌ فَتَكَسَّتْهَا ثُمَّ خَالَفَتْ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصَتْ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطَنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَزَرَّ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدَّهُ عَلَى حَقْوِكَ.

৬৩৪। হিশাম ইবন আম্মার-- উবাদা ইবনুল ওয়ালাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক যুদ্ধে যাই। তিনি নামায পড়ার জন্য দস্তাযমান হন। এ সময় আমার গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল। আমি তা আমার কাঁধের দুই পাশে রাখার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তা ছোট থাকায় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেনি। আমার চাদরের লম্বা আঁচল ছিল, আমি সামান্য নত হয়ে ঐ আঁচলদ্বয় (কাঁধের) উপর এমনভাবে বোঁধে দেই, যাতে তা সরে না পড়তে পারে। অতঃপর

এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাম পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়াই। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান। এ সময় হযরত ইব্ন সাখর (রহ) এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে আমাদের উভয়কে ধরে তাঁর পিছনে দাঁড় করান। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার প্রতি ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হই নাই, পরে আমি হৃদয়ংগম করতে পারি। তখন তিনি আমার প্রতি ইশারা করে বলেনঃ তোমার চাদর কোমরের সাথে ভাল করে বাঁধ। অতঃপর নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে জাবের! আমি বলি— লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেনঃ যখন তোমার চাদর বড় হবে তখন তা তুমি তোমার কাঁধের দুই পাশে জড়িয়ে রাখবে। আর যখন তা ছোট হবে তখন তুমি কোমরের সাথে শক্তভাবে বেঁধে রাখবে— (মুসলিম)।

৪৪. بَابُ الْأَسْبَالِ فِي الصَّلَاةِ

৮৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা

৬৩৫- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خِيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ -

৬৩৫। য়ায়েদ ইব্ন আখযাম— ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অহংকার করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুংগি, জামা, পাজামা বা প্যাট গোছার নীচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে রাখে, ঐ ব্যক্তির ভাল বা মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন দায়িত্ব নেই (তোর জন্য জান্নাত হালাল করবেন না এবং দোযখ হারাম করবেন না, অথবা তোর গুনাহ মাফ করবেন না এবং তাকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন না)।— (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাদ্দিছদের একদল যেমন আসিম, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, হাম্মাদ ইব্ন য়ায়েদ, আবুল আহওয়াস, আবু মুআবিয়া প্রমুখ ঐ হাদীছ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে “মাওকুফ হাদীছ” হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬৩৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبَانُ ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلُ إِزَارِهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ فِتْوَضًا فَذَهَبَ فِتْوَضًا ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبَ فِتْوَضًا فَذَهَبَ فِتْوَضًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلُ إِزَارِهِ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ -

৬৩৬। মুসা ইব্ন ইস্মাঈল... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি তার পাজাম (টাখনু গিরার নীচ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি যাও উযু করে আস! সে গিয়ে উযু করে ফিরে আসে। তিনি তাকে পুনরায় গিয়ে উযু করে আসার নির্দেশ দেন। সে পুনরায় উযু করে আসলে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে (উযু থাকাবস্থায়) কেন পুনরায় উযু করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ এই ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল এবং আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যক্তিদের নামায আদৌ কবুল করেন না।

৪৯. بَابُ مَنْ قَالَ يَتَزَرَّرُ بِهِ إِذَا كَانَ حَظِيقًا

৮৯. অনুচ্ছেদঃ ছোট বস্ত্র কোমরে বেঁধে নামায আদায় করা সম্পর্কে

৬৩৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَزَرَّرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ -

৬৩৭। সুলায়মান... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন অথবা হযরত উমার (রা) বলেছেনঃ^১ তোমাদের কারো যখন দু'টি বস্ত্র থাকবে- তখন তা পরিধান করে নামায আদায় করবে। অপরপক্ষে যদি একটি বস্ত্র থাকে, তবে তা কোমরে বেঁধে নামায আদায় করবে এবং ইহুদীদের মত যেন পরিধান না করে।

১। বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় হাদীছটি এভাবে উক্ত হয়েছে। - (অনুবাদক)

৬৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهَلِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ
يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ ثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عَبْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ
لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخِرُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَرَائِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ-

৬৩৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া... আবদুল্লাহ ইব্ন বুয়ায়দা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন- যা শরীর আবৃত করে না। অপরপক্ষে তিনি চাদর বিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র পাজামা (বা লুঙ্গি) পরিধান করে নামায আদায় করতেও নিষেধ করেছেন।

৯. بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

৯০. অনুচ্ছেদঃ মহিলারা কয়টি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে

৬৩৯- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ
أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الدَّرْعِ وَالْخِمَارِ
السَّابِغِ الَّذِي يَغِيبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا -

৬৩৯। আল-কানাবী... মুহাম্মাদ ইব্ন কুনফুয থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন যে, স্ত্রী লোকেরা কি কি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে? তিনি বলেন, ওড়না এবং জামা পরিধান করে, যদ্বারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়- (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

৬৪০- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا
سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دَرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا
إِذَا قَالَ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يَغْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا- قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا
الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبُكَرُ بْنُ مُضَرٍّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

وَأَبْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوا بِهِ أُمِّ سَلَمَةَ -

৬৪০। মুজাহিদ ইবন মুসা..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, মহিলারা পাজাম পরিধান ব্যতীত কেবলমাত্র ওড়না ও চাদর পরিধান করে নামায পড়তে পারে কি? তিনি বলেনঃ যখন চাদর বা জামা এতটা লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায়— এরূপ কাপড় পরে নামায পড়তে পারবে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছটি ইমাম মালেক ইবন আনাস, বাকর ইবন মুদার, হাফস ইবন গিয়াছ, ইসমাইল ইবন জাফর, ইবন আবু য়েব ও ইবন ইসহাক (রহ) মুহাম্মাদ ইবন যায়েদের সূত্রে, তিনি তাঁর মায়ের সূত্রে এবং তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)—র সূত্রে বর্ণনা করেছেন (কাজেই তা মাওকুফ হাদীছ)।

৯১. بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

৯১. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে

٦٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬৪১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা ওড়না ছাড়া নামায আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না— (তিরমিযী, ইবন মাজা, মালেক, হাকেম)।

٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتَ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي حُجْرَتِي جَارِيَةً فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ قَالَ لِي شَقِيهٌ

بَشِقَّتَيْنِ فَأَعْطَىٰ هَذِهِ نَصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نَصْفًا فَإِنِّي لَأَرَاهَا أَلَّا
قَدْ حَضَّتْ أَوْ لَأَرَاهُمَا أَلَّا قَدْ حَاضَتَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ
مُحَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ -

৬৪২। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ— মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত
আয়েশা (রা) সাফিয়া বিনতে হারিছ—এর বাড়ীতে যান। তিনি সেখানে তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের
দেখতে পেয়ে বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার কামরায় প্রবেশ
করেন যখন সেখানে একটি মেয়ে ছিল। তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ আমার দিকে নিক্ষেপ করে
বলেনঃ এটা দুই টুকরা করে এর একাংশ এই মেয়েকে দাও এবং অপরাংশ উম্মে সালামার
নিকটস্থ মেয়েকে দান কর। কেননা আমি দেখছি তারা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়েছে।

৯২. بَابُ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

৯২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় লম্বা কাপড় পরিধান সম্পর্কে

৬৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحَسَنِ
بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يَغْطِيَ
الرَّجُلُ فَاهُ -

৬৪৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মৃত্তি কাম্পশী লম্বা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে নিষেধ
করেছেন এবং নামাযের সময় মুখ ঢাকতেও নিষেধ করেছেন— (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৬৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَكْثَرُ
مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ -

৬৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসা— ইব্ন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আতা
(রহ)—কে অধিকাংশ সময় লম্বা বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। ইমাম আবু দাউদ

(রহ) বলেন, আসাল (রহ) ঐ হাদীছটি হযরত আতা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ মহানবী (স) মুস্তিকাম্পর্শী লম্বা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তেন নিষেধ করেছেন।

৯৩. بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَعْرِ النِّسَاءِ

৯৩. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া

৬৬৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شَعْرِنَا أَوْ لِحْفِنَا - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَ أَبِي -

৬৪৫। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে বা লেপে নামায পড়তেন না- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৯৪. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِمًا شَعْرَهُ

৯৪. অনুচ্ছেদঃ খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পুরুষের নামায পড়া সম্পর্কে

৬৬৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضِبًا فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرَهُ -

৬৪৬। আল-হাসান ইবন আলী..... সাঈদ ইবন আবু সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে-হাসান ইব্ন আলী (রা)-র পাশ দিয়ে গমন করেন। এ সময় হাসান ইব্ন আলী (রা) চুল বাঁধা অবস্থায় (মাথার উপরাংশে) নামায়ে রত ছিলেন। আবু রাফে (রা) ঐ খোঁপা খুলে দেন। ফলে হাসান (রা) তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলে আবু রাফে বলেন, আপনি আপনার মামায আগে সমাপ্ত করুন, রাগান্বিত হবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এটা শয়তানের আসন। অর্থাৎ পুরুষেরা মাথার উপরিভাগে চুলের খোঁপা বাঁধলে- তা শয়তানের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়- (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৬৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَأَيْهِ فَقَامَ وَرَأَاهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقْرَأَهُ الْآخِرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مِثْلُ هَذَا مِثْلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ-

৬৪৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা--- কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিছকে মাথার পেছনে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন। তিনি (ইব্ন আব্বাস) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর চুলের বাধন খুলতে থাকেন এবং তিনি নিচুপ থাকেন। নামাযান্তে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-র সামনে এসে বলেন, আপনি আমার মাথার সাথে এরূপ আচরণ কেন করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এভাবে পশ্চাতে চুল বেঁধে নামায আদায় করা পশ্চাত দিকে হাতবাঁধা অবস্থায় নামায পড়ার অনুরূপ- (নাসাঈ)।

৯০. بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ

৯৫. অনুচ্ছেদঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া

৬৬৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ بْنُ جَعْفَرٍ

১। নামায আদায়ের সময় নামাযীর প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ আঙ্গুর দরবারে সিজদায় নত হয়ে থাকে। এ সময় চুল বাঁধা থাকার কারণে তা সিজদায় যেতে পারে না বলে তাকে হাত বাঁধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। - (অনুবাদক)

عَنْ ابْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ -

৬৪৮। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ ইব্নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর জুতা মোবারক তাঁর বাম পাশে রেখে নামায আদায় করতে দেখছি— (নাসাঈ)।

٦٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِبَادٍ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سَفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنُ عِبَادٍ يَشْكُ أَوْ اخْتَلَفُوا أَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةً فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لَذَلِكَ -

৬৪৯। আল-হাসান ইব্ন আলী— আবদুল্লাহ ইব্নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ফজরের নামায আদায়ের সময় সূরা মুমিনুন পড়া শুরু করেন। যখন মুসা (আ) ও হারুন (আ)—এর অথবা মুসা এবং ইসা (আ) প্রসংগ তিলাওয়াত করার সময় (রাবী সন্দেহ বশতঃ এইরূপে বর্ণনা করেছেন) তাঁর হাঁচি আসে। তিনি কিরাআত বন্ধ করে রুকুতে যান। আবদুল্লাহ ইব্নুস সাইব (রা) এই সময় উপস্থিত ছিলেন— (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, বুখারী)।

٦٥٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي نُعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ ذَلِكَ الْقَوَا نَعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُم عَلَى الْقَائِكُمْ نَعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَكَ فَالْقَيْنَا نَعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا -
وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى
فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا -

৬৫০। মুসা ইব্ন ইসমাইল..... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সহ নামায পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি তাঁর কদম মোবারক হতে জুতা খুলে বাম পাশে রাখেন। তা দেখে সাহাবীরাও তাদের জুতা খুলে ফেলেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের জুতা খোলার কারণ কি? তাঁরা বলেন, আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও খুলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হযরত জিব্রাইল (আ) এসে আমাকে জ্ঞাত করেন যে, আমার জুতা দিয়ে নাপাক লেগে আছে। তিনি আরো বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে। যদি তাতে নাপাকি লেগে থাকে তবে তা পরিষ্কার করার পর তা পরিধান করে নামায পড়বে।

٦٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبَانُ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ فِيهِمَا خَبْنًا قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خَبْنًا -

৬৫১। মুসা ইব্ন ইসমাইল..... বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উপরোক্ত হাদীছটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই হাদীছের উভয় স্থানে 'কাযার' (নাপাক) শব্দের পরিবর্তে 'খাবাছ' (নাপাক) শব্দের উল্লেখ করেছেন।

٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ
الرَّمْلِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ -

৬৫২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ..... ইয়ালা ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আওস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর। তারা জুতা ও মোজা পরিধান করে নামায আদায় করে না।

٦٥٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا -

৬৫৩। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম... আমর ইব্ন শুআয়েব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কোন সময় খালি পায়ে এবং কোন সময় জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি— (ইব্ন মাজা)।

৯৬. بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ آيِنَ يَضَعُهُمَا

৯৬. অনুচ্ছেদ: মুসল্লী জুতা খুলে তা কোথায় রাখবে

৬৫৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ أَبُو عَامِرٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ
يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونُ عَنْ يَمِينٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ
وَلْيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ -

৬৫৪। আল-হাসান... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন নামায আদায়ের সময় তার জুতা ডান অথবা বামদিকে না রাখে। অবশ্য তার বামদিকে যদি কোন লোক না থাকে তবে সেখানে রাখতে পারে। তবে জুতা দুই স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৬৫৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا
أَحَدًا لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلَّ فِيهِمَا -

৬৫৫। আবদুল ওয়াহ্‌হাব... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যেন নামায আদায়ের সময় তার জুতা

খুলে এমন স্থানে না রাখে যাতে অন্যের অসুবিধা হয়, বরং জুতা খুলে স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখবে অথবা তা পরিধান করেই নামায পড়বে।

৯৭. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

৯৭. অনুচ্ছেদঃ ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

৬০৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرَيْمًا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

৬৫৬। আমর ইব্ন আওন— মায়মূনা বিন্‌তুল-হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন কোন সময় নামায আদায়কালে আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম এবং কখনও কখনও সিজদার সময় তাঁর বস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করত। তিনি খেজুর পাতার তৈরী চাটাইয়ের উপর নামায আদায় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৯৮. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

৯৮. অনুচ্ছেদঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

৬০৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ وَكَانَ ضَخْمًا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدَيْتُ بِكَ فَفَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَالَ فَلَانَ بْنِ الْجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

৬৫৭। উবায়দুল্লাহ— আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী

বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্থূলদেহী, সে কারণে জামাআতে শরীক হয়ে আপনার সাথে নামায আদায় করতে সক্ষম নই। একদা ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দেন যে- আপনি আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করবেন। অতঃপর ঐরূপ ভাবে নামায আদায়ে ভবিষ্যতে আমি আপনার অনুসরণ করব। অতঃপর গৃহবাসীরা তাদের মাদুরের এক অংশ ধৌত করার পর রাসূলুল্লাহ (স) তার উপর দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ফুলান ইব্নুল জারুদ (রহ) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) চাশতের নামায আদায় করতেন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত দিন ব্যতীত তাঁকে আর কোন দিন ঐ নামায পড়তে দেখি নাই- (বুখারী)।

৬৫৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سَلِيمٍ فَيَقْرَأُ الصَّلَاةَ أحيانًا فَيُصَلِّي عَلَى بَسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

৬৫৮। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে হযরত উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখতে যেতেন এবং সেখানে কখনও কখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি আমাদের মাদুরের উপর নামায পড়তেন। মাদুরটি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তা উম্মে সুলায়ম (রা) পানি দ্বারা ধৌত করে দিতেন- (নাসাঈ, বুখারী)।

৬৫৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْأَسْنَادِ وَالْحَدِيثِ قَالَا ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفُرْوَةِ الْمَدْبُوعَةِ.

৬৫৯। উবায়দুল্লাহ... মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার তৈরী চাটাই এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর নামায পড়তেন।

৯৯. بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

৯৯. অনুচ্ছেদঃ কাপড়ের উপর সিজদা করা

৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا غَالِبُ الْقُطَّانُ عَنْ

بَكَرْبَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَاذًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يَمْكِنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ -

৬৬০। আহমাদ ইবন হাযল--- আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ তাপদাহের কারণে যখন মাটিতে সিজদা করতে অক্ষম হত তখন সেখানে কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবন মাজা)।

১০০. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

১০০. অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা

٦٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَا يَتَمَوَّنُ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاوُونَ فِي الصَّفِّ -

৬৬১। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ--- জাবের ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে যে রূপ সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হয়ে থাকে তোমরা ঐরূপ কর না কেন? আমরা জিজ্ঞেস করি, ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বলেনঃ তারা সর্বাত্মে প্রথম কাতার পূর্ণ করে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় কাতার ইত্যাদি পূর্ণ করে এবং তারা কাতারে দন্ডায়মান হওয়ার সময় পরস্পর মিলে দাঁড়ায়— (মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা)।

٦٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ
أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ مِنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ
وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ -

৬৬২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দন্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি মুসল্লীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি- (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّبُنَا فِي الصُّفُوفِ
كَمَا يَقُومُ الْقَدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذَنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقَّهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ
بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُتَتَبِّدٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوِّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
وُجُوهِكُمْ -

৬৬৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তীরের মত সোজা করে কাতারবদ্ধ করতেন। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট হতে তা পূর্ণভাবে শিখবার পর একদা তিনি আগমন করে এক ব্যক্তিকে কাতারচ্যুত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেনঃ তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন- (এ)।

٦٦٤- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ بْنُ جُوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ مَنصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ
يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولَى -

৬৬৪। হান্নাদ ইবনুস সারী-- বারাতা ইবন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতারের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গিয়ে আমাদের পায়ের গোড়ালি ও বক্ষসমূহ হাতের দ্বারা সোজা করে দিতেন এবং বলতেনঃ তোমাদের কাতার বাঁকা করো না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেনঃ মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন-- (নাসাঈ)।

৬৬৫- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ يَعْْنِي صَفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا سَتَوَيْنَا كَبَّرَ -

৬৬৫। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয--- নু'মান ইবন বশীর (রা) বলেন, আমরা যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। অতঃপর আমরা কাতার সোজা করে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন।

৬৬৬- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَيْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي الشَّجَرَةِ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ وَسَدُّوا الْخَلَلَ وَلْيَبْنُوا بِأَيْدِيْ أَخَوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِيْ أَخَوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى لْيَبْنُوا بِأَيْدِيْ أَخَوَانِكُمْ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلِينَ لَهُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكِبِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ -

৬৬৬। ইসা ইবন ইবরাহীম--- আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা নামাযের সময় কাতারগুলো সোজা কর, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম

হয়ে যাও। রাবী ঈসা তাঁর বর্ণনায় “বি-আইদী ইখওয়ানিকুম” বাক্যাংশ উল্লেখ করেন নাই। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে শয়তানের দভায়মান হওয়ার জন্য ফাঁক রাখবে না। যারা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে না আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন—(নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু শাজারার নাম কাছীর ইবন মুররা। আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, “তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও” কথার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি এসে কাতারে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পারে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে যাতে সে সহজে কাতারের মধ্যে দাঁড়ানোর স্থান করে নিতে পারে।

৬৬৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُا الْحَذَفُ

৬৬৭। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম..... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়াও, এক কাতার অপর কাতারের নিকটে কর এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে বকরীর ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি—(নাসাঈ)।

৬৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ -

৬৬৮। আবুল ওয়ালীদ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা ও সমান কর। কেননা নামাযের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত—(বুখারী, মুসলিম, ইবনমাজা)।

৬৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمُقْصُورَةِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى

جَنَّبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي لِمَ صَنَعَ هَذَا الْعُودُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فَيَقُولُ اسْتَوْوُوا وَاعْدِلُوا
صُفُوفَكُمْ۔

৬৬৯। কুতায়বা..... মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান মসজিদে নববীতে কেন এই কাঠটি রাখা হয়েছে? আমি আল্লাহর শপথ করে বলি, আমি জানি না। তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাঠ হাতে নিয়ে বলতেনঃ তোমরা বরাবর হয়ে যাও এবং কাতারসমূহ সোজা কর (এই কাঠের মত)।

٦٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ التَفَتَ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ۔

৬৭০। মুসাদ্দাদ..... আনাস (রা) হতে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় এই কাঠ খন্ডটি ডান হাতে নিয়ে বলতেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। অতঃপর তিনি তা বাম হাতে নিয়ে কাতারের বাম দিকের লোকদের বলতেনঃ তোমরা সোজা হও এবং কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াও।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتِمُّوا
الْصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ۔

৬৭১। মুহাম্মাদ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সর্বাঙ্গে প্রথম কাতার পূর্ণ কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কাতারগুলো পূর্ণ কর। যদি কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা অবশ্যই সর্বশেষ কাতার হবে-(নাসাঈ)।

٦٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ

أَخْبَرَنِي عَمِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ مَنَاقِبُ فِي الصَّلَاةِ -

৬৭২। ইব্ন বাশশার... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামাযের কাতারে দাঁড়াবার সময় যে ব্যক্তি নিজের কাঁধ বেশী নরম করে দেবে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম- (বায়হাকী)।

১.১. بَابُ الصَّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

১০১. অনুচ্ছেদঃ খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬৭৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার... আবদুল হামীদ ইব্ন মাহমূদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। অধিক ভীড়ের কারণে আমরা স্তম্ভের নিকটে সরে যেতে বাধ্য হই। ফলে আমরা আগে পিছে হয়ে যাই। অতঃপর আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দন্ডায়মান হওয়া হতে বিরত থাকতাম- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

১.২. بَابُ مَنْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

১০২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের নিকটতম স্থানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং তার থেকে দূরে থাকা অপছন্দনীয়

٦٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَطْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ -

৬৭৪। ইব্ন কাছীর..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যকার আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির যেন আমার নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় তাদের নিকটতম লোকেরা দাঁড়াবে, অতঃপর এদের নিকটতম লোকেরা— (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ - وَزَادَ وَلَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ -

৬৭৫। মুসাদ্দাদ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) আরও বলেছেনঃ তোমরা কাতার বাঁকা করে দাঁড়িও না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। সাবধান! তোমরা মসজিদের মধ্যে বাজারের স্থানের ন্যায় হৈহুল্লাড় করবে না— (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৬৭৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ -

৬৭৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডানদিকের মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন— (ইব্ন মাজা)।

১.৩. بَابُ مَقَامِ الصَّبِيَّانِ مِنَ الصَّفِّ

১০৩. অনুচ্ছেদঃ কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাঁড়ানোর স্থান

৬৭৭- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ ثَنَا عِيَّاشُ الرَّقَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُدَيْلٌ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ

فَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ الْغُلَمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَوةٌ - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمْتِي -

৬৭৭। ঈসা ইব্ন শাযান— আবু মালিক আল-আশ্জারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করব না? অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং প্রাণ্ড বয়স্ক পুরুষেরা কাতারবদ্ধ হন। অতঃপর অপ্রাণ্ড বয়স্করা তাদের পেছনে দাঁড়ায়। অতপর তিনি তাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন। অতঃপর রাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা এইরূপে নামায আদায় করবে। রাবী আবদুল আলা বলেন, আমার ধারণা অনুযায়ী কুররা ইব্ন খালিদ বলেছেন— রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমার উম্মাত এইরূপে নামায আদায়করবে।

১.০৬. بَابُ صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخَّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

১০৪. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের কাতার এবং তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে না

৬৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ ثَنَا خَالِدٌ وَاسْمُعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا -

৬৭৮। মুহাম্মাদ ইব্নুস সাব্বাহ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পুরুষদের প্রথম কাতার হল সর্বোত্তম এবং শেষ কাতার হল নিকৃষ্টতম। অপরপক্ষে মহিলাদের জন্য সর্বশেষ কাতারই হল সর্বোত্তম এবং প্রথম কাতার হল নিকৃষ্ট— (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৬৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يَأْخِرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ -

১০৬. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে

৬৮২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَّهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِيدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلَاةَ -

৬৮২। সুলায়মান ইব্ন হারব্— ওয়াবিসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেন— (ইবন মাজা, তিরমিযী)।

১০৭. بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

১০৭. অনুচ্ছেদঃ (ইমামকে রুকুতে দেখে) কাতারে না পৌঁছেই রুকুতে যাওয়া

৬৮৩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعًا قَالَ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ -

৬৮৩। হুমায়দ ইব্ন মাসআদা— আল- হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা (রা) বলেছেন, একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকু অবস্থায় পান। রাবী বলেন, তখন আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকুতে যাই। নামাযান্তে নবী করীম (স) বলেনঃ ইবাদাতের প্রতি আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনর্বার এরূপ করবে না— (বুখারী, নাসাঈ)।

৬৮৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ أَنَا زِيَادُ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعًا فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى

১। কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে—ইমাম আহমাদ (রহ)—এর মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং তা পুনবার পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈ (রহ)—এর মতে নামায জায়েয হবে, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরুহ। তাদের মতে পুনরায় নামাযের নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের।

إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ
تَوْنُ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ -

৬৮৪। মূসা ইব্ন ইসমাইল... আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মসজিদে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকুতে দেখে কাতারে शामिल না হয়েই রুকুতে যান। রুকু শেষে তিনি কাতারে গিয়ে शामिल হন। নামাযান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে शामिल হওয়ার পূর্বে রুকু করেছে, অতঃপর সে কাতারে शामिल হয়েছে? আবু বাকরা (রা) বলেন- আমি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ ইবাদাতের প্রতি তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন! তুমি পুনবার এরূপ করবে না- (বুখারী, নাসাঈ)।

১.৮. بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

১০৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় কিরূপ সূত্ৰ বা আড় ব্যবহার করবে

৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرَّكَ مِنْ مَرٍّ بَيْنَ يَدَيْكَ -

৬৮৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর আল-আবদী... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি তুমি (খেলা স্থানে নামায পড়ার সময়) উটের পিঠের হাওদার পিছন দিকের কাঠের অনুরূপ একটি কাঠ তোমার সম্মুখে রাখ-তবে তোমার সম্মুখ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তোমার (নামাযের) কোন ক্ষতি হবে না- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৬৮৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْرَجَ
الرَّحْلُ ذِرَاعًا فَمَا فَوْقَهُ -

৬৮৬। আল-হাসান ইব্ন আলী... আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পিছনের কাঠ এক হাত বা তার চেয়ে কিছুটা লম্বা হয়ে থাকে।

৬৮৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمَنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءَ-

৬৮৭। আল-হাসান..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য যখন বের হতেন, তখন তিনি “হিরবাহ্” বা ছোট বল্লম (বা এর অনুরূপ কিছু) সংগে নেয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা হত এবং সেদিক ফিরে নামায পড়তেন এবং এ সময় সাহাবীরা তাঁর পিছনে থাকতেন। তিনি সফরের সময়ও এইরূপ করতেন। এজন্য শাসকগণ তখন থেকে নিজেদের সাথে বর্শা রাখতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা)।

৬৮৮- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِزَّةُ الظَّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرُ رَكَعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعِزَّةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ-

৬৮৮। হাফস ইবন উমার..... আওফ ইবন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে আল-বাত্হা নামক প্রান্তরে নামায আদায় করেন। এই সময় তাঁর সম্মুখভাগে একটি বর্শা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐদিন তিনি যুহর ও আসরের নামায দুই দুই রাকাত করে আদায় করেন। এই সূত্রার অপর পাশ দিয়ে মহিলা ও গর্দভ অতিক্রম করত।- (বুখারী, মুসলিম)।

১.১. بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصَا

১০৯. অনুচ্ছেদঃ সূতরা দেওয়ার মত লাঠি না পেলে মাটিতে রেখা টানা

৬৮৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو

১। খালি জায়গায় বা মাঠে নামায পড়ার সময় নামাযীর সম্মুখে সিজদার স্থানের একটু সামনে অন্ততঃ এক হাত উচু একটি কাঠি, লাঠি বা অনুরূপ কোন বস্তু আড় রেখে নামায আদায় করতে হয়। ঐ কাঠি বা বস্তুকে সূতরা বলা হয়। -(অনুবাদক)

عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلَقَّاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ -

৬৮৯। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ (কোন খোলা স্থানে) নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সূতরা হিসাবে তার সামনে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তবে সে যেন একটি লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি তার সাথে লাঠি না থাকে, তবে সে যেন তার সামনের মাটিতে দাগ টেনে নেয়। অতঃপর কেউ তার সম্মুখভাগ দিয়ে যাওয়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না- (ইবন মাজা)।

৬৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَذْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ - قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِبْ أَلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ أَلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هَهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَطَّ عَلَيْهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهَلَالِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطَّوْلِ -

৬৯০। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করেন। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীছকে শক্তিশালী প্রামাণ করার মত কোন দলীল আমি পাইনি। হাদীছটি কেবলমাত্র উপরোক্ত সনদসূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।

রাবী আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা তার নাম সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ করেছে। এতদশ্রবণে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলেন, আমার জানা মতে তার নাম আবু মুহাম্মাদ ইবন আমর। সুফিয়ান বলেন, ইসমাইল ইবন উমাইয়ার ইন্তেকালের পর কুফা হতে জ্ঞানৈক ব্যক্তি এসে আবু মুহাম্মাদের সন্ধান করে তাকে পেয়ে যান। তিনি তাকে মাটিতে দাগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি এর সঠিক কোন জবাব দিতে সক্ষম হন নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কে বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, দাগটি প্রস্থে নবচন্দ্রের মত মোটা হবে এবং দৈর্ঘ্যে তা (যাদের কিব্লা পূর্ব পশ্চিম দিকে তাদের জন্য উত্তর দক্ষিণে, এবং যাদের কিব্লা দক্ষিণ বা উত্তর দিকে তাদের পূর্ব-পশ্চিমে) লম্বা হবে।

৬৭১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِكًا صَلَّى بِنَا فِي جَنَازَةِ الْعَصْرِ فَوَضَعَ قَلَنْسُوتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ -

৬৯১। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ..... সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক (রহ)-কে দেখেছি তিনি এক জানাযায় হাযির হয়ে আমাদের সাথে আসরের নামায পড়েন। তিনি (সুতরা স্বরূপ) নিজের টুপি সামনে রাখেন।

১১. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

১১০. অনুচ্ছেদঃ জন্তুযান সামনে রেখে নামায পড়া

৬৭২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ عُثْمَانُ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرٍ -

৬৯২। উছমান ইবন আবু শায়বা..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

১১১. بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

১১১. অনুচ্ছেদঃ নামায পড়ার সময় সুতরা কোন জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে

৬৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ كَامِلٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ضَبَاعَةَ بِنْتِ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ إِلَى عُودٍ وَلَا عُمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صِمْدًا -

৬৯৩। মাহমুদ ইব্ন খালিদ আদ-দিমশকী... দুবআ বিনতুল মিকদাদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মিকদাদ) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সরাসরি স্বীয় সম্মুখে কাঠ, খুঁটি অথবা গাছ রেখে নামায পড়তেন তখন তিনি তা নিজের ডান বা বাম পাশে রেখে নামায পড়তেন এবং নিজের দুই চোখ বরাবর স্থাপন করতেন না (যাতে মূর্তি পূজার সাথে সাদৃশ্য না হয়)।

১১২. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

১১২. অনুচ্ছেদঃ বাক্যালাপে রত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নামায পড়া

৬৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْْنِي لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ -

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কানাবী... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা ঘুমন্ত ব্যক্তি ও আলাপে রত ব্যক্তিদের সামনে রেখে নামায পড় না।

১১৩. بَابُ الدُّنُورِ مِنَ السُّتْرَةِ

১১৩. অনুচ্ছেদঃ সূত্রার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো

১। জনৈক রাবী দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ায় মুহান্দিছগণের নিকট এই হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মহানবী (স) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়েছেন- তা হাদীছ থেকে প্রমাণিত।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ أَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ يُلْغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سِتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَقَدْ بَنَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ -

৬৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাওয়াহ- সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন সুতরা স্থাপন করে নামায পড়ে তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়- যাতে শয়তান তার নামাযের মধ্যে কোনরূপ কুমন্ত্রণা দিতে না পারে - (নাসাই)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ওয়াকিদ থেকে মুহাম্মাদ ইবন সাহলের সূত্রে নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। কেউ কেউ বলেন, হাদীছটি নাফে থেকে সাহল ইবন সা'দ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছের সনদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

৬৭৬- حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرٌ عَزَزَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ -

৬৭৬। আল-কানাবী ও আন-নুফায়লী- সাহল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাঁড়ানোর স্থান ও কিব্লার দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী অতিক্রম করার মত ফাঁক থাকত - (বুখারী, মুসলিম)।

১১৪. بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ

১১৪. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া

৬৭৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ-

৬৭৭। আল-কানাবী... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ নামাযে রত অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দিবে। যদি সে বাধা উপেক্ষা করে তবে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কারণ সে একটা শয়তান^১ - (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাই)।

৬৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْطَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصِلْ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ-

৬৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ নামায পড়ার সময় যেন সুত্তরার নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ أَنَا مَسْرُةُ بْنُ مَعْبُدٍ اللَّحْمِيُّ لَقِيْتُهُ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمْرُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدًا فَلْيَفْعَلْ-

৬৯৯। আহমাদ ইবন আবু শুরায়হ (সুরায়জ) আর-রাযী... আবু উবায়দ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবন ইয়াযীদকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখি। আমি তাঁর সামনে দিয়ে

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা নিন্দনীয়। তবে নামাযরত ব্যক্তি গমনকারীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে বরং চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। - (অনুবাদক)

অতিক্রমকালে তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে যে নামাযী এরূপ ক্ষমতা রাখে যে, সে তার ও কিবলার মাঝখান দিয়ে কোন ব্যক্তিকে যেতে দেবে না- তবে সে যেন তাই করে।

৭০০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هَلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أُحَدِّثُ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৭০০। মূসা ইব্ন ইসমাইল— আবু সাঈদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ (রা) হতে আমি যা শুনেছি ও দেখেছি তা তোমার নিকট বর্ণনা করব। আবু সাঈদ (রা) মারওয়ানের নিকট গেলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তু সামনে রেখে নামাযে রত হয়, তখন তা তার জন্য পর্দা হিসাবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তবে সে যেন তাকে ইশারায় বাধা দেয়। অতিক্রমকারী যদি ইশারার প্রতি অক্ষিপ না করে তবে সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান— (বুখারী, মুসলিম)।

১১৫. بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ

১১৫. অনুচ্ছেদ: নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ

৭০১- حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً -

৭০১। আল-কানাবী--- বুসর ইব্ন সাঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা য়ায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) তাঁকে আবু জুহায়েম (রা)-র নিকট এইজন্য প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তাকে জিজ্ঞেস করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমনকারীর সম্পর্কে কি বলেছেন? আবু জুহায়েম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমনকারী যদি তার গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকত, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিবর্তে সেখানে চল্লিশ (বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে ভাল মনে করত- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।
রাবী আবু নাদর বলেন, বর্ণনাকারী (বুসর) চল্লিশ দিন, বা মাস অথবা বছর বলেছেন- তা আমি অবগত নই।

১১৬. بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

১১৬. অনুচ্ছেদঃ যে জিনিসের কারণে নামায নষ্ট হয়

৭.২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ حَفْصٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ وَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ أُخْرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْحُمْرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ-

৭০২। হাফস ইব্ন উমার--- আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামায নষ্ট করে দেয় অথবা নামাযীর নামায ঐ সময় নষ্ট হয়-যখন তার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন ভাগের কাঠের মতো কোন কিছু না থাকে (অর্থাৎ সুতরা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাধা, কাল কুকুর এবং স্ত্রীলোক গমন করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কি বিশেষত্ব আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের হয় তবে কি হবে? তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমিও তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ কাল কুকুর হল শয়তান- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৭.৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ.
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوْفَقَهُ سَعِيدٌ وَهَشَامٌ وَهَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-

৭০৩। মুসাদ্দাদ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়- (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ, হিশাম ও অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী এই হাদীছ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপর মাওকুফ। তবে শোবার মতে হাদীছটি স্বয়ং নবী করীম (স) হতে বর্ণিত, অর্থাৎ এটা মারফু হাদীছ।

৭.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُعَاذُ ثَنَا هَشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سِتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخَنَزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ- وَيَجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ-

৭০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ সূতরা বিহীন অবস্থায় নামায আদায় করে এবং এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, শুকর, ইহুদী, অগ্নি উপাসক, এবং স্ত্রীলোক গমন করলে- তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে, প্রস্তর নিক্ষেপের সীমানার বাইরে দিয়ে গমন করলে তাতে নামাযীর নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

৭.৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَوْلَى لَيْزِيدِ بْنِ نَمْرَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ نَمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَّبِعُكَ مَقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ-

৭০৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান— ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক নামক স্থানে আমি এক খোঁড়া ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে আমি গাধার পিঠে আরোহণ পূর্বক তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমন করি। তখন তিনি বলেনঃ ইয়া আল্লাহ! তার চলৎশক্তি রহিত করুন। এরপর থেকে আমার চলার শক্তি রহিত হয়ে যায়।

৭.৬ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَغْنَى الْمَذْحَجِيُّ ثَنَا حَيَّوَةٌ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ قَطَعَ صَلَاتَنَا -

৭০৬। কাছীর ইব্ন উবায়দ— সাঈদ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের সূত্রে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে, নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে কাজেই আল্লাহ তার চলৎশক্তি রহিত করুন।

৭.৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ سَأَحْدِثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثُ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ قَبْلَتُنَا ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا -

৭০৭। আহমাদ ইব্ন সাঈদ— সাঈদ ইব্ন গায়ওয়ান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হজ্জরত পালনের উদ্দেশ্যে গমনকালে তাবুকে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ঐ ব্যক্তি বলে, আমি তোমার নিকট এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করব যা অন্যের নিকট প্রকাশের যোগ্য নয়। অতঃপর সে বলে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাবুকে একটি খেজুর গাছের নিকট অবতরণের পর বলেনঃ এটা আমাদের জন্য কিবলা বা সুতরা স্বরূপ। অতঃপর তিনি সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। তখন আমার বয়স কম থাকায় আমি তাঁর ও খেজুর গাছের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে দৌড়িয়ে যাই। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে, কাজেই আল্লাহ তার চলার শক্তি রহিত করুন। অতঃপর আমি আজ পর্যন্ত আর দাঁড়াতে সক্ষম হইনি।

১১৭. بَابُ سِتْرَةِ الْأَمَامِ سِتْرَةٌ مَنْ خَلْفَهُ

১১৭. অনুচ্ছেদঃ ইমামের সুতরা মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট

৭.৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَدَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَغْنَى فَصَلَّى إِلَى جَدْرِ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بِهِمَ تَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِيهَا حَتَّى لَصِقَ يَطْنُهُ بِالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ -

৭০৮। মুসাদ্দাদ... আমরা ইবন শুআয়েব্ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতার দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) আযাখির উপত্যকায় অবতরণ করি। নামাযের সময় উপনীত হলে তিনি একটি দেয়ালের নিকটবর্তী হয়ে তা সুতরা হিসেবে ধরে নামায আদায় করেন। এ সময় একটি চতুষ্পদ জন্তুর শাবক তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে এমনভাবে বাধা দেন যে, তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে যায়। অতঃপর শাবকটি তাঁর পেছন দিক দিয়ে (অথবা দেয়ালের অপর পাশ দিয়ে) যায়।

৭.৯- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فذَهَبَ جَدِّي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ -

৭০৯। সুলায়মান ইবন হারব্... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন।

১১৮. بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

১১৮. অনুচ্ছেদঃ মহিলারা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা

৭১০- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقُبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهَا قَالَتْ وَأَنَا حَائِضٌ قَالَ أَبُو دَوَادٍ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاقُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَنَا حَائِضٌ.

৭১০। মুসলিম ইবন ইবরাহীম..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়াকালে আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে ছিলাম। শো'বার বর্ণনায় আছে- সম্ভবতঃ আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি ঋতুবতী ছিলাম। এ হাদীছ আয়েশা (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এবং কোন কোন বর্ণনায় “আমি ঋতুবতী ছিলাম”- এ কথার উল্লেখ নেই।

৭১১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي تَرَقَّدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ .

৭১১। আহমাদ ইবন ইউনুস..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায পাঠকালে তিনি (আয়েশা) তাঁর বিছানায় নবী করীম (স) ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন।^১ অতঃপর যখন তিনি বেতেরের নামায আদায়ের সংকল্প করতেন, তখন তাঁকে জাগ্রত করলে- তিনিও বেতেরের নামায পড়তেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১। মহানবী (স) হযরত আয়েশা (রা)-র সাথে যে হুজরায় বসবাস করতেন তা এত সংকীর্ণ ছিল যে, দুইজনের শয়ন স্থান ব্যতীত সেখানে অতিরিক্ত কোন জায়গা ছিল না। ফলে তিনি এইরূপে নামায আদায় করতেন।
-(অনুবাদক)

৭১২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَسَّ مَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَى ثَمَّ يَسْجُدُ -

৭১২। মুসাদ্দাদ- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা নামায নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের পর্যায়ভুক্ত করেছ। পক্ষান্তরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজ্দা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম এবং তিনি সিজ্দায় যেতেন- (বুখারী, নাসাঈ)।

৭১৩- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِي فَقَبَضَتْهُمَا فَسَجَدَ -

৭১৩। আসিম ইব্নুন-নাদর- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পড়াকালে- নিদ্রিত অবস্থায় আমার পদযুগল তাঁর সম্মুখে থাকত। অতঃপর তিনি যখন সিজ্দায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিতেন এবং আমি পা সরিয়ে নেয়ার পর তিনি সিজ্দা করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৭১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثَمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّى -

৭১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পাঠকালে আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে শুয়ে থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি বেতেরের নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি আমাকে পাসরানোর জন্য খোঁচা দিতেন।

রাবী উছমানের বর্ণনায় “খোঁচা দেয়া” শব্দটি উল্লেখ আছে।

১১৭. بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

১১৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না

৭১৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ وَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْأَحْطَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنِي يَدَيَّ بَعْضُ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ أَحَدٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ -

৭১৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে একদিন গাধার পিঠে আরোহণ করে মীনায় যাই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। তখন আমি নামাযীদের কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাধাকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে शामिल হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাদীছটির শব্দগুলি আল-কানাবীর। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, আমার মতে ইমামের সামনে দিয়ে যাওয়ার ফলে নামাযের ক্ষতি হয়ে থাকে; কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে গেলে কোন ক্ষতি হয় না।

৭১৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكُرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالِي ذَلِكَ -

৭১৬। মুসাদ্দাদ..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং বনী আবদুল মুত্তালিবের এক যুবক গাধার পিঠে আরোহণ করে ঐ স্থানে গমন করি যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের ইমামতি করছিলেন। আমরা আমাদের গাধাকে বিচরণের জন্য কাতারের সামনে ছেড়ে দেই এবং তাতে তিনি কোন আপত্তি করেন নি। এ সময় সেখানে বনী আবদুল মুত্তালিবের দুই যুবতী এসে নামাযের কাতারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাতেও তিনি কোন আপত্তি করেন নি- (নাসাঈ)।

৭১৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مَخْرَاقٍ الْفَرِيَابِيُّ قَالَا ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرَى فَمَا بَالِي ذَلِكَ -

৭১৭। উছমান ইবন আবু শায়বা..... মানসুর হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এ সময় সেখানে বনী আবদুল মুত্তালিবের দুই যুবতী ঝগড়ারত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ধরে ফেলেন অথবা পৃথক করে দেন এবং এরূপ করা দৃশ্যগোচর মনে করেন নি- (এ)।

১২. بَابُ مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

১২০. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না

৭১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى

بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ
لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا
وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ -

৭১৮। আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব..... আল-ফাদল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন আমাদের জংগলে ছিলাম। হযরত আব্বাস (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ জংগলে সুতরাবিহীন অবস্থায় নামায পড়েন যখন তাঁর সামনে আমাদের গাধা ও কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেন নি- (নাসাঈ)।

১২১. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةُ شَيْءٌ

১২১. অনুচ্ছেদঃ কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না

৭১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةُ شَيْءٌ
وَأَدْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৭১৯। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা..... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা (নামাযীর সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয়তান।

৭২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا أَبُو الْوَدَّاعِ قَالَ مَرَّ
شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ
فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ - قَالَ أَبُو

دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ -

৭২০। মুসাদ্দাদ— আবুল-ওয়াদ্দাক বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) নামায আদায়ের সময় তাঁর সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন। পুনঃ ঐ ব্যক্তি যেতে চাইলে তিনি আবারও তাকে বাধা দেন। এইরূপে তিনি তিন বার তাকে বাধা দেন। অতঃপর তিনি নামায শেষে বলেন, (নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী) কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারীকে তোমরা যথাসম্ভব বাধা দিবে। কেননা সে একটি শয়তান।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুই হাদীছের মধ্যে যদি বৈপরিত্য দেখা দেয় তবে দেখতে হবে— তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীছের উপর আমল করেছেন (তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে)।

পারہ - ۵

৫ম পারা

أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاَحِ الصَّلَاةِ
নামায শুরু করা সম্পর্কে

۱۲۲. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

১২২. অনুচ্ছেদঃ রাফউল ইয়াদাইন (নামাযের মধ্যে উভয় হাত উপরে উঠানো)

۷۲۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ
بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ -

৭২১। আহমাদ ইবন হাম্বল— সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আরম্ভ করার সময় তাঁর দুহাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু করার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

۷۲۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ

ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صَلَّيْهِ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذَوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقُضَى صَلَاتُهُ -

৭২২। ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রুকু হতে উঠার সময়ও স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে “সামিআল্লাহ লিমান্ হামিদাহ”-বলতেন। তিনি সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রত্যেক রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত উঠাতেন এবং এইরূপে নামায শেষ করতেন।

٧٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَّادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ اتَّخَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفْتَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ - قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ هَمَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَّادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ -

৭২৩। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার... আবু ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় নিজের দুই হাত উঠাতেন, পরে তিনি তাঁর হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকুর ইরাদা করেন, তখন স্বীয় হাত

দুখানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজদায় যান এবং স্বীয় চেহারা দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হাত দুইখানা উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তাঁর নামায শেষ করেন।

রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এসম্পর্কে আমি হাসান ইব্ন আবুল হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এমনি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের নিয়ম। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে— সে তো করেছে এবং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করেছে— সে তো তা ত্যাগ করেছে— (মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাসাম— হযরত ইব্ন জাহাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনায় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠাবার কথা উল্লেখ নেই।

৭২৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ -

৭২৪। মুসাদ্দাদ— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীর বলার সময় দুই হাত উঠাতে দেখেছেন।

৭২৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بَحِيَالٍ مَنَكِبَيْهِ وَحَاذِي بَاهَامِيهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ -

৭২৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযে দস্তায়মান হয়ে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাগুলিহয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর বলতে দেখেছেন।

৭২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَيْفَ يُصَلِّيَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا
مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ
فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ
الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ شَتَيْنِ وَحَلَقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتَهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَقَ
بِشْرَ الْأَبْهَامِ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ -

৭২৬। মুসাদ্দাদ— ওয়ায়েল ইবন হজুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম দেখাব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে নিজের উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরেন এবং রুকু করার সময় উভয় হাত ঐরূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখেন। রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় তিনি উভয় হাত তদ্রূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদায় স্বীয় মাথা দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থানে রাখেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাত বাম রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন। পরে তিনি স্বীয় ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংগুলিদ্বয় আবদ্ধ করে রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অংগুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করেন— (নাসাঈ, ইবন মাজা)। আমি তাদেরকে এভাবে বলতে দেখেছি। আর বিশ্ব নিজের মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা বৃত্ত করেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন।

٧٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو الْوَلِيدِ نَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ
بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ
وَالسَّاعِدَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ
عَلَيْهِمْ جُلُ الثِّيَابِ تَحْرُكُ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ الثِّيَابِ -

৭২৭। আল-হাসান ইবন আলী— আসেম থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত দ্বারা

বাম হাতের কজি ও এর জোড়া আকড়িয়ে ধরেন।

রাবী বলেন, অতঃপর আমি কিছু দিন পর সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক শীতের কারণে শরীর আবৃত করে রেখেছেন এবং তাঁদের হাতগুলো স্ব-স্ব কাপড়ের মধ্যে নড়াচড়া করছে।

৭২৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
وَأَبِي بَنِي حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ
يَدَيْهِ حِيَالَ أَذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي
افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأكْسِيَّةٌ -

৭২৮। উছমান ইবন আবু শায়বা— ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায শুরুর সময় স্বীয় হস্তদ্বয় নিজের কান পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। রাবী বলেন, কিছু দিন পর আমি পুনরায় সেখানে গিয়ে দেখি যে, সাহাবায়ে কিরাম নামায আরম্ভের সময় তাদের হাতগুলি বুকের পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। এ সময় তাঁদের শরীর কোট ও অন্যান্য কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল— (নাসাঈ)।

১২৩. بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

১২৩. অনুচ্ছেদঃ নামায শুরু করার বর্ণনা

৭২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ -

৭২৯। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান— ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শীতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। এ সময় আমি দেখি যে, তাঁর সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে তাদের কাপড়ের ভিতর থেকে নিজ নিজ হাত উত্তোলন করছিলেন।

৭৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَكُنَّا مُسَدِّدًا نَا

يَحْيَىٰ وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدَ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتُ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَأَعْرَضُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقْرَأَ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصَبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلَّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْيُسْرَى - قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৭৩০। আহমাদ ইবন হাম্বল... মুহাম্মাদ ইবন আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুমায়দ আস-সাইদী (রা)-কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে যাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন- বলতে শুনেছি: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে সমধিক অবগত আছি। তাঁরা বলেন, তা কিরূপে? আল্লাহর শপথ! আপনি তাঁর অনুসরণের ও সাহচর্যের দিক দিয়ে আমাদের চাইতে অধিক অগ্রগামী নন! তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা বলেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহ আকবার বলে পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি কিরাআত পাঠের পর তাকবীর বলে রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবার বলে নিজের উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। রুকুতে গিয়ে তিনি দুই হাতের তালু দ্বারা হাঁটুদ্বয় মজবুতভাবে ধরতেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকু করতেন যে, তাঁর মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল থাকত। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। পুনরায় আল্লাহ আকবার বলে তিনি সিজদায় গিয়ে উভয় বাহু স্বীয় পাজরের পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন। অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন এবং সিজদার সময় পায়ের আংগুলগুলি নরম করে কিবলামুখী করে রাখতেন। তিনি আল্লাহ আকবার বলে (দ্বিতীয়) সিজদা হতে উঠে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর তিনি সর্বশেষ রাকাতে স্বীয় বাম পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম পাশের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তখন তাঁরা সকলে বলেন, হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপেই নামায আদায় করতেন।^১

۷۳۱- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْطَةَ عَنْ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرُوا صَلَاةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ كَفْيَهُ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ مُقْنِعَ رَأْسِهِ وَلَا صَافِحَ بِخَدِّهِ وَقَالَ إِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْضَى بِوَرِكَه الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ -

৭৩১। কুতায়বা ইবন সাঈদ--- মুহাম্মাদ ইবন আমার আল-আমিরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত থাকাকালে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন আবু হুমায়দ (রা) বলেন... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছটির কিছু অংশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাঁর হাতের তালু দ্বারা হাঁটু মজবুতভাবে ধরতেন এবং হাতের আংগুলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও হাত উঠাতে হবে না এবং তাঁর মতের স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। অপর পক্ষে, ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্যদের মতে নামাযের মধ্যে তাকবীর তাহরীমা এবং অন্যান্য স্থানেও হাত উঠাতে হবে। - (অনুবাদক)

এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর যখন তিনি দুই রাকাত নামায আদায়ের পর বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অতঃপর তিনি যখন চতুর্থ রাকাতের পর বসতেন, তখন তিনি নিজের উভয় পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম পাশের পাছার উপর ভর দিয়ে বসতেন।

৭২২- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْهَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوُ هَذَا قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ -

৭৩২। ইসা ইবন ইবরাহীম আল-মিসরী... মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আতা হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি সিজ্দার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় বিছানার মত বিছিয়ে দিতেন না এবং শরীরের সাথে একেবারে মিলিয়েও রাখতেন না, বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন এবং পায়ের আংগুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন।

৭২৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدَ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عِيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصَدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْآخَرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكَ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخَرَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرَّكَ فِي التَّشَهُّدِ -

৭৩৩। আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন ইবরাহীম— আব্বাস (রহ) অথবা আইয়াশ ইব্ন সাহ্ল (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সাহাবীদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা এবং আবু হুরায়রা (রা), আবু হুমায়দ আস-সাইদী এবং আবু উসায়দ (রা) উপস্থিত ছিলেন। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছ কিছুটা হাসবুদ্দী সহ বর্ণিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (নবী) রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল্ হাম্দ বলে স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উঠাতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজদায় যেতেন এবং হাতের তালু, হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর ভর করে সিজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহ আকবার বলে তিনি পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং অপর পাখানি সোজা করে রাখতেন। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না। এইরূপে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাতের পর বসে যখন দাঁড়াতে ইচ্ছা করতেন, তখন আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়াতেন এবং এইভাবে নামাযের শেষের দুই রাকাত সম্পন্ন করতেন। এই বর্ণনায় শেষ বৈঠকেও বাম পাশের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ নাই।

৭৩৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجِبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَتَّى مَنَكَبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَّغَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَكُّعَ وَذَكَرَ نَحْوَ فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَحْوَ جَلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُثْبَةَ -

৭৩৪। আহমাদ ইবন হাম্বল— আব্বাস ইবন সাহল বলেন, আবু হুমায়েদ, আবু উসাইয়েদ, সাহল ইবন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা) কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে অধিক অবহিত... অতঃপর কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল।

রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) রুকু করার সময় স্বীয় হস্ত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে আটকিয়ে ধরতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সিজদার সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখেন এবং হস্তদ্বয় পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠাতেন যে, শরীরের সমস্ত সংযোগ স্থান স্ব-স্ব স্থানে স্থাপিত হত। অতঃপর বসে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন এবং ডান হাতের তালু ডান পায়ের উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর এবং তাশাহুদ পাঠের সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ উত্বা (রহ) আবদুল্লাহ হতে এবং তিনি আব্বাস ইবন সাহল হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে বাম পার্শ্বের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ করেন নি।

৭৩৫ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِذَا سَجَدَ
فَرَجَّ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخْذَيْهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ
الْمُبَارَكِ أَنَا فَلْيَحْ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يَحْدُثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثْتُهُ أَرَاهُ ذَكَرَ
عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيَّ -

৭৩৫। আমর ইবন উছমান— আবু হুমায়েদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় পেট রান হতে বিচ্ছিন্ন রাখতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ইবনুল মুবারক ও অন্যান্য সূত্র হতেও বর্ণিত হয়েছে।

৭৩৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُبَادَةَ
عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا

الْحَدِيثُ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعْنَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَا كَفَاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفْيِهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطِيهِ قَالَ حُجَّاجٌ قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا - وَفِي حَدِيثٍ آخَرِهِمَا وَأكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَّادَةَ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ -

৭৩৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মামার— আবদুল জব্বার তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি (স) সিজদা করতেন, তখন তিনি যমীনের উপর হাত রাখার আগে স্বীয় হাঁটু স্থাপন করতেন। যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে কপাল রাখতেন এবং হস্তদ্বয় বগল হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আসেম ইব্ন কুলায়েব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যথা সম্ভব মুহাম্মাদ ইব্ন জাহাদার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন রান ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

۷۳۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فَطْرِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ إِبْهَامِيهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ -

৭৩৭। মুসাদ্দাদ— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীর বলার সময় তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি— (নাসাঈ)।

۷۳۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ

مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلِسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ -

৭৩৮। আবদুল মালিক ইব্ন শূআয়ব— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন স্বীয় উভয় হাত কঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। অতঃপর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে সোজা হবার সময়ও দুই হাত কঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং দুই রাকাতের পর যখন দন্ডায়মান হতেন— তখনও হাত উত্তোলন করতেন।

۷۳۹- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّي أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَوةً لَمْ أَرِ أَحَدًا يُصَلِّيُهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَبِّتُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْتَدَ بِصَلَوةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ -

৭৩৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— মায়মুন আল-মাক্কী হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবার (রা)–কে তাদের নামায পড়াতে দেখেন। তিনি দাঁড়ানোর সময় রুকু হতে সোজা হওয়ার সময় এবং দন্ডায়মান হওয়ার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)–র নিকট গিয়ে তাঁকে ইবনুয যুবারের নামায সম্পর্কে বলি যে, এইরূপে হাত তুলে নামায আদায় করতে আর কাকেও দেখিনি। তখন তিনি বলেন, যদি তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাও, তবে ইবনুয যুবারের নামাযের অনুসরণ কর- (আহমাদ)।

۷۴- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْنَى قَالَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي السَّعْدِيَّ قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَوْهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرِ

أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ بَنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ -

৭৪০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— নাদর ইব্ন কাছীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহ) খায়েফের মসজিদে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। তিনি প্রথম সিজদায় গেলেন, অতপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোকালে মুখমন্ডল বরাবর উভয় হাত উত্তোলন করলেন। তা আমার নিকট অপছন্দনীয় লাগলে আমি উহায়েব ইব্ন খালিদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উহায়েব (রহ) আবদুল্লাহকে বলেন, তুমি এমন একটি কাজ করেছ, যা আমি ইতিপূর্বে আর কাউকে করতে দেখিনি। আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ করতে দেখিছি এবং আমার পিতা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন।

٧٤١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمَدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدُهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى تَضْيِيقِهِ وَهَذَا الصَّحِيحُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدُهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَهُ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكُ الرَّفْعُ الرَّفْعُ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ - وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءٌ قُلْتُ أَشْرِلِي فَأَشَارَ إِلَى التَّضْيِيقِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ -

৭৪১। নাসর ইব্ন আলী— নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাকবীর বলে দুই হাত উপরের দিকে উঠাতেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা তোলার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলতেন। অতপর তিনি দুই রাকাত নামায শেষ

করার পর যখন দাঁড়াতেন তখন তিনি উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং এই বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছেন (অর্থাৎ হাদীছটি মারফু)– (বুখারী)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সত্য বর্ণনা এই যে, হাদীছটি ইব্ন উমার (রা)–র বক্তব্য, মারফু হাদীছ নয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, প্রথম হাদীছে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে– তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত নয়। ছাকাফী উবায়দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন এবং এই বর্ণনাসূত্র ইব্ন উমার (রা) পর্যন্ত পৌছেছে এবং এখানে এরূপ উল্লেখ হয়েছে যে, যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমাপ্তির পর দণ্ডায়মান হতেন, তখন উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন এবং এই রিওয়ায়াত সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, লাইছ, মালিক, আইউব ও ইব্ন জুরায়েজ প্রমুখ রাবীগণ এই হাদীছের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। হাম্মাদ একাই এই হাদীছকে মারফু হাদীছ হিসাবে বর্ণনাকরেছেন।

রাবী ইব্ন জুরায়েজ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইব্ন উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কি তাঁর হাত অন্য সময়ের চাইতে অধিক উত্তোলন করতেন? তিনি বলেন, না; বরং সব সময়ই তিনি একইরূপে হাত উঠাতেন। আমি বলি, আমাকে ইশারাপূর্বক দেখান। তিনি স্বীয় বক্ষদেশ বা তার চাইতে কিছু নীচে পর্যন্ত ইশারা করে দেখান।

৭৬২- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِي مَا أَعْلَمُ -

৭৪২। আল-কানাবী— নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) নামায আরম্ভের প্রাকালে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় হস্তদ্বয়কে একটু কম উপরে উঠাতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমার জানামতে রাবী মালিক ব্যতীত আর কেউ হস্ত কম উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি।

১২৬. بَابُ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ التَّسْبِيحَيْنِ

১২৪. অনুচ্ছেদঃ দুই রাকাত শেষে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়ন) সম্পর্কে

৭৪৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَارِبِيِّ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ -

৭৪৩। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের দুই রাকাত আদায়ের পর দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে উভয় হাত উত্তোলন করতেন।

৭৪৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رِبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَائَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ صَلَوَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ -

৭৪৪। আল-হাসান ইব্ন আলী--- আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরাআত শেষ করার পর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে উঠবার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়াকালে এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি যখন সিজদার পর দন্ডায়মান হতেন, তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হুমায়দ আস-সাইদী (রা)-র হাদীছে বর্ণিত আছে যে,

যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমাপ্তির পর দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেরূপ তিনি নামায আরম্ভের সময় উঠাতেন।

৭৪৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُرَيْثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَلِغَ بِهِمَا فُرُوعُ أُذُنَيْهِ-

৭৪৫। হাফস ইবন উমার... মালিক ইবনুল-হুয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উঠাতে দেখেছি। আমি তাঁকে রুকুতে গমনকালে এবং তা হতে উঠার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৭৪৬- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ نَا شُعَيْبُ يَعْنِي ابْنَ اسْحَاقَ الْمَعْنَى عَنْ عُمَرَ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قَدَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُولُ لَاحِقٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قَدَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ مُوسَى يَعْنِي إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ-

৭৪৬। ইবন মুআয... বশীর ইবন নাহীক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে থাকতাম, তবে তাঁর বগল দেখতে পেতাম (অর্থাৎ তিনি হাত এতটা পৃথক রাখতেন)।

ইবন মুআয তাঁর হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাবী নাহীক বলেন, ভূমি কি দেখ না হযরত আবু হুরায়রা (রা) নামাযে রত থাকায় নবী করীম (স)-এর সম্মুখে গমন করতে পারেন না। রাবী মুসা তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকবীর বলার সময় দুই হাত উঠাতেন-(নাসাঈ)।

৭৪৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ اَدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ

فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا أَمْرًا بِهَذَا يَعْنِي
الْأَمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ -

৭৪৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করেন। তিনি রুকু করার সময় উভয় হাত একত্রিত করে দুই হাঁটুর মধ্যখানে রাখেন। এই খবর সা'দ (রা)—এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, আমার ভাই (ইব্ন মাসউদ) সত্য বলেছেন। পূর্বে আমরা এরূপ করতাম। অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়— (নাসাঈ)।

১২০. بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ রুকু সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা

٧٤٨- حَدَّثَنَا بَنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كَلْبٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي
بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
عَلَى هَذَا اللَّفْظِ -

৭৪৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তসার। উপরোক্ত শব্দসম্বন্ধে হাদীছটি সঠিক নয়।

٧٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا نَا
سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً -

৭৪৯। আল-হাসান ইব্ন আলী--- সুফিয়ান (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীছটি এই সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কেবলমাত্র প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমা পাঠের সময়) হাত উত্তোলন করেন। কতক রাবী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উঠান।

৭৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ -

৭৫০। মুহাম্মাদ ইব্নুস- সাব্বাহ আল-বায়যার--- বারআ ইব্ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আরম্ভের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একবার কানের নিকট পর্যন্ত হাত উঠাতেন। অতঃপর তিনি আর হাত উঠাতেন না।

৭৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكَ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لَا يَعُودُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ -

৭৫১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আয-যুহরী--- ইয়াযীদ হতে এই সূত্রে শরীকের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছে "ثُمَّ لَا يَعُودُ" (তিনি পুনর্বার হাত তুলতেন না) শব্দটির উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর রাবী (ইয়াযীদ) আমাদের নিকট কুফা শহরে "ثُمَّ لَا يَعُودُ" শব্দটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হুশায়েম, খালিদ এবং ইব্ন ইদরীসও এই হাদীছ ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা "ثُمَّ لَا يَعُودُ" শব্দটির উল্লেখ করেননি।

৭৫২- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا وَكَيْعٌ عَنْ بَنِي أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَيْشَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعَهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ -

৭৫২। হুসায়ন ইবন আবদুর রহমান— বারাআ ইবন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় (একবারের অধিক) উত্তোলন করেননি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ সহীহ নয়।

৭৫৩— حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا -

৭৫৩। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আরম্ভ করতেন, তখন তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উপরের দিকে প্রসারিত করে উঠাতেন— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১২৬. بَابُ وَضْعِ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

৭৫৪— حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ -

৭৫৪। নাসর ইবন আলী— আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুয যুবায়ের (রা)—কে বলতে শুনেছি— নামাযের সময় দুই পা সমান রাখা এবং এক হাতের উপর অন্য হাত রাখাসুন্নাত।

৭৫৫— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْتَبٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيَمْنَى فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى -

৭৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার— ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে নামায পড়ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা দেখতে পেয়ে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দেন— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৭৫৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضَعَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ -

৭৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মাহবুব— আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, নামাযে রত অবস্থায় নাভির নীচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সূন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

৭৫৭। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ - وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ -

৭৫৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা— ইব্ন জুরাইজ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে নামাযে নাভির উপরে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজ্জি ধরে রাখতে দেখেছি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর থেকে “নাভির উপরে” বর্ণিত আছে। আর আবু মিজলায বলেছেন, “নাভির নীচে”। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু তা তেমন শক্তিশালী নয়।

৭৫৮। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخَذَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَضَعُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ -

৭৫৮। মুসাদ্দাদ— আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন— আমি

নামাযে নাভির নীচে (বাম) হাতের উপর (ডান) হাত রাখি।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) কর্তৃক আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-কুফীকে দুর্বল রাবী হিসাবে অভিহিত করতে শুনেছি।

৭৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حَمِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيَمَنِيَّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ -

৭৫৯। আবু তাওবা— তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন।

১২৭. بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ যে দুআ পড়ে নামায আরম্ভ করবে

৭৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاصِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْخُلُقِ لَا يَهْدِي لِحَسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِكَ

১। ৭৫৬ নং হাদীছ মিসরীয় সংস্করণে নেই এবং ৭৫৭ নং ও ৭৫৯ নং হাদীছ এবং ৭৫৮ নং হাদীছের আংশিক ভাটীয় সংস্করণে নেই।

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ -
 وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
 وَمُخْيَ وَعِظَامِي وَعَصْبِي - وَإِذَا رَفَعَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
 مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ -
 وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدُ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
 وَصَوَّرَهُ فَأَحْسِنْ صُورَتَهُ وَشِقِّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -
 وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

৭৬০। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয--- আলী ইবন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর নিম্নোক্ত দুআ
 পড়তেন:

“ওয়াজ্জাহুতু ওয়াজ্জহিয়া লিল্লাযী ফাতারাসু সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা
 মিনাল মুশরিকীন। ইল্লা সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্যয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।
 লা শারীকা লাহ ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহ্মা আনতাল
 মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রব্বী ওয়া আনা আবদুকা। য়ালামতু নাফসী ওয়াতারারফতু
 বিয়ামুবী ফাগফিরলী য়নুবী জামীআন। লা ইয়াগফিরন্না য়নুবা ইল্লা আনতা ওয়াহুদ্দীনী
 লি-আহ্‌সানিল আখ্লাক। লা ইয়াহুদ্দীনী লি-আহ্‌সানিহা ইল্লা আনতা ওয়াসরিফ আলী
 সাইয়েআহা, লা ইয়াসুরিফু সাইয়িআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল-খায়রু
 কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাকতা
 ওয়া তাআলাইতা আসতাগফিরন্না ওয়া আতুবু ইলাইকা।”

অতপর তিনি যখন রুকু করতেন তখন এই দুআ পড়তেন: “আল্লাহ্মা লাকা রাকাতু ওয়া বিকা
 আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু, খাসাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্বী ওয়া ইযামী ওয়া
 আসাবী।”

অতপর তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন এই দুআ পড়তেন: “সামিআল্লাহু লিমান
 হামিদাহু, রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মিলউ মা
 বায়নাহমা ওয়া মিলউ মা শি’তা মিন শায়ইন বা’দু।”

অতপর তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন এই দুআ পড়তেন: “আল্লাহ্মা লাকা সাজাদতু ওয়া

বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজাহিয়া লিল্লাহী খালাকাহ ওয়া সাওয়ারাহ ফাহাসানা সুরাতাহ ওয়া শাক্বা সামআহ ওয়া বাসারাহ ওয়া তাবারাকল্লাহ আহসানুল খালিকীন।”

অতপর নামাযের সালাম ফিরাইবার পর তিনি এই দুআ পাঠ করতেনঃ “আল্লাহ্মাগ্‌ফিরলী মা কাদামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিল্লী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়াল মুআখ্‌খিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৭৬১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رِبِيعَةَ بْنِ
 الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
 الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى
 قَرَأَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ
 مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ - وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ
 حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدُّعَاءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَالْخَيْرُ
 كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَزَادَ فِيهِ وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَمْدُ
 اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

৭৬১। আল-হাসান ইব্ন আলী- আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযের জন্য দস্তায়মান হতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। কিরাআত পড়ার পর রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময়ও তিনি অনুরূপ করতেন (কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন)। বসা অবস্থায় তিনি হাত উঠাতেন না। তিনি দুটি সিজদা করার পর (দুই রাকাত শেষ করার পর) উঠার সময় অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন এবং তাকবীর বলে পূর্ববর্তী হাদীছে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করতেন। এই হাদীছের মধ্যে দোয়ায় কিছুটা কম-বেশী আছে এবং “ওয়াল-খায়রু কুল্লুহ ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ-শাররু লায়সা ইলাইকা”- বাক্যটির উল্লেখ নাই।

১। সাধারণতঃ নবী করীম (স) এইরূপ দুআ একাকী নফল নামাযে পড়তেন। - (অনুবাদক)

রাবী আবদুর রহমান এই হাদীছে আরও উল্লেখ করেছেন যে, নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ “আল্লাহ্মাগফিরলী মা কাদামতু ওয়া আখ্খারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আলানতু আনতা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা।”

৭৬২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِی شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي فَرَوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا قُلْتُ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي وَقَوْلُهُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

৭৬২। আমার ইবন উছমান— শোআইব ইবন আবু হামযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুল মুনকাদির, ইবন আবু ফারওয়া এবং মদীনার অপরাপর ফকীহগণ আমাকে বলেছেন যে, উপরোক্ত দু'আটি পাঠের সময় তুমি “ওয়া আনা আওয়ালুল-মুসলিমীন”—এর স্থলে “ওয়া আনা মিনাল-মুসলিমীন” বলবে।

৭৬৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيْكُمْ أَمْتَكُم بِالْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِأَسَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا يَتَنَدَّرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلَيَمَشُ نَحْوًا كَانَ يَمْشِي فَلْيَصِلْ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ -

৭৬৩। মুসা ইবন ইসমাইল— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে মসজিদে আগমনের ফলে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে বলল, “আল্লাহ্ আকবার আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহা।” নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করেছে? ঐ ব্যক্তি খারাপ কিছু বলে নাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মসজিদে আগমনের পর ক্লান্ত হয়ে আমি এই দু'আ পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমি দেখতে পাই যে, বারজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উক্ত দু'আ সর্বাঙ্গে অল্লাহ তাআলার দরবারে নেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছে।

রাবী হুমায়েদের বর্ণনায় আরও আছে যে, মসজিদে জামাআতে নামায আদায়ের সময় প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য স্বাভাবিক পদক্ষেপে আগমন করা উচিত। অতপর সে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ প্রাপ্ত হয় তা আদায়ের পর যদি নামাযের কিছু অংশ ছুটে গিয়ে থাকে- তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর একাকী আদায় করবে- (মুসলিম, নাসাঈ)।

৭৬৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ قَالَ عَمْرُو لَأُدرِي أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ قَالَ نَفْثُهُ الشَّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبَرُ وَهَمْزُهُ الْمَوْتَةُ -

৭৬৪। আমর ইবন মারযুক- ইবন জুবায়ের ইবন মুত্ইম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেন। রাবী আমর বলেন, এটা ফরয অথবা নফল নামায ছিল কি না তা আমি জানি না।

এ সময় তিনি (স) বলেনঃ আল্লাহ আকবার কাবীরান, আল্লাহ আকবার কাবীরান, আল্লাহ আকবার কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহে বুকরাতাও ওয়া আসীলা (তিনবার বলেন), আউযু বিল্লাহে মিনাশ-শায়তানির রাজীমে মিন নাফাখিহি ওয়া নাফাসিহি ওয়া হামাযিহি (অর্থাৎ শয়তানের অহংকার, কবিতা ও কুমন্ত্রণা)।

৭৬৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ ذَكَرْ نَحْوَهُ -

৭৬৫। মুসাদ্দাদ- নাফে ইবন জুবায়ের থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নফল নামায আদায়কালে বলতে শুনছি- পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ- (ইবন মাজা)।

৭৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَاذِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمَدَ اللَّهُ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رِبِيعَةَ الْجَرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ -

৭৬৬। মুহাম্মাদ ইবন রাফে— আসিম ইবন হুমাইদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)—কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের নামায কিরূপে আরম্ভ করতেন? তিনি বলেন, তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করেছ যা ইতিপূর্বে আমাকে আর কেউ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি নামাযে দভায়মান হয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ আকবার দশবার, আলহামদু লিল্লাহি দশবার, সুবহানাল্লাহ দশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার, আস্তাগফিরুল্লাহ দশবার পাঠ করতেন। অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করতেনঃ

“আল্লাহ্মাগফির লী ওয়াহ্দিনী ওয়ায়যুকুনী, ওয়া ‘আফিনী” এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণ স্থান হতে আল্লাহর নিকট নাজাত কামনা করতেন— (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী খালিদ রবীআ হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনাকরেছেন।

٧٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نَا عِكْرَمَةُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَوَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

৭৬৭। ইবনুল মুছান্না— আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)—কে জিজ্ঞেস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করাকালে কোন দু'আটি পড়তেন? তিনি বলেন, যখন তিনি রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য উঠতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করতেন:

“আল্লাহুমা রব্বা জিব্রীল ওয়া মীকাদীল ওয়া ইসরাফীল ফাতিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতে, আনুতা তাহুকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহে ইয়াখতালিফুন। ইহ্দিনী লিমাখতুলিফা ফীহে মিনাল হাক্কি বি-ইয়নিকা, ইল্লাকা আনুতা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম্ মুস্তাকীম- (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

৭৬৮। মুহাম্মাদ ইবন রাফে— ইকরামা উপরোক্তভাবে ভিন্ন শব্দে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহ আকবার উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন—

۷۶۸- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَأَبَاسٍ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا -

৭৬৯। আল-কানাবী— মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয অথবা নফল নামাযের প্রথমে, মাঝে বা শেষে যে কোন সময়ে দু'আ পাঠ করা যায়।

۷۷- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا أَنْفًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ -

৭৭০। আল-কানাবী—রিফাআ ইব্ন রাফে আয-যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করি। তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠেন—“আল্লাহুমা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ।”

নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই দু'আ পাঠকারী কে? ঐ ব্যক্তি বলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তিরিশেরও অধিক ফেরেশতাকে তা সবাত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি—(বুখারী, নাসাঈ)।

৭৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

৭৭১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা—ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মধ্য রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামাযে দন্ডায়মান হতেন, তখন বলতেনঃ

“আল্লাহুমা লাকাল-হামদু আনতা নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু, আনতা কাইয়্যামুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু আনতা রব্বুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া মান ফীহিন্না, আনতাল হাক্কু, ওয়া কাওলুকাল-হাক্কু, ওয়া ওয়াদুকাল-হাক্কু, ওয়া লিকাইকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান-নারু হাক্কুন, ওয়াস্-সা'আতু হাক্কুন। আল্লাহুমা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মা কাদ্দামতু ওয়া আখখারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু, আনতা ইলাহী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৭৭২- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ نَا طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ -

৭৭২। আবু কামিল— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের সময় আল্লাহ আকবার বলার পর বলতেন— পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ।

৭৭৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَا لَكَ وَأَتَمَّ مِنْهُ -

৭৭৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— মুআয ইব্ন রিফাআ ইব্ন রাফে থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায় করি। এমন সময় রিফাআ হাঁচি দিয়ে বলেন, আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান্ আলাইহি কামা ইয়ুহিববু রব্বানা ওয়া ইয়ারদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে বলেনঃ নামাযের মধ্যে এইরূপ উক্তি কে করেছে? হাদীছের অবশিষ্ট বর্ণনা রাবী মালিক বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

৭৭৪- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَطَسَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبَّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ
 الْكَلِمَةَ قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمَا لَمْ أَرِدْ بِهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ
 جَلَّ ذِكْرُهُ -

৭৭৪। আল-আব্বাস ইবন আবদুল আযীম--- আবদুল্লাহ ইবন আমের থেকে তাঁর পিতার সূত্রে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসার গোত্রের কোন এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে
 ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করার সময় হাঁচি দেয় এবং বলে, “আলহামদু লিল্লাহে
 হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি হাস্তা ইয়ারদা রব্বুনা ওয়া বা’দু মা ইয়ারদা মিন
 আমরিদ-দুন্যাওয়াল-আখিরাহ।”

নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই উক্তি কে করেছে? তখন
 যুবকটি নীরব থাকে। নবী করীম (স) পুনরায় বলেনঃ এই কথাগুলি কে বলেছে? সে তো কোন
 খারাপ উক্তি করেনি। তখন যুবকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এইরূপ বলেছি এবং আমি
 কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যেই এরূপ বলেছি। তিনি বলেনঃ এ কথা কোথাও অপেক্ষা করেনি, বরং
 মহামহিম দয়াময় আল্লাহর আরশে পৌছে গেছে।

১২৮. بَابُ مَنْ رَأَى الْإِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ যারা বলেন, সুবহানাকা আল্লাহুয়া বলে নামায শুরু করবে

৭৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقَاعِيِّ عَنْ
 أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الثَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
 وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
 تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ
 يَقْرَأُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ
 مُرْسَلًا أَلَوْهُمْ مِنْ جَعْفَرٍ -

৭৭৫। আবদুস সালাম ইবন মুতাহহার--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর তাহরীমা বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেন:

“সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।”

অতঃপর তিনি তিনবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলতেন এবং “আল্লাহু আকবার কাবীরান” তিনবার বলার পর “আউযু বিল্লাহিস সামীইল-আলীমি মিনাশ-শাইতানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফযিহি ওয়া নাফযিহি” বলতেন, অতঃপর ক্বিরাআত পাঠ করতেন- (নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ হাসান হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭৬। حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةً لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا -

৭৭৬। হুসায়েন ইবন ঈসা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন:

“সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা”- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাদীছটি আবদুস সালামের বর্ণনা হতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, বরং হাদীছবেত্তাদের মতে তালুফ ইবন গান্নাম এই হাদীছের বর্ণনাকারী। অবশ্য রাবী বুদায়েল হতে নামাযের ঘটনা বর্ণিত আছে, কিন্তু সেখানে উপরোক্ত দু'আর কিছু উল্লেখ নাই।

১২৭. بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ

১২৯. অনুচ্ছেদ: নামাযের প্রারম্ভে চুপ থাকার বর্ণনা

৭৭৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكَّتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكَّتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكَّتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ - قَالَ فَانْكُرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي فَصْدَقٍ سَمُرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَكَّتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ -

৭৭৭। ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম—আল-হাসান হতে বর্ণিত।^১ তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেন, নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয়—তা আমি স্বরণ রেখেছি। প্রথমত ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সুরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁরা মদীনায় হযরত উবাই ইবন কাব (রা)—র নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি সমর্থন করেন—(ইবন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী হুমায়দ অনুরূপভাবে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছেও কিরাআত সমাপ্তির পর ক্ষণিক চুপ থাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكَّتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى يُونُسَ -

৭৭৮। আবু বাকর ইবন খাল্লাদ—সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায পাঠকালে দুটি স্থানে ক্ষণিক চুপ থাকতেন। যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং যখন তিনি কিরাআত সমাপ্ত করতেন—অতঃপর রাবী ইউনুস হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৭৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ نَا سَعِيدٌ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ

১. আল-হাসান আল-বসরী (রহ) সামুরা (রা)—র নিকট কিছু শোনার সুযোগ পেয়েছেন কি না তাতে হাদীছ বিশারদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتَيْنِ سَكَّةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكَّةً إِذَا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمْرَةَ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رِدِّهِ
عَلَيْهِمَا أَنْ سَمْرَةَ قَدْ حَفِظَ -

৭৭৯। মুসাদ্দাদ— আল-হাসান (রহ) হতে বর্ণিত। সামুরা ইব্ন জুনদুব ও ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) পরস্পর আলোচনা প্রসঙ্গে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে নিশ্চুপ থাকতে হয় তা শিখেছেন— তার প্রথমটি হল তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এবং দ্বিতীয় স্থানটি হল “গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদাল্লীন” পাঠের পর। যদিও সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) একথা স্বরণ রাখেন কিন্তু ‘ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) তা অস্বীকার করায় তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে এ সম্পর্কে উবাই ইব্ন কাব (রা)—এর নিকট পত্র লেখেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে জানান যে, সামুরা (রা) (এ হাদীছ) সঠিকভাবে স্বরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

۷۸- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدٌ بِهَذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ سَكَّتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِيهِ قَالَ سَعِيدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكَّتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ
وَإِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

৭৮০। ইবনুল মুছান্না— সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয়, এতদসম্পর্কীয় জ্ঞান আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হতে আহরণ করেছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বলেন, আমরা এ বিষয়ে কাতাদা (রহ)—কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন কেউ নামায আরম্ভ করবে এবং কিরাআত শেষ করবে তখন নিশ্চুপ থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন, (কিরাআত শেষের অর্থ হল) যখন কেউ গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদাল্লীন বলবে— (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

۷۸۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ح وَثَنَا أَبُو
كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنَى عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ
وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّیْ أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
أَخْبَرْنِیْ مَا تَقُولُ قَالَ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِیْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِیْ مِنْ خَطَايَايَ كَالثُّوبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِیْ
بِالتَّحْلِی وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ -

৭৮১। আহমাদ ইবন আবু শুআযব— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআত পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআত পাঠের পূর্বে কেন চুপ থাকেন—তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, (তখন আমি) চুপে চুপে এই দু'আ পাঠ করিঃ

“আল্লাহ্মা বায়েদ বায়নী ওয়া বায়না খাতায়ায়া কামা বায়েদতা বায়নাল-মাশরিকে ওয়াল-মাগরিবে। আল্লাহ্মা আনুকেনী মিন খাতায়ায়া কাহু-ছাওবিল আব্বাদি মিনাদ-দানাসে আল্লাহ্মা-আগসিলনী বিহু-ছাল্জে ওয়াল-মায়ে ওয়াল-বারাদি”- (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১২. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১৩০. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলার বিবরণ

৭৮২- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ -

৭৮২। মুসলিম ইবন ইবরাহীম— আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা) “আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন” হতে কিরাআত পাঠ শুরু করতেন— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১। যাঁরা বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পাঠ করার পক্ষপাতী তাঁরা এ হাদীছ নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করেন। আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীছে আছে— তিনি বলেনঃ আমি মহানবী (স)—এর পেছনে এবং আবু বাক্র, উমার ও উছমান (রা)—এর পেছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম” উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

৭৮৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصُوبِهِ وَلَكِنْ بَيْنَ
ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ
رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ
بِالتَّسْلِيمِ -

৭৮৩। মুসাদ্দাদ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন বলে কিরাআত শুরু করতেন। তিনি রুকু'র সময় স্বীয় মাথা উঁচু করেও রাখতেন না এবং নীচু করেও রাখতেন না, বরং পিঠের সমান্তরাল করে রাখতেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগে সিজদায় যেতেন না এবং এক সিজদা করার পর সোজা হয়ে বসার পূর্বে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। তিনি প্রত্যেক দুই রাকাত নামায আদায়ের পর 'তাশাহুদ' পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি যখন বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোঁড়ালীর উপর পাছা রেখে বসতে নিষেধ করতেন এবং চতুর্পদ জন্তুর ন্যায় (অর্থাৎ দুই হাত মাটির সাথে বিছিয়ে দিয়ে) সিজদা করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি আস-সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করতেন- (মুসলিম, ইবন মাজা)।

৭৮৪- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ
أَنفًا سُورَةٌ فَقَرَأْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا
قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدْنِي رَبِّي
عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ -

৭৮৪। হান্নাদ ইবনুস সারী--- আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এখনি আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, ইন্না আ'তায়না কাল-কাওছার--- তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাওছার কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। তিনি বলেনঃ এটি একটি নহর, যা আল্লাহ রবুল আলামীন জান্নাতের মধ্যে আমাকে দান করবেন বলে অংগীকার করেছেন- (মুসলিম, ইবন মাজা; ইবনুল আছীর বলেছেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী স্ব স্ব গ্রন্থে এ হাদীছ সংকলন করেছেন)।

৭৮৫- حَدَّثَنَا قُتُنُ بْنُ نُسَيْرٍ نَا جَعْفَرُ نَا حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ الْأَفَكُ قَالَتْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْأَفْكَ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَةُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْأِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامٍ حُمَيْدٍ -

৭৮৫। কুত্ন ইবন নুসায়র--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইফক্ (মিথ্যা অপবাদ)-এর ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। তিনি মুখ খোলেন এবং বলেনঃ আউযু বিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজীম, “ইন্নালাযীনা জা’উ বিল-ইফকে উসবাতুম মিনকুম---” আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ “যারা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক---।”

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুনকার শ্রেণীভুক্ত। কারণ মুহাদ্দিছদের একদল এই হাদীছ ইমাম যুহরী (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় ঐ আয়াতের বর্ণনার সাথে আউযু বিল্লাহ-এর উল্লেখ নাই। আমার আশংকা হচ্ছে আউযু বিল্লাহ বাক্যটি রাবী হুমায়দ নিজস্বভাবে পাঠ করেন।

১২১. بَابُ مَنْ جَهَرَ بِهَا

১৩১. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার বর্ণনা

৭৮৬- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُم عَلَى أَنْ عَمِدْتُمْ إِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمُنِينِ وَالْيَ الْأَنْفَالُ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطَّوْلِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قَالَ عُثْمَانُ كَانَ ابْنُ أَبِي صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ ضَعْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَتَانِ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَمَنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوْلِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

৭৮৬। আমর ইব্ন আওন--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা সূরা বারাত-কে সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত করে আল-কুরআনের সাবউল মাছানী (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর মধ্যে কিরূপে পরিগণিত করেন এবং উভয় সূরার মধ্যস্থলে বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম কেন লিখেন নাই? অথচ বারাত সূরাটি মিইন-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যাতে ১০০-র অধিক আয়াত আছে এবং বারাততে ১২৯ আয়াত আছে)। অপরপক্ষে সূরা আনফাল মাছানীর অন্তর্ভুক্ত (কেননা এতে ১০০-এর কম অর্থাৎ ৭৫ টি আয়াত আছে)।

উছমান (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখনই কোন আয়াত নাযিল হত, তখন তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে বলতেনঃ এই আয়াত অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশিত কর যার মধ্যে এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর উপর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হত, তখনও তিনি ঐরূপ বলতেন।^১

সূরা আল-আনফাল নবী করীম (স)-এর উপর মদীনায় আসার পরপরই নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম এবং সূরা বারাত অবতীর্ণ হয় কুরআন নাযিলের সমাপ্তিকালে। কিন্তু সূরা আনফালে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংগে সূরা বারাততে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই আমি মনে মনে স্থির করি যে, এটি সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমি দুটি সূরাকে একত্রে

১। প্রকাশ থাকে যে, আল-কুরআনের কোন্ আয়াত কোন্ সূরার কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত হবে- তাও ওহী দ্বারা নির্ধারিত হত। - (অনুবাদক)

সাবউত-তিওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এ কারণেই এই দুইটি সূরার মাঝখানে বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করিনি- (তিরমিযী)।

৭৮৭। حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا مَرَّوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ أَنَا عَوْفُ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ فَقِيضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ هَذَا مَعْنَاهُ -

৭৮৭। যিয়াদ ইবন আইউব--- ইবন আব্বাস (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বাঙ্ক হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্য হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি সূরা বারআত সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না- এ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাবী, আবু মালিক, কাতাদা ও ছাবেত বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর সূরা নামূল অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (কোন সূরার প্রারম্ভে) বিস্মিল্লাহ লিখেন নি।^১

৭৮৮। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْزِيُّ وَأَبْنُ السَّرْحِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصَلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزَلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ -

৭৮৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ--- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কোন সূরার শুরু চিহ্নিত করতে পারতেন না। হাদীছের এই পাঠ ইবনুস সারহ-এর।

১২২. بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

১৩২. অনুচ্ছেদঃ কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা

১। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, “বিস্মিল্লাহ” সূরা নামূল-এর আয়াত, অন্য কোন সূরার আয়াত নয়।

৭৮৯। ৭৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ
أُطَوِّلَ فِيهَا فَاسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ كِرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ -

৭৮৯। আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রহ) থেকে তাঁর পিতার
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি কখনও
কখনও নামায দীর্ঘায়িত করার ইরাদা করি। কিন্তু কোন ছোট বাচ্চার কান্না শুনে তার
মাতার কষ্টের কথা চিন্তা করে নামায সংক্ষিপ্ত করি- (বুখারী, নাসাঈ, ইবন মাজা, মুসলিম)।

১৩৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْصَانِ الصَّلَاةِ

১৩৩. অনুচ্ছেদ: নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে

৭৯০। ৭৯০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ
سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزْنِيِّ عَنْ عَمَارِ بْنِ
يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ
وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تَسْعُهَا ثُمْنُهَا سَبْعُهَا سُدُسُهَا خُمْسُهَا ثُلُثُهَا
نِصْفُهَا -

৭৯০। কুতায়বা ইবন সাঈদ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: এমন অনেক লোক আছে যারা
নামায পড়ে কিন্তু তাদের নামায পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হয় না। বরং
তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬
ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের-একাংশ বা অর্ধাংশ ছাওয়াব প্রাপ্ত
হয়ে থাকে- (নাসাঈ)।

১৩৪. بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

১৩৪. অনুচ্ছেদ: নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে

৭৯১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤْمِنُ قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيُ بِقَوْمِهِ فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الصَّلَاةِ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءُ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَوْمٌ قَوْمُهُ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ فَأَعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى فَقِيلَ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ فَقَالَ مَا نَافَقْتُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّيُ مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤْمِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَرَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَوْمُنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقْرَةِ - فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَأَنَّ أَنْتَ أَفَتَأَنَّ أَنْتَ أَقْرَأَ بِكَذَا أَقْرَأَ بِكَذَا - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ -

৭৯১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল--- জাবের (রা) বলেন, মুআয (রা) মসজিদে নববীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর স্বীয় সম্প্রদায়ে প্রত্যাবর্তন করে আমাদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাবী পুনরায় বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর তিনি স্বীয় কওমের নিকট ফিরে এসে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা রাতে এশার নামায পড়তে নবী করীম (স) বিলম্ব করেন। সেদিনও মুআয (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায পড়ে ফিরে গিয়ে স্বীয় কওমের ইমামতি করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল-বাকারার তিলাওয়াত শুরু করেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নামায পড়ে। তাকে বলা হল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? জবাবে সে বলল, আমি মুনাফিক নই। অতঃপর সেই ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুআয (রা) আপনার সাথে নামায পড়ার পর প্রত্যাবর্তন করে আমাদের নামাযের ইমামতি করেন। আমরা মেহনতী কৃষিজীবী লোক এং নিজেরাই ক্ষেতের কাজকর্ম করে থাকি। অপরপক্ষে মুআয (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করার সময় সূরা বাকারার ন্যায় দীর্ঘ সূরা পাঠ করে থাকেন। তখন নবী করীম (স) মুআয (রা)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে মুআয! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করতে চাও (দুইবার)? তিনি আরো বলেনঃ তুমি নামাযে অমুক অমুক সূরা পাঠ কর। আবুয-যুবারের বলেন, সূরা আল-আলার ন্যায় ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে।

৭৭২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي لِقَوْمٍ صَلَوةَ الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فِتْنَانَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ -

৭৯২। মুসা ইবন ইসমাঈল... হাযম ইবন উবাই ইবন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবন জাবাল (রা)-র নিকট আসেন। তখন তিনি মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। রাবী এ হাদীছে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুআয (রা)-কে ডেকে বলেনঃ হে মুআয! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ে না। জেনে রাখ। তোমার পেছনে অক্ষম, বৃদ্ধ, মুসাফির ও কাজে ব্যস্ত লোকেরা নামায পড়ে থাকে।

৭৭৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَوةِ قَالَ أَتَشْهَدُ وَأَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُكَ مِنَ النَّارِ اَمَّا اِنِّي لَا اُحْسِنُ دُنْدَنْتَكَ وَلَا دُنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا دُنْدُنُ -

৭৯৩। উছমান ইবন আবু শায়বা... আবু সালেহ (রহ) থেকে মহানবী (স)-এর কোন এক স্মহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেনঃ তুমি শেষ বৈঠকে কিরূপ দু'আ পাঠ করে থাক? লোকটি বলেন, আমি তাশাহুদ (আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি) পড়ে থাকি, অতঃপর বলি- আল্লাহ্মা ইন্নী অসআলুকাল-জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান-নার। কিন্তু আমি আপনার ও মুআয (রা)-এর অস্পষ্ট শব্দ বুঝতে সক্ষম হই না। নবী করীম (স) বলেনঃ আমিও বেহেশত ও দোযখের আশেপাশে ঘুরে থাকি- (ইবন মাজা)।

৭৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتَى كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ قَالَ أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَاعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَإِنِّي لَأَ أَدْرِي مَا دَنَدَنْتُكَ وَلَا دَنَدَنُ مُعَاذُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَمُعَاذُ حَوْلَ هَاتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا -

৭৯৪। ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মুআয (রা)—র ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক যুবককে বলেনঃ হে জাতুশুত্র। তুমি নামাযের মধ্যে কি পাঠ কর? সে বলে, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহর নিকট বেহেশতের কামনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার ও মুআযের অস্পষ্ট শব্দগুলি বুঝতে পারি না। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি এবং মুআযও তার আশেপাশে ঘুরে থাকি, অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন।

৭৭৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ
الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ -

৭৯৫। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে নামায আদায় করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধ লোকেরাও থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড় তখন সে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৭৭৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ -

৭৯৬। আল-হাসান ইব্ন আলী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করে, তখন সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও কর্মজীবী লোকেরাও শরীক হয়ে থাকে।

১৩০. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

১৩৫. অনুচ্ছেদঃ যুহরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

৭৭৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ۔

৭৯৭। মুসা ইবন ইসমাঈল— আতা ইবন আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নামাযে আমাদের শুনিয়ে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তোমাদেরকে ঐরূপ কিরাআত পাঠ করে শুনাই এবং তিনি যেসব নামাযে নীরবে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তাতে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করে থাকি— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৭৭৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ح وَثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيَقْصِرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ۔

৭৯৮। মুসাদ্দাদ ও ইবনুল-মুছান্না— আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি যুহর ও আসরের নামায আদায়কালে তার প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি যুহরের নামাযের প্রথম রাকাত একটু দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযও অনুরূপভাবে আদায় করতেন— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের কথা উল্লেখ করেননি।

৭৭৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ.
الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ بَعْضُ هَذَا وَزَادَ فِي
الْآخِرِينَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى
مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ -

৭৯৯। আল-হাসান ইবন আলী... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে পূর্ববর্তী
হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স)
নামাযের শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

রাবী হাম্মামের বর্ণনায় আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের চাইতে প্রথম রাকাত
একটু দীর্ঘ করতেন। তিনি ফজর ও আসরের নামাযেও অনুরূপ করতেন।

৮০০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى -

৮০০। আল-হাসান ইবন আলী... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত।
তিনি বলেন, সম্ভবতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জামাআতে অধিক লোকের
শরীক হওয়ার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন।

৮০১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لَخَبَابٌ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ
فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ بِإِضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৮০১। মুসাদ্দাদ... আবু মামার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাবাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করি
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাত পাঠ করতেন
কি? তিনি বলেন- হ্যাঁ, পাঠ করতেন। আমরা তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করি- আপনারা কিরূপে তা
অবগত হতেন? তিনি বলেন, আমরা তাঁর দাড়ি মোবারক আন্দোলিত হতে দেখতাম- (বুখারী,
নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৮০২। ৮.২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَقَعَ قَدَمٍ -

৮০২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম রাকাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন যে, কারো (আসার) পদধ্বনি শোনা যেত না।

১৩৬. بَابُ تَخْفِيفِ الْأَخْرَيْنِ

১৩৬. অনুচ্ছেদঃ শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে

৮০৩। ৮.৩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيْنِ وَلَا أَلُومًا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ -

৮০৩। হাফস ইব্ন উমার--- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়রত উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বলেন, জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিটি ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, এমনকি আপনার নামায সম্পর্কেও। ইয়রত সা'দ (রা) বলেন, আমি নামাযের প্রথম রাকাতে কিরাআত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পেছনে যে রূপ নামায পড়েছি- তার কোন ব্যতিক্রম করিনি। উমার (রা) বলেন, আমিও আপনার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৮০৪। ৮.৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي النَّفِيلِيَّ نَا هُشَيْمٌ نَا أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ

فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدَرُ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدَرُ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزْرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزْرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدَرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزْرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ -

৮০৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা তা নির্ণয় করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, তিনি যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ৩০ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন— যেমন সূরা “আলিফ-লাম মীম আস-সাজদাহ” ইত্যাদি এবং শেষ দুই রাকাতে তিনি প্রথম দুই রাকাতের চাইতে অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি যুহরের শেষ দুই রাকাতে যতক্ষণ দাঁড়াতেন— আসরের প্রথম দুই রাকাতের ততক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন। তিনি আসরের শেষ দুই রাকাতে তার প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন— (মুসলিম, নাসাঈ)।

১২৭. بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

১৩৭. অনুচ্ছেদঃ যুহর ও আসর নামাযের ক্বিরাআতের পরিমাণ

৪. ৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ السُّورِ -

৮০৫। মুসা ইব্ন ইসমাইল— জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে সূরা “ওয়াস-সামায়ে ওয়াত-তারিক” এবং “ওয়াস-সামায়ে যাতিল-বুরুজ”—এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন— (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪. ৬ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاسٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتْ الشَّمْسُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا -

৮০৬। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয— জাবের ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়তেন এবং নামাযে সূরা “ওয়াল-লায়লি ইয়া ইয়াগশা”—এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। তিনি আসর ও অন্যান্য নামাযে একইরূপ (দৈর্ঘ্যের সূরা) পাঠ করতেন। তবে ফজরের নামাযে তিনি লম্বা সূরা পাঠ করতেন— (মুসলিম, নাসাই)।

৮.৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهَشِيمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكِعَ قَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ قَالَ ابْنُ عَيْسَى لَمْ يَذْكُرْ أُمِّيَّةَ أَحَدٌ إِلَّا مُعْتَمِرًا -

৮০৭। মুহাম্মাদ ইবন ইসা— ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা পাঠ করে দন্ডায়মান হন, অতঃপর তিনি রুকু করেন। আমরা তাঁকে সূরা “তানযীল আস-সিজদা” পাঠ করতে দেখেছি। ইবন ইসা বলেন, এই হাদীছ কেউই উমাইয়া হতে বর্ণনা করেন নি, বরং মুতামির হতে বর্ণিত হয়েছে।

৮.৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مَوْسَى بْنِ سَالِمٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لَشَابٍ مِّنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْسًا هَذَا شَرِّمَنِ الْأُولَى كَانَ عَبْدًا مَّامُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَنَّا بَعْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بَثْكَاتٍ خِصَالٍ أَمَرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نَنْزِيَّ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ -

৮০৮। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হাশিম গোত্রীয় কয়েকজন যুবকের সাথে হযরত ইবন আব্বাস (রা)—এর নিকট যাই। তখন আমি আমাদের মধ্য হতে জনৈক যুবককে বলি যে, ইবন আব্বাস (রা)—কে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাত পাঠ করতেন

কি? ইবন আব্বাস (রা) বলেন, না। তাঁকে কেউ বললেন যে, যথা সম্ভব নবী করীম (স) আস্তে আস্তে কিরাআত পাঠ করতেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, আস্তে কিরাআত পাঠ করার চেয়ে কিরাআত পাঠ না করাই উত্তম। তিনি (স) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর নিকট অবতীর্ণ বিষয়বস্তু অকপটে তিনি প্রচার করেছেন। তিনটি বিষয়ে আমরা অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ সদকার মাল গ্রহণ ও ভক্ষণ আমাদের জন্য হারাম, তৃতীয়তঃ জুতুর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গাধাকে ঘোড়ার সাথে সংগম করানো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে- (নাসাই, তিরমিযী, আহমাদ)।

৪. ৯- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا -

৮০৯। যিয়াদ ইবন আইউব..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন কিনা তা আমি জানি না- (আহমাদ)।

১৩৮. بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

১৩৮. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ

৪১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهِيَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَأَخْرِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ -

৮১০। আল-কানবী--- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিছ (রা) তাঁকে (ইবন আব্বাসকে)- "المرسلات عرفا" শীর্ষক সূরা তিলাওয়াত করতে শুনে বলেন, হে বৎস! তুমি এই সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ মাগরিবের নামাযে এই সূরা

তিলাওয়াত করতে শুনেছি— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৪১১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُضْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ -

৮১১। আল-কানাবী— জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর তিলাওয়াত করতে শুনেছি— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৪১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولِي الطَّوَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُولِي الطَّوَلَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ وَالْآخِرُ الْأَنْعَامُ وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ -

৮১২। আল-হাসান ইবন আলী— মারওয়ান ইবনুল-হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবন ছাবিত (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মাগরিবের নামাযে “কিসারে মুফাসসাল”^১ পাঠ কর কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে দুইটি দীর্ঘ সূরা পড়তে শুনেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এই দীর্ঘ সূরা দুইটি কি কি? তিনি বলেন, সূরা আ-রাফ ও সূরা আনআম। অতঃপর আমি (ইবন জুরাইজ) এ ব্যাপারে ইবন আবু মুলায়কাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেন, দীর্ঘ সূরা দুইটি হল: সূরা আল-মাইদা ও সূরা আল-আরাফ— (বুখারী, নাসাঈ)।

১২৭. بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

১৩৯. মাগরিবের নামাযে কিসারাত সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে

১। কিসারে মুফাসসাল হল: পবিত্র কুরআনের ২৬তম পারার সূরা হজুরাত হতে ৩০ নং পারার শেষ সূরা আন-নাস পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাগুলি। এই সকল সূরাতে একটিকে অপরাটি হতে পৃথক করার জন্য ঘন ঘন বিসমিল্লাহ ব্যবহৃত হয়েছে বলে একে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়।

৪১৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَأُونَ وَالْعَادِيَّاتِ وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَنْسُوخًا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ -

৮১৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল— হিশাম ইব্ন উরওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মাগরিবের নামাযে তোমাদের মত সূরা আল-আদিয়াত এবং এর সম পরিমাণের দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের নামাযে দীর্ঘ সূরা পাঠ রহিত (মানসূখ) হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরও বলেন, এই অভিমতই বিশুদ্ধ বা সহীহ।

৪১৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْحَسِيُّ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمَفْصَلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ -

৮১৪। আহমাদ ইব্ন সাঈদ আস—সারখাসী— আমর ইব্ন শুআয়ব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফরয নামাযের ইমামতির সময়— মুফাস্সালের ছোট—বড় সব সূরাই পাঠ করতে শুনেছি (সূরা হজুরাত হতে কুরআনের সর্বশেষ সূরা পর্যন্ত— সূরাগুলিকে মুফাস্সাল বলা হয়)।

৪১৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا قُرَّةٌ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -

৮১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয— আবু উছমান আন—নাহ্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)—র পিছনে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তিনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন।

১৪. بَابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرُّكْعَتَيْنِ

১৪০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি একই সূরা উভয় রাকাতে পাঠ করে

৪১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي هَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كَلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أُنْسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا -

৮১৬। আহমাদ ইবন সালেহ— মুআয ইবন আবদুল্লাহ আল-জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফজরের নামাযের উভয় রাকাতে সূরা 'إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ' পড়তে শুনেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভুল বশত এরূপ করেছিলেন না ইচ্ছাকৃতভাবে তা পড়েছিলেন।

১৪১. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

১৪১. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

৪১৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى يَعْنِي بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَصْبَغٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ كَانِي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْصِ الْجَوَارِ الْكُنْصِ -

৮১৭। ইব্রাহীম ইবন মুসা— আমর ইবন হুরায়েছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফজরের নামাযে 'إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ' সূরা (তাকবীর) পাঠ করার শব্দ— (ইবন মাজা, মুসলিম)।

১৪২. بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ

১৪২. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে

৪১৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَمَرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تيسَّرَ -

৮১৮। আবুল-ওয়ালীদ- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল-কুরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি।

৪১৯- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ نَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ -

৮১৯। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, কুরআন পাঠ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না; অন্তত সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সৎক্ষিপ্ত কোন সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে।

৪২০- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ -

৮২০। ইব্ন বাশ্শার- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন ঘোষণা করে দেই যে, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল-কুরআনের কিছু অংশ (সূরা বা আয়াত) না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবে না।

৪২১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ

خَدَاجٌ فَهِيَ خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ - قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ
 الْأَمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَأَنِّي سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي
 وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ فَنَصَفْتُهَا لِي وَنَصَفْتُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ - قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُوا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمْدُنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى
 عَلَى عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجْدُنِي عَبْدِي يَقُولُ
 الْعَبْدُ أَيَاكَ نَعْبُدُ وَأَيَاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ
 الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ فَهُوَ لَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ -

৮২১। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ।

রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবু হুরায়রা (রা)–কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা কামনা করে— তাই তাকে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আল্লাহ বলেন, যখন আমার বান্দা বলেঃ আল্হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতপর বান্দা যখন বলেঃ আর—রহমানির রাহীম, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলেঃ মালিকি ইয়াওমিন্দীন, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতপর যখন বান্দা বলেঃ ইয়্যাক্কা নাবুদু ওয়া ইয়্যাক্কা নাস্তাঈন, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে

সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করল- তাই তাকে দেয়া হয়। অতপর বান্দা যখন “ইহুদিনাস্ সিরাতাল মুসতাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়াল্লাদাল্লীন” বলে, তখন আল্লাহ বলেন- এ সমস্তই আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করেছে- তাও প্রাপ্ত হবে- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৪২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا - قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ -

৮২২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ- উবাদা ইব্নুস- সামিত (রা) হতে বর্ণিত। এই হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাংগ হবে না- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

রাবী বলেন, এই নির্দেশ কেবলমাত্র একাকী নামায পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য।

৪২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُنْ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا -

৮২৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ- উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জামাআতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তার পাঠ তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না- (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম, ইবনমাজা)।

২২৪- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيْدٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ثَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَافِعٌ أَبْطَأَ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ صَلَوةِ الصَّبْحِ فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَوةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عِبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَقْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عِبَادَةُ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعِبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلَ - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ قَالَ فَالْتَبَسْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ تَقْرَؤْنَ إِذَا جَهِرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا أَنَا نَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَؤْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهِرْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ -

৮২৪। আর-রবী ইবন সুলায়মান... নাফে ইবন মাহমুদ হতে বর্ণিত। নাফে বলেন, একদা হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বিলম্বে ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় মুআযযিন আবু নুআয়েম (রহ) তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করেন। তখন আমি এবং উবাদা ইবনুস সামিত (রা) উপস্থিত হয়ে আবু নুআয়েমের পিছনে ইকতিদা করি। এই সময় আবু নুআয়েম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা (রা) সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। নামাযান্তে আমি উবাদা (রা)-কে বলিঃ ইমাম আবু নুআয়েম যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন, তখন আমি আপনাকেও সূরা ফাতিহা পড়তে শুনি- এর হেতু কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, আমি পাঠ করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন এক ওয়াস্তের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন, যার মধ্যে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) কিরাআত পাঠের সময় আটকে যান। অতপর নামাযান্তে তিনি সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলাম, তখন তোমরাও কি কিরাআত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হাঁ আমরাও কিরাআত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনও করবে না। তিনি আরো বলেন, কিরাআত পাঠের সময় যখন আমি আটকে যাই তখন আমি এইরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে

কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কিরাআত পাঠ করি, তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না- (নাসাই)।

৪২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوا فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا - قَالَ مَكْحُولٌ أَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْأَمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ أَقْرَأُ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا تَتْرُكُهَا عَلَى حَالٍ -

৮২৫। আলী ইবন সাহল আর-রামলী- ইবন জাবের, সাঈদ ইবন আবদুল আযীয এবং আবদুল্লাহ ইবনুল আলা হতে বর্ণিত। তাঁরা হযরত মাকহুল হতে, তিনি হযরত উবাদা (রা) হতে আর-রবী ইবন সুলায়মানের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত মাকহুল মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে (ইমামের পিছনে) নীরবে প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

মাকহুল (রহ) বলেনঃ ইমাম যে নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন এবং থামেন তখন নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ কর। অপরপক্ষে ইমাম যদি বিরতিহীনভাবে কিরাআত পাঠ করেন, এমতাবস্থায় তুমি হয় ইমামের আগে, পরে বা সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ কর এবং তা পাঠ করা কখনও ত্যাগ কর না।

১৪২. بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

১৪৩. অনুচ্ছেদঃ যে নামাযের মধ্যে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা হয়, তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে

৪২৬- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكِيمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ -

৮২৬। আল-কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে কिरাআত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে (নামাযের মধ্যে) কिरাআত পাঠ করেছে কি? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এজন্যই আমার কুরআন পাঠের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে কिरাআত পঠিত নামাযে তাঁর পিছনে কिरাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন— (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ ইবন উকায়মা এই হাদীছটি মামার, ইউনুস, উসামা ইবন যায়েদ (রহ) ইমাম যুহরী হতে রাবী মালিকের হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেন।

۸۲۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَكِيمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظَنُّ أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنْزَعَ الْقُرْآنَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنْزَعَ الْقُرْآنَ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ

قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ -

৮২৭। মুসান্নাদ- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। সম্ভবতঃ তা ফজরের নামায হবে। অতপর হাদীছটি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে- এবং কুরআন পাঠে কিসে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে- এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ বলেন, মুসান্নাদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আমার যুহরী হতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ অতপর লোকেরা কিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আয-যুহরীর বর্ণনায় عَنْ بَيْنِهِمْ শব্দের উল্লেখ আছে। রাবী সুফিয়ান বলেন যে, ইমাম যুহরী এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমি শুনতে পাইনি। তখন আমার বলেন, তিনি বলেছেন, লোকেরা (মুক্তাদীরা) কিরাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন যে, উক্ত হাদীছ আবদুর রহমান ইবন ইসহাক ইমাম যুহরীর সূত্রে "مَا لِي أُنَازِعَ الْقُرْآنَ" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আওয়াঈ যুহরীর সূত্রে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ ইমাম যুহরীর বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, উপরোক্ত ঘটনার পর মুসলমানরা উপদেশ লাভ করেছেন যে, যে নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে পঠিত হত সেরূপ নামাযে তাঁরা কখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ফারেসকে বলতে শুনেছি যে, فَانْتَهَى النَّاسُ (অতপর লোকেরা ইমামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন কথাটুকু ইমাম যুহরীর।

١٤٤. بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يُجْهَرْ

১৪৪. অনুচ্ছেদঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে মুক্তাদীদের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে

২২৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا
فَرَغَ قَالَ أَيْكُمْ قَرَأَ قَالُوا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا۔ قَالَ أَبُو
دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ الْيَسَّ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصَبْتُ
لِلْقُرْآنِ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ۔ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ
كَرِهَهُ قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ۔

৮২৮। আবুল ওয়ালীদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর— ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়াচ্ছিলেন।
এক ব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে ইক্তিদা করে সূরা “সাব্বিহিসমা রব্বিকাল- আলা” পাঠ করে।
নামায শেষে নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সূরা পাঠ করেছে?
জবাবে তাঁরা বলেন, এক ব্যক্তি। তখন তিনি (স) বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে
কোন লোক নামাযের মধ্যে আমাকে অহেতুক জটিলতা ও দৃষ্টিভ্রান্তি ফেলে।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবুল ওয়ালীদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে শোবার সূত্রে উল্লেখ করেছেন
যে, অতপর আমি (শোবা) হযরত কাতাদাকে বলি- সাঈদ বলেননি যে, “কুরআন পাঠকালে
নীরব থাক?” তিনি বলেনঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয়, তার জন্যই এই হুকুম।
ইমাম ইব্ন কাছীর তাঁর হাদীছে বলেনঃ অতপর আমি হযরত কাতাদাকে বলি, সম্ভবত
কিরাআত পাঠ নবী করীম (স) যেন অপছন্দ করেছেন। তখন তিনি বলেন, নবী করীম (স) যদি
অপছন্দ করতেন তবে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করতেন।

৮২৭- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا انْقَضَتْ قَالَ
أَيْكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّ
بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا۔

৮২৯। ইব্নুল- মুহাম্মাদ— ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর বলেন,
তোমাদের কে সূরা “সাব্বিহিসমা রব্বিকাল-আলা” পাঠ করেছে? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন,
আমি। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে
আমাকে কুরআন পাঠে জটিলতায় ফেলেছে। - (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৪৫. بَابُ مَا يُجْزَى الْأُمِّيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

১৪৫. অনুচ্ছেদঃ নিরক্ষর ও অনারব লোকদের কিরাআতের পরিমাণ

৮৩. - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حَمِيدِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَأُوا فِكُلِّ حَسَنٌ وَسَيَجِيئُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يَقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ -

৮৩০। ওয়াহুব ইবন বাকিয়া— হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা যখন আমরা কিরাআত পাঠে মগ্ন ছিলাম, তখন হঠাৎ সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং এ সময় আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন ও অনারব লোকেরা ছিল। তিনি (স) বলেনঃ তোমরা পাঠ কর, সকলেই উত্তম। কেননা অদূর ভবিষ্যতে এমন সম্প্রদায় নির্গত হবে, যারা কুরআনকে তীরের মত ঠিক করবে (অর্থাৎ তাজবীদ নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করবে), তা দ্রুত গতিতে পাঠ করবে, ধীরস্থিরভাবে পড়বে না। ২

৮৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ وَفَاءِ بْنِ شَرِيْحٍ الصَّدْفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمْ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمْ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ اقْرَأُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يَقُومُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُهُ -

১। সাধারণতঃ ঐ সমস্ত লোকদের আজমী বলা হয়, যারা আরব এলাকার বাইরে বসবাস করে এবং আরবী যাদের মাতৃভাষা নয়। আজমী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল— মুক। আরবরা অহংকার হেতু অনারব (আরব জগতের বাইরের) লোকদের আজমী বলত। - (অনুবাদক)

২। অর্থাৎ নবী করীম (স) আখেরী যামানার এক শ্রেণীর কুরআন পাঠকদের সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে স্বীয় যশ, মান ও খ্যাতির জন্য কুরআন পাঠ করবে। এতে তাদের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করা, আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য তারা সজেষ্ঠ হবে না।

৮৩১। আহমাদ ইব্ন সালেহ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক দিন আমরা কিরাআত পাঠ করাকালীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে বলেনঃ আল্হাম্দু লিল্লাহ! আল্লাহর কিতাব- একই এবং তোমাদের কেউ লাল, কেউ সাদা এবং কেউ কাল রঙের। তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে কিরাআত পাঠ কর যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় দৃঢ় করবে। তারা কুরআন পাঠের (বিনিময় দুনিয়াতে পেতে) তাড়াহুড়া করবে এবং (আখিরাতের) অপেক্ষা করবে না।

৮৩২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِمَنِي مَا يَجْزِيَنِي مِنْهُ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهُ فَمَا لِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ -

৮৩২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন- আমি কুরআন মুখস্থ করে রাখতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি বলবেঃ

সুব্বহানাল্লাহ, আল্হাম্দু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তখন ঐ ব্যক্তি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আল্লাহর জন্য- আমার জন্য কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি বল- আল্লাহ্ম্মা ইন্নহাম্নী, ওয়ায়যুকুনী, ওয়া আফিনী ওয়াহ্দিনী। অতঃপর রাবী বলেনঃ ঐ ব্যক্তি ঐগুলি হাতের অংশগুলিতে গণনা করেন। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এই ব্যক্তি উত্তম বস্তু দ্বারা তার হাত পরিপূর্ণ করেছে-(নাসাঈ)।

৮৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا -

৮৩৩। আবু তাওবা— জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নফল নামায আদায় করার সময় দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দু'আ পাঠ করতাম এবং রুকু ও সিজদার সময় তাসবীহ পাঠ করতাম।

৮৩৪— حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَهْلِلُ قَدْرَ قِ وَالذَّارِيَّاتِ ..

৮৩৪। মুসা ইবন ইসমাইল— হাম্মাদ— হুমায়দ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে নফল নামাযের কথা উল্লেখ নাই। তিনি (হুমায়দ) বলেনঃ হযরত হাসান যুহর ও আসরের নামাযে— ইমাম অথবা মুক্তাদী— উভয় অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি উক্ত নামাযের মধ্যে তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতেন সূরা কাফ ও যারিয়াত পাঠের অনুরূপ সময় পর্যন্ত।

১৬৬. بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

১৪৬. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে

৮৩৫— حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرَفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ— فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ هَذَا قَبْلَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ بِنَا هَذَا قَبْلَ صَلَاةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

৮৩৫। সুলায়মান ইবন হারব— মুতাররিফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ও ইমরান ইবন হুসায়েন (রা) হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)— র পশ্চাতে নামায আদায় করি। তিনি সিজদা ও রুকুতে গমনকালে তাকবীর বলতেন এবং তিনি দুই রাকাত নামায সম্পন্ন করে উঠার সময় তাকবীর বলতেন। নামাযান্তে ফিরে আসার সময় ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বলেনঃ ইতিপূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিয়ে যেভাবে নামায-আদায় করেছেন— তিনিও সে নিয়মে নামায পড়লেন— (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৮৩৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا أَبِي وَبَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ غَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَّهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَأَقْبَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ وَشُعَيْبٍ بِنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৮৩৬। আমার ইবন উছমান— আবু বাকর ইবন আবদুর রহমান এবং আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করাকালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলার পর “রব্বানা ওয়া লাকাল—হাম্দ” বলতেন সিজদায় যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতে “আল্লাহ আকবার” বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি তাকবীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক হতে দন্ডায়মান হবার সময়ও তিনি আল্লাহ আকবার বলতেন। তিনি প্রত্যেক রাকাতেই আল্লাহ আকবার বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেনঃ আল্লাহর শপথ। যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি (স) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন— (বুখারী, নাসাই, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম মালেক— আলী ইবন হুসাইনের সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আবদুল আলা— যুহরীর সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

৪৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَارَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ -

৮৩৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার— আবদুর রহমান ইব্ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত।
তিনি বলেনঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করেন।
তিনি (স) তাকবীর পূর্ণভাবে বলেননি।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তিনি (স) রুকু হতে মাথা উঠিয়ে যখন
সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না। তিনি সিজদা হতে
দাঁড়াবার সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না।

১৪৭. بَابُ كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা

৪৩৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى قَالَا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا
شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ
رُكْبَتَيْهِ -

৮৩৮। আল-হাসান ইব্ন আলী— ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায পড়াকালে সিজদায় যাওয়ার সময়
(মাটিতে) হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে দেখেছি। তিনি (স) সিজদা হতে দাঁড়াবার সময় হাঁটুর পূর্বে
হাত উঠাতেন— (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৪৩৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَا هَمَّامُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَادَةَ

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ - قَالَ هَمَامٌ نَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ فِي حَدِيثٍ أَحَدِهِمَا وَأكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَحَادَةَ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذِهِ -

৮৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন মামার— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) সিজদায় যেতে তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন।

রাবী হাম্মাম (রহ) শাকীকের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আসিম ইব্ন কুলায়েব তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি নবী করীম (স) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত রাবীদ্বয়ের মধ্যে আমার জানামতে সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ ইব্ন জুহাদার বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি (স) যখন সিজদার পর দাঁড়াতেন তখন তিনি (স) হাঁটু ও রানের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

۸۴- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَغِيرُ وَلَيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ -

৮৪০। সাঈদ ইব্ন মানসূর— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা সিজদা করার সময় উটের ন্যায় বসবে না এবং সিজদায় যেতে মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।^১

১. পূর্ববর্তী হাদীছে সিজদায় যেতে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ— এর মতে এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য এবং কোন কোন মাযহাব ইয়রত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন। - (অনুবাদক)

৪৮১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ-

৮৪১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কিছু লোক নামাযের মধ্যে উটের বসার ন্যায় বসে- (তিরমিযী, নাসাই)।

১৬৪. بَابُ التَّهَوُّضِ فِي الْفَرْدِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ : প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম

৪৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ صَلَّى قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ-

৮৪২। মুসাদ্দাদ--- আবু কিলাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আবু সুলায়মান মালিক ইব্নুল হুআয়রিছ (রা) আমাদের মসজিদে এসে বলেন- আল্লাহর শপথ। আমি নামায আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন- তা প্রদর্শন করতে চাই।

রাবী বলেন: অতঃপর আমি হযরত আবু কিলাবাকে বলি, তিনি (স) কিভাবে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন: আমাদের শায়েখ হযরত আমর ইব্ন সাল্মা (রাহ)- এর নামাযের ন্যায়, যিনি তাদের ইমাম ছিলেন। বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবী আরো বলেছেন, তিনি যখন প্রথম রাকাতের শেষ সিজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন একটু বসে- অতঃপর দণ্ডায়মান হতেন'- (বুখারী, নাসাই)।

১। প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর হানাফী মাযহাব অনুসারে বসার প্রয়োজন নাই, এবং সিজদা শেষে সরাসরি দাঁড়াতে হবে। - (অনুবাদক)

আব দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)—৫৮

السُّجُودَ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৮৪৫। ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন— ইবন জুরয়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু জুবায়ের— তাউস হতে শ্রবণ করে আমাকে বলেছেন : আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রা)– কে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোড়ালির উপর পাছা রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেনঃ তা সূনাত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর জলুম মনে করি। জবাবে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ এটা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূনাত— (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)।

১০. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

১৫০. অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে

৪৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدُ الرُّكُوعِ - قَالَ سَفْيَانُ لَقِينَا الشَّيْخَ عُيَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدُ الرُّكُوعِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَصِمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُيَيْدٍ قَالَ بَعْدُ الرُّكُوعِ -

৮৪৬। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা— হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রুকু হতে সোজা হওয়ার পর “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহু আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল-হামদ, মিলউস্-সামাওয়াতে ওয়া মিলউল-আরদে ওয়া মিলউ মা শিতা মিন্ শায়ইন বা’দু” বলতেন— (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ সুফিয়ান ও শো’বা— উবায়দে আবুল হাসান হতে হাদীছটি বর্ণনা

করেছেন। তাতে “রুকুর পরে” শব্দটির উল্লেখ নাই।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলেনঃ আমরা শায়খ উবায়দ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করলে

তিনি তাতে “রুকুর পরে” শব্দটির উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ শো’বা (রহ) আবু ইসমা হতে, তিনি আ’মাশ হতে, তিনি উবায়দ হতে এই হাদীছ বর্ণনাকালে “রুকুর পরে” শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

৪৬৭- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيدُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو
مِسْعَرٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا بَشْرُ بْنُ بَكْرِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ نَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَاءَ قَالَ
مُؤَمَّلٌ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ
وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ زَادَ مُحَمَّدٌ وَلَّا
مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ بَشْرٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ اللَّهُمَّ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

৮৪৭। মুআম্মাল ইবনুল ফাদল আল-হাররানী— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহু”
বলতেন, তখন এর সাথে “আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল-হাম্দ মিল্‌উস্-সামায়ে” (রাবী
মুআম্মালের বর্ণনানুযায়ী) “মিল্‌উস্-সামাওয়াতে ওয়া মিল্‌উল্ আরদে ওয়া মিল্‌উ মা শি’তা মিন
শায়ইন বা’দু, আহ্লুছ-ছানায়ে ওয়াল-মাজ্‌দে আহাক্কু মা-কালাল্ আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা
আবদুন লা মানিআ লিমা আতাইতা” বলতেন।

রাবী মাহমূদ এর সাথে আরো অতিরিক্ত “ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা” শব্দটি বলেছেন।
অতঃপর সকল রাবী এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেনঃ “ওয়ালা ইয়ান্‌ফাউ
যাল-জাদ্দে মিনকাল্‌জাদু।”

রাবী বিশর বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) শুধুমাত্র “রব্বানা লাকাল-হাম্দ” বলতেন।
রাবী মাহমূদের বর্ণনানুযায়ী “আল্লাহুমা” শব্দটির উল্লেখ নাই, বরং তাঁর বর্ণনায় নবী করীম (স)
“রব্বানা লাকাল-হাম্দ” বলতেন বলে উল্লেখ আছে— (মুসলিম, নাসাঈ)।

৪৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৮৪৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন ইমাম “সামিআল্লাহ লিমান হামিদা” বলবে তখন তোমরা (মুকতাদিগণ) “আল্লাহুমা রব্বানা লাকাল-হাম্দ” বলবে। কেননা যে ব্যক্তির এ উক্তির সাথে ফেরেশতাদের উক্তির সমন্বয় ঘটবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে— (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী)।

৪৬৯- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ نَا سَبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ لَا يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْأَمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ وَلَكِنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

৮৪৯। বিশর ইবন আম্মার— আমের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুকতাদিগণ ইমামের পিছনে “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলবে না, বরং “রব্বানা লাকাল-হাম্দ” বলবে।

১৫১. بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

১৫১. অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ

৪৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ نَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي -

৮৫০। মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন। “আল্লাহুমাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া আফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী— (ইবন মাজা, তিরমিযী)।

১০২. بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الْإِمَامِ رُؤُسُهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

১৫২. অনুচ্ছেদ : ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে সিজদা থেকে মাথা তুলবে

৪০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلَى لَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَوَكَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْدَاتِ الرِّجَالِ-

৮৫১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল--- আসমা বিন্তে আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন পুরুষদের মাথা উত্তোলনের পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়। তা এইজন্য যে, যাতে মহিলারা পুরুষদের সতর দেখতে না পায়।

১০৩. بَابُ طَوْلِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতির পরিমাণ

৪০২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَجُودَهُ وَرُكُوعَهُ وَقُعُودَهُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ-

৮৫২। হাফস ইবন উমার--- আল-বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সিজদা, রুকু ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে প্রায় একই পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী)।

৪০৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَوةً مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ -

৮৫৩। মুসা ইবন ইসমাঈল— আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায যেরূপ সংক্ষেপে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেন, আমি এরূপ নামায আর কারো পেছনে পড়ি নাই। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলার পর এত দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন যে, আমাদের মনে হত হয়ত তিনি ভুলে গেছেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে এত বিলম্ব করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত দ্বিতীয় সিজদার কথা ভুলে গেছেন।

৮৫৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتَهُ وَاعْتَدَالَهُ فِي الرُّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلَسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتُهُ وَاعْتَدَالُهُ بَيْنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلَسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلَسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ -

৮৫৪। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল— আল-বারাআ ইবন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের অবস্থায় দেখি। আমি তাঁর কিয়াম (দন্ডায়মান অবস্থা) তাঁর রুকু ও সিজদার সমতুল্য পেলাম। তাঁর রুকুতে অবস্থান, তাঁর সিজদার সমান এবং দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠক, অতঃপর সিজদা করা, অতঃপর সালাম ফিরানো পর্যন্ত বৈঠক সবই প্রায় সমান পেয়েছি— (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী)।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, তাঁর রুকু এবং দুই রাকাতের মাঝখানের ইতিদাল, তাঁর সিজদা ও দুই সিজদার মাঝে বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় সিজদা এবং সালাম ফিরানোর পর লোকদের দিকে মুখ করে বসা—সবকিছুই (সময়ের ব্যবধানে) প্রায় সমান ছিল।

১০৬. بَابُ صَلَاةٍ مَنْ لَا يَقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

১০৬. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না

৪০০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزَى صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ -

৮৫৫। হাফস ইব্ন উমার— আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি রুকু হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বিরতির সময় সোজা হয়ে বসবে না তার নামায যথেষ্ট হবে না— (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৪০৬- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا أَنَسُ بْنُ يَعْنَى ابْنَ عِيَّاضٍ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمَنِي - قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

رَآكُمَا ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجَدَ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلَسَ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَّاتِكَ كُلِّهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَّاتُكَ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَّاتِكَ - وَقَالَ فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ -

৮৫৬। আল-কানাবী--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতঃ নামায আদায়ের পর তাঁকে গিয়ে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় কর, কারণ তোমার নামায হয় নাই। অতপর ঐ ব্যক্তি পূর্ববত নামায পড়ে এসে নবী করীম (স)-কে পুনরায় সালাম প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় কর, তোমার নামায হয় নাই। এভাবে সে তিনবার নামায পড়ল। তখন ঐ নামাযী ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এর চাইতে উত্তমরূপে আমি নামায পড়তে জানি না। অতএব নামাযের পদ্ধতি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ যখন তুমি নামাযে দন্ডায়মান হবে তখন সর্বপ্রথম তাক্বীয়ে তাহরীমা বল। অতঃপর তোমার সুবিধা অনুযায়ী কুরআনের আয়াত পাঠ কর, অতঃপর শান্তি ও স্থিরতার সাথে রুকু করবে, অতপর রুকু হতে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতপর ধীরস্থিরভাবে সিজ্দা আদায় করবে এবং (দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী স্থানে) সোজা হয়ে বসবে। তুমি তোমার সমস্ত নামায এরূপে আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) সবশেষে উক্ত সাহাবীকে বলেন, যখন তুমি এরূপে নামায আদায় করবে, তখনই তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। যদি তুমি এর কোন অংশ আদায়ে ত্রুটি কর, তবে তোমার নামাযও ত্রুটিপূর্ণ হবে। উক্ত বর্ণনায় এরূপও উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) তাকে বলেনঃ যখন তুমি নামায আদায়ের ইরাদা করবে, তখন প্রথমে উত্তমরূপে উযু করবে।

৮৫৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى

يَتَوَضَّأُ فَيَضَعُ الْوُضُوءَ يَغْنِي مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَكْبِرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُسَبِّحُ
عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
مَقَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ
ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَقَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ
قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَقَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ
فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .

৮৫৭। মুসা ইবন ইসমাঈল— আলী ইবন ইয়াহইয়া (রহ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রশ্ন করে—। অতপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ উযুর অংগসমূহ উত্তমরূপে ধৌত না করলে নামায পূর্ণ হবে না। উযুর পর তাক্বীয়ে তাহরীমা বলে হাম্দ ও ছানা পাঠ করতঃ কুরআন মজীদ হতে যা সম্ভব পাঠ করবে। অতপর “আল্লাহ আকবার” বলে রুকুতে যাবে— এমতাবস্থায় যে, তার শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করবে। পরে “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলে স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতপর “আল্লাহ আকবার” বলে এমনভাবে সিজদা করবে, যাতে শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে। পরে “আল্লাহ আকবার” বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এরপর পুনরায় “আল্লাহ আকবার” বলে পূর্ববৎ সিজদা করবে। অতপর “আল্লাহ আকবার” বলে সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন করবে। যখন কোন ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করবে, তখনই তার নামায পরিপূর্ণ হবে— (তিরমিযী)।

৪০৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا
نَا هَمَّامٌ نَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْسِلُ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يَكْبِرُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَدْنَى لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ
حَمَّادٍ- قَالَ ثُمَّ يَكْبِرُ فَيَسْجُدُ فَيُمْكِنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جِبْهَتُهُ

مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ثُمَّ يَكْبِرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صَلَاتَهُ فَوْصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَّغَ لَا يَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ -

৮৫৮। আল-হাসান ইব্ন আলী... রিফাআ ইব্ন রাফে হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেনঃ অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহর নির্দেশমত পরিপূর্ণভাবে উষু না করলে কারও নামায শুদ্ধ হবে না। সে তার মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ করবে এবং উভয় পা গোছাসহ ধৌত করবে। অতপর “তাক্বীরে তাহরীমা” বলে হাম্দ পাঠ করতঃ কুরআনের সেই অংশ পাঠ করবে, যা তার জন্য সহজ। অতপর রাবী হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তিনি (স) বলেনঃ “আল্লাহ আকবার” বলে সিজ্দা করবে এবং কপাল এমনভাবে মাটিতে স্থাপন করবে যে, শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে এবং শরীর নরমভাব ধারণ করে। অতপর তাক্বীর বলে সোজাভাবে পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসবে এবং পৃষ্ঠদেশ সোজা রাখবে। অতপর তিনি এইভাবে চার রাকাত নামায আদায়ের পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায় না করলে তোমাদের কারো নামায সঠিক হবে না- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٥٩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَأْسَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَأَمْدُدْ ظَهْرَكَ وَقَالَ إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ بِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقْعُدْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى -

৮৫৯। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়া... রিফাআ ইব্ন রাফে হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামায আদায়ের ইরাদা করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে, তখন “তাক্বীরে তাহরীমা” বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করবে। অতপর যখন তুমি রুকু করবে, তখন তোমার উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখবে এবং পৃষ্ঠদেশ লম্বা করে দিবে। তিনি আরো বলেনঃ অতপর যখন তুমি সিজ্দা করবে, তা শান্তভাবে করবে এবং সিজ্দা হতে মাথা উঠাবার পর তুমি তোমার বাম উরুর উপর বসবে।

৪৬০। মুআম্মাল ইবন হিশাম— রিফাআ ইবন রাফে (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ “তাক্বীর তাহরীমা” বলার পর তুমি কুরআনের সহজতম অংশ পাঠ করবে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামাযের মধ্যে প্রথম বৈঠকে উপবেশন কর, তখন শান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিয়ে অতপর “তাশাহুদ” পাঠ করবে। পরে যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন উপরোক্ত নিয়মে নামায শেষ করবে।

৪৬১। মুআম্মাল ইবন হিশাম— রিফাআ ইবন রাফে (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ “তাক্বীর তাহরীমা” বলার পর তুমি কুরআনের সহজতম অংশ পাঠ করবে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামাযের মধ্যে প্রথম বৈঠকে উপবেশন কর, তখন শান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিয়ে অতপর “তাশাহুদ” পাঠ করবে। পরে যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন উপরোক্ত নিয়মে নামায শেষ করবে।

৪৬১। আব্বাদ ইবন মুসা— রিফাআ ইবন রাফে (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী উযু কর, অতঃপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ কর। স্থিরভাবে দভায়মান হয়ে “তাক্বীরে তাহরীমা” বলার পর কুরআনের জানা অংশ পাঠ করবে, অন্যথায় আলহামদু লিল্লাহু আল্লাহ আকবার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। উক্ত বর্ণনায় আরো আছে, তিনি (স) বলেনঃ যদি এথেকে তুমি কিছু বাদ দাও, তবে তোমার নামায ত্রুটিপূর্ণ করলে।

৪৬২- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الْمُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَبِلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْثَةِ الْغُرَابِ وَأَفْتِرَاشِ السَّبْعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ -

৮৬২। আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী--- আবদুর রহমান ইব্ন শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাকের ঠোকরের ন্যায় (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি) সিজদা করতে, চতুর্দ জন্তুর মত বাহ বিছাতে এবং মসজিদের মধ্যে উটের মত নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে নিষেধ করেছেন। হাদীছের মতন (মূল পাঠ্য) রাবী কুতায়বার বর্ণিত- (নাসাঈ, ইবনমাজা)।

৪৬৩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ الْبَرَادِ قَالَ أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدَّثَنَا عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ اسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مَرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مَرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرُّكْعَةِ فَصَلَّى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي -

৮৬৩। যুহায়ের ইব্ন হারব--- সালেম আল-বাররাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা উকবা ইব্ন আমের আল-আনসারী (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে বলি যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে মসজিদে দশায়মান হয়ে “তাকবীরে তাহরীমা” বলেন এবং তিনি যখন রুকুতে যান, তখন তিনি

তঁার দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখেন এবং তার আংগুলগুলি হাঁটুর নিম্নাংশে স্থাপন করেন এবং তিনি তঁার হাতের দুই কনুই পৃথক রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির ভাব ধারণ করে। অতঃপর তিনি “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলে স্থিরভাবে দন্ডায়মান হন। পরে তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজ্দায় গমন করেন এবং উভয় হাতের কনুইদ্বয় পৃথক রেখে এমনভাবে সিজ্দা করেন যে, তঁার সমস্ত শরীর শান্তভাবে ধারণ করে। অতঃপর তিনি সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে উপবেশন করেন এবং তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেনঃ আমি একরূপেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছি— (নাসাঈ)।

১০০. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَتِمُّهَا صَاحِبُهَا تَتِمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ : মহানবী (স)–এর বাণী— যার ফরয নামাযে ত্রুটি থাকবে তা তার নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে

৪৬৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ
بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَاتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ فَتَسَبَّنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ
بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ يُونُسُ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبَّنَا
عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَكَّتْهُ وَهُوَ أَعْلَمُ أَنْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ
تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةٌ وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ
فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَةً مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تَوَخَّذْ الْأَعْمَالَ
عَلَى ذَلِكَ -

৮৬৪। ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম— আনাস ইব্ন হাকীম আদ-দারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যিয়াদ অথবা ইব্ন যিয়াদের ভয়ে মদীনায চলে আসেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা)–এর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাকে তঁার বংশ-পরিচয় প্রদান করেন এবং আমি আমার পরিচয় প্রদান করি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে যুবক! আমি কি তোমার নিকট

হাদীছ বর্ণনা করব না? জবাবে আমি বলিঃ হাঁ, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। রাবী ইউনুস বলেনঃ আমি মনে করি তিনি এই হাদীছটি সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি বলেনঃ আমাদের মহান রব ফেরেশতাদের বান্দার নামায় সম্পর্কে স্বয়ং জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করবেন, দেখ তো সে তা পূর্ণরূপে আদায় করেছে না তাতে কোন ত্রুটি আছে? অতঃপর বান্দার নামায় পরিপূর্ণ হলে তা তদ্রূপে লিখিত হবে। অপরপক্ষে যদি তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তিনি (রব) ফেরেশতাদের বলবেনঃ দেখতো আমার বান্দার কোন নফল নামায় আছে কি? যদি থাকে তবে তিনি বলবেনঃ তোমরা তার নফল নামায় দ্বারা তাঁর ফরয নামায়ের ত্রুটি দূর কর। অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরয আমলের ত্রুটি নফল দ্বারা দূরীভূত করা হবে— (ইবন মাজা)।

৪৬৫। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سُلَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ -

৮৬৫। মুসা ইবন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পুর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৬৬। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ تُمْ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ تُمْ تَتَّخِذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ -

৮৬৬। মুসা ইবন ইসমাঈল— তামীমুদ-দারী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যাকাতের ব্যাপারটিও তদ্রূপ হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে— (ইবন মাজা)।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ